INDEX

Date page

Tuesday, the 24th March, 1981

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujwayanta Palace), Agartala on Wednesday, the 18th March, 1981 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 9 Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্ন-এর নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী,
শ্রীফয়জুর রহমান,
শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস,
শ্রীখগেন দাস,

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---১১।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড, কোয়েশ্চান নাম্বার --১১।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন তহশীলে মোট কতজন ভূমিহীন ও গৃহহীনের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে,

২। তারমধ্যে এখন পর্যন্ত কত ভূমিহীনকে ভূমি এবং গৃহহীনদের বাসস্থানের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে,

৩। গৃহহীনদের গৃহ তৈরী করার জন্য কোন সরকারী সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি,

৪। যদি থাকে তাতে এখন পর্যন্ত কত লোক সাহায্য বা ঋণ পেয়েছেন এবং আগামী আর্থিক বছরে এ ধরণের কত সাহায্য দেওয়া হবে?

উত্তর

১।	(ক) ভূমিহীন	---	৩২,৯৯৭ জন,
	(খ) গৃহহীন	---	১৬,৪৬৩ জন,
	(গ) ভূমিহীন ও গৃহহীন উভয়ে	---	৬২,৮৬৩ জন,
	সর্বমোট সংখ্যা		১,১২,৩২০ জন

২। (ক) ভূমিহীন --- ৯,৬৯২ জন,

(খ) গৃহহীন --- ২,২১৮ জন,

(গ) ভূমিহীন ও গৃহহীন উভয়ে --- ৯,২৬৯ জন,

সর্বমোট --- ২১,১৭৯ জন,

৩। হ্যাঁ।

৪। বর্তমান বৎসরে উন্নয়ন বিভাগে (সি, ডি, ডিপার্টমেন্ট) ৭৫০ টাকার স্কীমে ২,000 পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। আগামী বৎসরে এই প্রকল্পে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে খাস জমির পরিমাণ কত এবং এই খাস জমির কতটুকু টিলা জমি তার পরিমাণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়, আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে তবে তার উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের যে সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে পরিবেশন করলেন তার মধ্যে উপজাতির সংখ্যা কত এবং তপশীলী জাতির সংখ্যা কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ স্যার, এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে পরে দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার---৩০।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার---৩০।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন দপ্তরের চাকুরীতে ইন্টারভিউ পাওয়ার ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্স-চেঞ্জ থেকে নাম পাঠানোর ব্যাপারে সরকার কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন কিনা ?

২। বিভিন্ন দপ্তরে বর্তমানে কত চাকুরীর পদ খালি আছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। হাঁ,

২। ৩৮টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শূণ্য পদের সংখ্যা ৪,২৪২টি। বাকি দপ্তরগুলির তথ্য সংগ্রহাধীন প্রাপ্ত তথ্যের দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ- -

(১) খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর --- ১৭টি।

(২) দুর্নীতি দমন বিভাগ - ৫টি,

(৩) কারা বিভাগ - ৯২টি,

(৪) অগ্নি নির্বাপক সংস্থা - ২৪টি,

(৫) জেলা ও দায়রা আদালত(প) - ২৫টি,

(৬) পশু পালন - ৯৬টি,
(৭) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন - ৫৫১টি,
(৮) আরক্ষা দপ্তর - ৮৮৪টি,
(৯) পরিবহন দপ্তর - ৬টি
(১০) বন বিভাগ - ২৫২টি,
(১১) পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন - ৬৫টি,
(১২) স্বাস্থ্য বিভাগ - ১৭১টি,
(১৩) উপজাতি কল্যান - ১৬০টি,
(১৪) অসামরিক প্রতিরক্ষা - ৩টি,
(১৫) নিয়োগ বিভাগ ১৫২টি,
(১৬) প্রশাসন (উঃ ত্রি) ৪৩টি,
(১৭) মহাকরণ - ২৬টি,
(১৮) রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তর - ৬টি,
(১৯) পঞ্চায়েত রাজ বিভাগ - ৭৪টি,
(২০) উপজাতি গবেষণা ৬টি,
(২১) সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষা - ১৮৯টি,
(২২) মৎস্য বিভাগ - ১১টি,
(২৩) জেলা প্রশাসন (পঃ ত্রি) ৭০টি,
(২৪) আইন বিভাগ - ২৪টি
(২৫) নির্বাচন বিভাগ - ২৪টি
(২৬) কৃষি বিভাগ - ৩১৬টি
(২৭) সমবায় দপ্তর - ৯০টি
(২৮) জরিপ ও বন্দোবস্ত - ২০০টি
(২৯) স্বায়ত্ব শাসন - - -
(৩০) গ্রামীন ইঞ্জিনিয়ারিং - ---
(৩১) কেবিনেট এণ্ড কনফিডেনসিয়েল - 0
(৩২) কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা - ৪৬টি
(৩৩) মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় - ---
(৩৪) ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও রাজ্য লটারী - ৪টি
(৩৫) শ্রম দপ্তর - ১৯টি
(৩৬) প্রচার দপ্তর - ১০৮টি
(৩৭) উচ্চ শিক্ষা দপ্তর - ৯১টি
(৩৮) শিল্প বিভাগ - ৩৪৪টি,

সর্বমোট - ৪,২৪২টি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ থেকে কিভাবে নাম পাঠানো হয়।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ থেকে সাধারনতঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, তপশিলি জাতি, উপজাতি ইত্যাদি দেখে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নাম পাঠানো হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপজাতি বা তপশিলী প্রার্থী না পাওয়ার দরুন এখনো বিভিন্ন বিভাগে কিছু কিছু পোষ্ট খালি আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- স্যার, উদয়পুরে এমন অনেক ঘটনা আছে আমি জানি যে ১৯৬৯ সনে এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ও ইণ্টারভিউ পায়নি। সুতরাং নাম পাঠাবার ক্ষেত্রে একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি সরকার করলেও এইগুলি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। সেজন্য কোন ব্যবস্থ নেওয়া হবে কিনা ? তা ছাড়া এই ধরণের অভিযোগ শোনা যায় যে যদি এমপ্লয়মেন্ট একস-চেঞ্জের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যায় তা হলে অনেক পরে পাশ করেও যেমন ৭৯-৮০ সনে পাশ করেও ৭।৮ বার ইণ্টারভিউ পেয়েছে। এই সমস্ত বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ- ইতিমধ্যে এইরকম কমপ্লেন আমরা কিছু পেয়েছি। তবে একটা রি-অর্গেনাইজেশনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আলোচনা হয়। তথ্যভিত্তিক যেগুলি মুখ্য-মন্ত্রীর দপ্তরে বা অন্যান্য মন্ত্রীদের দপ্তরে নালিশ আসে বা বিধায়কদের কাছে নালিশ আসে সেগুলি আমরা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই এবং দেখা গেছে শতকরা ৪০টা ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি সত্য এবং শতকরা ৬০টি ক্ষেত্রে সত্যি নয়। তার কারণ, দেখা গেছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সময়মত রিনিউ না করাতে ল্যাপ্স হয়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ মফঃস্বলের যে নাম আসার কথা সেইসমস্ত ক্ষেত্রে অনেকাংশে অভিযোগটা সত্যি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে মিটিং হয় তাতে মফঃ-স্বল থেকে নাম আসার জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্চেঞ্জে একটা ব্যুরো করা হয় এবং তার জন্য একটা পদ্ধতি ঠিক করা হয় এই ব্যবস্থায় যে তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করা যাবে তা নয়, তবে যদি দেখা যায় তাদের নাম যায় না, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। একবার ভেরিফাই করার পর দেখা গেল চাকুরী হলো না। তাকে আবার ভেরিফাই করতে হবে। সেইরকম নানা রকম প্রস্তাব আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আছে। এমনও নাম আছে যে নাম রেজিস্ট্রি করার পর তার রিনিউর সময় পার হয়ে গেছে। আমরা তো মাত্র তিন বৎসর হলো এসেছি। সেগুলি অনেক আগের ঘটনা। এই সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- এমপ্লয়মেন্ট একস্চেঞ্জের কাছে যাদের বাড়ীঘর এরাই বেশী করে ইন্টারভিউ পাচ্ছে। যারা মফঃস্বলের দুরবর্তী এলাকায় থাকেন তারা ইন্টারভিউ পাচ্ছে না। সরকারের একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে তারা বাইরে এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে অফিস চালু করবেন। এই সম্পর্কে কতদুর কাজ হয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ-- আমরা বলছি প্রত্যেকটা বি, ডি, ও, অফিসে ব্লক লেভেলে আমরা করব। তখন লেবার আণ্ড এম্প্লয়মেন্ট দপ্তরের যে বাজেট এর উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি সেটা টাকা ছিল না। যখন এই চাপটা পড়ল তখনি এটা চিন্তা করতে হলো এবং তার জন্য নূতন পদ সৃষ্টি হলো। এর জন্য আমাদের পোষ্টগুলি ফিল আপ করার জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পদ করার পরেও যে অভিযোগ

হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখের হলেও দেখা গেছে যে শ্রম দপ্তরে এমন কতগুলি নিয়োগের ক্ষেত্রে নাম আসে যেগুলি শ্রম দপ্তরে দুর্নীতির ভিতরে পড়ে যায়। সেজন্য আমরা দেখছি যে ম্যান পাওয়ার সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে শূন্যপদগুলির কথা বলেছেন সেগুলি পূরণ করার ব্যাপারে কয়টা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। আর এই সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগের ব্যাপারে ছাঁটাই কর্মীদের নিয়োগের ব্যাপারে যে সব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেগুলিতে তাদের নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :--- প্রকৃত পক্ষে কোন ছাঁটাই কর্মচারী নাই। এর ভিতরে দুই রকম আছে। কতগুলি আছে বাই প্রমোশান পূর্ণ করতে হবে। তার জন্য ডি, পি, সি, আছে। আবার প্রমোশানের পর নীচের যে পদগুলি ভ্যাকেন্ট হয় তার নিয়োগের কাজে বিভিন্ন দপ্তর থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম দেওয়া হচ্ছে। যেমন বলা যায় আমাদের বিধানসভায় অলরেডি বোধ হয় প্রসেস হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। কোথাও বা সেই স্তরে আছে। আর কতগুলি পদ আছে যেগুলি প্রমোশানের জন্য আছে। সেখানে ডি, পি, সি, গঠন করা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :--- স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভুল তথ্য দিয়েছেন। কারণ, তিনি নিজেই ছাঁটাই কর্মচারীদের পুর্নঃ নিয়োগের জন্য যে সব-কমিটি হয়েছে, তার চেয়ারম্যান। এই রকম দুই একটা কেস স্বাস্থ্য দপ্তরে এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তরেও রয়েছে। যেমন, টি, আর, টি, সিতেও রয়েছে।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় সদস্য, টি, আর, টি, সিটা হচ্ছে একটা স্বশাসিত সংস্থা কাজেই এই সম্পর্কে এটা এখানে আসে না।

শ্রীবিমল সিংহা :--- মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৪০০০ এর মতো পদ খালি আছে এবং এর মধ্যে টি, পি, এস, সির দ্বারা যে সব নিয়োগ হয়, সেগুলিও এর মধ্যে আছে। এখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে নিয়োগ নীতি আছে, সেটা টি, পি, এস সি মানে কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :--- টি, পি, এস, সির দ্বারা যে সব পদ পূরণ করা হয়, সেগুলির জন্য রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস আছে এবং সেগুলি নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের সরকারের কোন হাত নেই। রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস অনুযায়ী তারা প্রথমে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, তারপর ক্যাণ্ডিডেটদের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী তারা সরকারের কাছে একটা প্যানেল পাঠায় এবং সেই প্যানেল অনুযায়ী সরকার খালি পদগুলি পূরণ করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :--- এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জে যারা সিনিয়র কর্মপ্রার্থী আছেন, তাদের একবার ইন্টারভিয়ু পাওয়ার পর দ্বিতীয় বার ইন্টারভিয়ুর ডাকা হয় না বা পেতে অনেক দেরী হয়। এই রকম যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :--- এই নিয়মটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে একবার ইন্টারভিয়ু পেলে পরে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে আর ইন্টারভিয়ু পাবে না। আমরা কেন্দ্রীয়

সরকারকে বলেছি যে ত্রিপরার ক্ষেত্রে তোমারা এটাকে ৩ মাস করে দাও, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন উত্তর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাই নি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা---পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টে কিছু দিন আগে স্টেটেস্টিক্যাল ইন্সপেকটারের পদে নিয়োগ করা হয়েছে এবং যে যোগ্যতা তারা চেয়েছিলেন সেই যোগ্যতার লোক আমাদের ত্রিপুরাতে আছে, কিন্তু তাদেরকে ডাকা হয় নি যদিও তাদের এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সেঞ্জে সিনিয়র হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত আছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য লোকদের ডেকে ইন্টারভিয়্যু নেওয়া হয়েছে এবং এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---পার্টিকুলার কেস নমটা পেলে, তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---আগরতলার জন্য যে সব পদ পূরণ করা হয়, দেখা গিয়েছে যে নর্থ ত্রিপুরার কোন ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয় না?

শ্রীবীরেন দত্তঃ-- পার্টিকুলার কেসে নাম ঠিকানা দিলে, খুঁজে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমি তো আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নি। আমার প্রশ্নটা ছিল যে ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনঃ নিয়োগের ক্ষেত্রে সাব-কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেগুলি ঠিক মতো কার্য্যকরী করা হচ্ছে না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর অভিমত কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি যতদূর জানি ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনঃ নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সাব-কমিটির প্রত্যেকটি রিকমেণ্ডেশান সরকার গ্রহণ করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ- -ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮, স্যার।

প্রশ্ন

১) বটতলার সন্নিকটে (টি, আর, টি, সি, অফিসটি বর্ত্তমানে যেখানে অবস্থিত) সুপার মার্কেট তৈরীর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, কবে নাগাদ তাহার কাজ শুরু হবে?

২) উক্ত বাজারটির জন্য মোট কত পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে?

উত্তর

১) সত্তরই এই কাজ আরম্ভ হবে।

২) জমির পরিমাণ ০.৮৮৬ একর। বটতলায় সুপার মার্কেট করার জন্য আমরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে মোট ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুরী পাই। বর্ত্তমানে ঐ জায়গায় ৫৪ জন লোক পি, ডবলিউ, ডির কিছুটা রাস্তা সহ বে-দখল করে আছে। এক সময়ে তাদের সংগে কথা হয়েছিল যে কন্সট্রাকশনের সময়ে তারা ঐ বেদখল জায়গা ছেড়ে দেবে এবং কন্সট্রাকশান হয়ে গেলে তাদের সেখানে দোকান করার

সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তারা প্রথমে রাজিও হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে কিছু অংশ ঐ জায়গা ছাড়তে অস্বীকার করে। আমরা আবারও তাদের সংগে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কথাবার্তা শুরু করব, কারণ কনসট্রাকশানের জন্য প্রয়োজনীয় টেণ্ডারও হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রভাত ভৌমিক পিতা মৃত... ভৌমিক, তিনি প্রচুর জায়গা বে আইনীভাবে দখল করে আছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এটা ঠিক যে শ্রীপ্রভাত ভৌমিক টি. আর. টি. সির অফিস সংলগ্ন কিছুটা জায়গা আন-অথরাজড দখল নিয়ে আছে, যেটা সুপার মার্কেট কনসট্রাকশানের মধ্যে পড়ে। আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির কমিটিতেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কোর্টের সাহায্য ছাড়া এটা রিমুভ করা যাবে না। সম্ভবতঃ মিউনিসিপালিটি কর্তৃপক্ষ প্রথমে আলাপ আলোচনার মধ্যে এটার একটা নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে গত ১৯৮০-৮১ সনে মোট কত একর টিলা ভূমিতে রাবার চাষ করা হয়েছে?

২) রাবার বাগানে সর্বমোট কত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে?

৩) তারমধ্যে স্থায়ী কত এবং অস্থায়ী কত?

উত্তর

১) ৭১১.৪৮ হেক্টর।

২) ৩,৬৫,৬৬৯,৫ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

৩) ২০০ জন স্থায়ী শ্রমিক অবশিষ্ট সকল অস্থায়ী শ্রমিক।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরাতে আরও বেশী করে রাবার বাগান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন কি?

শ্রীআরবের রহমান ঃ---আমরা ১০ বছরের একটা পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে ত্রিপুরাতে আরও বেশী করে রাবার বাগান করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মী ছিল ?

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মীকে নিয়মিত কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ? তার হিসেব ?

উত্তর

১। ৩৯টি দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কন্টিনজেন্ট কর্মীর সংখ্যা মোট ২,১৬৬। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ৩৯টি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১,৫০০ জন কন্টিনজেন্ট কর্মীকে নিয়মিত করা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কন্টিনজেন্ট কর্মীদের নিয়মিত করার জন্য সরকার কি কি নিয়মনীতি অবলম্বন করেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকারের নীতি হল ৩ বছর পর্য্যন্ত যারা কন্টিনজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য তাদেরই নেওয়া হবে, এটা হল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের ক্ষেত্রে যারা ৩ মাস পর্য্যন্ত কন্টিনজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন তাদের থেকেও নেওয়া হবে। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্য শতকরা ৭০টি শূন্য পদ কন্টিনজেন্ট কর্মীদের থেকে নেওয়া হলে এবং বাকী ৩০টি পদ জেনারেল থেকে নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী ফয়জুর রহমান

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ---কোয়েশ্চন নং ৭৮

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৮

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কত ওয়াকফ সম্পত্তি রেকর্ডভূক্ত করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

২। ওয়াকফ কমিশনার কর্তৃক বর্তমানে পরিচালিত সার্ভে কার্য্য সম্পন্ন এবং বোর্ড কর্তৃক তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সারা রাজ্যে প্রকৃত ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণিত হইবে। তবে বর্তমানে আমাদের হাতে শেষ ওয়াকফ বোর্ডের মিটিংয়ের পর যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় কৈলাসহরে ২৮টি, কমলপুরে ৬৩টি এবং সোনামুড়ায় ৬টি এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এখনও বিবরণ আমাদের কাছে আসে নাই। এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই যে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি ত্রিপুরায় দরখাস্তের ভিত্তিতে যখন অনুসন্ধান করা হয় তখন দেখা যায় যে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে একটু পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য দরখাস্ত যারা করেন—এইগুলি যাদের হেফাজতে ছিল তারা

যখন এখান থেকে চলে যান তখন তারা সেই সম্পত্তিগুলি ওয়াক্‌ফ বদল করে বিনিময় করে যান। কোন কোন ক্ষেত্রে কবর এবং মসজিদ থেকে তার চিহ্ন বুঝা যায় কিন্তু সেই সম্পত্তির কোন সীমানা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। ওয়াকফ এক্‌ট অনুযায়ী আগে থেকে এটা রক্ষা করা হয় নাই। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ওয়াকফ আইনকে ভিত্তি করে এইগুলি বের করার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা আশা করছি অবিলম্বে অন্যান্য দপ্তর থেকে আমরা রেকর্ড পাব।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ধর্মনগর পূর্ণবিল মাদ্রাসার বেশ কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি প্রাক্তন বিধায়ক ওয়াজেদ আলী সাহেব ল্যাণ্ড ডিপার্টমেন্টের কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন এটা জানেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের বহু সম্পত্তি বিক্রী করা হয়েছে এই রকম দরখাস্ত আমাদের কাছে আসছে। ওয়াকফ কমিশনারের মাধ্যমে এই সম্পর্কে তদন্ত করান হচ্ছে ।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রামনগর ৬ নম্বর রাস্তার উল্টাদিকে জনৈক সুধীর দাস---সেখানকার একটা মসজিদের একটা জায়গা দীর্ঘদিন যাবদ এনক্রোচ করে আছে এবং সেটা সরকারকে জানান সত্বেও সরকার সেই প্রপার্টিটাকে নিচ্ছেন না কেন, জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পত্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে নালিশ আছে। সেখানে তারা ঘর তুলে গত শুক্রবার দিন হরিসংকীর্ত্তন সুরু করা হয়। এবং খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তা বন্ধ করে। আমরা এই সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছি ।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ওয়াকফ বোর্ড গঠন করার পর আজ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য কিছু বলতে চাই। ওয়াকফ এক্‌ট একটা ছিল। সেই এক্‌ট এবং রুলসের যা ধারা সেই ধারা অনুযায়ী কাজ করতে আমাদের একটু সময় দিতে হবে। এই যে ওয়াকফ প্রপার্টিগুলি সেগুলি তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্তের পর সেগুলি গেজেট নোটিফিকেশান করতে হবে। কাজেই গেজেট নোটিফিকেশানের পর আমাদের সেই সব সম্পত্তির উপর হাত দিতে হবে। এই সব ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন মহকুমায় তথ্য সংগ্রহীত হচ্ছে আমরা আশা করছি আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে আমরা কাজে হাত দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৮০।

শ্রীআরবের রহমান ঃ---কোয়েশ্চান নং ৮০।

প্রশ্ন

১। রিজার্ভ ফরেণ্ট---এর মধ্যে যে সমস্ত লোক দীর্ঘদিন বসবাস করিতেছে তাহাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এ সমস্ত লোকদের কি ভাবে সরকার পুনর্বাসন দিচ্ছেন তার বিবরণ?

উত্তর

রিজার্ভ ফরেষ্ট এর মধ্যে যে সমস্ত লোক দীর্ঘ দিন বসবাস করিতেছে তাহারা অধিকাংশই উপজাতীয় জুমিয়া পরিবার। উপজাতি জুমিয়া পরিবারদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর হইতে বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা আছে এবং সেইরূপ পরিকল্পনা অনুসারে পুনর্বাসনের কাজ সুরু করা হইয়াছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের অনুমোদিত প্রকল্প অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সাল হইতে ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্য্যন্ত ৪০০ জুমিয়া পরিবারকে বনভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। এই পুনর্বাসনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ০'৮ হেক্টার বাস্তুভূমি, ১'২৫ হেঃ ফলের বাগান, '৪ হেঃ লোংগা জমি অথবা '৮ হেঃ টেরেস করা টিলা জমি' দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাছের চাষের জন্য ও জলের সুবিধার জন্য জলাশয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু শিক্ষার জন্য স্কুল পানীয় জলের জন্য রিংওয়েল এবং চলাফেরা ও বিপণনের জন্য রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের আর্থিক সংগতি বাড়ানোর জন্য প্রত্যেক পরিবারকে এক ইউনিট করিয়া মুরগী, একটি করিয়া দুগ্ধবতী গাভী ও চাষের বলদ গরু দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। চাষ-বাসের সুবিধার জন্য বীজ, সার প্রভৃতিও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে এই বীজ ও সারের সাহায্য প্রত্যেকটি পরিবার তিন বৎসর পর্য্যন্ত পাইয়াছে।

অনুরূপ ভাবে ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৪৪৪টি জুমিয়া পরিবারকে ১৯৭৪-৭৫ হইতে ১৯৭৯-৮০ পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং উপরিউক্ত পরিমান জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা একই হারে এই সমস্ত জুমিয়া পরিবারদের দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের অনুমোদিত প্রকল্পটি শেষ হইয়া যাওয়ায় আগামী বছর হইতে শুধু মাত্র ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বন দপ্তর হইতে এই পুনর্বাসনের কাজ চলিতে থাকিবে। ১৯৮১-৮২ সালে ৬০টি জুমিয়া পরিবারকে বন দপ্তর হইতে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব রহিয়াছে।

পূর্বে যে সমস্ত পরিবারকে ফরেষ্ট ভিলিজার হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল সেই সমস্ত পুনর্বাসিত ভূমি রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া এ সমস্ত পরিবারের নামে রায়তি সত্ব প্রজাদের জন্য বন দপ্তর হইতে রাজস্ব দপ্তরে লেখা হইয়াছে।

৩। রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যে সব এলাকার লোকেরা তাহাদের দখলীয় জমির লিষ্ট সরকারের নিকট জমা দিয়াছেন তাদের এলাকাগুলি কবে পর্য্যন্ত বন বিভাগের আওতা থেকে মুক্ত করে দখলীয় ভূমিতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে?

উত্তর

রিজার্ভ ফরেষ্ট ভূমি দখল করিলেই সেইরূপ দখলীয় জমি বন দপ্তরের আওতা হইতে মুক্ত করা হইবে এরূপ ধারনা ঠিক নহে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিচার করিয়া, এই বিষয়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। রিজার্ভ ফরেষ্ট বেআইনীভাবে দখল করা বাঞ্চনীয় নহে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, পুনর্বাসনের সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু উদয়পুরের ঘোড়াফা সাবডিভিশনে সেখানে অধিকাংশই তপশিল জাতির লোক দীর্ঘ দিন সেখানে বসবাস করছে। উদয়পুর মহকুমা শাসকের কাছে চিঠি পাঠান হয়েছিল ঐ জায়গা রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ- আমরা বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার সাথে সাথেই ডিক্লোরেশন দিয়াছিলাম, যারা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ বসবাস করছে তাদের উচ্ছেদ করা হবে না। কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, উদয়পুরের ফরেস্ট এলাকা-গুলোতে নূতন করে লোক প্রবেশ করছে। কাজে কাজেই রিজার্ভ ফরেস্ট আইনে ঐ সব লোকদের থাকার অধিকার দেওয়া যায় না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :- আমি যতটকু জানি, ১০।১৫ বছর ধরে ঐ লোক-গুলি এই জমিগুলি দখল করে আছে। এই জন্যই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল ফরেস্ট রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ– মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই যে, রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমি মুক্ত করার একটি বাধা আমাদের রয়েছে। সেই বাধাটি হচ্ছে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন করেছেন। সেই আইন হচ্ছে, রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে কোন জমি মুক্ত করাতে হলে কেন্দ্রের অনুমতি আনতে হবে। রিজার্ভ জমি মুক্ত করার আগে ঐ সব জমিতে যারা দীর্ঘ দিন বসবাস করেছে, বাড়ী করেছে তাদের কথা শুনে আমরা অনেক রিজার্ভ মুক্ত করে দিয়েছি। তবে যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে, উদয়পুরে ফরেস্ট রিজার্ভ জমিতে নূতন করে লোক ঢুকবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি বলব, তাঁরা যেন এই ব্যপোরটি দেখেন। তবে যারা ১০।১৫ বছর ধরে আছেন কিংবা ট্রাইবেলরা যারা ৩০।৫০।১০০ বছর ধরে আছেন তাদের সম্পর্কে বলতে পারি উচ্ছেদ করব না এবং তারা যাতে জায়গা পেতে পারে সে জন্য চেষ্টা করা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---উদয়পুরে খাগমা ফরেস্ট বীটে ১৯৭১ সালের পরেও বহু লোক বাংলাদেশ থেকে এসে প্রবেশ করেছে এবং প্রচুর জমি দখল করেছে। এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নেবে ! তা জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ---মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, তা বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগের কথা বললেন। বামফ্রন্টের আমলে নয়। তবে একটি কথা ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১৯৭৮ সনের আগে থেকে যে সব লোক ফরেস্ট রিজার্ভে বাস করছে তাদের উচ্ছেদ করা হবে না। মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন, বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করছে তাদের কাছে যদি ভারতীয় নাগরিকের প্রমান পত্র থাকে, তাহলে তাদের জন্য কোন জায়গায় বসবাস করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই ব্যাপারে চিন্তা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭।

শ্রীআরবের রহমান ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,	১৯৭২ সালের ভারতীয় বন প্রাণী সংরক্ষণ আইনে ১৯৭৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে ত্রিপুরায় প্রযোজ্য করা হয় এবং ঐ আইনানুসারে ১৯৭৬ সালে ত্রিপুরায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে।
২। রাজ্যে কোন শ্রেণীর কয়টি বাঘ ও হাতি আছে,	বাঘ---৬টি রয়েল বেঙ্গল। হাতি---১২৫টি ৫০টি এশিয়াটিক।
৩। এ সব পশু রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে তার বিবরণ,	উল্লিখিত বন্য প্রাণী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের হিসাব। ঐসব বন্য প্রাণী বেশীর ভাগ খোয়াই ক্যাচমেন্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট, সেন্ট্রাল ক্যাচমেন্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট, লংথরাই রিজার্ভ ফরেষ্ট ও চন্দ্রাই পাড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাতে সাধারণতঃ দেখা যায়।
৪। ইহা কি সত্য যে এসব পশু রাজ্যে বিলুপ্তির পথে,	হ্যাঁ।
৫। যদি সত্য হয়, তাহলে এই দুইটি পশুর বংশ রক্ষা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?	ঐ সব বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিধি ও নিষেধাজ্ঞা প্রণয়ন করা হইয়াছে ঃ--- (ক) ১৯৭২ সালের ভারতীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের কঠোর নিয়ম নীতি পালনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (খ) বাঘ ও হাতি শিকার সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করা হইয়াছে। (গ) হাতি খেদা মহাল ইজারা বন্ধ করা হইয়াছে। (ঘ) বন্য প্রাণী উত্তম রূপে রক্ষা-কল্পে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ সৃষ্টি করা অভয়ারণ্য গঠন সরকারের বিবেচনাধীন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭৫টি হাতী আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন এই হাতীগুলি সারা বছর ত্রিপুরায় থাকে কিনা, নাকি কিছুদিন ত্রিপুরায়, কিছুদিন বাংলাদেশে থাকে ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যেও পাহার-জঙ্গল আছে এবং বাংলাদেশেও পাহার-জঙ্গল আছে। ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ পাশাপাশি দেশ। বন্যপ্রানী হিসাবে এই হাতীগুলির যথেচ্ছ বিচরণের স্বাধীনতা আছে। তাদের এই বিচরণে কেউ বাধা দিতে পারে না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজনগর ব্লকের অধীন রাধানগর এবং রাঙ্গামুড়া এলাকায় কিছু বন্য গরু (বাইসন) কৃষকদের ফসল নষ্ট করছে। আমি এর আগেও এই হাউসে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। এই বন্য গরু গুলিকে ধরে নির্ধারিত ভাবে প্রিজার্ভেশন-এর কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বিলোনীয়া ও সোনামুড়ার দক্ষিন এবং বিলোনীয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে এই বন্য গরু (বাইসন) গুলি থাকে। এরা এমনই হিংস্র যে মানুষের প.ক্ষ তাদেরকে ধরা অত্যন্ত কঠিন। এরা গত বৎসরও এই সমস্ত জায়গায় অনেক কৃষকের ধান নষ্ট করেছিল এবং ধান নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ স্বরুপ বনবিভাগ থেকে কৃষকদেরকে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই হাতীগুলি জুমিয়াদের অনেক ফসল নষ্ট করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মানুষও হত্যা করছে। এই ১৭৫টি হাতীর মধ্যে কয়টার বিরুদ্ধে এরকম কেস আছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এটা প্রশ্ন হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদার ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৯৬ স্যার।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—কোয়েশ্চান নং ৯৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে কত পরিমান ভূমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২) তার মধ্যে কত পরিমান সরকারী উদ্যোগে এবং কত পরিমান বেসরকারী উদ্যোগে ?

৩) বেসরকারী উদ্যোগে রাবার চাস বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে সরকার থেকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ?

(৪) ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী উদ্যোগে কত পরিমান জমিতে রাবার বাগান করা হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর থেকে (বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত) কত পরিমান জমিতে রাবার চাষ করা হয়েছে তার বিবরণ

উত্তর

১) ক) বন দপ্তরের সৃষ্ট ৪৯৪.৯৬ হেঃ
খ) বন করপোরেশন কর্ত্তৃক সৃষ্ট ২২৪৪.১৮ হেঃ
গ) বেসরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট ১৫০.২৯ হেঃ

মোট --- ২৮৮৯.৪৩ হেঃ

বিভাগের নাম	জমির পরিমান	মন্তব্য
উদয়পুর বন বিভাগ	৭৮.১৩ হেঃ	বন দপ্তর কর্ত্তৃক সৃষ্ট
সাউথ বন বিভাগ	১৪৩.৪৮ হেঃ	
মনু বন বিভাগ	২.৮০ হেঃ	
সদর বন বিভাগ	১৫৫.৫৫ হেঃ	
নর্থ বন বিভাগ	১১৫.০০ হেঃ	
নর্দার্ন ফরেষ্ট করপোরেশন ডিভিসন	৭৫৮.০০ হেঃ	বন করপোরেশন কর্ত্তৃক সৃষ্ট
সাদার্ন ফরেষ্ট করপোরেসন ডিভিসন	৯৩০.৮০ হেঃ	
সদর ফরেষ্ট করপোরেশন ডিভিসন	৫৫৫.৩৮ হেঃ	
বেসরকারী উদ্যোগে	১৫০.২৯ হেঃ	
মোট ---	২৮৮৯.৪৩ হেঃ	

২) সরকারী উদ্যোগে ২৭৩৯.১৪ হেঃ
বেসরকারী উদ্যোগে ১৫০.২৯ হেঃ

৩) ভারত সরকারের অনুমোদনে রাবার বোর্ডের আওতাধীনে ঋন ও ভর্ত্তুকী প্রকল্পে যাহা ১৯৭৯ সালে গৃহীত হইয়াছে সেই বর্নিত প্রকল্প অনুযায়ী ২ হেক্টর পর্য্যন্ত রাবার চাষীদের হেক্টর প্রতি ৭৫০০ টাকা এবং ২ হেক্টরের বেশী কিন্তু ২০.২৩ হেক্টর প্রতি ৫০০০ টাকা মূলধনী অনুদান ৭টি বাৎসরিক কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ৬ হেক্টর পর্যন্ত রাবার চাষীদের ১০০ ভাগ ভর্ত্তুকীতে উচ্চ ফলনশীল জাতের রাবার চারা এবং ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ৫০ ভাগ ভর্ত্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রথম ৭ বৎসরের জন্য বার্ষিক কিস্তিতে বানিজ্যিক ব্যাংক হইতে হেক্টর প্রতি অনাধিক ১৫ হাজার ঋন এবং সুদের উপর ৩ ভাগ ভর্ত্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ঋন দশম বৎসর হইতে ষোড়শ বৎসরে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য। তাহা ছাড়া বাগান তৈরী ও রাবার উৎপাদন করার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিনা খরচে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৪) ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত
সরকারী উদোগে রাবার বাগান... ৯৪৫.৯৬ হেঃ
বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
থেকে (বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর পর্যন্ত)...
রাবার বাগান ১৭৯৩,১৮ হেঃ

মিঃ স্পীকার ঃ- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই গুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ---

(১) শ্রীসমর চৌধুরী
(২) শ্রীনকুল দাস
(৩) শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

নোটিশগুলোর বিষয় বস্তু হলো ঃ---

(১) "গত ১১ই মার্চ উদয়পুরের কিল্লা এলাকায় নাজলা ডম্বুর পাড়ায় উপজাতি গনমুক্তি পরিষদের কর্মী বিলু জমাতিয়াকে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল কর্ত্তৃক আক্রমন এবং বন্দুকের গুলি বিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে"।

(২) "গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগর বাজারে কং (ই) গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক সি, পি, আই (এম) কর্মী ও সমর্থকদের ১৭ জনকে আহত করা এবং এ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে"।

(৩) "গতকাল ১৭.৩.৮১ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় এম, বি, বি, কলেজের ১নং ও ২নং হোষ্টেলের আবাসিক ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ঘণ্টাখানেক ধরে বোমাবাজী ও মারদাঙ্গার ফলে জনজীবনে ত্রাস ও শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের আশংকা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"গত ১১ই মার্চ উদয়পুরের কিল্লা এলাকায় নাজলা ডম্বুর পাড়ায় উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কর্মী বিলু জমাতিয়াকে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল কর্ত্তৃক আক্রমন এবং বন্দুকের গুলি বিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৪.৩.৮১ ইং তারিখ বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগর বাজারে কং ই) গুণ্ডা বাহিনী কর্তৃক সি, পি, আই (এম) কর্মী ওসমর্থকদের ১৭ জনকে আহত করা এবং এ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হোন তাহলে আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৪শে মার্চ্চ উত্তর দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"গতকাল ১৭,৩,৮১ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় এম, বি, বি, কলেজের ১নং ও ২নং হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রগণ কর্তৃক ঘন্টাখানেক ধরে বোমাবাজি ও মারদাঙ্গার ফলে জনজীবনে ত্রাস ও শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের আশংকা সম্পর্কে"।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী কাল উত্তর দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আজ একটি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটার বিষয়বস্তু হলো ঃ---"গত ৩রা মার্চ্চ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের আঞ্চলিক নেতা গৌরচাঁদ জমাতিয়ার তুইদুর ধলাছড়ায় নিজ গৃহে নৃসংশভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ৩রা এবং ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৮১ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১২ সময় সবুজ পোষাক পরিহিত এবং মুখ কালো কাপড় দ্বারা ঢাকা অবস্থায় ২০।২৫ জন উপজাতি রাইফেল বন্দুক ও লাঠি সহ অমরপুর থানার অধীন ধলাছড়া গ্রামে গৌরচাঁদ জমাতিয়ার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহারা তৈথ মপাই হইতে আসিয়াছে বিশ্রাম নিতে চায় এই বলিয়া দরজা খুলিতে বলে। গৌরচাঁদ জমাতিয়ার স্ত্রী দরজা খোলামাত্র ৭।৮ জন দুস্কৃতকারী বাসগৃহে প্রবেশ করে এবং লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়া গৌরচাঁদ জমাতয়াকে হত্যা করে। তাহারা গৌরচাঁদ জমাতিয়ার পুত্র শ্রীননী গোপাল জমাতিয়ার উপরও অত্যাচার করে এবং শ্রীননী গোপাল জমাতিয়ার ভাই কিশোর জমাতিয়ার দিকে দুই রাউণ্ড গুলি নিক্ষেপ করে। ফলে কিশোরের ডান হাত জখম হয়। এই ঘটনাটি গৌরচাঁদ জমাতিয়ার পুত্র শ্রীননী গোপাল জমাতিয়ার অভিযোগক্রমে অমরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬। ৪৪৮।৩০২।৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা নং ৩(৩)৮১ নথীভুক্ত করা হয়। অমরপুর থানার একজন দারোগা ঘটনাটির তদন্তের ভার গ্রহণ করে ৪।৩।৮১ ইং তারিখ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মৃত গৌরচাঁদ জমাতিয়া সি, পি, আই (এম)এর একজন কর্মী ছিলেন। দুস্কৃতকারীগন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

তদন্তস্থলে ধলাছড়া গ্রামের নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহমূলক গত ৬ই এবং ৭ই মার্চ্চ ১৯৮১ ইং তারিখ রাত্রিতে গ্রেপ্তার করে ঃ---

১। শ্রীসুমন্ত জমাতিয়া

২। শ্রীকৃষ্ণ জমাতিয়া

৩। শ্রীকৃপরাই জমাতিয়া

৪। শ্রীহরিসাধন জমাতিয়া

৫। শ্রীনিত্যপদ জমাতিয়া

৬ শ্রীশচীন্দ্র জমাতিয়া

তাহারা সকলেই এখন আদালতের আদেশে পুলিশের হেপাজতে আছে। আহত কিশোর জমাতিয়াকে অমরপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ তদন্ত কার্য্য তত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনার কাছে এই তথ্য আছে কি। গৌরচাঁদ জমাতিয়া যাদের দ্বারা খুন হয়েছিল তাদের কাছে কিছু পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে এবং তারমধ্যে শিবহরি জমাতিয়া এবং সুমন্তহরি জমাতিয়ার কাছে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপরার স্বাক্ষর করা পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। এটা কি সত্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—দু'খানা পরিচয়পত্র রয়েছে একটিতে উপজাতি যুব সমিতির সদস্য শ্রীশ্যামা রণ ত্রিপুরার স্বাক্ষর এবং অপরটিতে ত্রিপুর সেনার পরিচয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব র্মা ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই রকম কোন তথ্য জানা আছে কি যে গত ১লা মার্চ্চ সিং লুং পাড়ায় শ্রীমনীন্দ্র কলই এর ঘরে দেবব্রত কলই সহ গৌরচাঁদ জমাতিয়াকে হত্যা করার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়?

শ্রীনপেন চক্রব ী ঃ---এই রকম কোন সঠিক তথ্য নেই স্যার, তবে শ্রীদেবব্রত কলই এই অঞ্চলে ঘুরছে এই তথ্য আছে।

শ্রী গেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা অভিযোগকারী তারা পলিশের কাছে এইরকম অভিযোগ করেছেন যে, যারা হত্যা করেছে তাবা উপজাতি যুব সমি র লোক এবং সেই অভিযোগ অনুযায়ী তাদের এরেষ্ট করা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি বলেছি, যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার থেকে সন্দেহ করার কারণ আছে যে, তারা উপজাতি যুব সমিতির লোক। আমি মাননীয় সদস্যদের প্রশ্ন করতে াই যদি কারও কাছে উপজাতি যুব সমিতির কার্ড থাকে তাহলে তাকে সন্দেহ করার কারন আছে কিনা যে, সে উপজাতি যুব সমিতির লোক।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গৌরচাঁদ জমাতিয়ার যে দু' জন ছেলে আছে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছে না। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এখনও তাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, এই তথ্য সঠিক কিনা সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন সেটা কিছুটা ঠিক। সন্ত্রাসবাদীরা এখনও কিছু কিছু ভয় ভীতির কাজ করছেন। সরকার এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নো শটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

'গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কৈলাশহরের সি. আই. টি. ইউ. নেতা শ্রীশক্তি প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দক্ষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ও তাঁর ছেলেকে মারধোর করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রব ী ঃ – মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০ ২।৮১ ইং তারিখ অনুমান ৩ ঘটিকার সময় কৈলাশহর থানার অন্তর্গত রাংগং টি. ই নিবাসী শ্রীরজত ভট্টাচার্য্য পিতা শ্রীশক্তিপ্রসন্ন ভাট্টাচার্য্য যখন তাহাদের গরুর অনুসন্ধান করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন তখন তাহাদের বাড়ী হইতে ১০০ গজ উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে চীৎকার করিতে করিতে প্রায় ৩০।৩৫ জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। কয়েকজন তাহাকে ধরিয়া উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যস্থলে টানিয়া নিয়া যায় এবং লোহার রড দিয়া আঘাতের

পর আঘাত করে হত্যা করিতে উদ্ধত হয়। ফলে শ্রীরজত ভট্টাচার্য্য রক্তাক্ত আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি চিৎকার আরম্ভ করিলে পুলিশ এবং তাহার ভগিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাহাকে উদ্ধার করেন। আহত ব্যক্তি দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে পনেরজনকে নাম সহ এবং অন্য কয়েকজনকে মুখ চেনা বলিয়া সনাক্ত করেন। তারপর আহত শ্রীভট্টাচার্য্যকে কৈলাশহর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় এবং পরে ১১ তারিখে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিয়া হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাহাকে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে আসিয়া হাতের এক্সরে করাইতে উপদেশ দেন। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার অব্যবহিত পরে ঐ দিনই ঘটনাস্থলে ২১ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করে বেলা ৫-৪৫ মিঃ এর সময় কৈলাশহর থানায় নিয়ে আসে। শ্রীরজত ভট্টাচার্য্যের অভিযোগক্রমে কৈলাশহর থানায় রাত ৯-৪০ মিঃ এর সময় একটি মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়। আহত শ্রীরজত ভট্টাচার্য্যের অভিযোগটি কৈলাশহর থানার ভারপ্রাপ্ত দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৮ ২৪৮।৩৬৪ ৩২৫। ৩২ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

ধৃত ব্যক্তিদের গত ১১।২।৮১ ইং তারিখ কৈলাশহর কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং সেই দিনই তাহারা কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়। অভিযুক্ত ব্যাক্তিরা কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক এবং অভিযোগকারী শ্রীরজত ভট্টাচার্য্য সি. পি. আই (এম) দলের সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

সি. আই. টি ইউ. নেতা শ্রীশক্তিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আক্রমনের অভিযোগ পুলিশ তদন্ত রিপোর্টে সমর্থিত হয় নাই।

ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীনে আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১।	শ্রীবীরজিত সিন্‌হা---	কামরাঙ্গাবাড়ী,	কৈলাশহর
২।	শ্রীআশুতোষ দাস	ঐ	
৩।	শ্রীবদরু জুমান	টিলাগাঁও,	কৈলাশহর
৪।	শ্রীরাকেশ দাস	চণ্ডীপুর	ঐ
৫।	শ্রীতকবীর আলি	সমরূপার	ঐ
৬।	শ্রীকুটটি ঘোষ	কাঠাল দিঘিরপাল,	ঐ
৭।	জহর আলি	সমরুমপার	ঐ
৮।	শ্রীনরেন্দ্রজিৎ রাজকুমার	পদ্মর পার	ঐ
৯।	শ্রীগোপাল ভৌমিক	শ্রীরামপুর	ঐ
১০।	শ্রীদীলিপ চক্রবর্তী	ঐ	ঐ
১১।	শ্রীবাদল মালাকার	দুর্গাপুর,	কৈলাশহর
১২।	শ্রীমতিদেব	শ্রীরামপুর	ঐ
১৩।	ছতির আলি	সমরুমপার	ঐ
১৪।	শ্রীআজিজ্ আলি	গৌরনগর	ঐ
১৫।	শ্রীতলিব ঠাকুর	ঐ	ঐ

১৬।	শ্রীআব্দুল মমিন কুদ্দুম	টিলাগাঁও	কৈলাশহর
১৭।	শ্রীকুত্তিচাঁদ সিং	পদ্মপুকুর	ঐ
১৮।	শ্রীমিন্টু চক্রবর্তী	শ্রীরামপুর	ঐ
১৯।	শ্রীগজেন্দ্র দাস	চণ্ডীপুর	ঐ
২০।	শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী	রাঙরুং	ঐ
২১।	শ্রীমধুসূদন দেবনাথ	চণ্ডীপুর	ঐ

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে যে ভারপ্রাপ্ত থানার অফিসারের কাছে ইনভেস্টিগেশানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওনি নাকি গাড়ী করে দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ বাড়ী অ্যাটাক করার জন্য এই রকম কোন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---না এরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে সময়ে রজত ভট্টাচার্য্যকে মারধোর করা হয়েছিল তার ২-৩ মিনিটের মধ্যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে যায় একটা কেইস-সর জন্য। তখন রজত ভট্টাচার্য্য পাক ঘরে ছিল। পুলিশ এসেছে শুনে সে যখন পাক ঘর থেকে উকি দিচ্ছিল তখনই তাকে পুলিশের সামনে মারধোর করা হয়েছিল। সেই দুষ্কৃতকারীদের পুলিশই নিয়ে যায় এবং তার জন্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ৭৮ টাকার মাংসের পার্টি দিয়েছিল। এই সমস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেসব অভিযোগ এনেছেন সেগুলি খুবই গুরুতর অভিযোগ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এইসব তদন্ত করা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানবেন কিনা বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, মাননীয় সদস্য বিমল সিন্হা যে পুলিশ অফিসারের কথা বলেছেন, যে ১০ তারিখ শক্তি প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আক্রমন হল তার আগের দিন রাত্রিতে মালিকের বাড়ীতে বসে এই পুলিশ অফিসার এবং কংগ্রেস (আই) এর স্থানীয় নেতারা আক্রমন করার চক্রান্ত করেছিলেন। শ্রীশক্তি প্রসন্ন তিনি শুধু সি. আই. টি. ইউ-র নেতা নন, তিনি অল্ ইন্ডিয়া রাবার প্ল্যানটেশান ইউনিয়নের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। তার এই সংগঠনকে ভাংগার জন্য চক্রান্ত করেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ-

"সম্প্রতি টাকারজলা এলাকার কদ্রইছড়া গাঁওসভার জনৈক গোবিন্দ দেববর্মা এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর নিকট থেকে টি, ইউ, জে, এসের সমর্থকদের দ্বারা জোর জবরদস্তি মূলক সংগ্রাম তহবিল সংগ্রহ করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ যে ৫ ৬ মাস পূর্বে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বহিনীর ধনা সেকালীন সময়ে গোবিন্দ দেববর্মার কন্যা ১ কেজি চাউল ও এক টাকা নিয়ে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির নির্দেশে বিশ্রামগঞ্জে গিয়াছিল। ইহা ছাড়া গোবিন্দ দেববর্মা বা অন্যান্য কোন গ্রামবাসীর নিকট হইতে জোর করে চাঁদা আদায়ের কোন ঘটনা পুলিশের গোচরীভূত হয় নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ- স্যার, গোবিন্দ দেববর্মাকে টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা ২০০ টাকা চাঁদা ধার্য্য করে এবং দিন তারিখ ঠিক করে দেয়। ঐদিন তারা রাত্রিবেলায় ওর কাছে আসে। তিনি প্রানের ভয়ে ১০০ টাকা দিয়ে দেয় এ সম্পকে পুলিশকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, আজ রাতে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা চাঁদা নিতে আসবে। এটা তারা গুরুত্ব দেয়নি। এই সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- এই সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি যে কার কার কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হয়েছিল, তাদের নাম ১। সোনাচরন দেববর্মা, পিতা জয় কুমার দেববর্মা। ২। শুকরায় দেববর্মা, পিতা রাজকুমার দেববর্মা। ৩। বিশুকুমার দেববর্মা, পিতা জ্ঞানচন্দ্র দেববর্মা। ৪। অজু রায় দেববর্মা, পিতা অতিথি দেববর্মা। ৫। রামকুমার দেববর্মা, পিতা জয় কুমার দেববর্মা। ৬। নিকুঞ্জ দেববর্মা, পিতা ভারত দেববর্মা। ৭। লক্ষন দেববর্মা, পিতা রাম ভুরু দেববর্মা। ৮। সচি কুমার দেববর্মা, পিতা ভদ্রমতি দেববর্মা। ৯। বিশ্বমনি দেববর্মা, পিতা ভদ্রমতি দেববর্মা। ১০। মদন দেববর্মা, পিতা গৌরচন্দ্র দেববমা। ১১। যতীন্দ্র দেববর্মা পিতা বিশ্বাদ্র দেববর্মা, এদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়েছিল। এ ছাড়াও টি. ইউ. জি. এস এর লোকেরা হেমন্ত দেববর্মা, পিতা পোমরায় দেববর্মা ভগীরথ পাড়ার, তার দুইটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আবার কয়তরয় দেববর্মা, চিক্রতী দেববর্মা, পিতা সুরেন্দ্র দেববর্মা, হানকরায় ঠাকুরের বর্তমানে তারা টি. ইউ. জি. এস এর ভয়ে গোবিন্দ ঠাকুর পাড়াতে আছে। কারণ টি. ইউ. জি এস এর লোকেরা তাদেরকেও চুরি করার চেষ্টা করেছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ খবর করবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখলাম যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আনার পর কিছু সদস্য সেটাকে হালকা করার চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্য এই অভিযোগগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে দিলে আমি এটাকে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ —মাননীয় স্পীকার, স্যার, সি, পি, এম সমর্থক দেববর্মার দুইটা মেয়ে টি. ইউ. জি. এস এর দুইটা ছেলের সঙ্গে চলে গেছে স্বইচ্ছায়। তা মাননীয় সদস্য এইটাকে অন্যভাবে বিকৃত করে এখানে বলছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এইটা কি বিকৃত না কি অবিকৃত সেটা আমি তদন্ত করে দেখব।

(পেপারস্ টু বী লেইড্ অন্ দি টেবিল অব্ দি হাউস)

প্রেজেন্টেশন অব্ দি থার্টি এইট্ রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেট।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ -এষ্টিমেট্ কমিটির অষ্টত্রিংশতিতম (৩৮ তম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উপস্থাপন" ।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন (রিপোর্ট)-টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "এ্যাষ্টিমেট কমিটির অষ্টত্রিংশতিতম (৩৮তম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট)-টি সভায় পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, 'নোটিশ অফিস" থেকে প্রতিবেদনের (রিপোর্ট) এর প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

প্রেজেন্টেশান্ অব্ দি থার্টি ফার্ষ্ট রিপোর্ট অব দি কমিটি অন্ পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ ।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটির একত্রিংশতিতম্ (৩১ তম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উপস্থাপন"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন রিপোর্ট টি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস ঃ- -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটির একত্রিংশতিতম্ (৩১ তম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট)টি সভায় পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, "নোটিশ অফিস" থেকে প্রতিবেদনের (রিপোর্ট-এর) প্রতিলিপি (কপি) সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

জেনারেল ডিস্কাশন্ অব দি বাজেট এ্যাষ্টিমেট্স্ ফর দি ইয়ার ১৯৮১-৮২ইং।

অধ্যক্ষ্য মহাশয় ঃ--সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "১৯৮১-৮২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা"। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে এই কথাটাই আমি বলতে চাই যে, এই বাজেট আমাদেরকে

নিরাশ করছে। বিশেষ করে ৫, ৬, বৎসর যাবত যারা বেকার জীবন যাপন করছে তারাও দুঃখিত হবেন এই বাজেট দেখে। কারন এই বাজেটে বেকারদের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বরাদ্দ করা হয় নি। তাদেরকে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। এই সরকার বেকারদেরকে বলেছিলেন যে তাদেরকে বেকার ভাতা দেবেন, কিন্তু এই বাজেটে এই সম্পর্কে কিছুই রাখা হয়নি। যেহেতু এই বাজেটে বেকারদের জন্য কিছুই সংস্থান হয়নি, সেহেতু এই বাজেট তাদের কাছে দুঃখ জনক বলে মনে হয়েছে।

এইবাজেটের আরও একটা জিনিষ আমাদেরকে নিরাশ করেছে, সেটা হলো ১ কোটি, ৫ লক্ষ, ৭০ হাজার টাকার যে ঘাটতি এখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই ঘাটতি বাজেটটা কোথা থেকে পূরণ করা হবে তা এখানে নেই। তাইতো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ১ কোটি, ৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি রয়েগেছে তা সেটা কিভাবে পূরণ করা হবে? তবে এই ব্যাপারে আমরা একটা অনুমান করেছি, সেটা হল-এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই মন্ত্রীরা ব্যক্ত ভাবে একটা কোন ব্যবস্থা করে নেবেন। আর সেটা এমনভাবে করবেন যাতে সাধারন মানুষ তা বুঝতে না পারে। আর হয়ত এই ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে বা যে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ খরচ না করে, তার থেকে কিছু টাকা নিয়ে এই ঘাটতি পূরন করা হবে। তার মানে যে খাতে যে উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা সেই কাজে যেহেতু সম্পূর্ন টাকা খরচ করা হবে না, সেইহেতু সেই কাজেও যথেষ্ট ক্ষতি হবে। এই বাজেট ঘাটতি সম্পর্কে আমাদের এই অনুমান।

এই বাজেট প্রতারনা মূলক, ডিসেপটিভ। মানুষকে আরও সুকৌশলে প্রতারণা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের এটা একটা নিস্ফল বাজেট এবং এই নিস্ফল বাজেটটি এখানে পেশ করেছেন। আমরা আরও যে ডিফেকটগুলি দেখছি সেগুলি হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে উপজাতিদের স্বার্থে বনায়ন করার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন যাতে করে শাল বাগান ও রাবার বাগান না করা যায় আর যদি করতেই হয় তবে যেন যে সব ট্রাইবেল বাস্তুচ্যুত হবেন তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিয়ে করা হয়। কিন্তু এই বামফ্রন্টই সরকারে আসার পরে ঐ ট্রাইবেল বস্তিতে বাগান করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নাই। বামফ্রন্ট সরকার সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কর্মচারীদেরকে সেন্ট্রাল ডি. এ. ও আরও সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার যে প্রচার চালিয়েছিলেন তা বাস্তবে রূপায়িত করছেন না কেন যে বাস্তবে রূপায়িত করছেন না তা আমরা বুঝতে পারছি না। গত ৩ বছর যাবৎ কেন যে এই দাবি গুদামজাত করে রাখছেন তা আমাদের পক্ষে বুঝা মুস্কিল। আজকের এই বাজেটের প্রতি জনগণের কোন সমর্থণ নেই। আরেকটি জিনিষ আমরা বিগত বছরগুলি থেকে দেখে আসছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার মৎস্য চাষের জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করছেন এবং মৎস্য-এর দাম কমানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে মৎস্যের দাম দিন দিনই বাড়ছে। ডম্বুর থেকে আজ নিয়মিত মাছ পাওয়া যায় না। এছাড়া বহু পুকুর করার কথাও ছিল কিন্তু তাও হয়নি। অতএব এই সরকারের মৎস্য চাষের যে পরিকল্পনা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই

সরকার মৎস্যের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে পারেন নি। আরেকটা কথা আমরা দেখছি এই সরকার পুলিশের খাতে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছেন কিন্তু এই পুলিশ প্রশাসনকে দেশের প্রয়োজনে তথা ত্রিপুরাবাসীর প্রয়োজনে খাটানোর কোন ব্যবস্থা তারা করেননি। অবশ্য তারা করতে পারেন না, কারণ তারা রাজনীতি করার একটা সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন এই সমস্ত ডিফেক্ট থাকার জন্য এই বাজেট আমাদের সমালোচনার কারণ। এক কথায় আমরা এই বাজেটকে বলতে পারি যে এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে আশীর্বাদজনক হয়নি। কারণ সি. আর. পি ও বি. এস. এফের জন্য কোন সংস্থান রাখা হয়নি। তাদের জন্যও যদি টাকা রাখা হতো তবে আরও ডেফিসিট হবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু বাজেটটির এই ঘাটতি পূরণের জন্য কোন কর বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। তাতে জনসাধারণকে প্রতারণা করা আরও সুবিধাজনক হবে। তাই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ --মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন এটাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। বামফ্রন্ট সরকার যে কথা বলেন সে প্রতিশ্রুতি রাখেন। এই বাজেট হল তার একটা নিদর্শন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই সরকারই এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে কি করে কোন কর বা জনসাধারণের উপর অত্যাচার শোষণ-উৎপীড়ন ছাড়া কি করে মানুষের কাজ করা যায়। এই বাজেট-এর মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। এখানে অনেকে চীৎকার করছেন, এই রাজ্যের কিছু কিছু পত্রিকা সমালোচনা করছে যে এবারের বাজেটে সেইল ট্যাকস্, এবং আরও কিছু কর আসছে কিন্তু বাজেট পেশ করার পর তারা যখন তা দেখতে পাননি তখন তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। একটা রাজ্যের পক্ষে কতটুকু সম্ভব দেশের সমস্ত ঘাটতি পূরন করা। একটা রাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দেশের দুঃখ দারিদ্র বাড়বে কিনা, তা নির্ভর করছে যারা দিল্লীতে আছেন তাদের উপর। তারা কি ধরণের অত্যাচার চালাবেন সেটা নির্ভর করছে তাদের উপর। ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা ছোট রাজ্যের পক্ষে ঘাটতি থাকাটা স্বাভাবিক।

আমরা ৬ষ্ট পরিকল্পনার খসড়া দেখলাম। এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে, কিন্তু সেই সকল সমস্যার প্রতি তারা কোন নজরই দেননি। তারা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সমগ্র ত্রিপুরার যে সমস্যা আছে তার নিরসনের জন্য কোন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। এই রাজ্যের প্রতি তারা বিমাতৃসুলভ আচরণ করছেন পরিকল্পনার যে নীতি সে নীতি হলো যে অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে সে অঞ্চলের লোক সংখ্যা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। কিন্ত আমরা গত পরশুদিন দেখলাম যে আসামে মাথা পিছু পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫০ টাকা। অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, যে রাজ্যটি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর রাজ্য, যেখানে শতকরা ৮২ ভাগ লোকই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন, এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, নেই কোন কল কারখানা, অথচ এই

ত্রিপুরার জন্য পরিকল্পনায় কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি। এইরূপ বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে এই রাজ্যে বেকারী বাড়ছে, দরিদ্র আরো দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছে। এইরূপ বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশা আরো বাড়বে। সাধারন মানুষের ঋণের বোঝা আরো বৃদ্ধি পাবে। ঋণের দায়ে মানুষ নিজেদের মহাজনদের নিকট বিক্রি করতে হবে। এই যখন ত্রিপুরার অবস্থা তখন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সে বাজেটে গরীব মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য করেছেন। অথচ আমাদের বিরোধী নেতা শ্রীদাউ কুমার রিয়াং বলেন যে পত্রিকায় নাকি বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের সমালোচনা করেছে। যে কর বিহীন বাজেট বামফ্রন্ট সরকার করেছেন তা গরীব মানুষদের কথা চিন্তা করেই করেছেন।

আজকে দ্রাউ কুমার বাবুরা বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেটে যে বনায়নের উপর জোর দিয়েছেন সেটা নাকি গরীব মানুষের স্বার্থে পরিপন্থী হয়েছে। বন যদি মানুষের উন্নতির জন্য লাগানো যায় তাহলে তো সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। অথচ তারা তার বিরোধীতা করছেন; বনজ সম্পদ সাধারণ মানুষের সর্ব্বনাশের জন্য হতে পারে না। আজকে যে বাজেট বামফ্রন্ট সরকার করেছেন তা গরীব মানুষের জন্য বাজেট। এই বাজেটকে রূপায়িত করতে হবে। আজকে এই বাজটকে সাধারণ গ্রহন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তার জন্য তো কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং বুঝতে হবে যে এই বাজেত ত্রিপুরার সাধারণ গরীব মানুষের জন্যই যে করা হয়েছে তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন।

দ্রাউ কুমার বাবুরা যে বললেন ত্রিপুরায় অতিরিক্ত সি, আর, পি কেন রাখা রাখা হয়েছে এবং কেন এ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করা হচ্ছে। তার জবাবে বলা যায় যে, ত্রিপুরায় যে গত জুন মাসে দাঙ্গা হয়ে গেলো যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হলেন, প্রাণ হারালেন, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলা হলো এই যে কোটি কোটি টাকার অতিরিক্ত খরচ ত্রিপুরা সরকারকে বহন করতে হলো এবং ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যে, সি, আর, পি, রাখা হচ্ছে তার জন্য তো আগে কোন বাজেট করা হয়নি? ত্রিপুরার যে শান্তি শৃঙ্খলা, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল তাকে ধ্বংস করবার জন্য উপজাতি যুব সমিতি চেষ্টা করেছে, সুতরাং তাদের হাত থেকে ত্রিপুরার পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে রক্ষা করার জন্য তো সি, আর, পি, রাখা হয়েছে। সুতরাং দ্রাউ কুমার বাবুরা এবং তার সমর্থকরা যদি ত্রিপুরার মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন তবেই সি, আর, পিকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে সি, আর, পি, দের জন্য আমাদের অতিরিক্ত কোন ব্যয় করতে হবে না। তারা চুরি ডাকাতি বন্ধ করুন, রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার অঙ্গিকার করুন তাহলে সি, আর, পি, রাখার কোন দরকার হবে না।

এসব বাঁধা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার গতিশীল। তাঁরা গরীব মানুষদের কথা চিন্তা করেই তাদের বাজেট পেশ করেছেন। তাঁরা (বামফ্রন্ট সরকার) তাঁদের কার্য্য থেকে এতটুকুও বিরত হননি।

আর উপজাতি যুব-সমিতি যে নীতি নিয়ে চলছেন সে নীতি হলো হিংসার নীতি। আমরা তাদের এ নীতির কথা আগে থেকেই জানি। এ নীতির জন্মদাতা হলেন শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ। আর তার পালন কর্তা হলেন শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত। আর এখন সেই নীতিতে বহন করে নিয়ে চলছেন উপজাতি যুব সমিতি। উপজাতি যুব সমিতি আবার মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত উপজাতি যুব সমিতির শ্রী হরিনাথ দেববর্মা, তিনি এখনো মিশনারীদের আশ্রয়ে থেকে ত্রিপুরার বুকে দাঙ্গাকে আবার লাগিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। আর এখানে উপজাতির নেতারা কংগ্রেস (আই), আমরা বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে ঘুরছেন আর শলা মরামর্শ করছেন। অথচ মজার ব্যাপার যে, আমরা দেখেছি যে, সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা যখন ভাঙ্গার মুখে তখন এই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকেরা কংগ্রেস থেকে উপজাতিদের বার হয়ে আসার জন্য আহ্বান জানায়, আবার ১৯৭২ সালের নিবর্বাচনে আমরা দেখতে পাই যে এই উপজাতি যুব সমিতি কমঃ দশরথ দেবকে হারাবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হয়।

আজকে বামফ্রন্ট সরকার এটা চিন্তা করে দেখেছেন যে, এই ত্রিপুরার মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথাই চিন্তা করে এই বাজেট রচনা করেছেন। ত্রিপুরার জাতি উপজাতি মেহনতী মানুষের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাকে বাঁধা দিচ্ছেন উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) এবং আমরা বাঙ্গালী। বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষদের উন্নতি করুক এটা তারা চায় না। তাই তারা বামফ্রন্টের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন।

আমরা দেখছি, গত দুই বছরে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এই বাজেটকে যখন সাধারণ মানষের জন্য করা হলো তখন এই বাজেটের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। বিশেষত শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর। কিছু সরকারী অফিসার সেই চক্রান্ত শুরু করলেন যেন তারা শ্রীমতী গান্ধীর কর্মচারী। ইঞ্জিনীয়াররা সরাসরি আন্দোলনে নামলেন। তারা শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী করবার জন্য ওয়ার্ক-টু-রুল আন্দোলন সুরু করলেন এবং ভাবটা এমন যে দেখুন শ্রীমতী গান্ধী আমরা আন্দোলন করে দুই কোটি টাকা ফেরত পাঠাতে পারছি। এই ব্রাউ বাবুরা আমরা বাঙ্গালীরা, যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাঁরা তাঁদের পা রাখার জায়গা পাচ্ছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে এতদ্বারা দাঙ্গা হয়ে গেলো। কিন্তু এত বড় দাঙ্গাটার কথা আজ ভুলে গিয়েছে কয়েক মাসের মধ্যেই। কেউ বলতে পারবে এখনকার অবস্থা দেখে যে এখানে এতবড় একটা দাঙ্গা হয়েছিলো? এটা বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব। আমি সেই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের বলি আপনারা তাকিয়ে দেখুন এই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে গিয়ে আপনাদের স্থান এখন কোথায় এসেছে। গত পার্লামেন্টের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদের মাত্র জামানত জব্দ হয়েছে। আর এই চক্রান্তের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আজ আপনারা দাঁড়াতে পারছেন না। যে জমায়েতের সিদ্ধান্ত সেদিন নিয়েছিলেন সেই জমায়েত আপনারা করতে পারলেন না, যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই পদত্যাগ আপনারা করতে পারলেন না। সেই সিদ্ধান্ত আপনাদের বাতিল করতে হয়েছে। আপনারা কংগ্রেস (আই)-এর লেজুড় হয়েছেন। আপনারা সেদিন দেখলেন কংগ্রেস (আই) নেতা মনীন্দ্র ভৌমিককে লেঙটা করে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্টের

বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কেউ কোনদিন পার পায় নি। সেই সিদ্ধান্ত শংকর রায় কত শত শত মানুষ খুন করেছেন। তার স্থান আজ কোথায়? উপজাতি যুব সমিতির কিছু নেতা আজকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই নগেন বাবুরা বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, ঐ বিজয় রাংখলরা তাদের সংগে আছে। এখন তারা সেটা অস্বীকার করছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম এখানকার কিছু সাংবাদিক তাদের রক্ষা করবার জন্য বলছেন যে ওরা এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী নয়, ওই বিজয় রাংখলরাই দায়ী। নগেন বাবুরা জানিয়ে দিবেন ঐ বিজয় রাংখলরা আপনাদের সংগে আছে কিনা?

তাঁরা বলছেন এই বাজেটের মধ্যে জুমিয়াদের সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। আজকে তাকিয়ে দেখুন কারা আজকে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়েছে। কারা আজকে উপজাতি যুব সমিতির ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে খুন করেছে এবং আরও শত শত উপজাতিকে খুন করেছে। এটাই হচ্ছে আজকে আপনাদের উপজাতি দরদ। দ্রাউ বাবু নিজের চেহারাটা আয়নার মধ্যে দেখুন। শ্রীমতী গান্ধী আজকে নতুন করে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আসেন নি। উপজাতিরাও আজকে এখানে নতুন নয়। কিন্তু ঐ উপজাতিরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মধ্যে কি অবস্থায় আছে সেটা আজকে চিন্তা করে দেখুন। আমরা দ্রাউ বাবুকে বলব, সত্যি যদি উপজাতি স্বার্থ দেখতে চান তাহলে এই বাজেটের মধ্যে যে রকম বলা হয়েছে, গরীব মানুষের যে সমস্যা সমাধান করার যতটুকু ক্ষমতা আছে, রাজ্য সরকার সেই জিনিষটা বাজেটের মধ্যে তুলে ধরেছেন এবং সেটাকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এই বাজেটা আমি বলব আগামী দিনে একটা নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে কর ছাড়াও বাজেট হয় এবং আমরা বিশেষ করে আগামী দিনে ভারতবর্ষের মানুষ এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে। এই কারণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সময় খুব বেশী নেব না। বাজেট সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই দেখতে হয় বাজেটের অর্থ মূলত কার দিকে যাচ্ছে। আমি কয়েকটা তথ্য এখানে উপস্থিত করব। সেটাই আপনারা বিচার করে দেখবেন যে, বাজেটের মূল অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ এর উপর গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের জন্য খরচ হচ্ছে এবং বিশেষ করে যাদের জমিজমা সম্পত্তি নাই তাদের স্বার্থের দিকে কিভাবে খরচ হচ্ছে তার কটা উদাহরন দিচ্ছি। শ্রম দপ্তরে কয়েকটা ন্যুনতম মজুরী আইন পাশ হয়েছে। তার ফলে প্রায় এক লক্ষ কৃষি শ্রমিক উপকৃত হয়েছে। ওরা দেড় টাকা দুই টাকা মজুরী পেতেন। এখন তারা সাড়ে সাত টাকা পাচ্ছেন। প্রায় ১৫ হাজার চা শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে, ৭ হাজার রাজমিস্ত্রির, ৮ হাজার মোটর শ্রমিক, ৯ হাজার ইট ভাঁটা শ্রমিক, ৩,৬৬৯ রাবার এবং বন শ্রমিক উপকৃত হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি রিসেসের পরে বলতে পারবেন। এই সভা আজ বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

বিরতির পর

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেট বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমে বলেছি যে বাজেটের অর্থ কোন অংশের মানুষের কাছে যায়

তা লক্ষনীয় এবং এটা হিসাব না করলে বাজেটের ঠিক ঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়। আমাদের ত্রিপুরাতে একমাত্র রাবার বাগানের সাহায্যে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৯ জন শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন, এছাড়া বিদ্যুত ব্যবহারকারী ফ্যাক্টরী গুলিতে প্রায় ৩ হাজার, বিভিন্ন কল কারখানাতে ৬ হাজার, কাঠের কল গুলিতে ৫ হাজার, চা বাগানগুলিতে ৩ শত, বিদ্যুত সরবরাহকারী সংস্থায় ১ হাজার, অন্যান্য বিদ্যুত ব্যবহারকারী ফেক্টরীগুলিতে ৪ হাজার শ্রমজীবি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এখন সম্পূর্ণ তালিকাটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ, এই বাজেটের ফল ভোগ করছেন। তার মধ্যে উপজাতি ভূমিহীন এবং অন্যান্য লেবার ইত্যাদি শতকরা ৬০ ভাগ রয়েছেন। যদিও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তারা আজকেও সর্বহারা। সর্বহারা হলেও তারা আজকে নিজেদের ভরণ পোষণ করতে পারছেন একটা নির্দিষ্ট বেতনক্রম পেয়ে, যদিও মাসিক বেতন তারা পাচ্ছেন না। তাদের জুম অথবা কৃষিতে পুনর্বাসন দেওয়া যাচ্ছে না। তারপরে আমি উল্লেখ করতে চাই কৃষকদের, বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষকদের কথা, যেটা আপনারা সবাই জানেন। ৯,৬৯২ জন ভুমিহীন আজ পর্য্যন্ত ভূমি পেয়েছেন। তাদের যদি টিলা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ১৩ কাণি করে দেওয়া হয়েছে, আর সমতলে যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ৫ কাণি করে দেওয়া হয়েছে। আর বাস্তুভিটি দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ৩৭ জনকে। সর্বমোট ৭৫০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত তপশীলি উপজাতি ভুক্ত নয় এমন দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছেন, তাদেরকেও সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর তপশীলি উপজাতি যারা, তাদের সাহায্যের পরিমানটা বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার টাকা এবং তাদের সংখ্যাও প্রায় ১০ হাজারের মতো। তারপরে আছে খাজনা মুকুব। ত্রিপুরাতে খাজনা আদায় নিয়ে যে কাণ্ড কারখানা আগে হত, সেটা কারো অজানা নয়। দ্রাউ বাবুদেরও অজানা নয় কাজেই দ্রাউ বাবুরা যে বলছেন কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেটা নিশ্চয় বলবেন, তারা শ্রমিকদের কথাও বলবেন, গ্রামের অন্যান্য কৃষক যারা আছেন, তাদের কথাও বলবেন কারণ তারাও ভাল করে জানেন যে, ত্রিপুরাতে কংগ্রেসী আমলে খাজনা আদায়ের নামে কিভাবে অত্যাচার এবং লুন্ঠন করা হত। সেই খাজনা এখন মুকুব হয়ে গেছে, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছ থেকে আর এখন খাজনা নেওয়া হয় না, তাদের কোন কর দিতে হয় না। আর প্রান্তিক কৃষক যারা, তাদেরকে মাত্র ২৫ পয়সা করে দিতে হবে। আমরা এমন একটা জায়গায় আছি, যেখানে সত্য নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং এখানে সত্যকে ভিত্তি করেই আমাদের মন্তব্য করা উচিত। আমি আশা করব যে, দ্রাউ বাবুরাও সেটাকে ভিত্তি করে যা কিছু বলার বলবেন — কোন কৃষক খাজনা দেয় না। ১৫ কাণি যাদের জমি আছে, তাদের ১৪ থেকে ২০ পয়সা পর্য্যন্ত কর দিতে হবে, এর বেশী দিতে হবে না। এরপর আছে, গ্রাম্য মহাজন, তাদের অত্যাচার, অবিচারের অনেক কাহিনী আমরা জানি এবং আপনারাও জানেন। সেটাও আপনারা এখানে উপস্থিত করতে পারেন। এখন যারা বিরোধী পক্ষে আছেন এবং আগে যারা কংগ্রেসে ছিল, তারাও এই কথা বলবেন। কিন্তু, আমরা এই সব কথা তথ্য দিয়ে বলতে পারব। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় যে যারা ৩ হাজার ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত বন্ধক রেখেছেন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সেটা আজকে মুক্ত। আমাদের সবার উচিত, এটাকে আজকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচার করা। কারণ এটা মুকুব হয়ে গিয়েছে, যদি

কেউ এই ধরণের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখে, তার জন্য মহাজনকে কিছুই দিতে হবে না, সেটা মুকুব হয়ে গিয়েছে। এটা আইনের চোখে মুকুব হয়ে গেছে কিন্তু সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে সার্টিফিকেট, তা পাওয়া বড় কষ্টকর। সেজন্য আমরা লক্ষ্য করছি যে, এখন পর্য্যন্ত মাত্র ১৭ হাজার দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে ঋণ মুকুবের জন্য, এর সংখ্যা আরও বাড়বে। অনেকে হয়তো জানেন না। তাদের সব ইকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। তারপরে রেকর্ডভুক্ত বর্গাদার হচ্ছে ৩ হাজার ২৯৩ জন। তারা সবাই একই জমিতে বার বার কাজ করছেন এবং তাদের জন্য যে ফসলটা ধার্য্য হয়েছে সেটা তারা পাবেন। আবার এও দেখা যাচ্ছে যে কৃষকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। কৃষক বেকারদের মধ্যে একটা অংশকে, ৫,৬৩৮ জনকে বর্গাদার সত্বে দেওয়া হয়েছে, মোট ১৫ হাজার বেকার রয়েছে। এছাড়া কন্টিজেন্ট এমপ্লয়ী যারা ছিল, তাদেরকে আমরা স্থায়ী করেছি। শুধুমাত্র সরকারী দপ্তরগুলিতেই ১১ হাজার ৭১৪ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এই গত ৩ বছরে। সরকারী সংস্থা, স্বশাসিত সংস্থাগুলিতে প্রায় ৮ হাজার লোক বিভিন্নভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলিতে তাদের নিয়োগ নীতি অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের প্রায় ৮০০ লোক বিভিন্ন ভাবে চাকুরী পেয়েছেন। সর্বমোট আগে যেখানে ১৮০০ লোক ছিল, এখন সেটা বেড়ে প্রায় ৩ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বেকারদের জন্য স্টল নির্মান করে বিলি বন্টন করা হয়েছে।

বেকারদের জন্য স্টল সম্পর্কে বলতে হয় এই তিন হাজার গ্রামীন যারা বেকার আছে তাদের স্বনির্ভর করতে গেলে এই স্টল আমাদের করতে হবে। কাজেই যেখানে বৃহৎ শিল্প নেই, যোগাযোগ নেই এই ত্রিপুরায় যেখানে শতকরা ৮০ জনের উপর লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে সেখানে এই সরকারের অর্থ বরাদ্দের দিকটা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন যে, আমরা সবাইকে ধনী করে দেব সেই আশা আমরা করি নাই। আমরা ত্রিপুরায় ভিক্ষুক রাখব না, ত্রিপুরাকে আমরা ভিক্ষুকহীন করব। তাই আজ আমরা ত্রিপুরাকে ভিক্ষুকহীন করতে পেরেছি। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে একমাত্র পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়া আর কোন ভিক্ষুক দেখতে পাবেন না। কাজেই বাজেট ভাষণে অনেকে অনেক কথাই মন্তব্য করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে আমাদের খনিজ সম্পদ উদ্ধার করতে হবে। সেজন্য তেল সম্পর্কে — এটা আমরা জানি যা মহারাজরা আমল থেকেই এই স্কীমটা ছিল, তখন ইঞ্জীনিয়ার ছিলেন মিঃ সেন। যে বিষয়টি ১৯৫২ সালে আমি প্রথম পার্লামেন্টে উঠাই এবং সেই থেকে এই যে প্রচেষ্টা চলছে, তারপর আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং যখনই যে সাহায্য চাওয়া হয়েছে তখনই আমরা সেটা করেছি। আমাদের এখানে রেল যোগাযোগ নাই, সেই রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য আপনারা জানেন এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ব্যাংকের আমানত সম্পর্কে বলা হয়েছে — আজকে আমাদের বাজেটকে বুঝতে হলে আমাদের ব্যাংকে বুঝতে হবে। ব্যাংকের লগ্নী হয় কোথায়? আগে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক যেত না। কিন্তু

সেখানে আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর আজকে ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তার অর্থ আজকে বামফ্রন্ট সরকার এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছেন যার ফলে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলি অর্থ লগ্নী করার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হল মানুষকে শোষণ মুক্ত করা এবং মানুষকে শোষণ মুক্ত করার জন্য এই বাজেটে বিশেষ সতক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তারা আজকে মহাজন-এর কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেনা, কারণ ব্যাংক তার ব্যবসা করার জন্যই গ্রামাঞ্চলে তার শাখা খুলছে। সে যদি বুঝে যে তার দেওয়া টাকা মারা যাবে না তবেই সে টাকা বিনিয়োগ করে। কাজেই আজকে গ্রামাঞ্চলে ঋণ পাবার এবং মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ না নেওয়ার জন্য ব্যাংক একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতার আসার পর দুইটা জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখছি, সেইগুলি হল উৎপাদন এবং মজুরীর হার। কৃষি পণ্যের উৎপাদনের সংগে যদি মজুরীর হারের সমতা না থাকে তাহলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ ভিক্ষুকে পরিনত হয়। আজকে ভারতবর্ষে যে বাজেট তৈরী করা হচ্ছে তাতে এই সমতা না থাকার ফলে জিনিষ পত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মজুরীর হার বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আজকে আগরতলায় দিন মজুরের হার ১২ টাকা ১৩ টাকা এবং একজন রিক্সাওয়ালাও ১০ টাকার কম রোজগার করে না, কিন্তু তাতেও তার চলছে না। কাজেই আজকে আমরা শ্রমিকদের জন্য এটা করতে পেরেছি যে, তারা কাজ পাচ্ছে না, এটা আর হচ্ছে না। শ্রমিকেরা কাজ পায় না, সেই পরিস্থিতি আজ আর নেই। আমাদের কাছে বর্ডার রোড করার জন্য যারা আছেন তারা বলছেন যে আমরা লেবার পাচ্ছি না। আমাদের বাইরে থেকে লোক আনার অনুমতি দেওয়া হওক। আমরা বলেছি যে, না বাইরে থেকে শ্রমিক আনা যাবে না। আপনাদের শ্রমিকদের অবস্থার আরও উন্নতি করতে হবে। তাদের থাকার জায়গা দিতে হবে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, পাহাড় এলাকা থেকে উপজাতি শ্রমিকেরা আসবে, তাদের থাকার জন্য তাদের মত করে একটা সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তাদের ওয়েজ আরও বাড়াতে হবে। কাজেই এই বেকারদের প্রশ্ন শুধু আগরতলা শহরেই নয়, আমাদের সবাইকে চাকুরী দেওয়ার সুবিধা নেই। কাজেই, আমাদের এই সব বেকারদের জন্য স্টল করতে হবে। এবং এই সব স্টলে শুধু একজনই কাজ করে না, এই সব স্টলে আরও লোক কাজ করে। একটি চায়ের স্টলে যে ছেলেটি কেটলী দিয়ে চায়ের জল ঢালে তার যে মজুরী, সেটাও বেধে দিতে হবে এবং সেটাও বলে দেওয়া হয়। কাজেই এই যে বেকারদের স্বনির্ভর করার জন্য এখানে কিছু টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই এর বিরোধীতা করার কারন আমি বুঝতে পারলাম না।

কারণ এইটা ছাড়া অন্য তো কোন কাজ সম্ভব হবে না। বাজেটের উপর আলোচনা সমালোচনা হবে। আজকের আলোচনায় সুখী হয়েছি এই কারণে যে, বিরোধী পক্ষ যেগুলি মনে করেছেন যে এইগুলি সংশোধন হওয়া দরকার তারা সেগুলি এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। অবান্তর কালক্ষেপ করে উনারা বিলম্বিত করার চেষ্টা করেন নি। বাস্তবের সংগে মিল রেখে বাজেটের উপর বক্তব্য রাখা মাননীয় সদস্যদের পক্ষে অসুবিধার কারণ ঘটতে পারে। বাস্তবের সংগে মিল রেখে আলোচনা করলে যে সমস্ত

লোপহোলগুলি আছে সেগুলি আমাদের সামনে পরে। শ্রমিক কৃষক কর্মচারী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যারা আছে এবং কিছু কিছু শিল্পপতি কারোর উপরেই হস্তক্ষেপ করা হয় নি। কিন্তু আমরা এটা চাই যে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করুন এবং আমাদের সেল টেক্স ইত্যাদি যেন ঠিকমত পাই। আমরা এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের উপর শোষণ বন্ধ করতে পেরেছি। আমাদের বিরোধী পক্ষ প্রশ্ন তুলেছেন যে ঘাটতি পূরণ করা হবে কোথা থেকে। তারা হয়তো ভেবেছেন যে বাজেট ছাঁটাই করা হবে নয়তো পরিকল্পনাগুলিতে নূতন কর ধার্য্য করা হবে অথবা প্রেকটিকেলী খরচই করা হবে না। তাতে বাজেট ঘাটতি পূরণ হবে। আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সেলটেক্সের একটা দপ্তর ছিল। এবং তার মন্ত্রী দুজন ছিলেন সুখময় বাবু এবং শচীন বাবু। তাদের আমলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ শোষিত হয়েছে এবং আগরতলা শহরে হাজার হাজার দালান বাড়ী হয়েছে। তাদের আমলে ৯০ লক্ষ টাকা সেলটেক্স হিসেবে আদায় হয়েছে। আর আজকে আমরা সেলটেক্স করেছি দুই কোটি টাকার আমরা মত। প্রোফেশনেল টেক্স বাদ দিয়েই বলছি। অনাদায়ের মধ্যে যে সব আছে সেলটেক্স, প্রোফেশনেল টেক্স, একসাইজ ডিউটি এবং অন্যান্য জিনিষগুলি আছে। আমাদের পাওনা তুলব। বড় কথা হল, করাপশনটা বন্ধ করতে পেরেছি। ডিপার্টমেন্ট থেকে কর আরোপ করা হয়েছে, এসেসমেন্ট ধার্য্য করা হয়েছে। নোটিশ দেওয়ার পর তারা আমাকে আভয়েড করে সি, এমের সংগে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আলোচনা করেছেন। এটা ভাল। আমরা সবার সংগে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু যা আমাদের প্রাপ্য ন্যায় কর, সেটা দিতে হবে। তাদের যে রেকর্ড আছে. সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের রেকর্ড, এটার ভেতর থেকে আয় কর দিবেন। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে যারা নাকি টেক্স দেয় তারা আমাদেরকে টেক্স দেবে না, এটা হতে পারে না। প্রোফেশন টেক্স কর্মচারীরা তাদের বেতন থেকে দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা করে দিতে পারে তারা দেবে না কেন? তারা যে ইনকামটেক্স দেন তাতে তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব দিতে হয়। ব্যাংক থেকে লোন নিলে হিসাব দিতে হয়, কেউ একটা ট্রাক কিনলে তার হিসাব দিতে হয় যে আমার কত টাকা আছে। কিন্তু যখন তারা আমার অফিসে আসেন তখন তাদের এক পয়সাও থাকে না। বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রশাসনের অপ্রয়োজনীয় খরচ কমালে অনেকটা পূরণ হয়ে যাবে। যেমন যেখানে সেখানে গাড়ী চড়ে পেট্রোল খরচ করা। তারপর অফিসে অফিসে এন্টারটেইনমেন্ট খরচ আছে সেগুলি কমাতে পারলে এই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে। মন্ত্রীদের অফিসে এনটারটেইনমেন্টের নাম করে বেশ খরচ হয় তাছাড়া বড় বড় জমির মালিক যাদের খাজনা পরে আছে সেটা আদায় করতে হবে। টি গার্ডেনের মালিক তাদের এক এক জনের কাছে হাজার হাজার টাকা পরে আছে। সেগুলি আদায় করলে এবং অনাদায়ী যে টাকা আছে তার হিসাব করলে এটাকে ঘাটতি বাজেট বলা চলে না। আমরা কর ফাঁকি দেওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেব। এই ব্যাপারে কিছু লোককে আমরা ট্রেনআপ করার চেষ্টা করছি। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে যে আলোচনা হয়েছে সেটাকে শুভারম্ভ বলা চলে। আশা করি তারা যুক্তি সংগত আলোচনা করবেন এবং গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে আলোচনা করবেন। এটাও আশা করি এই বাজেটের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে অনর্থক বাঁধা সৃষ্টি করা হবে

না এবং এই বাজেট আলোচনায় তারা সহযোগিতা করবেন অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে বাজেট গ্রহণ করে আমাদের যে লক্ষ সেটা পূরণে সাহায্য করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রী কেশব মজুমদার। মাননীয় সদস্যগণ আপনারা আপনাদের বক্তব্য ১০।১২ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে আগামী ১৯৮১ ৮২ সালের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন বা বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। স্যার, বিরোধী পক্ষ বাজেটকে কি ভাবে চিন্তা করেন আমরা জানি না। আমি জানি, বাজেট হচ্ছে তাই, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের যে দর্শন তা গোটা বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছেন, কাজেই খুব স্বাভাবিক ভাবে বামফ্রন্ট-এর অনুসৃত দর্শনেরই ফলশ্রুতি ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট। মাননীয় বিরোধী পক্ষ এই দর্শনকে মানবেন না, এটা জানা কথাই। কারণ, তাঁরা ত বুর্জোয়া দর্শনের ধারক বাহক। ভারতবর্ষে যে বুর্জোয়া দর্শন অনুসৃত করে এত কাল পর্যান্ত বাজেট গৃহীত হয়েছে তাঁরা সেই ভাব ধারার ধারক এবং বাহক। তাই এই বাজেট উনারা বুঝবেন না আর না বুঝেই এর বিরোধীতা করবেন শ্রেণী স্বার্থে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের লক্ষ্য হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ গরীব মানুষের অর্থাৎ ৯০ শতাংশ মানুষের জন্য যে বাজেট এখানে আনা হয়েছে, যারা ১০ শতাংশ লোকের কথা চিন্তা করেন, যাঁরা স্বৈরতন্ত্রের কথা চিন্তা করেন, যাঁরা চিন্তা করেন ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে তাঁরা এই বাজেট মানতে পারেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বাজেটের মধ্যে নূতন কোন কর প্রস্তাব নেই। নূতন করে কোন কর বসিয়ে গ্রামের গরীব মানুষের উপর আরো বেশী করের বোঁঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। সে জন্যই তাঁদের এত ভয়। আমি জানিনা, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যে ব্যাখ্যা করেছেন কি ভাবে এই ঘাটতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তা বুঝতে পেরেছেন কিনা। গরীব মানুষের উপর করের বোঁঝা চাপিয়ে, গরীব মানুষকে আরো গরীবের দিকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, যায় সে দৃষ্টি ভঙ্গী বামফ্রন্টের নেই। কিন্তু মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী কি ভাবে এই ঘাটতি পূরণ হবে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা বুঝার ক্ষমতা তাঁদের নেই কিংবা সে মানসিকতা তাদের নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরচ কমানোর যে কথা বললেন তাঁরা তা চিন্তা করতে পারেন না। আগে ত তারা দেখেছেন, বিধানসভার অধিবেশন অনেক দিন চলত, বিধানসভার সদস্যগণের অনেক কিছু পাওনা হত। আর বর্ত্তমানে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করছেন খরচ কিভাবে কমানো যায়। আগে সুখময়বাবুর অমলে ৮৬ হাজার টাকার রসগোল্লার বিল উঠত আর এখন মুখ্যমন্ত্রীর ৫০০ টাকারও বিল হয় না।

(ভয়েসেস্ অব অপজিশান বেঞ্চ ঃ—না খেয়েই তাহলে আছেন ?)

৫০০ টাকারও বিল হয়না অতীথি আপ্যায়ন করতে। কাজেই যেখানে ৮৬,০০০ টাকার রসগোল্লার বিল উঠে, সেখানে খরচ কি করে কমানো যায় তা ওরা বুঝতে পারবেন না। এই বাজেটের সঙ্গে পাশাপাশি আর একটা বাজেট পেশ হয়েছে দিল্লীতে,

তাতে যে ট্যাক্স্ বসেছে, যে ঘাটতি দেখান হয়েছে, জিনিস পত্রের যে দাম বাড়ছে তাতে ত্রিপুরার মানুষের অভাব আরো বেশী বাড়বে। আবার যদি ট্যাক্স বসে, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না, ত্রিপুরার মানুষ লুপ্ত হয়ে যাবে। সেই জন্যই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট করার আগে সর্ব্ব ভারতীয় বাজেট লক্ষ্য রাখতে হয়, সেটা ওরা বুঝবেন না। সর্ব্ব ভারতীয় বাজেটও ত্রিপুরায় ধাক্কা পড়বে। যেখানে বামফ্রন্টের লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে গরীব মানুষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়, গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, তাদের কাজে লাগানো যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আরো বলেছেন এই বাজেটে বেকারদের কাজের কোন সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলতে চাই এবং একটা হিসাব দিতে চাই, তখনকার দিনে কি হত এবং এখনকার বাজেট কোথায় এসেছে। গরীব মানুষের কি উপকার হবে না হবে তা বাজেটকে দেখতে হবে। গত তিন বছরের বামফ্রন্ট সরকারেও বাজেটগুলিতে মূলধনী খাতে যা বরাদ্ধ করা হয়েছে তা রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করার দিকে নজর রেখেই করা হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে কর্ম্মের সংস্থান কি করে সৃষ্টি করা যায়, কি করে বেকার ছেলেরা চাকুরী পেতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই বাজেট বরাদ্দ করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, যেখানে ১৯৮০-৮১ সালে যে বাজেট গ্রহণ করা হয়েছিল তাতেও মূলধনী খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৯ শতাংশ। এইবার আরো বাড়িয়ে মূলধনী খাতে ৩২ শতাংশ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ থেকে এই সূচিত হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের নজর কতটুকু আজে এবং এই বাজেট কি ভাবে হচ্ছে। আর একটি হিসাব তার পাশাপাশি দিতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদ কৃষি বৃদ্ধি হয়েছে। যারা আগের সরকারকে আবার আনতে চাইছেন তারা বুঝতে পারবেন এই জিনিসটি দেখলে পর। আগেকার বাজেট দেখলে পর বুঝতে পারবেন, আগের মূলধনী খাতে ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে মাত্র ৯ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মূলধনী খাতে ১৮ শতাংশ, ১৯৭৯-৮০ সনে ১৯ শতাংশ এবং বর্ত্তমানে ১৯৮১-৮২ ইং সনে তা দাঁড়াবে ২১ শতাংশে। কাজে কাজেই এই রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বাজেট কতটা সহায়ক তা মাননীয় সদস্যরা বুঝতে চেষ্টা করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে যেটা লক্ষ্যনীয় বিষয় সেটা হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের দিকে বেশী করে নজর দিতে হয়েছে। কারণ, রাজ্যের জন্য যতটা প্রয়োজন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগত ভাবে এটা স্বীকার করে নিয়েছেন, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার তা দিচ্ছেন না। ঠেলায় পড়লে বাবাজীর নাম স্মরণ করে। শ্রীমতী গান্ধী গোটা ভারতবর্ষের ঠেলায় পড়ে বলতে শুরু করেছেন আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত হয়েছে সুতরাং এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য আরও বেশী করে ব্যয় বরাদ্দ করা যায় কিনা, নূতন নূতন পরিকল্পনা করা যায় কিনা, সে ব্যপারে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং এখন আমরা অনেক নূতন নূতন কথা শুনছি। কিন্তু এবার ষষ্ঠ যোজনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য আগে যে বঞ্চিত ছিল, তাই থেকে গেছে। ত্রিপুরাও এই উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে বাইরে নয় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যতটা নজর কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিৎ ছিল, তা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। কেন্দ্রী-

সরকার বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব যে সমস্ত রাজ্য অনগ্রসর, দুর্বল, সেগুলিকে সবল করে তোলা। এই সমস্ত রাজ্যগুলির উন্নতি সাধনের জন্য সমস্ত রকম প্রয়াস চালানো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের বিরোধী গ্রুপের সদস্যারা যাদের গুনগান করছেন, যাদেরকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে, তারা কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা একবারও চিন্তা করছেন না, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য একবারও ভাবছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য রাজ্যকে তার আয়ের দিকে একটু বেশী নজর দিতে হয়েছে। এবং রাজস্ব খাতে বেশী করে আয় করা যায় কিনা সেদিকে নজর দিতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বাজেটকে সমালোচনা করার কোন যুক্তি গ্রাহ্য কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা তাদের ক্যাডারদের বাংলাদেশে অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বা রাজ্যের আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর কোন বরাদ্দ, মানুষকে খুন করার কোন বরাদ্দ এই বাজেটের মধ্যে ধরা নেই বলে হয়তো তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন। স্যার, সেদিনও আমি বলেছি মন্ত্রী কুমার জমাতিয়াকে তারা আক্রমণ করেছে, উনি এখন হাসপাতালে আছেন। বিহু কুমার জমাতিয়াকে খুন করার জন্য তারা তার হাতের আংগুল কেটে সেই রক্ত দিয়ে কাগজে টিপ সই রেখেছে এবং তিনি সবাইকে চিনেছেন। এই বিনন্দ জমাতিয়া, অশ্বিনীকুমার জমাতিয়া, সুরেশ কুমার জমাতিয়া এরা কারা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। ওরা বিহু কুমার জামতিয়াকে খুন করার জন্য হুমকি দিয়েছে। বিহু কুমার জমাতিয়া এখন হাসপাতালে আছেন। তার বাড়ীতে গিয়ে বউ এবং ছেলের উপর তারা আক্রমণ করেছে। [illegible]শরাই জমাতিয়া বাড়ীতে থাক ত পারছেন না। তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। [illegible] জেই বন্দুকের জন্য বাজেটের [illegible]ধ্য কোন বরাদ্দ নেই বলে মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই বাজেটের সমালোচনা করেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি তাদেরকে এই কথা বলব যে, এই ৩ বছর আগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি কি ছিল? এমন কোন বছর ছিল না যেখানে ভুখা মানুষের কোন মিছিল বেরইনি। উনারাই তো তখন ট্রাইবেল ভাইদের দুঃখ দুর্দশার জন্য হৈ চৈ করতেন। তিন বছর আগে পাহাড়ী মানুষদেরকে বনের আলু খুঁজতে বেড়ুতে হত, তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তিকে মেটানের জন্য। এমন কোন গরীব ট্রাইবেল পরিবার নেই যেখানে ২।১ জন লোক না খেয়ে মারা যায় নি। এই অবস্থা তিন বছর আগে কংগ্রেস রাজত্বে কোথায় না ছিল? কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর তাদের সফলতা কোথায়? বামফ্রন্ট সরকার কোথাও যদি উন্নতি করে থাকেন তাহলে পাহাড় বন্দরের দিকে তাকান। যে গরীব ট্রাইবেলদেরকে বনের আলু খেয়ে জীবন রক্ষা করতে হত, আজকে তাদের বনের আলু খেতে হয় না। তিন চার বছর আগে এমন কোন দিন ছিল না যে খবরের কাগজে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশিত হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের এই তিন বছরের রাজত্বে আপনারা কি খবরের কাগজে অনাহারে কোন মৃত্যুর সংবাদ দেখেছেন? বামফ্রন্ট সরকারের সফলতা যদি কোথাও থাকে তবে এই খানেই কিন্তু বিরোধী গ্রুপের সদস্যারা যারা গরীব মানুষের জমিটা অল্প দামে ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছিলেন, যারা গরীব মানুষের ঘটি বাটি প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার চিন্তা করছেন,

যারা জোতদারদের সাফল্য কামনা করছেন, তাদের হয়তো এই বাজেট দেখে হতাশ হবার কথা। কিন্তু এই জিনিষতো আর হচ্ছে না। ঐ গরীব মানুষের ঘটি বাটি আর জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। কাজেই গ্রামের মহাজনরা এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারছেন না। স্যর, উদয়পুরে আমার একটা অভিজ্ঞতা আমি বলছি। ১৯৭৬-৭৭ ইং সালে বাগমা, লক্ষীপতী বলুন, কুপিলং বলুন যেখানে আমাদের একজন মাননীয় বিরোধী সদস্যের বাড়ী আছে, সেখানে আমি দেখেছি সকাল বেলা ট্রাইবেলরা দা নিয়ে গ্রামের মধ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াত আর বলত কাজ করাবেন, সারাদিন কাজ করব শুধু একবেলা খাওয়াবেন কিন্তু ১ টাকা দিবেন। আর আজকে মাননীয় সদস্যদের বলতে শুনা যায়, কখনও বা তারা আক্ষেপ করে বলছেন যে, ১০ টাকা মুজুরী দিয়েও ঘর ছাওয়ার জন্য লোক পাওয়া যায় না। কাজেই এইখানেই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সফলতা। ত্রিপুরা রাজ্যে এই সাফল্যের জন্যই আজকে পাহাড়ী-বাংগালী নির্বিশেষে মানুষ ঐক্য বদ্ধ হচ্ছে। তাদের এই ঐক্য বদ্ধতার জন্যই বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে চক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা করাচ্ছে তা ভেস্তে যাচ্ছে। "আমরা বাংগালী", কংগ্রেস (আই) প্রভৃতি বামফ্রন্ট বিরোধী দল আতংকিত হয়ে যাচ্ছে এবং বলছে সর্বনাশ দিন মুজুরদের শ্রম আর বিনা পয়সায় কিনা যাবেনা, গরীব মানুষের জমি আর অল্প পয়সায় বন্ধক রাখা যাবে না তাই তাড়াতাড়ি বামফন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করছেন কখনও বা দাঙ্গা লাগিয়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি করার চেষ্টা করছেন। স্যার, এই দাঙ্গার ব্লুপ্রিন্টও তারা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু যখন আর কোন রাস্তা পেলেন না, তখন বিদেশী বিতাড়নের শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেছেন। অপরদিকে "আমরা বাংগালী" বাংগালিস্তানের শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ওরা যতই চক্রান্ত করছে গ্রামের গরীব মানুষ জাতি-উপজাতি ততই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে জাতি- উপজাতি, পাহাড়ী বাংগালী বলে ভাবে নি। ভেবেছে ত্রিপুরাবাসী বলে। তারা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে ত্রিপুরাকে রক্ষা করেছেন, বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করেছেন। সমস্ত দাঙ্গা পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। তারা আস্তে আস্তে ত্রিপুরাবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারই জন্য তার আজকে নূতন করে আওয়াজ তুলছেন-ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। বাংলাদেশে অস্ত্রের ট্রেনিংও শেষ হল না, ঐ দিল্লীতে গিয়ে দিদিমনির কাছ থেকে বুদ্ধি আনলেন যে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। আমি বলছি, আপনারা এই পথ পরিহার করুন। ত্রিপুরা গরীব মানুষের রাজ্য, গরীব মানুষের উন্নতির জন্য আমাদের সংগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন। কি করে গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে চেষ্টা করুন। তা না হলে ত্রিপুরাকে বাঁচানো যাবে না। আমরা ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫০ কোটি টাকা দাবী করেছিলাম। কিন্তু আমরা পেয়েছি ২৪৫ কোটি টাকা। বাকী টাকার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে লড়াই করতে হবে ত্রিপুরার স্বার্থে। যদি ত্রিপুরার উন্নতির কথা চিন্তা করেন, যদি ত্রিপুরার গরীব মানুষের চিন্তা করেন, তাহলে আমাদের লড়াইয়ের সাথে আপনারা সামিল হবেন, এই আশাই আমি রাখব। এই লড়াই আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া লড়াই, এই লড়াইকে আরও প্রসারিত করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বাজেটের মধ্যে গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে। যদিও আমরা মনে করি যে, এই বাজেট দ্বারা আমাদের গ্রামের গরীব মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবোনা, বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবো না এবং গরীব মানুষের থাকা খাওয়া, বাসস্থান, শিক্ষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছু সমাধান সম্ভব নয়। তবুও এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করছি। তার কারণ ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক দেশ এবং এই ধনতান্ত্রিক দেশে আমরা যে ধরনের বাজেটই করি না কেন, গ্রামের গরীব অংশের মানুষের কাছে যত বেশী অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাই না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত এই সামাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করা যাবে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই সামাজ্রবাদীদের কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করা না যাবে, যত দিন পর্য্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো না যাবে ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত গরীব মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না কিন্তু তাই বলে এই অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা পিছিয়ে পড়বো না, এই বাধাকে যাতে অতিক্রম করা যায় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তাই ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমাদের মৌলিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছেন, কিন্তু তাতে আমরা মনে করি না যে গরীব মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই সরকার গত তিন বছর ধরে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই করে যাচ্ছেন। এই সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার দুঃখ হয় আজকে যারা এই বাজেটকে সমর্থন করছেন না, তাঁরা সমালোচনা করছেন করুন, কিন্তু আমার একটা কবিতা মনে পড়ছে ছোট বেলায় পড়েছিলাম, সেটাকে অনুপ্রাস বলা চলে। কবিতাটি হলো :—

চল চপলার চম-চকিতে
করিছে চরন বিচরণ।

অর্থাৎ বার বার "চ" সামনে আসছে। গত তিনটি বছরে মাননীয় উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা বাজেট অধিবেশনে সে সব বক্তব্য রেখেছেন সেটা সেই চল চপলার চম-চকিতে/করিছে চরণ বিচরণ' অর্থাৎ সেই ভাষণের মধ্যে অনুপ্রাসকে বার বার নিয়ে আসেন। বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধী বন্ধুরা বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই উপজাতি বন্ধুদের, আপনারা তো ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট দেখেছেন এবং সেই বাজেট পড়েছেনও এবং সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আপনাদের মুখ থেকে তো শুনি নি এখন লোকসভার অধিবেশন চলছে এবং কেন্দ্রে যে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে সেই বাজেট সম্পর্কে আপনাদের মুখ থেকে তো কোন সমালোচনা শুনি নি। আমরা পত্রিকা পড়েছি এবং রেডিও শুনে আমরা যারা বামফ্রন্টের আন্দোলন করি; আমরা সেই বাজেটর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বাজেট প্রণয়ন করেছেন সেই বাজেট আমাদের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না, কৃষকদের সমস্যার সমাধান করা যাবেনা, বেকার

সমস্যার কোন প্রশ্ন নেই এবং ভূমি সংস্কারেরও কোন প্রশ্ন নেই। কেবলমাত্র বেতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে. গরীব মানুষের উপর শুল্ক বসানো হয়েছে, রাজ্যের সমতা সেখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, মানুষের অন্ন সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই, পেট্রোল-ডি.জলের দাম বাড়ানো হয়েছে এবং রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে আমার বিরোধী বন্ধুদের কোন বক্তব্য নেই। এই বাজেটের উপর বলতে গেলে নিজেদের গায়ের উপর এসে পড়বে কারণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্ব্বাদে এখন পর্য্যন্ত উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে বেঁচে আছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্ব্বাদপুষ্ট হয়ে এখনও ত্রিপুরা রাজ্যে উনারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই হেতু কেন্দ্রের বাজেট উপর বিরোধী বন্ধুদের কোন সমালোচনা নেই। শ্রীমতী গান্ধী যে দৃষ্টি কোন থেকে কেন্দ্রের বাজেট উত্থাপন করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে একই দৃষ্টি কোন্ থেকে উত্থাপন করেন নি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক এবং গুণগত পরিবর্ত্তন আছে এটা আমার বিরোধী বন্ধুদের বুঝা দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের উপর কর আরোপ করে সেখানে বেতনের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করছেন। এল. আই. সি এবং বিভিন্ন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যারা সরকারী কর্মচারী আছেন তাদের বেতনের বৈষম্য দুর করে বেতনকে এক জায়গায় নিয়ে এসে অর্থাৎ বিশেষ করে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছেন তাদের মধ্যে বেতনের সমতা এনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘাটতি পুরনের চেষ্টা করেছেন। অপর দিকে কেন্দ্র বাইরে যে সমস্ত জিনিষপত্র পাঠাবেন তার উপর শুল্ক বসিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাকে আরো বেশী কমিয়ে দিয়েছেন, কই সেই সম্পর্কে তো দ্রাউ বাবুরা কিছু বলছেন না? এই বাজেটের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছেন এবং সামাজ্যবাদী গোষ্ঠী আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপানের স্বার্থ রক্ষা করছেন, সেই হেতু সেই বাজেটকে বিরোধী বন্ধুরা সমর্থন করতে পারছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে, শিল্পের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সমবায়ের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে বাজেট প্রনয়ণ করেছেন। কিছু অর্থনৈতিক সযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে যখন জনগণকে আশার আলো দেখাবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন তখন সেই বাজেটের বিরোধীতা মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে, শুধু এই বাজেটকে বিরোধীতা করা নয়, উপজাতি বন্ধুরা শত্রুকে গাড়াল করার চেষ্টাও করছেন। যেসব সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কেন্দ্রে বসিয়েছেন শোষণ করার জন্য সেই টাটা, বিড়লা বিদেশী সামাজ্যবাদীদের সাহায্য করছেন। আমরা যারা বামফ্রন্টের আন্দোলন করি, আমরা যারা মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি, আমরা চাই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, একচেটিয়া পুজিপতি এবং সামন্ততন্ত্রের কবর রচনা করে গরীব মানুষের একটা সরকার তৈরী

করতে। আমরা দেখেছি যে, উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা সাম্রাজ্যবাদীর সামন্ততন্ত্রবাদীর স্বার্থ নিয়ে তারা ব্যস্ত। তারা গরীব জনসাধারণের কথা বলেনা। তাদেরা কার্য্যকলাপে, তাদের কথাবার্তায় এ বোঝা যায় তারা কি চায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের যে বাজেট এই বাজেট গরীব জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, শ্রমিক মেহনতি মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই তৈরী হয়েছে। গত ৩ বছর ধরে যে বাজেট হয়েছে সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে এবং বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে গরীব মানুষের মনে আশা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে বামপন্থী ঐক্যই তাদের একমাত্র বাঁচার পথ। সেই পথকে ভাঙ্গার জন্য গরীব মানুষের ঐক্যকে নস্যাৎ করবার জন্য এবং কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় রাখার জন্য জোতদার, জমিদার, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ করে দেবার জন্য তারা এইসব কথা বলছে। তারা বিধানসভার চেয়ারে বসে কার কথা বলছেন কার স্বার্থ দেখছেন ওর তাদের কথাতেই বোঝা যায়। তারা কার প্রতিনিধি করছেন? তারা ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আজকে তা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। উনারা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই বাজেটের বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা নয়, বামফ্রন্টকে হটানোর জন্য, গ্রামের গরীব মানুষের সংগঠনকে নস্যাৎ করবার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য যাতে আর সম্প্রসারিত না হতে পারে তার জন্য এই সব চক্রান্ত করে চলেছেন। আজকে দ্রাউবাবু বলছেন, কিন্তু আজকের যে বাজেট সেই বাজেট গ্রামের গরীব মানুষদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছেনা, কিন্তু আমরা এই সাধারণ মানুষদের পাশে দাড়িয়ে লড়াই করেছি, আন্দোলন করেছি। এখন আমরা বিধানসভার ভিতরে এসে তাদের জন্য লড়াই করছি। আমি দাবী করেছি যে, আমাদের যোজনা বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়ে এসেছে আমরা তাদের জন্য যোজনা বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ভর্তুকী দিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী করেছি। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকা স্যার, ঐ যুব সমিতির লোকেরা তখন দেখেনি আমাদের এই দাবীকে সমর্থন করতে। উনারা তা সমর্থন করতে পারেন না। কারণ উনারা গরীব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন না। ওরা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই উপজাতি যুব সমিতি, 'আমরা বাঙ্গালী," কংগ্রেস (আই) এক জোট হয়ে তারা চেষ্টা করছে কিভাবে বামফ্রন্টকে সরানো যায়। গরীব মানুষের স্বার্থ যাতে রক্ষা না হতে পারে, বাম ও গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন সেই আন্দোলন যাতে সম্প্রসারিত না হয়, সেই ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য তারা বহু রকমের চেষ্টা করছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে এই জুনের দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। "আমরা বাঙ্গালী," কংগ্রেস

(আই) উপজাতি যুবসমিতি এক জোট হয়ে যে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক কাঠামো কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য গরীব মানুষের জন্য যাতে বামফ্রন্ট সরকার কিছু না করতে পারে তার জন্য সমস্ত রকমের অপচেষ্টা করছে। বিরোধী দলের সদস্য বলে কেবল বিরোধীতাই করে যাবেন, এটাই হল তাদের কথা। আমি বলি আপনারা ইন্দিরাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির হাতকে শক্তিশালী করবেন না, জোতদার, জমিদারদের হাতকে শক্ত হতে দেবেন না। আপনারা এতদিন যে ভুল করেছেন সেই ভুলটা সংশোধন করবার চেষ্টা করুন। আপনারা মানুষের জন্য কাজ করুন। জনগণের জন্য কাজ করলে জনগণই আপনাদের ক্ষমা করবে। রাস্তা দিয়ে একটা লোক বেগুনের টুকরী মাথায় নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল মাথাতে কি? সে বলল মাথাতে ইন্দিরা গান্ধী। আপনারা সেটাই মনে করেন। কারণ আপনারা যে রাতদিন ইন্দিরা গান্ধীর তপস্যা করছেন। তাই আপনাদের মাথায় যে বেগুন সেটা ভুলে যান। আমি একটা গল্প এখানে বলি। বাংলা ভাষায় এই গল্পটা আছে।

"উত্তর থেকে আইল বাতাস,
উড়াইয়া নিল ধেই,
আচু বাইয়া রক্ত পড়ে
কার বাবার সাধ্য আছে।

তারা বলছে এইটা হইলে হোক না হইলে নাই তবু কইছি ত। উপজাতি যুবসমিতির এবং কংগ্রেস (আই) এর লোকেরা লেজুর ধরে বাজেটের বিরোধিতা করবে এটা স্বাভাবিক। কারন এরা সামন্ততন্ত্রবাদীদের দালাল, পুঁজিপতিদের দালাল। তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারবেনা! আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮১-৮২ সালের যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হয়েছে তা বামফ্রন্টের আমলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে হবে। কেননা এই প্রথম এই সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট করতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেট সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটে নতুনত্ব বলতে কিছু নেই। এই বাজেট গতানুগতিক ভাবেই তৈরী করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ একটা মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য, একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কর্মসূচী চালু করার জন্য তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব তারা পালন করতে পারছেন না। সেই দায়িত্ব নিয়ে তারা বাজেট তৈরী করতে পারেননি। এটা সাধারণ মানুষের মনে পরিস্কার হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের টি. ইউ. জে. এসের বিরুদ্ধে তাদের এত ক্ষোভ, এত সমালোচনা কেন? কারণ আমরা বিশেষ করে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দটাকে নিয়ে সমালোচনা করছি। তাই তারা তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে বাজেটের একটা প্রধান বৈশিষ্ট হল ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঘাটতি। এই ঘাটতি

আরও বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত সেন্ট্রাল ফোর্সের খাতে কত খরচ হবে তা উপস্থাপিত করেন নি। তিনি সেটা কেন ধামাচাপা দিয়ে যাচ্ছেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। আমি একটা জিনিষ এখানে আলোকপাত করতে চাই, যে যেখানে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঘাটতি হয়েছে, সেই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাবে কেন? এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী কি অস্বীকার করতে পারবেন এবং মাননীয় সরকার পক্ষের সদস্যরা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে এই ঘাটতি পুলিশ খাতের জন্য বৃদ্ধি পাবে না? সেই ঘাটতি উন্নয়নের জন্য নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে উন্নয়ন খাতে আমরা অনেক টাকা বরাদ্দ করেছি। আমরা জানি উনি ইচ্ছে করেই একটা ভুল স্টেটমেন্ট রেখেছেন। কারন উনি একজন কমার্সের টিচার, উনি জানেন কোনটাকে ক্যাপিট্যাল বলা হয়। তাই তিনি পুলিশ খাতের পরিবর্তে উন্নয়নের খাতের কথাটা বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার তিনি বলেছেন যে টি, ইউ, জে, এসের লোকেরা এত হৈ চৈ করে কেন? মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্রও সেই একই কথা বলেন। আমরা হৈ চৈ কেন করবনা? যারা গত ৩০ বছর ধরে যারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়ে এসেছে তাদের পাশে দাড়িয়ে আমরা লড়াই করছি। তা ত বামফ্রন্টের লোকেরা সহ্য করতে পারবেন না। তাই তারা বলছেন আমাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন, এত সমালোচনা কেন। সেই কংগ্রেস আমল থেকে উপজাতি অঞ্চলকে রিজেকটেড অর্থাৎ নেগলেকটেড অবস্থায় রেখে অঘোষিত অবস্থায় কাজকর্ম হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে সেই একই ধরনের বাজেট। ট্রাইবেল অঞ্চলে রাস্তাঘাট হচ্ছেনা। কোন স্কুল কলেজ হচ্ছেনা, হাসপাতাল নেই, ম্যালেরিয়াতে মানুষ মারা যাচ্ছে, ঔষধ পাওয়া যায় না।

কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই গতানুগতিক বাজেট পেশ করে তারা আজকে উপজাতিদের সমর্থন পেতে চান, কিন্তু এটা কি সম্ভব? কাজেই আমরা উপজাতিদের পক্ষ হয়ে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এই বাজেটের প্রতিবাদ করব। আর এই জন্যই আজকে ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতিকে আন্দোলন সংগঠিত করতে হচ্ছে। এখানে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে উপজাতিদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। আর তাইতো আজকে কেশব বাবুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের নিয়ে এত সমালোচনা করছেন। আমি তাদের বলব যে, আপনারা আপনাদের আত্ম সমালোচনা করুন, কেন আজকে উপজাতিরা অশান্ত হয়ে উঠেছে, কেন আজকে তাদের এত অসন্তোষ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট এবং বাজেট পলিসি এইটাকে সমর্থন করা যায় না। মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে, উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে পাইপ গান তৈরী করছে, খুন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, ডাকাতি করছে, কিন্তু মাননীয় সদস্যরাতো একবারও বলেন নি যে, কার এলাকায় এই সব হচ্ছে, কারা বাঙ্গালী স্থানের স্লোগান তুলে রাম দা তৈরী করছে। অমরপুরেতো কোন উপজাতি যুব সমিতি নেই, মান্দাইতেতো কোন উপজাতি যুব সমিতির প্রতিনিধি নেই, তাহলে সেখানকার স্কুলগুলি কেন চলছে না? সেখানকার স্কুলের মাস্টার মহাশয়রা কেন নিরাপত্তার অভাবে যেতে পারছেন না? মাননীয় সদস্যরা শুধু বলছেন যে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে স্কুলগুলি চালাতে পারছেন না। তা ছাড়া আজকে যারা অভিযোগকারী তারাতো উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছেন না।

তাহলে উপজাতি যুব সমিতির নামে এই সব স্টেটইটমেন্ট কোথায় তৈরী হচ্ছে, আমি মনে করি, এগুলি বামফ্রন্টের মন্ত্রী পরিষদেই তৈরী হচ্ছে, এবং পুলিশকে সেইভাবে কেইস সাজানোর জন্য প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। তাইতো আজকে এই বাজেটের মধ্যে আমরা যখন পুলিশদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি এবং তার বিরোধীতা করছি তখনই তারা হৈ চৈ করেন। তখনই তারা অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু এ রকম হয় কেন? কারণ পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে না তুললে তো তাদেরকে দিয়ে উপজাতি যুব সমিতিকে এরেস্ট করানো যাবে না. ক্ষুব্ধ মানুষের বিরুদ্ধেতো তাদেরকে লেলিয়ে দেওয়া যাবে না। আর এই জন্যই আজকে তারা উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে এতটা বিরোধীতা করছেন। তারা বলছেন যে, উপজাতিরা কেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনা, তারা শুধু বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেই কথা বলছে। কিন্তু কেন বলব না বলুন তো? আজকে রাস্তা হচ্ছেনা, বলা হচ্ছে যে, ইট পাওয়া যাচ্ছেনা। তা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কি আপনাদেরকে মাটি নিয়ে ইট তৈরী করে এনে দেবে। এই ইটের অভাবের জন্য কি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দায়ী? আজকে জুট মিল করার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে এবং ক্ষতির পরিমান বাড়িয়ে তুলছে। আর এরজন্য কি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দায়ী। টি, আর, টি, সি বছরের পর বছর ক্ষতির পরিমান বাড়িয়ে তুলছে, তার জন্যও কি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দায়ী? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে কাজের জন্য সত্যিই সেন্ট্রাল দায়ী সেগুলির ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই সেন্ট্রালকে দায়ী করব। কিন্তু এখানে নিজেদের সমস্ত ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে আক্রমণ করা হচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতিকে আক্রমন করা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে তো আমরা এটাকে মেনে নিতে পারব না। এই সব কারণেই আজকে আমরা দেখেছি, যে যখনই বাজেটের সমালোচনা করা হচ্ছে তখন যে সব আসামীকে কাঠ গোড়াতে দাঁড়াতে হবে তারা, মানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও আর, এস, পি সভা বর্জন করে চলে গেছেন। আজকে এখানে আমি একটা নজির তুলে ধরতে চাই যে দরদী হীরেন্দ্র জমাতিয়া, তিনি একজন সি, পি, এম এর নেতা, তার বাড়ীতে বোমা ফেটেছে, এটা কি? এই রতিমোহন জমাতিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে উদয়পুরে মাননীয় সদস্য যারা ছিলেন তারা সহ এই বোমা পাচার করেছিলেন হীরেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে, কিন্তু উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে না পাঠানোর জন্য এই বোমা ফেটে তাদের মেম্বারকে আহত করে এবং বর্তমানে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। এ কথাটাতো মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার বলেননি। তিনি তো এ কথাটা খোলাখুলি ভাবে বলতে পারেন নি যে, কখন কোথায় কার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল? তার পর দাঙ্গার জন্য তারা বিরুধী দলকে দায়ী করছেন। তাইতো আমরা বলছি যে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদেরকে খুজে বাহির করা হোক। এর বিরুদ্ধে কারা প্রতিবাদ করছেন, কারা ভয় পাচ্ছেন, আসলে যারা প্রকৃত দোষী তাদেরই বুকে কাঁপনী ধরেছে এবং সেই কাঁপনী আমরা বিধানসভাতে এলেই সব চেয়ে বেশী করে অনুভব করতে পারি। কাজেই মাননয়ী ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অমরপুরে ৬ তারিখে যারা খুন করেছে তাদের নাম যখন বাঙ্গালীদের মধ্য থেকেই আমার কাছে দিয়েছে তখন তাদের প্রতিক্রিয়া আমি দেখেছি, তারা সেখানকার এম, এল, এর কাছে গিয়ে তখন আর সার্টিফিকেট পায় না আর আমার কাছে দৌড়ে এসে বলে যে তিনি তো আমাকে সার্টিফিকেট দেবেন না

আমাকে বলছে যে, আমরা নাকি উপজাতি যুব সমিতির ষড়যন্ত্রে এই কাজ করেছি, এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেটের উপর একটা দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন, দীর্ঘ এক বছরের হিসাব বলেই তিনি চালিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এখানে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে যে কাজ ত্রি রাতে ধীরে ধীরে করা হয়েছে, তিনি সেই সব কাজের হিসাব এখানে দিয়েছেন। অ মি মনে করি, এই কাজগুলি শুধু বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই হয়নি, এগুলি মঃ রাজার আমল থেকে শুরু করে কংগ্রেস আমলেও কিছু কিছু হয়েছে। এই কথাটা ওঁরা স্বীকার করেন নি। এখানে বলা হয়েছে যে এতগুলি স্কুল আমরা করেছি কিন্তু মা নীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে গিয়ে দেখুন যে, কয়টা স্কুল সেখানে করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে কয়টা মাষ্টার দেওয়া হয়েছে। গত জুনের দাঙ্গার আগে থেকেই স্কুলগুলির এই অবস্থা। এখানে আরও বলা হয়েছে, যে যতন বা ীতে ১৭৪ জনের একটা আই, টি, আই, খোলা হয়েছে, কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই ক া তো বলেন নি যে গত দুই বছর ধরে সেখানে কোন মাষ্টার দেওয়া হয় নি, কোন ফা িচার দেওয়া হয় নি। কোন নুতন রিক্রুটমেন্ট করা হয় নি, বর্তমানে সেখানে ছা আছে শুধু ২০ জন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সাধারণ মানুষকে বি ান্ত করার জন্য এখানে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তেমনি ডম্বুরের কথা এখানে বঃ হয়েছে। ডম্বুরে নাকি কংগ্রেস আমলে যারা উচ্ছেদ হয়েছিলেন, আজকে বামফ্রন্টের আমলে তারা সুযোগ সুবিধা বেশী করে পাচ্ছে। কিন্ত তারা তো এই কথা বলেন নি যে সেখানকার উপজাতিরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, এখন পর্য্যন্ত তাদের ঘরবাড়ী তৈরী করা হয় নি, তাদের জীবন ধারনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এই গুলি তো তারা উল্লেখ করেন নি। এমনি করে আজকে হাউসে একটা অবাস্তব চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। তাদের ব্যর্থতার সব দিকগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ফলে তারা বড় বড় কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছেন না। তাই, আজকে টি, ইউ, জে, এস-এর প্রতি তাদের এত ক্ষোভ এত সোচ্চার। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এই বাজেট সাধারণ মানুষের আশা-আকাখা পূরণ করবে না। সাধারণ মানুষ যে আশা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক পাঠিয়েছে তা আর পূরণ হবে না, এই বাজেটের মাধ্যমে সম্ভব হবে না। এই বির ট পরিম ণ ঘাটতি পূরণের জন্য আর যে ঘাটতি সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে এখানে সমর্থন চাইছে। এটা সম্ভব না, একে সমথ ন করা যায় না। এই বলে আমি আ ব্য শেষ করছি।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন ক র। অ মার বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনের প্রতিটি গাঁওসভাতে কোন জমি হস্তান্তর করা হ নাই। কিছু কিছু গরীব যাদের ২।৩ মাসের খোরাকি হত শুধু তাদের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার প র সাধারণ মানুষের মুখে এ টু হাসি ফুটান গেছে। এই প োর সময়ে আম র গাঁওসভাগুলিতে লোক হিসাব করে কাপড় বিলি করা হয়েছে আর এই কাপড় পেয়ে গরীব মানুষেরা

পূজায় আনন্দ উল্লাস করল। এই পূজার সময়ে গরীব মানুষের কাজ বন্ধ ছিল। তাই তাদেরকে ল্যাম্পস বা প্যাক্স থেকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ধনীর ছেলেমেয়ের মত গরীবের ছেলেমেয়েদেরও ত আনন্দ উল্লাস আছে। তাই পূজার সময়ে টাকার ব্যবস্থা করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের মুখে একটু হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা জানি উপজাতি যুব সমিতির ইতিহাস। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যখন কলেজে পড়তো তখন তিনি সারা ত্রিপুরা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। আর সে সময়টা ছিল ইংরেজী ১৯৬৮ সন। ১৯৬৯ ইং সনের জ্যেষ্ঠ মাসে যখন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া, আমার নাতি আমার বাড়ীতে যায় তখন আমি তাকে কতগুলি প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তারা কিভাবে উদয়পুর সিনেমা হল সহ বাঙালীর দালান কোঠা বাঙালীদের তাড়িয়ে ভাগাভাগী করবে। তখন নগেন্দ্র জমাতিয়া কি যে মন্ত্রনা দিয়েছিল, আমি জানি না। এর থেকে উপজাতি যুবকরা বাঙালীদের উপর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয় যে এই মন্ত্রনা থেকেই ত্রিপুরায় এই দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ভাল করে জানি উপজাতি যুব সমিতির চরিত্র।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এলাকাতে ৩টি গাঁওসভা যথা কাঁঠালিয়া, দেওপুর ও লক্ষ্মীপুর। সে ৩টি গাঁওসভাতে প্রতি বছর গরীব চাষীদের গরু কেনার জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু যার নামে গরু তাকে ৭।৮ শ টাকা দিয়ে গরু কিনে দিয়ে, তাকে ১০০০ হাজার টাকার রশিদ দেওয়া হত। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল তখন তারা আমার কাছে এসে বলল। আমি গিয়ে দেখি টাকাটা উপজাতি মেম্বারদের হাতে থাকে, তারা ৭।৮ শ টাকা দিয়ে গরু কিনে এক হাজার টাকার রশিদ দিত তখন আমি তাদেরকে বললাম যে, এই টাকা তাদের নামে সেংকশান অতএব তাদের টাকা তাদেরকে দিয়ে দাও, আর না হয়, আমি তোমাদেরকে এরেষ্ট করিয়ে দেব। তখন তারা ঐ টাকা গরুর মালিকের হাতে তুলে দেয়। কাজেই অতি সহজেই আমরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের কীর্তিকলাপ বুঝতে পারি তারা যে কত সৎ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার উদয়পুরের তুলামুড়ার গোলমুড়াতে বৃহন্নলা জমাতিয়ার বাড়ীতে কন্ট্রাক্টার টিউব-ওয়েল বসিয়ে দিয়ে যাওয়ার পরে অফিসার যখন তদন্ত করতে যায় তখন তিনি দেখেন যে তারা এই পাইপের নল তুলে হাতে কামান তৈরী করার জন্য তুলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে, পরে কন্ট্রাক্টারকে ২৬ শত টাকা জরিমানা দিলে কন্ট্রাকটার এ টিউব-ওয়েল বসিয়ে দেয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতে বুঝা যায় যে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন কিছু বলার প্রয়োজন আছে কিনা। তাদের চরিত্র সম্বন্ধে এরকম বহু কিছু আমাদের জানা আছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওনারা ত পুলিশের জন্য যে বাজেট সে বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না তার কারণ, পুলিশ দিয়ে যদি বর্ডারে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পরে ত ওনাদের ভলান্টিয়াররা চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরাতে ঢুকতে পারবে না এবং আবার ত্রিপুরা থেকে গিয়ে বাংলাদেশে অস্ত্র শিক্ষা নিতে পারবে না।

কাজেই এই বাজেটকে ওনারা কিছুতেই সমর্থণ করতে পারেন না। এই উপজাতি যুব-সমিতির লোকেরা সুখময় বাবুর নিকট ঘন ঘন ধরনা দিতো। সুখময় বাবু তাদের বলতেন যে, দেখবাবু আমার যতগাছি দাড়ি আছে তত বুদ্ধি আমার আছে। আর উপজাতি যুব সামিতি, এরা সর্পনখার মত নাক কান কাটা অবস্থায় গিয়ে হাজির হয়েছে সুখময় বাবুর দরজায়, ঐ মনীন্দ্র লাল ভৌমিকের দরজায়। তারা শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে গেছেন শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে যে এখন কি করা যায়, আমাদের যে সমর্থক ছিল গত দাঙ্গার আগেও সে সমর্থক তো আর আমাদের নেই, এখন আমরা কোথাও স্থান পাইতেছিনা। এখন আপনি আমাদের দয়া করে আশ্রয় দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ---স্যার, একটু সময় আমাকে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—না আর সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তা গরীব মানুষদের কথাই চিন্তা করে করেছেন। গরীব মানুষদের উন্নতির জন্যই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। সুতরাং আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী পুর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পুর্ণ মোহন ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৩ই মার্চ এই হাউসে ত্রিপুরার মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে যে, আমরা দেখেছি বিগত ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী সরকার এই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা বা বাজেট পেশ করেন নি। সেই কংগ্রেসী শাসকরা তারা গরীব মানুষের স্বার্থ কখনই দেখেনি। কারন, আমরা দেখেছি যে গত ত্রিশ বছর যাবৎ ধরেই তারা গতানুগতিকভাবে বাজেট রচনা করেছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা যত বাজেট রচনা করেছেন তা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাইব যে, ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটের সঙ্গে ১৯৮১-৮২ সালের বাজেটের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পরিবর্ত্তনের সাথে তাল মিলিয়েই বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বাজেট রচনা করছেন।

কিন্তু আজকে আমরা দেখছি, বিরোধীরা বামফ্রন্টের সেই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে যে বাজেট রচনা করা হয়েছে তার বিরোধিতা করছেন। বিরোধীরা এটা লক্ষ্য করেননি যে ত্রিপুরার যে পাঁচ ছয় লক্ষ উপজাতি আছেন যাদের জন্য কোনদিই কংগ্রেস সরকার একটু ও চিন্তা করেন নি যারা শুধু অনাহারে, অনিদ্রায়, পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়েছেন, যারা অনাহারে, ও রোগে তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন, সেই গরীব উপজাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার আজ বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন। আর বিরোধীরা তারা এই বিধান সভায় এসে, কি করছেন? তারা শুধু বামফ্রন্ট সরকার যে উন্নয়নমূলক কার্য্যে হাত দিচ্ছেন সে সকল কার্য্যে তারা বাঁধা দিচ্ছেন। তারা চান না যে, গরীব উপজাতিদের একটু উন্নতি হউক। কিন্তু তারা না চাইলেও গরীব উপজাতির মানুষেরা এটা

চাইছেন তারা বুঝতে পারছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন আর তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন উপজাতি যুব সমিতি। ফলে আমরা দেখেছি অনেক উপজাতি আজকে উপজাতি যুব সমিতি থেকে পদত্যাগ করে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আজকে উপজাতিদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা দেখেছি যে অনেক উপজাতি উপ-প্রধানরা যারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক তারা আজকে পদত্যাগ করছেন।

যদি এইগুলি না পালটান, যদি সেটা পরিবর্তন না হয়, এইভাবে যদি আপনারা সামগ্রিক উপজাতি জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধিতা করেন, ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর, কংগ্রেস (আই), 'আমরা বাঙগালীর' ফাঁদে পা দেন তাহলে কোনদিন আপনারা থাকতে পারবেন না। আপনারা এই জিনিষটা অস্বীকার করেন যে কংগ্রেস আমলে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তখন না খেয়ে মানুষ মরত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে ৬,৫১০ টাকার স্কীম করেছে। উপজাতির স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন সেটা লক্ষ্য করেন নাই। এই বাজেট গতানুগতিক হতে পারে না। এই বাজেট গরীব জনসাধারণের স্বার্থে করা হয়েছে। এই জিনিষটা আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে।

উপজাতির জন্য বনদপ্তর কি সম্প্রসারণ করেছে সেটাও আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। রাবার প্ল্যানটেশানের মাধ্যমে কাজ করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে আমরা এই বিধানসভায় চিৎকার করেছি যে ট্রাইবেল জুমিয়াদের সেখানে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস সেটা দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে করেনি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট আসার পর উপজাতিদের স্বার্থে এই কাজগুলি করা হয়েছে। সেজন্য আমি আশা করি ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি এটাকে বিরোধিতা করবেন না। আমার এই বক্তব্য রেখে এখানেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীজীতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট রেখেছেন ৮১-৮২ সালের, তাকে আমি সমর্থন করি। বাজেট পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আজকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন পার্লামেন্ট, সেই বাজেটে গরীব মানুষের কোন কথা নেই। সেখানে ধনিক গোষ্ঠীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। গরীবের উপর করের বোঝা বাড়বে। বেকার সমস্যার সমাধানের কোন কথা সেখানে নেই। এমন কি যোজনা কমিশন, সেখানেও অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন যে তার মধ্যে গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা হবে এই কথা সেখানে বলা হয় নি। যারা বড় বড় লোক, কোটিপতি তাদের স্বার্থ দেখে সেখানে বাজেট তৈরী করা হয়েছে এবং জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, ডিজেল পেট্রোল ইত্যাদি জিনিষের দাম বাড়িয়ে একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে। এইগুলি তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে আমরা ভারতবর্ষের অংগ রাজ্য হিসাবে আছি, সেখানে কেন্দ্রীয় বাজেট যেভাবে তৈরী হয়েছে তাতে মুদ্রাস্ফীতি হবে। রাজ্যের জনসাধারণ সেটা থেকে কখনো মুক্ত থাকতে পারবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে বাজেট দেখছি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কমিয়ে ২৪৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

সেই টাকা যদি দিতেন তাহলে গরীব মেহনতী মানুষের একটা আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব হত। কিন্তু সেটা তাঁরা দেননি। কারণ তাঁরা ভারতবর্ষের কোটিপতি, বৃহত বুর্জোয়াদের সংগে মিতালী করে বসে আছেন এবং তারা বড়লোকদের সবসময়ে কনসেশান দিচ্ছেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংবিধান আছে সেটাতে থেকে সমস্ত কাজ করতে হয়। কাজেই সেই সংবিধানকে মান্য করে কিছু করা যাবে তা সম্ভব নয়। কাজেই এইখানে আজকে শ্রমিক তাদের নিজের সংগঠন শক্তির ফলে রাষ্টের মালিকানা যেদিন গড়তে পারবে সেদিন যখন বাজেট হবে তখন সকলেই দেখতে পাবেন গরীব মানুষের জন্যই প্রকৃত বাজেট হয়েছে।

ভারতের মানুষ বুঝতে পারবেন যে এই বাজেট হচ্ছে গরীব মানুষের বাজেট। বর্তমানে রাজ্য সরকারগুলির হাতে যে ক্ষমতা আছে, তাতে বিশেষ করে বামপন্থী সরকারগুলি, তাদের ইচ্ছা থাকলেও সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য, প্রয়োজন অনুযায়ী একটি আইনও তৈরী করতে পারেন না, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অনেক বাধা আসে। এমন কি বর্তমানে রাজ্য সরকারগুলির হাতে যে ক্ষমতা আছে, সেগুলিও কেন্দ্রীয় সরকার নানা অজুহাত দেখিয়ে একের পর এক কেড়ে নিচ্ছেন। যেমন ফুড ফর ওয়ার্ক, এই কাজটির মাধ্যমে আমাদের বামপন্থী সরকার, সাধারণ গরীব মানুষদের জন্য কিছু কাজ করতে চেয়েছিল. কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজটাও বন্ধ করে দিতে চাইছেন। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে বাজেট তৈরী করেছে, তার মধ্যেও সাধারণ গরীব মানুষদের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করবার চেষ্টা করেছে। যেমন গত জুন মাসে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল, তার মোকাবিলা করার জন্য এই বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়া, সেচ বলুন, রাস্তাঘাট বলুন, স্কুল বলুন বা অন্য কিছুই বলুন, জনকল্যানমূলক কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষদের উন্নয়ণের জন্য কাজ করবেই। অন্য দিকে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই বাজেট দেখে নিরাশ হয়েছেন। তারা যে বাজেট দেখে নিরাশ হবেন, এটা আমরা আগে থেকেই জানি। কারণ তারা ত্রিপুরার জনগণের বিশেষ করে উপজাতি জনগণের উন্নতির জন্য কিছু করা হউক, এটা তারা চান না। কিন্তু এই বাজেটে উপজাতিদের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই তারা নি াশ হচ্ছেন এই ভেবে যে, বামফ্রন্ট সরকার যদি উপজাতিদের এত উন্নয়ণ করবেন, তাহলে তাদের হয়ে উপজাতি যুব সমিতির কিছুই যে বলার থাকবে না। কাজেই উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে, সেটা তারা দেখেও দেখছেন না। শুধু উপজাতিদের জন্য সরকার কিছুই করছেন না, এটা প্রচার করাই যেন তাদের আসল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঙ্গার সময়ে আমরা দেখেছি যে উপজাতি যুব সমিতি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা দাঙ্গা হয়ে গেল এবং সেই দাঙ্গার মোকাবিলা করবার জন্য যখন পুলিশ তাদের পিছু নিল, তখন এই পুলিশের খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দেখে তাদের নিরাশ হওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস

করতে চাই যে যখন দাঙ্গা সংঘটিত হল, সেই সময়ে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করবার জন্য তারা এগিয়ে আসলেন না কেন? আমাদের বামফ্রন্ট তো সেদিন দাঙ্গা পীড়িত লোকদের রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ কাজ করেছিল। কিন্তু সেদিন দিল্লী থেকে বাহাবা পাওয়ার জন্য কাদের সংগে কন্ঠ মিলিয়েছিলেন? এবং তারা যাদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়েছিলেন, তারা কি সেই দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চলে গিয়ে দাঙ্গা পীড়িতদের সেবা করেছিলেন? কই, সেদিন তো কাউকে দেখি নি। আমার খোয়াই সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন জায়গাতে কমঃ মাখন চক্রবর্ত্তী এবং কমঃ অসীম ভট্টাচার্য্য তাদেরকে নিয়ে আমরা যখন দাঙ্গা পীড়িত এলাকাতে ঢুকলাম, যেমন খামার বাড়ী, খাসিয়া মঙ্গল এবং আঠারমুড়া ইত্যাদি এলাকাতে যে সব ট্রাইবেল বন্ধুরা রয়েছেন তাদের খাবার দেওয়ার জন্য, তখন তো তাদের কাউকে আমরা সেখানে দেখি নি। কিন্তু আমরা যখন ফিরার পথে রাস্তায় উঠছি তখন মোহরছড়াতে এবং কল্যানপুরে এসে দেখছি যে উপজাতি বন্ধুরা ঐ কংগ্রেসী আমলে যারা লুঠ-তরাজ করেছে, তাদের সংগে সুর মিলিয়ে চলছেন। এটা বড় দুঃখের ব্যাপার যে দুর্দিনে আমরা যাদের খবরা-খবর নিচ্ছি বা খাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, তারাই আমাদের ফিরে বলছে—তোমরা আমাদেরকে মারছ। কাজেই বলতে ইচ্ছা করে যে, যদি কংগ্রেসী আমল কখনও আসে এবং তখন যদি উপজাতি যুব সমিতি কোন রকম দাঙ্গা বাঁধায়, তখন তাদের কে রক্ষা করবে। তাই আমি তাদেরকে বলব যে আপনারা যদি এই রকম মনোভাব পোষণ করেন, তাহলে উপজাতিদের যে সমস্যা, তার সমাধান কোন দিনই হবে না। কাজেই আপনারাও এগিয়ে আসুন, বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে সহযোগিতা করুন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমন্দিরা রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি, সমর্থন করি এই কারণে যে এই বাজেট শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ, যারা নীচের তলায় দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, তাদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এটা আমরা বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর থেকে ত্রিপুরায় যারা জুমিয়া আছে, যারা ক্ষেত মজুর এবং বিভিন্ন শ্রমজীবি যারা, যারা শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সার্থকে এই সরকার রক্ষা করে আসছে। গত ৩ বছর ধরে আমরা বাজেটের মধ্যে এটা লক্ষ্য করছি। কংগ্রেস তথা ধনিক গোষ্টি, শোষক উৎপীড়কদের রাজত্বকালে আমরা দেখেছি যে, প্রতি বছরই অনাহারে অর্ধাহারে মানুষ মারা যেত। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে এই অনাহার এবং অর্ধাহার থেকে রক্ষা করতে পেরেছে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই হিসাবে আমি আশা করি যে আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শোষিত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত যারা, যারা শ্রমের বিনিময়ে বাঁচতে চায়, তাদের কল্যাণের জন্যই এই সরকার কাজ করে যাবে এবং ত্রিপুরাকে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সেজন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি কিন্তু বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই বাজেটের যে সমালোচনা করেছেন, তা তারা করতে পারেন। কেন না, নীচের তলার মানুষের স্বাথ রক্ষিত হউক,

এটা তারা চান না। তারা চান যারা শোষক এবং উৎপীড়ক তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে কিন্তু আমি বলি, নীচের তলার মানুষের যে স্বার্থ, সেটা কোন দিনই শোষক শ্রেণীর স্বার্থ হতে পারে না। আবার শোষক শ্রেণীর যা স্বার্থ সেটাও কোন দিনই নীচের তলার মানুষের স্বার্থ হতে পারে না। দুই শ্রেণীর স্বার্থ আলাদা আলাদা, এর মধ্যে কোন মিল থাকতে পারে না। কাজেই এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে এক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে, অন্য শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত আসবে, আবার অন্য শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গেলে, এক শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত আসবে। কাজেই যেহেতু তাদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে না, সেহেতু তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছে না। আর যারা শোষিত বঞ্চিত এবং নিপীড়িত মানুষদের উন্নতি চায়, তারা এই বাজেট সমর্থণ না করে পারে না। আমরা বলতে পারি যে যাদের সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমি আছে, তাদের কোন খাজনা দিতে হবে না, অন্য দিকে যাদের সাড়ে সাত কাণির বেশী জমি আছে, তাদের ট্যাক্স দিতে হবে। আর তাহলেই নীচের তলার মানুষের স্বার্থ বেশী রক্ষিত হবে। তাই তারা এই বাজেটকে আজ প্রসংসা করতে পারছেন না। এখন গাঁওসভা এবং পঞ্চায়েতের হাতে কৃষির উন্নয়নের কাজ, রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে যে কাজগুলি হচ্ছে, তার জন্য কোন কন্ট্রাক্টর লাগছে না। কাজেই দুটো শ্রেণীর যে স্বার্থ, সেটা কখনও এক হতে পারে না। তাই ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে গেলে গরীবের স্বার্থকে বিলুপ করতে হবে। সে জন্যই আমাদের বিরোধী সদস্যরা সাধারণ মানুষদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তারা সাম্প্রদায়িকতা বিষ ছড়াতে চাইছেন। এখানে উপজাতি বন্ধুরঃ শুধু উপজাতিদের কথাই বলছেন, এবং এটা তারা কাদের স্বার্থে বলছেন, তাও আমরা জানি। যখন উপজাতিদের স্বার্থে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন গত ১০ই জুলাই হওয়ার কথা ছিল, তখন তারা সেই নির্বাচন যাতে না হতে পারে, সেজন্য নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করলো। আর এখন বলছেন, কেন সেই নির্বাচন হল না? এর পর যখন ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাংগা আরম্ভ হল ঐ উপজাতি যুব সমিতি যারা নিজেদের শোশিতদের বন্ধু বলে প্রচার করেন তখন তারা কোথায় ছিলেন? তখন তারা কিছু লোককে বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে এসে তারা ত্রিপুরায় লুঠ করেছেন। এখন তারা আবার লোককে চিঠি দিয়ে হুমকী দিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছেন। আমি একটা চিঠি পড়ছি, চিঠিটা হল ঃ---'আমরা ত্রিপরা ভলান্টিয়ার, আপনার রসিরাম পাড়া হইতে ৫,০০০ টাকা চাঁদা দাবী করিয়াছি। অতএব উপরিউক্ত টাকা চিঠি পাইবা মাত্র ভান্দারিমা নিয়া আসিবেন। ইতি-- ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার--২৭।১।৮১'। এইভাবে তারা আমাকেও একটা চিঠি দিয়েছে যে আমি যেন তাদের অবিলম্বে ৫,০০০ টাকা পাঠিয়ে দিই নইলে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। উক্ত চিঠিটি আমি পড়ছি। "আমরা ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার, আপনি একজন দেশপ্রেমিক এবং বিধানসভার সদস্য। সেহেতু আপনার হইতে ৫,০০০ টাকা দাবী করিয়াছি। উপরোক্ত টাকা না দিলে আমাদের সরকার আপনার প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হইবে। এই টাকা ভান্দারিমা বিপদ কুমার বিয়াংয়ের হাতে দিবেন। ইতি---Sd-/ Tripura People Liberation

Organisation". এইভাবে তারা ঐ এলাকার প্রধান এবং উপপ্রধানের কাছ থেকেও যথাক্রমে ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা আদায় করেছেন। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৩।৩।৮১ তারিখে যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেট সম্পর্কে দুই একটি কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের সামান্যতম খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই বাজেট একটা বিরাট ঘাটতি বাজেট এবং সেখানে ঘাটতি দেখান হয়েছে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু এই ঘাটতিকে কিভাবে পূরণ করা হবে তার কোন উল্লেখ এই বাজেটের মধ্যে নাই। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে অপ্রত্যক্ষ কর বসিয়ে এটাকে পূরণ করা হবে। নইলে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বামফ্রন্ট সরকারের এই ঘাটতি বছরের পর বছর বেড়েই চলছে। এইসব দেখে এটা মনে হচ্ছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার আজকে দেউলিয়া সরকারে পরিণত হয়েছে। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য ত্রিপুরার জনগণ আজকে দুর্ভোগে পড়েছে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। আগে আমরা দেখেছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় বনায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রভাবশালী নেতা নরেশ বাবু তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে সেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় বনায়নের সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে এবং ত্রিপুরায় রাবার চাষের সম্পসারণ বেড়েই চলেছে। আজকে আমরা দেখছি যে উপজাতির স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ করতে কংগ্রেসের চাইতেও কম যান না। আজকে একটা বিষয় দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়,—কারণ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না—এই কমিউনিস্ট পার্টি যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না সমাজবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের স্থান নাই। আমরা জানি যে ঐ লালচীনে গণতন্ত্র নাই, রাশিয়ায় গণতন্ত্র নাই, ঐ হাংগেরীতে, বিভিন্ন কামউনিস্ট রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কোন গণতন্ত্র নাই। কাজেই এখানকার মেকী কমিউনিস্টরা এরা গণতন্ত্রের নাম করে এখানকার মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছে। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাদের মুখে গণতন্ত্রের বুলি শুনে ভুতের মুখে রাম নামের বুলির মতই শুনা যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের মুখে গণতন্ত্রের বুলি শোভা পায় না। ঠিক তেমনি এখন নির্বাচন যাতে না হয় যাতে তাদের দলে আরও লোককে টানতে পরেন সেই চেষ্টা করছেন। তারা এক নায়কতন্ত্রের পক্ষপাতী। ওরা বলছেন যে আইন শৃখলার উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলা জজের অফিস কোর্ট করলেই আইন শৃখলা সেখানে সীমাবদ্ধ থাকেনা। আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অরাজকতা চলছে। পুলিশরা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। যত্রতত্র পুলিশ বেআইনী ভাবে মানুষকে গ্রেফতার করছে। ঐ সিদ্ধি জমাতিয়া ৬০ বছরের বৃদ্ধ যাকে গাড়িয়া অজা হিসাবে সকলে শ্রদ্ধা করে, তাকে ধরে এনে পুলিশ মর্মানতিকভাবে প্রহার করেছে। এটা কি আইন শৃখলা উন্নতির লক্ষণ? আইন শৃখলার উন্নতি হয় নি। সারা ত্রিপুরায় পুলিশ একটা সন্ত্রাশের রাজত্ব চালাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা মুখে গরীব মানুষের

কথা বলে তারা সেই সমস্ত গরীব মানুষকে লোভ দেখানোর জন্য, তাদের বাহবা পাওয়ার জন্য এরা এই বাজেট করেছে। এটার ভিতরে কিছু নেই। এটাকে মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই বাজেটই প্রমাণ করছে ওরা মানুষকে ভালবাসে না। ওরা মুখে মিষ্টি কথা বলে মানুষকে ভুলাতে চায়। আসলে বাস্তব থেকে তারা দূরে সরে গেছেন। তাই আমি আবেদন রাখছি যে মাননীয় মন্ত্রীরা আপনারা আরও সচেতন হোন, নিজেদের আত্ম সমালোচনা করুন এবং মানুষের দুর্দ্দশা দূর করার জন্য এগিয়ে আসুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওনারা বলছেন যে না জিরাতে বিপ্লব ও মাতিয়া, মন্ত্রী কুমার জমাতিয়ার কথা। মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া যে নাকি একজন চোর, ডাকাত। চুরির জিনিস ভাগবাটোয়ারা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়। অথচ ওরা বলছেন যে যুব সমিতি দায়ী। এই মন্ত্রী কুমার জমাতিয়ার নামে এখনও অনেক গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে। এই লোকটার জন্য বামফ্রন্টের এত দরদ কেন? কাজেই মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া সে যুব সমিতির লোক নয়, সে গণমুক্তি পরিষদের লোক নয় সে সি. পি. এমের সমর্থকও নয়, সে একজন চোর। সে লুঠপাট করত, সন্ত্রাস সৃষ্টি করত। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে শুধু আমাদের পক্ষ থেকে নয় ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৩ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন ১৯৮১-৮২ সালের, সেই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যখন বাজেট পেশ করেন তখন উনি বলেছেন যে এইবার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদ ৪৫ কোটি টাকা ত্রিপুরার জন্য দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন সেই ক্ষেত্রে তিন বৎসর পূর্বে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৩ কোটি টাকা। সেটাকে বাড়িয়ে এখন ২৫০ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা সাফল্যের কি বলা যায়। কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে একটা অনুন্নত রাজ্য সেই হেতু সাংবিধানিক দিক থেকে অনুন্নত রাজ্যগুলিকে আরও আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রের দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্র এই রাজ্যের প্রতি বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন, সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। স্যার, একটা সংসদীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে কেন্দ্রের কাছে যদি আরও আর্থিক সাহায্যের জন্য দাবী করা হয় এবং কেন্দ্রকে বাধ্য করা হয় তাহলে সেটা কোন দিক থেকে অন্যায় নয়। কিন্তু আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের পর থেকে বিভিন্ন মহল থেকে এবং পত্র পত্রিকায় এই বাজেটের সমালোচনা করা হচ্ছে। গত ১৪ই মার্চ তারিখে স্থানীয় একটি পত্রিকায় তার সম্পাদকীয় কলমে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন নি। সব কিছু দোষ কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

স্যার, এই যে রাষ্ট্র কাঠামো, এই রাষ্ট্র কাঠামোর ধনিকদের স্বার্থে রাষ্ট্র কাঠামো। সেই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আজকে, যে যত পার গুছিয়ে নাও। ঠিক এই ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রের কাছে দাবী করা মোটেই অপরাধ নয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে বলেছেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় নি। তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সরকার কোন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি ?

(ভয়েসেস অব অপজিশন বেঞ্চ ঃ—বেকার ভাতা, সেণ্ট্রাল ডি. এ.)

আজকে যখন সব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে ঠিক তখনই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এই প্রতিশ্রুতিগুলি যাতে বাস্তবায়িত করতে না পারে, যাতে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে সে জন্য এই দুর্ভাগ্যজনক এক দাঙ্গার সৃষ্টি করল। আজকে আমি তাঁদের বলতে চাই, এই সাংবিধানিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না তবুও আমরা বিগত দিনে যা দেখেছি, গরীব ভুখা মানুষের মিছিল, না খেয়ে মরত, গরীব মানুষ কাজ করে পয়সা পেত না, সমস্ত টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যেত, আজকে আর তা হচ্ছে না। পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গরীব মানুষের হাতে পয়সা তুলে দেওয়া হচ্ছে আজকে। তার জন্য আজকে বিভিন্ন মহল থেকে বামফ্রন্টের এই বাজেট-এর বিরোধীতা হচ্ছে। ১২১ কোটি টাকার যে বাজেট যে বাজেট খাতে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় সেটা আমি চাই। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কাজ করুক তারজন্য এই বাজেটকে সমর্থন করি এবং এটাকে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে বিধানসভার সদস্যরা যারা দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তাদের সবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার। কর্ত্তব্য পালন না করলে গরীব মানুষের কাজ হবে না। সেই দায়িত্ব না থাকলে, চক্ষু উন্মেমলিত না হলে, দরিদ্র মানুষের দিকে নজর না থাকলে, এই বাজেটকে কুনজরে দেখবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই বলছি, যারা বিরোধীতা করছেন, পুলিশ খাতে বেশী টাকা রাখা হয়েছে বলে বাজেটের সমালোচনা করছেন, তারা ভয় পেয়েছেন। ভয় পেয়েছেন এই কারনে, পুলিশ এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয় বলে। আমরা দেখেছি, দিল্লীতে ১লা জানুয়ারী প্রতিবন্ধীদের একটি মিছিল ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবী দাওয়া দেখার জন্য। কিন্তু সেই মিছিলের উপর পুলিশ আক্রমন করে, লাঠি চার্জ করে এবং প্রতিবন্ধীদের আহত করে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং কিছু প্রতিবন্ধীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধী বা তার সরকারকে আক্রমন করেছিল কি এই মিছিল ? না, তা করে নি। কাজে কাজেই, ইন্দিরা সরকার পুলিশকে ব্যবহার করেছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন রুখবার জন্য। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিরোধী বন্ধুরা যারা আছেন তাঁরা বলতে পারবেন, বিনা বিচারে তারা আটক হয়েছিলেন কিনা। উনারা মুক্তি পেয়েছেন কিছু কণ্ডিশনে কিন্তু চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে যারা বিরোধী, যাদের দিল্লীশ্বরী ডেকে নিয়ে চুক্তি করেন এবং তার পর দিন এসে রাষ্ট্রপতির শাসন চান এবং বিধান সভা বয়কট করবেন বলে ঘোষনা করেন তাঁদের সাধারণ মানুষের হয়ে জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা যে পথে চলেছেন তা খুবই খারাপ পথ। তাই আজকে আসুন এই খারাপ পথ পরিহার করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানষের স্বার্থে আমরা এক সাথে কাজ করি। এই আশা রেখে এবং এই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে ২।৪টি কথা বলতে চাই। প্রথমেই বলতে চাই, এই বাজেট কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাজেট নয়। যদি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মনে করে থাকেন, এটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাজেট, তাহলে ভুল করবেন। কারণ, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ এবং ত্রিপুরা একটি ছোট্ট অঙ্গ রাজ্য। গণতান্ত্রিক অর্থনীতিকে অনুসরন করে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে। এই বাজেট সংবিধানের মধ্যে থেকে যেখানে শোষণ বঞ্চনা সব কিছু আছে, তার মধ্যেও কিভাবে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা যায় সেই দৃষ্টি ভঙ্গী রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি যদি ধরে নিই, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট কিছুই করতে পারে না, তাহলে অনেকটা এই রকম হবে, সূর্য্য উঠেছে কি উঠেনি অন্ধলোক বুঝতে পারে না, ঠিক সেই রকম। একটা কথা ঠিক, যে অনাহারের মিছিল ছিল কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসনে প্রতি বছর পত্র পত্রিকায় তার লিষ্ট দেওয়া হত, কতদিন অনাহারে থেকে মারা গেছে। বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় এসেছে তিন বছর হয়েছে। কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এবং তাদের যারা গুরু ইন্দিরা কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, তারা কিন্তু একটি লিষ্টও দিতে পারেন নি। কাজেই ঘটনা বুঝতে হবে। যে দেশে শোষণ বঞ্চনা থাকবে, যে অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, সেই অর্থনীতির মধ্যে থেকে এই ত্রিপুরার গরীব মানুষের কাজ করে যেতে পারছে যে বাজেট সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানান উচিত বলেই আমি মনে করি। যেহেতু, আজকে একটা লোকও অনাহারে মরে নি, গ্রামে গঞ্জে যারা পুন্যঅর্জ্জন করতেন ভিক্ষা দিয়ে, তারা আজকে আর পূণ্যঅর্জ্জন করতে পারছেন না। কারণ, ভিক্ষুক পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই বুঝতে হবে, মৌলিক পরিবর্ত্তন হয়ত কিছু হয় নি, তবে এই পরিবর্ত্তন হয়েছে অনাহারে মৃত্যু নেই, ভিক্ষুকের সংখ্যা কমে গেলে। যে লোকগুলো দারিদ্রের চাপে পরে ভিক্ষা করতেন তারা আজকে ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ করতে পেরে আর ভিক্ষা করছেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফুড-ফর-ওয়ার্কের কাজ বাতিল করতে চাইছেন। নাম দিয়েছেন এন, আর, ই, সি' এই ফুড-ফর-ওয়ার্কের নাম পাল্টিয়ে। নাম পাল্টান তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে, জাতীয় গ্রামীন কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের বরাদ্দ চাল কমিয়ে দিচ্ছেন বলে।

স্যার, জাতীয় গ্রামীন কর্মসূচীর জন্য আমাদেরকে চাউলের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কৈ সে সম্পর্কেতো বিরোধীদের মুখ দিয়ে কোন প্রতিবাদ শুনা যায় নি, যে ইন্দিরা গান্ধী এটা খুব খারাপ কাজ করেছেন? করবেন, কি করে? এটা যে তাদের চোখে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ। সাম্রাজ্য বাদীদের কার্য্য কলাপগুলিই তাদের চোখে জনস্বার্থের কাজ। কোনটা যে জনস্বার্থের কাজ আর কোনটা নয় এটা তাদের মাথায় ঢুকে না। বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছেন। যে সমস্ত জায়গাতে কোন রাস্তা ঘাট ছিল না, সে সমস্ত জায়গাতে বামফ্রন্ট সরকার রাস্তাঘাট করেছেন। যেখানে কালভার্ট নেই সেখানে কালভার্ট দেওয়া হয়েছে, যেখানে পুল নাই সেখানে পুল তৈরী করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাগুলি বাজেটের মধ্যে

রাখা হয়েছে। গ্রামের মানুষগুলি সাবলীল গতিতে চলাফেরা করতে পারবে, গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা সহজ ভাবে রাস্তা দিয়ে হেটে স্কুলে যেতে পারবে, তাদেরকে আর নদী ছড়া পার হতে হবে না, এই কাজগুলি তাদের চোখে জনকল্যাণমূলক নয়। স্যার, শিক্ষার ব্যাপারে বামফ্রণ্ট সরকার কি করেছেন? দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন। বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী শিক্ষানীতির সংকীর্ন নল বেয়ে যে শিক্ষা শ্রোত প্রবাহিত হয়েছে তার ধাক্কায় শতকরা ৮০ জন লোক অশিক্ষার তিমিড়েই থেকে গেছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার এই অশিক্ষার তিমিড় হইতে গ্রামের মানুষদেরকে উত্তরণের জন্য সুদুর প্রত্যান্ত অঞ্চলেও শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করেছেন। কাজেই উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছেন বলে তো আমার মনে হয় না। মনে হয় উনারা মিজোরাম বা মেঘালয়ে আছেন। কিন্তু সেখানেতো শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয় নি। শুধু তাই নয় বামফ্রণ্ট সরকার আশী বৎসরের বৃদ্ধ, যাদেরকে দেখাশুনা করার কেউ নেই, যাদেরকে এই আশি বৎসর বয়েসেও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অন্ন সংস্থান করতে হয়, তারা যাতে অন্ততঃ এক বেলা এক মুঠো ভাত খেতে পারে তার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার তাদেরকে ভাতা দিচ্ছেন। তাছাড়া, যারা পঙ্গু, অন্ধ বা বধির তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বামফ্রণ্ট সরকার করেছেন। এই কাজগুলি উপজাতি যুব সমিতির দৃষ্টিতে জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ। জনস্বার্থের কাজ হচ্ছে ঐ বাংলাদেশে অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার যুবকদের পাঠানো, ডাকাতি করা, একটার পর একটা খুন করা। মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া উনার বক্তব্যে বলেছেন যে মন্ত্রী কুমার জমাতিয়াকে যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, সেটা কোন অন্যায় করা হয় নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া উনার বক্তব্যে এই কথা বলেন নি যে মন্ত্রী কুমার জমাতিয়াকে গুলি করে হত্যা করে ভালই করেছেন। উনি বলেছেন যে মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া একজন ডাকাত। ওর বিরুদ্ধে বহু কেস আছে। লুট পাটের ভাগ বাটোয়ারকে কেন্দ্র করে সি. পি, এম-এর সমর্থকদের সংগে গণ্ডগোল হওয়ার ফলেই তিনি নিহত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— স্যার, আমি যে কথাটি শুনেছি সেটাই বলেছি। মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া ডাকাত। কার বিচারে ডাকাত? আলাদা কোর্ট আছে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে? উনারা কি বিকল্প সরকার করতে চান? তাহলে সে কথাটা বলুন না জনসভায় দাঁড়িয়ে,। বিচার করার কি অধিকার আছে উনাদের? উনারা কি গনতন্ত্রকে মানেন না? যদি না মানেন তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু আমরা গনতন্ত্রকে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলেই এখানে এসেছি। উনারা যে অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি করতে চাইছেন, সেই অবস্থার বলিষ্ট প্রতিবাদ হচ্ছে এই বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে সমাজের যে সমস্ত দুঃস্থ মানুষ এখনও পুনর্বাসন পায় নি, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মংগল করবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির আশ্বাস দেব। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক আনীত বাজেটকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। কারন দেশের যারা প্রান, যারা দেশের সম্পদ তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ এই বাজেটের মধ্যে ধার্য্য করা হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার ৩ বছরের মধ্যে গ্রামগুলির ক্রম উন্নতি হয়েছে। যদি গ্রামের মানুষের কল্যান না করা যায়, যদি তাদের খাদ্যের কোন সংস্থান না করা যা, যদি শিক্ষার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া না যায়, তাহলে সমাজের উন্নতি তথা দেশের উন্নতি অসম্ভব। কাজেই এই ব্যবস্থাগুলি বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত শ্রমজীবি মানুষের হাতে শ্রমের সুযোগ আসবে। মানমীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে ৩০ বছরে কিছুই হল না। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি যে উনারা যেন ৩০ বৎসরের কাজ আর ৩ বৎসরের কাজকে দিল্লীতে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পাল্লাতে ওজন করে দেখেন। সুখময়বাবু, শচীন বাবুর আমলে মাত্র ৯ কোটি টাকা আসত। আর এখন আসছে ৪৫ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট গ্রামের গরীব মানুষগুলিকে ভালবাসেন, আর ভালবাসেন বলেই গ্রামের মানুষের উন্নতি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেইজন্য শ্রমজীবি মানুষের কর্মসংস্থানের প্রতিফলন এই বাজেটের মাধ্য আছে। স্যার, গণতন্ত্রকে যারা চান না, যারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে চান তারা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরেই তার শুধু রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ তোলেন নি। তারা ঐ দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে বলেছেন আমরা রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন হউক, পেপার মিল হউক বা মাটির নীচের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করা হউক, যা হলে পরে এ রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হবে এটা তারা চান না, বরং বিরোধীতা করে রাজ্যের অগ্রগতিকে আরও ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন। যখন পারলেন না তখন ঐ বামফ্রন্ট বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিলে রাজ্যের আইন শৃংখলাকে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করলেন। রাজ্যে রেল লাইন, পেপার মিল করার জন্য যখন আমরা আন্দোলন করছিলাম তখন বিরোধী গোষ্ঠীগুলির এই আন্দোলনকে সহ্য করতে পারলেন না। কারন রাজ্যে রেল লাইন, পেপার হলে তো তারা রাজনৈতিক ব্যবসা চলে যাবে, তাই তারা চক্রান্ত করেছেন বামফ্রন্ট সরকারকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ভাংগতে হবে এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে বিগত জুন মাসের দাঙ্গা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা হয়েছে, আসামেও দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু আসাম তথা ভারতবর্ষের দাঙ্গা গ্রস্ত পরিবার রাস্তা রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করে বেড়িয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে? হ্যাঁ, ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে দাঙ্গাগ্রস্ত পরিবারের লোকজনদেরকে ভিক্ষেতো করতে হয়ই নি, বরং চাকরীও পেয়েছে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার এবং অন্যান্য সরকারের মধ্যে পার্থক্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি আর কোথাও আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখুন যে, দাঙ্গায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। ৫ শত ৭৭ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সঙ্গে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পার্থক্য এখানেই। শ্রমজীবি মানুষরা বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছে, আর গনতন্ত্র বিরোধী আমলারা তার বিরোধীতা করছে আন্দোলন করার ফলে যখন বেতন বৃদ্ধি পাবে তখন আমলারা বড় বড় অফিসাররা তারা পাবেন দৈনিক ১৫ টাকা আর যে আন্দোলন করেছে সেই শ্রমজীবি মানুষ, সে পাবে এক টাকা

তারজন্য তারা একটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন লেভির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বহু মানষের জীবনও বলি হয়েছিল, তখন কংগ্রেসের বড় বড় মাতব্বররা বলেছিল যে লেভি যদি না নেওয়া যায় তাহলে দেশ কিভাবে চলবে। বামফ্রন্ট সরকার সেই লেভি তুলে দিয়েছে কিন্তু এখন কি দেশ চলছে না? নাকি ভেসে যাচ্ছে? আমরা যখন খাজনা মকুবের আন্দোলন করেছিলাম তখনও আমাদের অনেক লানছলা সহ্য করতে হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বামফ্রট সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করেছে, সেইজন্য আজকে মানুষকে করের জন্য হয়রানি হতে হয় না এবং তারজন্য পুলিশকে যেতে হয় না। তারজন্যই আজকে বিরোধীরা বলছে ঘাটতি বাজেট এবং এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করি না। সংকট সৃষ্টি করার জন্য ব্যাঘ্যাত সৃষ্টি করার জন্য উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা জুনের দাঙ্গা সৃষ্টি করলেন। এখনও তারা কংগ্রেসের ছত্র-ছায়ায়, আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচন যখন ডাকা হলো তখন বিরোধীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা নির্বাচনে যাবেন, পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রতিনিধিদের নাম ঠিক করলেন, কিন্তু দৈদু সম্মেলনের সময় তারা বললেন না, এটা বন্ধ করে বিদেশী বিতারণ আরম্ভ করবো কারণ সেই সময়ে কংগ্রেস (আই) "আমরা বাঙ্গালী" স্ব-সাশিত জেলা পরিষদ বিল নির্বাচন করতে দেবেন না এই সুর যখন তারা গাইলেন তখন উপজাতি যুব সমিতি, যারা বিরোধী পার্টি তারা ফিরে গেলেন। এই তো হলো আমাদের গণতন্ত্র-এর নমুনা। এই বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় বিরোধী বন্দুরা বলেছেন যে, বনায়ন হচ্ছে। বনায়ন হচ্ছে এই কারণে যে, তাতে রাজ্যের আথিক সঙ্গতি বাড়বে। বনের বৃক্ষের সঙ্গে মানব জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাতে অক্সিজেন সার্কুলেশান হয়। আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি এবং গাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে, অতএব গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে। ভাল করে বিজ্ঞান পড়ে দেখুন মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা। তাই বলছি গাছ প্রতিবাদ করার বস্তু নয় এবং গাছের সঙ্গে বৃষ্টিরও সম্পর্ক আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন মানুষ যেন আগামী দিনে ভাল করে খেতে পারবে, শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং মানুষ হিসাবে মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে এবং এই বাজেট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ধনতন্ত্র কংগ্রেসের ভয়ের কারন হবে, তার কারন আগামী দিনে এই বাজেটের প্রতিধ্বনি সারা ভারতবর্ষে দেখতে পাব। সর্বশেষে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়কে ভাষণ রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—স্যার, আমি কালকে বলব।

স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৩ই মার্চ এই বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮১-৮২ সালে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, সেই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। এই ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ৪র্থ ব্যয়

বরাদ্দ। গত তিনটি বছর এবং কেন্দ্রের ব্যয় বরাদ্দের মধ্য দিয়ে আমরা এটাই দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার শোষিত, নিপীড়িত এবং লঞ্চিত থানুষের স্বার্থে তার নির্বাচনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলিকে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমরা দেখেছি যে, এই যে বাজেট এটা এমনই একটা সময়ে করা হয়েছে যখন আমরা দেখি যে, এই কেন্দ্রেও বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেখানে ঘাটতি বাজেট পূরণ করার যে ইঙ্গিত আমরা দেখি, সেই কালো টাকাকে সাদা করার মধ্য দিয়ে ঘাটতি পুরনের ইগিত রয়েছে। আমরা দেখি যে কেন্দ্রের এই বাজেটের মধ্যে বেকার সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে পথ দেখানো উচিত ছিল সেই পথ সেখানে নির্ধারিত করা হয় নি। আমরা দেখেছি যে আয় কর কমিয়ে দিয়ে সেখানে বহিঁশুল্ক বাড়িয়ে দিয়ে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র নির্ভর করে তোলা হয়েছে। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অনান্য রাজ্য থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক অনগ্রসর এবং সেই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে, এই বাজেটের টাকা গ্রামের নির্বাচিত যে পঞ্চায়েত আছে সেই পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে সেই গ্রামের কৃষকের কাছে কিভাবে টাকা পৌছেছে এবং কিভাবে তার কর্মসূচী বাস্থবায়ন হয়েছে সেটা আমরা গত তিন বছরে বামফ্রণ্ট সরকারের কার্য্যপদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি। এইভাবে যখন বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ৩০ বছরের ধ্বংশ স্তুপের মধ্য থেকে ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার একথা প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তখনই আমরা দেখি এই বামফ্রন্ট সরকারকে ত্রিপুরা থেকে উৎখাত করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমরা দেখি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, আনন্দমার্গ পরিচালিত "আমরা বাঙ্গালী" এবং কংগ্রেস (আই) এর প্রত্যক্ষ মদতে এই ত্রিপুরারাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরার আইন-শৃখলাকে বিঘ্ন করার একটা চেষ্টা চলছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখি গত জুনের দাঙ্গা এবং জুনের দাঙ্গা 'ত্রিপুরার যে পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক সে অর্থনীতির উপরে একটা চরম আঘাত করা হয়েছে। শুধু আঘাত করা হয়নি এই যে দীর্ঘ দিনের সৌভাতৃত্ব সেই সৌভ্রাতৃত্বকে সেখানে নষ্ট করা হয়েছে, ত্রিপুরা সামগ্রিক উন্নতি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে উন্নয়নের কাজে অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে।

ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তার গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছে এই ত্রিপুরার শ্রমজীবি ১৯ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে। কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে সাহায্য দিয়েছেন তা তুলনামূলকভাবে সামান্য। আজকে উপজাতি যুব সমিতি, "আমরা বাঙ্গালী," কংগ্রেস (আই)-এর লোকেরা চায় না রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক, সম্প্রীতি ফিরে আসুক। তাই তারা আজকে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। তারা মার্কসবাদী সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নগেন্দ্রবাবু একটা কথা এখানে বলেছিলেন যে উনার বক্তৃতায় যেসব এলাকায় খুন হচ্ছে, সন্ত্রাস হচ্ছে সেইসব এলাকাগুলি নাকি সি, পি, আই-এমের এলাকা। আমি বলতে চাই, ঐ তৈদুতে সখরাম দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, সেই তৈদু নগেন্দ্র বাবুর এলাকা। আর গৌরাচাঁদ যেখানে খুন হয়েছে সেটাও নগেন্দ্র বাবুর এলাকা।

তাই এলাকাটাই মূল কথা নয়, কথাটা হচ্ছে এইটাই, যারা রাজনৈতিক হতাশাগ্রস্ত, যারা জনবিচ্ছিন্ন তারাই এই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। নগেন্দ্র বাবু তার বাজেট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে একটা সার্টিফিকেটের অভিযোগ তিনি তুলেছেন। বলেছেন যে আমি নাকি সার্টিফিকেট দিইনা। হ্যাঁ আমি চোরকে, ডাকাতকে সাধু বানাবার সারর্টিফিকেট আমি দিইনা। উনারা এটা দিতে পারেন। কিন্তু আমি সেটা দিইনা। স্কুলের ছাত্রকে বেকার বানিয়ে চাকুরীর সুযোগ করে আমি দিইনা। এইসব অপকর্ম তাদের দ্বারাই সম্ভব। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার সব সমস্যাই সমাধান হয়ে যাবে, এটা আমি বলছিনা। আমরা এটা মনে করিনা। কারন আমাদের দেশে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে এই সীমিত ক্ষমতায় সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। কাজেই এই যে বাজেট এই বাজেট আগামী দিনে ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হবে এবং এই বাজেট ত্রিপুরার শ্রমজীবি মেহনতি গরীব মানুষের স্বার্থে লাগবে। গত ৩০ বছরে ত্রিপুরা যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে সেই ধ্বংসস্তুপে প্রাণসঞ্চার করার কার্য্যকরী ভূমিকা নেবে এই বাজেট। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিন্হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এনেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করি। বাজেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাটা বলতে হয় যে এই বাজেটে পিছিয়ে পড়া মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেই এই বাজেট করা হয়েছে। ত্রিপুরা একটি অনুন্নত রাজ্য। যে রাজ্যে ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সেই পিছিয়ে পড়া কৃষকদের যে ঘাটতি, কৃষিখাদ্যের যে ঘাটতি হয়েছে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই বাজেট সাধারণ মানুষদের। গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের অন্ন যোগাবার সহায়ক হবে। এই বাজেটের দ্বারা আমরা ত্রিপুরার সামগ্রিক ভাবে সমস্ত উন্নতি করতে পারব আমরা তা বলছিনা। তবে তা সত্বেও এই বাজেট গরীব মানুষকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবে, তাদের কিছুটা রিলিফ দেবে। গত ৩০ বছরে এমনও দেখা গেছে হাটে নিয়ে মানুষ বিক্রি করা হত, মরার মিছিল দেখা যেত। জঙ্গলের মধ্যে মরা পাওয়া যেত। এখন সেটা নেই। হাটেও মানুষ বিক্রি হয়না, মরার মিছিল দেখা যায়না। আজকে সেটা নেই। আজকে অন্ততঃ পক্ষে মানুষকে অকাল মৃতুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারা গেছে, অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারা গেছে। সেখানে ওদের বিরোধিতা কেন? আজকের যে বাজেট সেই বাজেট দেখে উপজাতি বন্ধুরা ভয় পেয়ে গেছেন। কারন, পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বলে। এটাতে ত ভয় পাবার কিছু নাই। যারা গুণ্ডা, যারা ডাকাত, যারা চোর তাদের ভয় পাবার আছে। এখন যদি পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা নেয় তাহলে তারা আর গুণ্ডামী করতে পারবে না, ডাকাতি বন্ধ হবে। এতে তাদের ভয় পাবার কি আছে? একটা শ্লোক আছে

"ফুটফুটে চাঁদ উঠে
চোরা মায়ের বুক ফাটে"

অর্থ ফুটফুটে জোৎস্নায় চোরা মায়ের অসুবিধা হয়। তাই তাদেরও এই অবস্থা। তারা এই বাজেট দেখে ভয় পেয়ে গেছেন। যে ত্রিপুরাতে আগে দেখা যেত কেবল মৃত্যুর মিছিল। আজকে সেই ত্রিপুরাতে দেখা যাচ্ছে কোদালের মিছিল, টুকরীর মিছিল। হ্যাঁ, আপনারা তাই ত দেখবেন, ওরা কোদাল নিয়ে, টুকরী নিয়ে ফুড-ফর-ওয়ার্কের কাজ করতে যায়। এখন আর সেই মৃত্যুর মিছিল দেখতে পাবেন না। দাঙ্গার সময়ে যখন ৩ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার জনগনের কাছে আহবান করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে দান করবার জন্য, তখন ত্রিপুরার গণমুক্তি পরিষদ, ত্রিপুরার কৃষকসভা, নারী সমিতি মুক্ত হস্তে দান করেছে। কই তখন ত আপনাদের দেখিনি সাহায্য করবার জন্য। এই ৩ লক্ষ ১৫ হাজার লোকের মধ্যে আপনাদের কোন ট্রাইবেল ছিল না ? বাঙ্গালী, ট্রাইবেল সবাই বিপদগ্রস্থ হয়েছিল। বিপদের মেয়ে কে ট্রাইবেল, কে বাঙ্গালী এই কথা চিন্তা করবার বিষয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য আগামীকাল আবার রাখতে পারবেন। এই সভা আগামীকাল বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Qeusion No. 12 By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে বন দপ্তরের শাল, গর্জন প্রভৃতি কাঠ চুরির ঘটনা ঘটেছে কি ?

২। উপরোক্ত সময়ে কোন কোন রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাঠ চুরির ঘটনা ঘটেছে এবং কাঠের পরিমান কত ?

৩। বন বা বন করপোরেশনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের চাকুরীর সর্তাবলী সম্পর্কিত কোন আইন বিধি তৈরী হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চড়িলাম, চাকমাঘাট, তেলিয়ামুড়া, বড়মুড়া, দেওতামুড়া, রামচন্দ্রঘাট, তুলাকোনা, হরিশনগর, পাথালিয়া, হাতিপাড়া, নর্থ সোনামুড়া, মুহুরীপুর, তৃষ্না, কালাগাং রাই, কাসারী, কারণ খোলা, চন্দ্রপুর, গর্জি, রাধাকিশোরপুর, সমরুহালাই, চুড়াইবাড়ী, আঠারমুড়া, কালাঝরি, দেওতামুড়া, জগন্নাথদীঘি, টাক্কাতুলসী, উজান

মাছমারা, মনু, চইলেংটা সেন্ট্রাল কেচমেট, দামছড়া, কুলাই, আঠারমুড়া, লংথরাই, খোয়াই কেচমেট প্রভৃতি রিজার্ভ ফরেষ্ট এ সব কাঠ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বৎসর	শাল	গর্জন	অন্যান্য শ্রেণী
১৯৭৯-৮০	২৩৮.৬৪৩ ঘন মিঃ ২২১ মিঃ পোষ্ট	১৮.৯৩৬ ঘন মিঃ	৩৩৬.১০৫ ঘন মিঃ ৩২২ মিঃ খুটি ৩০৭টি খুটি ২৭০ কেঃ জিঃ আগর।
১৯৮০-৮১	৩৩৪.৮১৯ ঘন মিঃ ৩ মিঃ বল্লি ২২৭ মিঃ পোষ্ট ২২০০ পোষ্ট	২১৭.৭৭০ ঘন মিঃ	৩৮৩৬.৩৪৭ ঘন মিঃ ৩০০৯ মিঃ বল্লি ৯১৭ বল্লি

৩। বন করপোরেশনের রাবার বাগানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় মজদুর আইন ও তাহা হইতে তৈরী নিয়মাবলী চালু আছে ঃ

১) দি প্ল্যানটেশন লেবার এক্ট।

২) দি পেমেন্ট অব বোনাস এক্ট।

৩) দি পেমেন্ট অব ওয়েজেস এক্ট।

৪) দি মেটারনিটি বেনিফিট এক্ট।

৫) দি পেমেণ্ট অব গ্রেচুইটি এক্ট ।

৬) দি ইকুয়েল রিমুনারেশন এক্ট ।

৭) দিইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডিসপিউট এক্ট ।

৮) দি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এক্ট।

৯) দি ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এমপ্লয়মেন্ট (ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার) এক্ট ইত্যাদি।

১০) দি ওয়ার্ক ম্যানস কম্পেনসেসন এক্ট।

বন বা বন করপোরেশনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের চাকুরী সর্তাবলী সম্পর্কিত কোন বিশেষ আইন বিধি তৈরী হয় নাই ।

Admitted Starred Question No. 23 By—Shri Niranjan Deb Brrma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য দাঙ্গাজনিত কারণে ট্রাইবেল সাব-প্লেন এলাকাতে রিভিশন সার্ভের কাজ স্থগিত রাখার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে ঐ নির্দ্দেশ পালন হয়েছিল কিনা,

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। স্ব-শাসিত জেলার যে সব মৌজায় বুঝারত সম্পন্ন হইয়াছে বা সম্পন্ন হওয়ার পথে সেই সব মোজা ছাড়া অন্যত্র রিভিশন সার্ভে স্থগিত রাখার জন্য বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 64 By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরাতে মোট বর্গাদারের সংখ্যা কত;

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন বর্গাদার 'বর্গাস্বত্ব' পেয়েছেন?

উত্তর

১। রেকর্ড ভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ৩২৯৩ জন।

২। মোট ২৭৫৬ জন।

Admitted Starred Question No. 86 By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন বেকারকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে?

২। তন্মধ্যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

৩। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের কতজনকে এ পর্য্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ৩৬টি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ১১,৭১৪ জন বেকারকে এ পর্য্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ২,৭৬০ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মোট ৬৭১ জনকে এ পর্য্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 103 By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য (ধর্মনগর) গঙ্গানগর চা বাগানের শ্রমিকরা কিছুদিন যাবৎ হাজিরা পাচ্ছেন না?

২। যদি সত্য হয়, তবে কাজ না পাওয়ার কারণ কি?

৩। ইহা কি সত্য ইদানীং শ্রমিকরা কাজ না পেয়ে গ্রামাঞ্চলে ফুড-ফর-ওয়ার্ক স্কীমে কাজ করছেন?

উত্তর

১। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মুজুরী শ্রমিকদের যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে।

২। সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষের বিবরণ অনুযায়ী ব্যাংক থেকে যথাসময়ে টাকা না পাওয়ার জন্য শ্রমিকদের মুজুরী যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই।

৩। সময়মত মুজুরী না পাওয়ায় শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য সরকার তাদেরকে গঙ্গানগর চা বাগানেই কাজের পরিবর্তে খাদ্য প্রকল্পে কাজ দিয়েছিলেন।

Admitted Starred Questin No. *116 By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। সত্ব পুনঃনবীকরনের কাজের জন্য সারা ত্রিপুরায় কয়টি হল্কা অফিস খোল হয়েছে?

২। এই কাজের জন্য কত জন কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন?

৩। এ পর্য্যন্ত কয়টি গাঁও সভায় কাজ শেষ হয়েছে?

৪। ইহা কি সত্য যে, সব ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরামর্শ নিয়ে সত্ত্ব নবীকরণের কাজ করা হচ্ছে না?

উত্তর

১। ৪১টি হলকা অফিস খোলা হইয়াছে।

২। ৩৮৩ জন।

৩। কোথাও স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশে কাজ শেষ হয় নাই।

৪। না ইহা সত্য নহে। সব ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরামর্শ নেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অভিযোগ পাওয়ার পর যারা পরামর্শ উপেক্ষা করেন তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 118 By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এ পর্য্যন্ত কতটি বে-সরকারী সংস্থায় শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চনার কয়টি অভিযোগ সরকারের গোচরে এসেছে ?

২। কয়টি ক্ষেত্রে বঞ্চনার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে ;

৩। যদি কোথাও বঞ্চনা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর এই পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমূলে ২৭৪টি বে-সরকারী সংস্থার শ্রমিককে নায্য পওনা না পাওয়ার অভিযোগ শ্রম দপ্তরের গোচরে এসেছে।

২। ২২৫টি ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তর পাওনা আদায় করিয়া নিস্পত্তি করিয়াছে।

৩। ৪৯টি ক্ষেত্রে তদন্তাধীন আছে মিমাংসার প্রচেষ্ঠা চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 119 By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১। সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮০-৮১ সালে কয়টি চারা গছ লাগানো হয়েছে ?

২। এর মধ্যে সাধারনতঃ কি ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে ?

৩। এই বন থেকে বার্ষিক কি পরিমান আয় হতে পারে এবং এর জন্য কত সময় লাগবে ?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে সামাজিক বনায়নে, কোন চারা গাছ লাগানো হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না,

৩। ঐ।

ANNEXURE-"B"

Admitted Unstarted Question No. 1 By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। শ্রম দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নুন্যতম মজুরীতে কোন ক্ষেত্রে কত শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন ?

২। ত্রিপুরার কোন কোন শিল্পে ফ্যাকটরী এক্ট চালু করা হয়েছে ? এখন পর্যন্ত আইন অনুযায়ী কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন ?

৩। ইট ভাট্টা শ্রমিকদের জন্য কোন নুন্যতম মজুরী নির্দ্ধারন হয়েছে কি ?

উত্তর

১। শ্রম দপ্তর কর্তৃক নির্ধরিত নুন্যতম মজুরীতে প্রায় ১,০০,০০০ কৃষি শ্রমিক, প্রায় ১৫,০০০ দোকান কর্মচারী, ৭০০০ হাজার দালান বা রাস্তা নির্মানকারী শ্রমিক প্রায় ৮০০০ হাজার মটর শ্রমিক; প্রায় ১৫০০০ হাজার চা শ্রমিক, প্রায় ৫০০০ বিড়ি শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। ১৯৮১ইং সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর নূন্যতম মজুরীর বিজ্ঞপ্তি কার্য্যকরী হইলে প্রায় ৯০০০ হাজার ইট ভাট্টার শ্রমিক উপকৃত হইবেন।

২। চা-শিল্প, কলকারখানা, কাঠের মিল, ইট ভাট্টা, বিড়ি, দুগ্ধ প্রকল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি শিল্পে কারখানা আইন বলবৎ হইয়াছে, ফলে ১৯০০০ হাজার শিল্প-শ্রমিক উপকৃত হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল :—

(ক) চা-শিল্প	৩,০০০
(খ) কলকারখানা	১,০০০
(গ) কাঠের মিল	৫০০
(ঘ) ইট ভাট্টা	৯,০০০
(ঙ) দুগ্ধ প্রকল্প	৩০০
(চ) বিদ্যুৎ সরবরাহ	১,০০০
(ছ) অন্যান্য	৪,২০০

৩। ১৯৮১ইং সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা গেজেটে ইট ভাট্টা শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরীর প্রস্তাব করা হইয়াছে। গেজেট বিজ্ঞপ্তির দুইমাস পরে কোন আপত্তি ও প্রস্তাব থাকিলে বিবেচনার পর ইহা কার্য্যকরী হইবে।

Admitted Started Question No. 9 By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। কমলাসাগর কালী বাড়ীর বিশ্রামাগারটি সংস্কার না করার কারন কি ?

২। ইহাতে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা সর্বদা না থাকার কারন কি?

৩। ইহার আসবাবপত্র বিছানা ইত্যাদির কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। কমলাসাগর কালী বাড়ীর বিশ্রামাগারটির মেরামতের কাজ ইতি মধ্যে হাতে নেওয়া হইয়াছে।

২। ইহাতে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা আছে।

৩। এক যাত্রী নিবাস এক প্রস্থ বিছানা ও আসবাব পত্র আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, (Ujyawanta Palace) Agartala on Thursday, the 19th March, 1981 at 11 A. M.

PRESENT.

Mr. Speaker, (the Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিংহা।

শ্রীতরনী মোহন সিংহা :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ২৭।

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭।

প্রশ্ন

১। ছাতার বাট তৈরী করার কোন কেন্দ্র ত্রিপুরায় আছে কি ?

২। থাকিলে তাহা কোথায় এবং কত শ্রমিক তথায় কাজ করছেন তার সংখ্যা,

৩। বিভাগ ভিত্তিক ছাতার বাট তৈরীর শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৪। যদি থাকে তবে আগামী ১৯৮১-৮২ সালের আর্থিক বৎসরে তাহা বাস্তবায়িত হবে কি ?

উত্তর

১। সরকার পরিচালিত ছাতার বাট তৈরী করার কোন কেন্দ্র নাই। তবে বে-সরকারী ভাবে আমাদের কাছে একটা তথ্য আছে, সেটা হলো আমদের কাছে ৮টা কেন্দ্রের নাম আছে, যেমন ঘোষ ব্রাদার্স, বনকুমারী যোগেন্দ্র নগর, মেসার্স রক্ষিত ষ্টিক ফ্যাক্টরী, বিশালগড়, মেসার্স নিউ মায়া ষ্টিক ফ্যাক্টরী, কৃষ্ণনগর, মেসার্স আমব্রেলা হ্যাণ্ডেল ফ্যাক্টরী, উষা-বাজার।

২। এইটা আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছি।

৩। না। ৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতরণীমোহন সিংহা :—এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু ছাতার বাট বিদেশে চলে যাচ্ছে। এই ছাতার বাট বিভাগ ভিত্তিক যদি তৈরী করা যেত তা হলে পরে অনেক শ্রমিককে সেখানে কাজ দেওয়া যেত। সেই দিক দিয়ে আগামী আর্থিক বছরে এই ছাতার বাটের কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সরকারী ভাবে কোন ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—বে-সরকারী ভাবে যদি কেউ ছাতার বাট তৈরীর কেন্দ্র খুলতে চায় তাহলে তাদেরকে নানা দিক থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব, এবং মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি করলেন সেটা সম্পর্কে আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মি: স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯,

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মি: স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯,

প্রশ্ন

১। কোন কোন মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে এবং তার মধ্যে কোন কোনটি বর্ত্তমানে চালু আছে,

২। যদি কোথায়ও কোন মেশিন চালু না থাকে তবে তার কারন এবং ঐ মেশিন চালু করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার বিবরণ ?

৩। মহকুমা হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বাড়ানো বা স্প্যাসালাইজড্ সার্ভিস চালু করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। কোন কোন মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে এবং তার মধ্যে বর্ত্তমানে কোন কোনটি সচল ও অচল তাহা নিম্নরূপ :—

১।	ধর্ম্মনগর	মেশিনটি সচল অবস্থায় আছে।
২।	কৈলাসহর	,, ,, ,, ,,
৩।	কমলপুর	,, ,, ,, ,,
৪।	খোয়াই	,, ,, ,, ,,
৫।	সোনামুড়া (মেলাঘর)	,, ,, ,, ,,
৬।	উদয়পুর	,, ,, ,, ,,
৭।	বিলোনীয়া	মেশিনটি অচল অবস্থায় আছে।
৮।	সাব্রুম	,, ,, ,, ,,
৯।	অমরপুর	,, ,, ,, ,,

২। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য অমরপুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে মেশিন কাজ করিতেছেনা।

অমরপুর মহকুমার এক্সরে মেশিনের বর্ত্তমান অবস্থা এবং মেশিনটিকে সচল করিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের মেকানিককে অনুরোধ করা হইয়াছে। যদি স্বাস্থ্য

দপ্তরের মেকানিক দ্বারা এক্সরে মেশিন কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলা সম্ভব না হয় তবে সংশ্লিষ্ট ফার্মকে যথাসময়ে অনুরোধ করা হইবে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একজন কর্মীকে এক্সরে মেশিন মেরামত করার ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়ে এনেছি।

বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমার হাসপাতালের এক্সরে মেশিনকে কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ফার্মকে তাহাদের ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই যে এক্সরে মেশিনের কথা তিনটা সাবডিভিশানে বলা হয়েছে, যে যেটা কাজ করছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই মেশিনগুলি কোন বছর বসানো হয়েছে এবং এই মেশিনগুলি কোন দিন কাজ করেছিল কি না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—এমন কোন তথ্য আমার কাছে নেই তবে মেশিনগুলি প্রথম অবস্থায় সচল ছিল এবং পরে নষ্ট হয়ে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই যে তিনটা সাবডিভিশানে মেশিন বসানো হয়েছে, এগুলি ১৯৭৫ সালে কিনা হয়েছিল, এই মেশিনগুলি কিনার সময় এক্সপার্ট'রা বলেছিল যে, মেশিনগুলি অকেজো, কিন্তু তা সত্বেও এগুলি কিনা হয়েছিল। যার ফলে যখন এগুলি কিনা হয়েছে তখন থেকেই এগুলি অচল হয়ে আছে। বর্মন তদন্ত কমিশনেও এই ব্যাপারে আলোচনা উঠেছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, তদন্ত হওয়ার পর এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—এই ধরনের কোন তথ্য এখন আমার হাতে নেই, তবে আমরা এই ব্যাপারে খোঁজ করে দেখব।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কয়েকটা মহকুমাতে মেশিনগুলি ভাল আছে এবং এখনও সেগুলি কাজ করছে। তা সেগুলির মধ্যে সোনামুড়া একটা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই এক্সরে মেশিনগুলির মধ্যে বুক ও পেটের এক্সরে করানো হয় কিনা, না কি শুধু হাত পা ভাঙ্গার এক্সরে করানো হয়। আমার যতটুকু জানা আছে, সোনামুড়ায় যে এক্সরে মেশিনগুলি পাঠানো হয়েছে, তাতে বুক ও পেটের কোন এক্সরে করানো হয় না, এমন কি হাত পা ভাঙ্গারও এক্সরে করানো হয় না।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—আমি যতটুকু জানি এই মেশিনগুলিতো মানব দেহের সব অংশেরই এক্সরে করানো হয়। তবে এখানে বলে রাখি যে, আমাদের ত্রিপুরায় শুধু এই এক্সরে মেশিনই নয়, হাসপাতালগুলিতে অনেক যন্ত্রপাতি এই রকমভাবে নষ্ট হয়ে আছে। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরায় কোন মেরামতের কেন্দ্র নেই তাই আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করছি যাতে নাকি আমাদের এখানে যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য একটা কেন্দ্র খোলা হয়।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, পশ্চিম বাঙ্গলায় এই সব যন্ত্র পাতি মেরামত করানোর জন্য একটা কারখানা আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার আমাদের এই সব যন্ত্রপাতি সেখানে নিয়ে গিয়ে মেরামত করানোর জন্য কোন চিঠি দিয়েছিলেন কি না? যদি

দিয়ে থাকেন তা হলে মাননীয় মন্ত্রী সেখানে যন্ত্রপাতি মেরামত করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় এই এক্সরে মেশিন গুলি মেরামত করার জন্য ইঞ্জিনীয়ারদেরকে এখানে আসতে বলা হয় এবং তারা মাঝেমাঝে এসে আমাদের মেশিনগুলি দেখেও যান। আবার কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমরা পশ্চিম বাংলাতে পাঠিয়েছি, তার মধ্যে কিছু কিছু ঠিক হয়েছে আবার কিছু কিছু এখনও ঠিক হয় নি। যেগুলি ঠিক হয়েছে সেগুলিকে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৫-৬ বছর যাবত এই মেশিন-গুলি অচল হয়ে আছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, অমরপুরের এক্সরে মেশিনটা নষ্ট হয়ে আছে, সেটাকে ৫ বছরের মধ্যে কোন কারিগর এসে মেরামত করে গিয়েছেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা খুব ভাল। আমরা যে কোম্পানীগুলি থেকে মেশিনগুলি এনেছি, সাধারনত আমরা দেখেছি যে, সেখান থেকে লোক মাঝে মাঝে মেশিনগুলিকে দেখে যায়। তবে কোন কোন সময় কোন পার্সের অভাবে হয়তো কোন মেশিনকে মেরামত করানো যায় না। সেই জন্যই এখন আমরা ঠিক করেছি যে, তারা যাতে প্রতি বছর অন্তত দুই তিন মাস পর পর এখানে এসে এই মেশিনগুলিকে দেখে যান, তার জন্য আমরা তাদেরকে একটা সারভিস এলাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জি. বি. এবং ভি.এম-এ কয়টি এক্সরে মেসিন আছে এবং তার মধ্যে কয়টি কাজ করছে এবং কয়টি কখন থেকে অকেজো হয়ে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কখন থেকে অকেজো হয়ে আছে আমি বলতে পারছিনা তবে জি. বি. হাসপাতালে ৯টি এক্সরে মেশিন রয়েছে তার মধ্যে কাজ করছে ২টি। ৭টি কাজ করছে না। ভি এম হাসপাতালে ৪টি এক্সরে মেশিন আছে, তার মধ্যে ৪টিই কাজ করছে।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে এক্সরে করতে গেলে মেসিন থাকে অথচ এক্সরে করা যায় না। যেমন কৈলাশহরে এক্সরে মেসিন আছে অথচ এক্সরে প্লেট নেই বলে এক্সরে করা যায় না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ? এরকমের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও এটা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন নয় তথাপি আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাঝে মাঝে যে সকল এক্সরে কোম্পানিগুলি এক্সরে প্লেট তৈরী করেন না বা সেখানে যখন নাকি উৎপাদন কমে যায় বা সরবরাহ না করেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যে এক্সরে প্লেইটের যাতে কোন অভাব না হয় তার জন্য আমরা বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানি বিশেষ করে ইন্দো ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি। এটা

সত্য যে অনেক সময় মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ঠিক সময় মত এক্সরে প্লেইট পাওয়া যায় না। এর বিশেষ কারণ হচ্ছে, হয় ইণ্ডেন্ট না আসার জন্যে বা যথেষ্ট সংখ্যক প্লেইট না থাকার জন্যে। তাই এ ধরণের অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য নজর রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কাগজকল স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ?

২। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে কাগজকল স্থাপনের কোন অনুমোদন দিয়েছেন কি ?

৩। যে সমস্ত বিদেশী সংস্থা রাজ্যে কাগজকল স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের অনুমোদন পেতে কি কি অসুবিধা দেখা দিয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্ধ না হওয়ায় কাগজকল স্থাপনে বিলম্ব হইতেছে।

২। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় কাগজকল স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত এখনো পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে যে ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাক্‌চার ডেভেল্যাপম্যাণ্ট যার কথা বলা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝতে চাইছেন।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেল্যাপমেণ্ট বলতে প্রথম কথাটা হচ্ছে কাঁচামাল কি রকম আছে এবং সেখানে কাগজ কলের মেশিনপত্র আনা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেখানকার টেক্‌নিকেল এটমশফেয়ার কিভাবে বিল্ড আপ করা যায় এইসব। ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাক্‌চার বলতে সাধারণঃ এইসব বুঝায়।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে প্রায় ৫।৭ বছর আগে কুমারঘাটে কাগজকলের জন তদানীন্তন সুখময় সেনগুপ্তের আমলে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ? সেটা কি কংগ্রেসী ভোট পাওয়ার জন্য করা হয়েছিল নাকি মেশিনপত্র আনার জন্য করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কুমারঘাটে কাগজকল স্থাপনের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল এবং ত্রিপুরা সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট থেকে কাগজ কলের জন্য লেটার অব্ ইণ্ডেন্টও পেয়েছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে নানা ঘটনার জন্য সেটা অগ্রসর হয়নি।

১৯৭৯ পর্যন্ত লেটার অব্ ইণ্ডেন্টের ভেলিডিটি ছিল। তারপর ইন্দো ইরাণ কোলাবোরেশনে হবার কথা ছিল, কিন্তু ইরানে বিভিন্ন ঘটনা দেখা দেওয়ায় সেগুলি হয়নি। এছাড়া আর কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি। তারজন্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় কাগজকল স্থাপনের ব্যাপারটা কেন্দ্রিয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী।

সদস্যবৃন্দ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি উপস্থিত নেই।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চোন নাম্বার ৮৫।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব করেছে কি না ?

২। প্রস্তাব করে থাকলে কোন্ কোন্ শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন ?

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া মিলেছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। (ক) পালপ। পেপার মিল (খ) হিন্দুস্থান মেসিন টুলস কর্তৃক ঘড়ি তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় কিংবা নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী এবং কর্পোরেশন এর মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন। (গ) সমবায় ভিত্তিতে স্পিনিং মিল স্থাপন।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে রাবার উৎপাদন হচ্ছে লেটেক্স যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে খুব উন্নত মানের লেটেক্স। সে লেটেক্সকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাবার শিল্প গড়ে তোলার বা কাজে প্রয়োগ করার মত কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার এখন যে মাত্রায় রাবার উৎপাদন হয় তাতে বিভিন্ন ধরণের শিল্প গড়ে তোলার জন্য বে-সরকারী ভাবে কিছু সংস্থা বা কিছু শিল্প উদ্যোগী যুবক চেষ্টা করেছেন। আমরা যতটুকু পারছি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য সরকার বা ফিন্যান্স ইনষ্টিটিউট থেকে, আসাম ফিন্যান্স করপোরেশন থেকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এখানে যে কার্পাস তুলা উৎপাদন হয় তা সুতো তৈরীর জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব রাখা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ফোর পয়েন্টের ভিত্তিতে ২৫ হাজার তাঁত বিশিষ্ট সুতোর কলের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছি এবং এখানকার তুলো ব্যবহার হতে পারে আবার বাহিরের থেকেও আনা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে শিল্প কল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা কবে পাঠান হয়েছে এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য পরবর্তীকালে কোন রকম আলাপ আলোচনা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে করা হয়েছে কিনা যদি হয়ে থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকার কি বলেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার প্লেনের আলোচনার সময়ে সেগুলি আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলি আমি আগেই বলেছি সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং আমরা পার্স্যু করছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মতি লাল সরকার।

শ্রী মতি লাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নম্বর ১১৪।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর ১১৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু আছে ?

২। বামফ্রন্ট সরকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিরূপ নীতি গ্রহণ করেছেন ?

৩। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য কোন্ পত্রিকা সম্পর্কে সর্বাধিক সরকার প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৩৯টি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু আছে।

২। বিগত ১১-৮-৭৮ইং তারিখে বামফ্রন্ট সরকার পত্র পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য এক সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন-নীতি প্রণয়ন করেন। উক্ত নীতি অনুসারে স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে প্রচার ও পৃষ্ঠার সংখ্যা সহ আনুসঙ্গিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে ক, খ ও গ এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ক) শ্রেণী :— যে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার বিক্রিত কপির সংখ্যা তিন হাজারের বেশী পৃষ্ঠা সংখ্যা চার এবং আয়তন ৪৫ সে. মি. × ৭ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলম্।

খ) শ্রেণীর ঃ— যে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার বিক্রিত কপির সংখ্যা দুই হাজারের কম নয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা চার এবং আয়তন ৩০ সে. মি × ৪ ষ্ট্যাণ্ডাড কলম্। সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্তাহিক, ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকার বিক্রিত কপির সংখ্যা তিন হাজারের বেশী, পৃষ্ঠা সংখ্যার চার এবং ৩০ সে. মি. × ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলম্।

গ) শ্রেণী ঃ— যে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার বিক্রিত কপির সংখ্যা দুই হাজারের কম আয়তন নয়, পৃষ্ঠার সংখ্যা চার এবং ২৪ সে. মি. × ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলম্।

—সাপ্তাহিক দ্বি-সাপ্তাহিক ত্রি-সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রে বিক্রিত কপির সংখ্যা ২৫০০-এর কম নয়, পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪ এবং ২৪ সে. মি. × ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলম্।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলিকে বিশেষ সুবিধা দানের জন্য মোট বিক্রিত কপির সংখ্যা কম পক্ষে ৫০০ হলেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

উপরি-উক্ত শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী শ্রেণী বদ্ধ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে মোট বিজ্ঞাপনের শতকরা ৪৫ (ক) শ্রেণীকে শতকরা ৩০ ভাগ (খ) শ্রেণীকে ১৭.৫ ভাগ (গ) শ্রেণীর দৈনিক এবং ৭·৫ ভাগ (ঘ) শ্রেণীর অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে।

৩। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা সম্পর্কে সর্বাধিক প্রতিবাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে দৈনিক সংবাদে দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবনের কাজ শুরু হয় নাই বলে মিথ্যা খবর বেরিয়েছিল ?

শ্রী অনিল সরকার : হ্যাঁ, ইহার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়ায় উপজাতিদের কর্তৃক নিহত ১০ জন বাঙ্গালীর মৃতদেহ ও হাড় বেরিয়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ 'দৈনিক সংবাদ' পরিবেশন করেছিল ?

শ্রী অনিল সরকার :— এ রকম কত মিথ্যা সংবাদ "দৈনিক সংবাদ" পরিবেশন করত যাতে করে জনগণের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়।

শ্রী মতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, ট্রাইবেলরা বাঙ্গালী মেয়েদের উপর ধর্ষণ করছে বলে দৈনিক সংবাদ মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছিল ?

শ্রী অনিল সরকার :— হ্যাঁ এ রকম বহু মিথ্যা সংবাদ দাঙ্গার সময় দৈনিক সংবাদে প্রকাশ করেছিল। যাতে করে জনগণের মধ্যে বিষ ছড়ানো যায়।

শ্রী মতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, দাঙ্গার সময় উপজাতিরা সিপাহীজলাতে স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা উড়িয়ে ছিল বলে মিথ্যা সংবাদ "দৈনিক সংবাদে" বেড়িয়েছিল ?

শ্রী অনিল সরকার :— হ্যাঁ এরকম বেরিয়েছিল।

শ্রী মতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, জিরানীয়ায় একটি বাঙ্গালী মেয়েকে কাঠের উপর ফেলে ট্রাইবেলরা তাকে নৃশংসভাবে কেটেছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার :— হ্যাঁ, এ রকম অনেক মিথ্যা ঘটনাই নৃশংসভাবে ঘটেছে বলে দৈনিক সংবাদ প্রকাশ করেছে যাতে করে জনসাধারণের মধ্যে একটা বিষ ছড়ানো যায়।

শ্রীমতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে বিধান সভায় টেপ রেকর্ড না পাওয়া সত্বেও বিধান সভায় টেপ রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে বলে দৈনিক সংবাদে বেরিয়েছিল ?

শ্রীনিল সরকার :— এটাতো হালের ঘটনা। আমরা অবশ্য তার প্রতিবাদ করেছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, ভারতবর্ষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, দৈনিক সংবাদ নাকি আমেরিকা-রাশিয়ার কাজ করছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— হ্যাঁ, কিছু কিছু পত্রিকায় অবশ্য এ রকম খবর বেরিয়েছে, এটা আমরা দেখেছি।

শ্রীখগেন দাস :— ইহা কি সত্য যে, কয়েকদিন আগে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বেরিয়েছিল যে ত্রিপুরায়, কংগ্রেস (আই), "আমরা বাঙ্গালী" এবং উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা একত্রে মিলে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করছে যার ভয়ে ভীত হয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে (অর্থাৎ গত ফেব্রুয়ারী মাসে) বাজেট অধিবেশন ডাকছেন এবং এই অধিবেশনে গরীবদের স্বার্থে এমন একটি বাজেট পেশ করবেন যাতে করে অন্য কোন দলের সরকার এলে তাদের ভীষণ বিপদে পড়তে হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— হ্যাঁ, এরকম খবর "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

শ্রীমতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে গাফিলতির জন্য দিল্লী থেকে নাকি এ, জি, কে তলব করা হয়েছে বলে এরূপ মিথ্যা খবর 'দৈনিক সংবাদে' বেরিয়েছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার :— এ রকম অনেক খবরই যাহা মিথ্যা, "দৈনিক সংবাদে" প্রকাশ করে থাকে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— ইহা কি সত্য যে, এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশকারী "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান করার জন্য কোন কোন মহল থেকে সুপারিশ করা হচ্ছে বা হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— "দৈনিক সংবাদের" ভক্ত কিছু কিছু লোক আছে যারা এ রকম দাবী করতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে বামফ্রন্টের দুর্নীতিমূলক সংবাদ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করছে কোন পত্রিকা ?

শ্রীঅনিল সরকার :— বামফ্রন্ট সরকার গরীবের সরকার। এই সরকার সর্ব্বদা গরীবের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। কিছু কিছু গরীবের স্বার্থবিরোধী লোক আছেন যারা গরীবের ভাল দেখতে পারেন না, শুধু নিজের ভাল দেখেন। সে সব স্বার্থবিরোধী লোকেরা বা

তাদের পরিচালিত পত্রিকাগুলি বামফ্রন্ট সরকার এই গরীব মানুষের উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং তার রূপায়িত করে গরীব মানুষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করছেন তারা সহ্য করতে পারছেন না এবং তার জন্যই তারা এরূপ মিথ্যা খবর প্রকাশ করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়শ্চান নাম্বার—১৪০।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়শ্চান নাম্বার—১৪০।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ইং সনে সারা ত্রিপুরায় কত টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব),

২। ১৯৮১ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কোন ব্লকে কতটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার হিসাব (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

(১) ও (২)। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের মধ্যে যে মোট ৫,০০০টি টিউবওয়েল এবং ৯৭৭টি রিংওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নীচে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :—

ব্লক	টিউবওয়েল	রিংওয়েল
খোয়াই	৩৩০টি	৫৫টি,
তেলিয়ামুড়া	৩৩০টি	৫৫টি
জিরানিয়া	৩৮০টি	৫৫টি
মোহনপুর	৩৭০টি	৫৫টি
বিশালগড়	৫০০টি	৭০টি
সালেমা	৩৫৫টি	৫৫টি
ছা-মনু	৭৫টি	৭০টি
কুমারঘাট	৩৫৫টি	৫৫টি
পানিসাগর	৩৭০টি	৬০টি
কাঞ্চনপুর	৫টি	৮০টি
উদয়পুর	৩৫০টি	৬০টি
বগাফা	৩২৫টি	৬০টি
রাজনগর	৩১০টি	৬০টি
হাফলং	৩০০টি	৫১টি
অমরপুর	৩০০টি	৫৬টি
ডুম্বুরনগর	৫টি	২৫টি
সর্ব্বমোট	৫,০০০টি	৯৭৭টি

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অমরপুরে বিভিন্ন ইন্টেরিয়ার এলাকাতে কারিগরের অভাবে বহু টিউবওয়েলের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এটা যন্ত্রের ব্যাপার। অনেক সময় যন্ত্রগুলির কিছু কিছু বিকল হয়ে যায় এবং এটা সারাবার জন্য আমাদের ষ্টাফ আছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের কমপ্ল্যান বুক আছে, যদি কোন গ্রামবাসী সেই কমপ্ল্যান বুকে কমপ্ল্যান করেন তাহলে সেটা ওভারসীয়ার এবং মেকানিক গিয়ে সারাবার চেষ্টা করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৮১ সালে ৩০০টি টিউবওয়েল বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। আমি দেখেছি যে- অমরপুরে বছরে ১০।১৫টার বেশী টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয় না। কাজেই ৩০০টা টিউবওয়েল বসাতে কত বছর লাগবে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় সদস্যের হয়ত জানা নেই যে কারীগর শুধু টিউবওয়েল বসান না, কতগুলি কন্ট্রাক্টের কাজ আছে। যে সমস্ত কন্ট্রাক্টরেরা কন্ট্রাক্ট নেন তারাই এদের দিয়ে কাজটা করান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—তৈদু অঞ্চলে বহু ট্রাইবেল কারিগর আছে। কিন্তু সরকারী যে নিয়ম, সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা কনট্রাকট নিতে পারছে না। কারণ তাদের ক্ষমতা নেই। তাদের সেই কনট্রাকট নেওার সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে দেবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—টেক্‌নিক্যাল কোয়ালিফাইড সেই সার্টিফিকেট যদি সে দেখাতে পারে তাহলে কাজ পেতে পারে। আমরা সরকারের মধ্য থেকে এইসব কাজ যাতে দ্রুত করা যায় তার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭-৭৮ সাল হইতে ১৯৭৯-৮০ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে নথীভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের সংখ্যা কত ছিল তার পৃথক পৃথক হিসাব, এবং

২) ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৭৯-৮০ সাল পর্যন্ত কতগুলি শিল্প সংস্থাকে সরকার কর্তৃক মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) আর্থিক বৎসর	নথীভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের সংখ্যা।
১) ১৯৭৭-৭৮	১৫৬
২) ১৯৭৮-৭৯	১২৬৮
৩) ১৯৭৯-৮০	১৩৭৯

২) আর্থিক বৎসর	শিল্প সংস্থার সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
১৯৭৭-৭৮	৮৮ টি	টাঃ ৪,৩২,০০০
১৯৭৮-৭৯	১০৬ ,,	টাঃ ৫,১০,৫০০
১৯৭৯-৮০	১৬০ ,,	টাঃ ৭,৬৩,৯০০

শ্রীসুবল রুদ্র -যে ১,৩৭১টি ইউনিট এখন আছে তার মধ্যে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ হয়ে গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার—এটা সেপারেট কোয়শ্চান হলে জানাতে পারি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী। অ্যাবসেণ্ট। শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

প্রশ্ন

১) উত্তর পূর্বাঞ্চলে রিজিওন্যাল মেডিকেল পি, জি, সেণ্টার খোলার পরিকল্পনার কথা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি, এবং তাতে ত্রিপুরার জন্য কোন আসন বরাদ্দ থাকবে কি?

২) ফিজিওথেরাপি সেণ্টার—এর কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং কবে নাগাদ শেষ হবে বলে সরকার আশা করেন?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের জানা নেই। ত্রিপুরার জন্য আসন বরাদ্দের প্রশ্ন উঠে না।

২) ফিজিওথেরাপি সেণ্টারের জন্য প্রয়োজনীয় "স্থান" ও "নক্‌সা" অনুমোদন ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হইয়াছে। তবে নির্মাণ কাজ এখনও শুরু হয় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী -ফিজিওথেরাপি সেণ্টার চালু করতে বিলম্বিত হচ্ছে কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—এই ইউনিটটার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী বলেই আমরা ১৯৭৮ সনে এখানে এটা চালু করার প্রস্তাব নিয়েছি এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় টাকাও দিয়েছি। পূর্তদপ্তরের সংগে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু নানা অসুবিধা যেমন ত্রিপুরায় সিমেণ্ট রড ইত্যাদি আসার অসুবিধা ছিল সেজন্য তারা কাজটা এখনও আরম্ভ করতে পারে নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী—গতবারও দেখা গেছে এখানকার ডাক্তাররা পি, জি, সেণ্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য সীট পান নাই এবং তাঁদের ভর্তি হতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই ধরণের ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, এই কথাটা ঠিক নয়। কারণ আমরা সরকারের আসার পর সম্ভবতঃ ভারতের মধ্যে ত্রিপুরাই একটি রাজ্য যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি, জি, কোর্সে পড়ার জন্য আসন সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। গত বছর আমরা ২০টি আসন সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার মাধ্যমে যাদেরকে উপযুক্ত মনে করেন, তাদেরকে নির্বাচন করেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—পি, জি, কোর্স পড়ার ব্যাপারে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে যে উপজাতি ডাক্তার আছেন, তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—স্যার, এটাও ঠিক নয়। কারণ আমরা কোন প্রার্থী পেলেই পি, জি, কোর্স পড়বার জন্য পাঠাই। যেহেতু সেখানে আলাদাভাবে রিজার্ভেশানের কোন ব্যবস্থা নেই, সেহেতু যাহাদেরকে পাঠানো হয়, তাদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করে ভর্তি করা হয়ে থাকে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সম্পর্কে অবগত আছেন কি যে অফিসের কিছু লোকেরা বাধা সৃষ্টি করার ফলেই উপজাতি ডাক্তারেরা পি, জি, কোর্স পড়ার সুবিধা পাচ্ছেন না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীদিনেশ চন্দ্র দেববর্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯, স্যার,

প্রশ্ন

১) ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচী দ্বারা সারা রাজ্যে কত কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্যন্ত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

২) এই কর্মসূচী দ্বারা কয়টি পাট ভিজানোর ট্যাঙ্ক ও কয়টি পুষ্করিনী তৈরী করা হয়েছে বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্যন্ত (বিভাগ—ভিত্তিক হিসাব)?

৩) এই কর্মসূচীতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই পর্যন্ত কতটি শ্রম দিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত?

উত্তর

১) ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৭৮-৭৯ইং সন হইতে ১৯৮০-৮১ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ১৯,৯৮৪·৪৯৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার করা হইয়াছে। তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল :—

সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা—	১৮,৪৪৭ কিঃ মিঃ
পূর্ত্ত বিভাগ—	৭১৫.৪৩০ কিঃ মিঃ,

বন বিভাগ—	৬৯৬.৯৬৪ কি: মি:
পশু পালন বিভাগ—	৪৯.০০০ কি: মি:
ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশান—	৩৬.১০০ কি: মি:

২) এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ১,০৮৯টি পাট ভিজানোর পুকুর ও ১,১৮৬টি পুষ্করিনি উক্ত সময়ের মধ্যে তৈয়ার করা হইয়াছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্ন রূপ :—

সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা—	৬১০টি পাট ভিজানোর পুকুর
	১১৪৯টি পুষ্করিনী।
কৃষি বিভাগ—	৪৬৯টি পাট ভিজানোর পুকুর
বন বিভাগ—	৩৭টি পুষ্করিনী।

৩) এই কর্মসূচীতে মোট ১১,৩১,৩০,০০০ টাকা ১৯৭৮-৭৯ইং সন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮০ সন পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে এবং তার দ্বারা ১,৮৫,০২,৬০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি জুট ট্যাংকের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান, কাজেই আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—জুট ট্যাংক কোথাও তৈরী করা হয় নি, অথচ টাকা তোলা হয়েছে, এই রকম কোন ঘটনার কথা মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—স্যার. উনি কোন গাঁওসভা সম্পর্কে বলছেন, এটা যদি স্পেসিফিক করে বলেন তো খুঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জুট ট্যাংকের জন্য এই যে দুর্নীতি হয়েছে, তা সি, পি, এম গাঁও প্রধান মধুসূদন কলইর জন্য সম্ভব হয়েছে, এটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেববর্মা—এই ধরণের কোন কিছু হয়ে থাকলে, তা নিশ্চয় দেখা হবে।

মি: স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

শ্রীঅনিল সরকার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪, স্যার,

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে কর্মকার, কাঠ শিল্পী, বাঁশবেত শিল্পী, তাঁত শিল্পী এবং মৎস্য-জীবীদের জন্য সমষ্টী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে কোন সাহায্য দেওয়া হবে কি ;

২) দেওয়া হইলে ব্লক ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা কত ?

৩) চলতি বছরে উপরোক্ত হস্তশিল্পীদের ঋণের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে ?

১) চলতি আর্থিক বৎসরে কর্মকার কাষ্ঠশিল্পী, বাঁশবেত শিল্পী, তাঁতশিল্পী এবং মৎস্যজীবিদের জন্য সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

২) সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সাহায্যের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে :—

ক) জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মকার, কাষ্ঠ শিল্পী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পীদের শতকরা ৩৩⅓% ভর্তুকীতে সাহায্য দেওয়ার জন্য মং ২,৮০,০০০.০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

খ) ৭৫% ভর্তুকীতে বাঁশবেত ও কাষ্ঠশিল্পীদের সাহায্যের জন্য মং ৪০,০০০ টাকার বরাদ্দ আছে।

গ) মৎস্যজীবী ও তাঁতশিল্পীদের সাহায্যের জন্য মং ৫,৮০,০০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজন "ক"তে দেওয়া গেল।

ঘ) তাহা ছাড়া কর্মকার, কাষ্ঠশিল্পী ও বাঁশবেত শিল্পীদের সাহায্যের জন্য ত্রিপুরা খাদি ও ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড যে সকল প্রকল্প নিয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংযোজন "খ"তে দেওয়া গেল।

৩। বর্ত্তমান বৎসরে বিভিন্ন খাতে কর্মকার, কাষ্ঠশিল্পী, বাঁশবেত ও তাঁতশিল্পীদের শেয়ার মূলধন ও কার্য্যকরী মূলধন বাবত ঋণ দেওয়ার জন্য মং ৯,৮৯,০০০.০০ টাকার বরাদ্দ আছে।

সংযোজন "ক"

চলতি আর্থিক বৎসরে মৎস্যজীবি ও তাঁতশিল্পীদের জন্য বরাদ্দকৃত সাহায্যের ব্লকভিত্তিক হিসাব :—

ব্লকের নাম	মৎস্যজীবিদের জাল তৈরীর জন্য ৭৫% অনুদানে নাইলন সুতা	তাঁত শিল্পীদের ঘর মেরামতের জন্য অনুদান	তাঁত শিল্পীদের ৭৫% অনুদানে সুতা সরবরাহ
১	২	৩	৪
১। পানিসাগর	১৬০ জন	১০০ জন	৪০০ জন।
১। কাঞ্চনপুর	৭০ ,,	২৫ ,,	৩২০ ,,
৩। কুমার ঘাট	১৪০ ,,	৫০ ,,	২২৯ ,,
৪। ছামনু	৭০ ,,	৩০ ,,	৩২০ ,,
৫। সালেমা	২০০ ,,	৬০ ,,	৩৫০ ,,

৬। তেলিয়ামুড়া	১৭০ ,	—	—
৭। খোয়াই	১৬০ ,	৬০ ,	৪০০ ,
৮। জিরানিয়া	১৫০ ,	—	—
৯। মোহনপুর	১৫০ ,	—	—
১০। বিশালগড়	২৫৬ ,	—	—
১১। মেলাঘর	২০০ ,	৪০ ,	৩৩২ ,
১২। উদয়পুর (মাতাবাড়ী)	২০০ ,	—	—
১৩। অমরপুর	১৪০ ,	—	—
১৪। ডুম্বুর নগর	৮০ ,	৩৫ ,	২৪৩ ,
১৫। বগাফা	১০০ ,	৭৫ ,	৩৭০ ,
১৬। রাজনগর	১২০ ,	৪০ ,	৩২০ ,
১৭। সাঁতচাঁদ	১০০ ,	৪০ ,	৩০০ ,
১৮। আগরতলা পৌর এলাকা	১০০ ,	৪৫ ,	২০০ ,
মোট—	২,৫৬৬ জন	৬০০ জন	৩,৮৬৬ জন

সংযোজন—'খ'

চলতি আর্থিক বৎসরে কর্মকার, কাষ্ঠশিল্পী ও বাঁশ বেত শিল্পীদের সাহায্যের জন্য ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের অন্তর্গত প্রকল্পগুলির ব্লক ভিত্তিক হিসাব :—

ব্লকের নাম	কর্মকার শিল্পের প্রদেয় সাহায্যের লক্ষ্য মাত্রা	কারুশিল্পে প্রদেয় সাহায্যের লক্ষ্য মাত্রা	বাঁশ ও বেত শিল্পে প্রদেয় সাহায্যের লক্ষ্য মাত্রা
১	২	৩	৪
১। তেলিয়ামুড়া	৩ জন	৭ জন	৭ জন
২। মোহনপুর	৩ জন	৭ জন	৭ জন
৩। জিরানীয়া	৩ জন	৫ জন	৮ জন
৪। বিশালগড়	৩ জন	৭ জন	৭ জন
৫। খোয়াই	৩ জন	৭ জন	৭ জন
৬। মেলাঘর	২ জন	৩ জন	৭ জন
৭। বগাফা	৪ জন	৩ জন	৭ জন
৮। ছামনু	২ জন	৭ জন	৭ জন
৯। ডুম্বুর নগর	২ জন	২ জন	৭ জন
১০। কমলপুর	৩ জন	৭ জন	৭ জন

১	২	৩	৪
১১। মাতাবাড়ী (উদয়পুর)	২ জন	২ জন	৭ জন
১২। সাঁতচাদ	২ জন	৫ জন	৭ জন
১৩। পানিসাগর	৩ জন	৭ জন	৭ জন
১৪। রাজনগর	২ জন	৩ জন	৭ জন
১৫। কুমারঘাট	৩ জন	৮ জন	৭ জন
১৬। অমরপুর	২ জন	৫ জন	৭ জন
১৭। কাঞ্চনপুর	৩ জন	৫ জন	৭ জন
মোট—	৪৫ জন	৯০ জন	১২০ জন

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরায় বাঁশ এবং বেত দিয়ে যে সমস্ত জিনিষ তৈরী করা হয় সেই সব জিনিষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও সেগুলির চাহিদা আছে এবং প্রশংসা পায়। এই অবস্থায় আমাদের যে সব ট্রেনিং সেন্টার আছে সেই সেন্টারগুলিতে শিল্পীদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে তাদের জীবিকার প্রশ্নে উৎপাদন বাড়িয়ে সেইসব উৎপাদিত জিনিষগুলি সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রী করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইসব ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে তাদের ট্রেনিং দিয়ে উৎপাদিত জিনিষপত্র আমাদের কর্পোরেশানের মাধ্যমে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরায় বাঁশ দিয়ে যে মেট তৈরী হয়, সেই মেটের চাহিদা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরেও আছে। মেট তৈরী করার উপযুক্ত বাঁশ ত্রিপুরায় এখন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে না বলে মেট তৈরী করার অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। কাজেই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিল্পীদের বাঁশ সাপ্লাই করার কোন ব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমরা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করেছি এবং ডিপার্টমেন্ট রাজী হয়েছেন, যে সব এলাকায় এই শিল্প আছে সেই সব এলাকার কাছাকাছি এই বিশেষ ধরণের বাঁশের চাষের ব্যবস্থা তারা করছেন।

শ্রীঅখিল দেব নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৮০-৮১ সালে তাঁত শিল্পীদের জন্য ঘর মেরামতী এবং সাবসিডিতে সূতা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি না এবং নেওয়া হয়ে থাকলে কাজ কতটুকু এগিয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সালে এ পরিকল্পনা আছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৮০-৮১ সালের জন্য ঘর মেরামতীর এবং সাবসিডিতে সূতা দেওয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে কি না এবং থাকলে কাজ কতটুকু হয়েছে?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮০-৮১ সালে বরাদ্দ ছিল কিন্তু থাকলেও সেই টাকার একটা অংশ রিলিফের কাজের জন্য ডাইভার্ট করতে হয়েছে। মাননীয় সদস্য ঘর মেরামতীর ব্যাপারে যে প্রশ্ন করেছেন সেই সম্পর্কে আমি তথ্য জানার চেষ্টা করব।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বাঁশবেত সহ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রী করতে না পারায় গ্রামাঞ্চল থেকে দালালরা সেই সব দ্রব্য কম দামে কিনে এনে তারা সেগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বেশী দামে বিক্রী করে, অথচ কর্পোরেশান সেইসব জিনিষ কিনে নিলে শিল্পীদের আর সেইসব দালালদের কাছে বিক্রী করতে হয় না এবং শিল্পীরাও ন্যায্য দাম পায়। কাজেই সেই সব শিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি জিনিষগুলি কিনার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব শিল্পীদের উৎপাদিত জিনিষগুলি এত বেশী উৎপাদন করে যে, সব জিনিষ আমরা কিনে নিতে পারছি না। কর্পোরেশনে আগে যেখানে বছরে ১ লাখ টাকার বিজনেস করা হত এখন বছরে ১০ লাখ টাকার বিজনেস করা হচ্ছে আমরা এই টাকার পরিমাণ আরও যাতে বাড়ান যায় সেই চেষ্টা করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই তথ্য জানা আছে কি না, নলছড় এরিয়া বাঁশ বেতের একটা কমপেক্ট এরিয়া। সেখানকার উৎপাদিত জিনিষ কর্পোরেশন যাতে কিনে নেয় তার জন্য কর্পোরেশনের কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কর্পোরেশন তা করছেন না, উপরন্তু ভাল জিনিসকেও খারাপ বলে ফেরত দিচ্ছেন। একটা চক্র কর্পোরেশনে কাজ করছে এবং পিছনের দরজা দিয়ে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন আমরা সেটা অনুসন্ধান করে দেখব।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টী আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—এফ, সি, আই এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা উঠিয়ে নেওয়ার উদ্বেগজনক তৎপরতা ও উদ্যোগের ফলে রাজ্যের চাউল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশটির উপরে বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, আগামী ২৪শে মার্চ্চ আমি এই প্রশ্নের জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টী আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—কাঞ্চনপুর থানার ও. সি. শ্রীরবীন্দ্র সোম কর্ত্তৃক গত ১৮ই মার্চ্চ কাঞ্চনপুর ও মাছমারার মধ্যবর্তী স্থানে একজন ড্রাইভারকে অমানুষিক মারধোর করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাস্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওরার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে মার্চ্চ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জিরানীয়ার কাছে টি, আর, টি, সি বাসের উপর কিছু সংখ্যক দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক ক্র্যাকার নিক্ষেপ, বাস ড্রাইভারকে মারপিট করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ৬টি টি. আর. টি. সির যাত্রীবাহী বাস একটি পুলিশ রক্ষী গাড়ী দ্বারা প্রহরারত অবস্থায় গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে তেলিয়ামুড়া ত্যাগ করিয়া আগরতলার দিকে অগ্রসর হয়। পথে আসাম-আগরতলা রোডে জিরানীয়া থানার দেড় মাইল দক্ষিণ পুর্ব্ব দিকে জয়নগর গ্রামের নিকট কতিপয় যুবক যাত্রীবাহী বাসের সারির উপর একটি পটকা নিক্ষেপ করে। ফলে টি. আর. এস ৩৩০নং যাত্রীবাহী বাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জানালা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। কাচের টুকরায় শ্রীরণজিৎ বিশ্বাস নামে একজন আরোহী গলায় ও দক্ষিণ চক্ষুতে আঘাত পান। জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্য গাড়ীগুলি এবং উহাদের আরোহীগণ কেহই আঘাত পান নাই। গাড়ীর সারিগুলি তারপর অকুস্থল পরিত্যাগ করে জিরাণীয়া ব্লক চৌমুহনীতে উপস্থিত হইয়া জিরাণীয়া থানায় ঘটনার বিবরণ জানায়। আরোহী শ্রীরণজিৎ বিশ্বাসের অভিযোগক্রমে জিরাণীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪/৪২৭ ধারা এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৯(২)৮১ নথিভুক্ত করা হয়। তারপর জিরাণীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা সাথে সাথেই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন। বাসের আরোহী, ড্রাইভার এবং কনডাকটারদের কেহই দুষ্কৃতিকারীদের কোন অনুসন্ধান দিতে পারে নাই। স্থানীয় তদন্তে জানা যায় যে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের ৩জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ঘট-নার পর ঘটনাস্থলের নিকটে একটি ছোট ছড়া পার হইয়া উত্তর দিকে দৌড়িয়া চলিয়া যায়। পুলিশ সন্দেহ ক্রমে পূর্ব আগড়তলা থানার ধলেশ্বর নিবাসী শ্রী অরুন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। কারণ ঘটনার আগে এবং পরে তাহাকে ঘটনাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ

করা যাইতে পারে যে টি, আর, টি, সির যৌথ সংগ্রাম কমিটির সমর্থকগণ তাহাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছিল। অনুগত কর্মচারীরা বিভিন্ন রাস্তায় যাত্রীবাহী গাড়ী চালাইয়া যাইতে থাকেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘটি টি, আর, টি. সি যৌথ সংগ্রাম কমিটির কিছু সংখ্যক সমর্থককে এই ঘটনায় যোগসাজস উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীখগেন দাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই জনস্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত যে সমস্ত লোক এই আন্দোলন করেছিলেন তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছে কংগ্রেস (আই), সি. পি, আই (এম,এল) এবং উপজাতি যুব সমিতি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে আগরতলায় একটি বন্ধ ডাকা হয়েছিল। সেখানে সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

শ্রীখগেন দাস—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার. এই যে বাসের কলকব্জা নষ্টকরা, বিশেষ করে আগরতলা ধর্মনগর রোডে যে রোড হচ্ছে ত্রিপুরার লাইফ লাইন সেই রাস্তায় বাস আটকে দিয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার এই' ধরণের কাজ আর যাহাই হউক ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন নয়। ধমঘট করে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শ্রমিকদেরকে দলে আনার জন্য চেষ্টা করেছে মাত্র।

মতিলাল সরকার—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশণ স্যার, মাননীর মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কি কি সুবিধা টি, আর টি, সির কর্মীদেরকে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ট্রেনসপোর্টের দায়িত্বে যিনি আছেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেই পাওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, টি, আর, টি, সিতে দেখা যায় প্রায়ই গাড়ী অচল হয়ে থাকে এবং যে সমস্ত নূতন গাড়ী কিনা হচ্ছে সেগুলির আবার পার্টস থাকছে না, চুরি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই যে অন্তর্ঘাত মূলক কাজ চলছে সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এরকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে। তার জন্য টি, আর, টি, সিতে একটা বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সেখানে যাতে পাহাড়া দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

শ্রীখগেন দাস—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশান স্যার, এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে টি, আর, টি, সি-এর যে সমস্ত কর্মচারী গাড়ী চালিয়েছিলেন তাহাদেরকে গাড়ী থেকে নামিয়ে গুম করা

হয়েছিল কিনা কিংবা নামিয়ে মার-ধোর করা হয়েছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এধরনের কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে এবং এর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—'গতকাল ১৭,৩,৮২ইং সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় এম, বি, বি, কলেজের ১নং ও ২নং হোষ্টেলের আবাসীক ছাত্রগণ কর্তৃক ঘণ্টাখানেক ধরে বোমাবাজী ও মার দাঙ্গার ফলে জন জীবনে ত্রাস ও শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মি. স্পীকার স্যার, "গত ১৭,৩,৮১ ইং সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় এম, বি, বি, কলেজের ১নং এবং ২নং হোষ্টেলের আবাসিক ছাত্রদল কর্তৃক ঘটাখানেক ধরে বোমা বাজি ও মার দাঙ্গার ফলে জন জীবনে ত্রাস ও শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা সম্পর্কে"

পুলিশী রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত ১৫,৩, ৮১ ইং তারিখে কলেজ টিলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা নিয়ে এম. বি, বি, কলেজ ১নং হোষ্টেলের একজন জুনিয়র ছাত্র ও এম, বি, বি, কলেজ ২নং হোষ্টেলের একজন সিনিয়র ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতিহাতি হয়। ঘটনাটি কলেজ অধ্যক্ষের নজরে আসে এবং তিনি ১নং ও ২নং হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেট দ্বয়কে বিষয়টি নিস্পত্তি করিতে বলেন।

১৭ ৩,৮১ ইং তারিখ বেলা ১১ টার সময় পূব কতোয়ালী থানা ও পুলিশ সিটি কন্ট্রোল টেলিফোনে খবর দেওয়া হয় যে. এম, বি, বি, কলেজ প্রাঙ্গনে ১নং ও ২নং হোষ্টেলের আবাসিকদের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডিশনাল এস, পি, এর নেতৃত্বে একদল পুলিশ সেখানে যায়। কিন্তু সবই স্বাভাবিক দেখিতে পায়। কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি পুলিশকে বলেন যে, কোন বিরোধ ঘটলে তাহারা সুরাহা করবেন। তবুও সতর্কতা মুলক ব্যবস্থা হিসাবে কলেজ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঐ দিনই দুপুর ২টার সময় ২নং হোষ্টেলের একজন সিনিয়র ছাত্রকে ১নং হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র কলেজের সেমিনার বিল্ডিং-এ তাড়া করে। অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপে ঘটনাটি আর বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। ঐ দিনই (১৭.৩.৮১ ইং) সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ-এর সময় ২নং হোষ্টেলের আবাসিক শ্রীদেবব্রত রায়কে গান্ধী স্কুলের নিকটে যখন তিনি টাউন হইতে হোষ্টেলে ফিরিতেছিলেন তখন কতিপয় দুষ্কৃতকারী তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। শ্রীরায়কে জি, বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ও পূর্ব কতোয়ালী থানায় মামলা নং ৪৮(৩)৮১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারা অনুযায়ী নথিভুক্ত করা হয়।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিঃ এর সময় কলেজ প্রাঙ্গনে ১০ জন সি, আর, পি, এফ সহ প্রহরারত সাব-

ইন্সপেক্টর দেখিতে পান যে, ২নং হোষ্টেল হইতে ৫০।৬০ জন ছাত্র রামদা, লাঠি ইত্যাদি সহ ১নং হোষ্টেলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ১নং হোষ্টেলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাহারা পটকাও ফাটায়। কর্ত্তব্যরত সাব-ইন্সপেক্টর শ্রী আর, ভট্টাচার্য্য তাহাদের গতিরোধ করেন। কিন্তু ছাত্ররা মারমুখি হইয়া পট্‌কা ছুড়িতে থাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেতার যন্ত্র মারফৎ পূর্ব কতোয়ালী থানাতে খবর পাঠান ও আরও পুলিশ ফোর্স পাঠাইতে বলেন। প্রায় একই সঙ্গে ১নং হোষ্টেল হইতেও ২০।২৫ জন ছাত্রের একটি দল রামদা, লাঠি, বর্শা ইত্যাদি সহ ২নং হোষ্টেলের ছাত্রদের দিকে পট্‌কা ফাটাইতে ফাটাইতে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে পূর্ব কতোয়ালীর ও.সি. এক-দল পুলিশ সহ ঘটনা স্থলে পৌঁছেন এবং পূর্ব্বোক্ত পুলিশ দল উশৃঙ্খল বিবাদমান ছাত্রদের তাড়া করিয়া সরাইয়া দেন। তাড়া খাইয়া হোষ্টেলে ফিরার সময়ও তাহারা পট্‌কা এবং ইট পাটকেল ছোড়ে। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সাঙ্গেই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা শাসক ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ ও হোষ্টেল সুপারদ্বয়ের সহযোগে অবস্থা আয়ত্বে আনেন।

এই ঘটনায় মোট ১০।১২টি পটকা ছোড়া হয় এবং সি. আর, পি, এফ, এর হরদেব সিং নামে একজন কনেষ্টবল আহত হয়ে সি, আর, পি, এফ, এর ইউনিট হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। ১নং হোটেলের ২জন ছাত্র এবং ২নং হোটেলের ৩জন ছাত্র অল্প বিস্তর আহত হয়। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এ সম্পর্কে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮। ১৪৯।৩২৩।৫০৬ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩নং ধারায় মামলা নং ৪৭(৩)৮১ নথিভুক্ত করে তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

প্রথমোক্ত ঘটনা গুলিই ১৭.৩.৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যার সজ্ঘর্ষের কারণে ঘটে বলিয়া পুলিশ মনে করিতেছে।

সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১৮.৩.৮১ ইং তারিখ এবং আজও কলেজ বন্ধ রাখা হয়। উপদ্রুত এলাকায় জোর নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, কলেজের পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই তা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সুষ্ঠ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাজ্যের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীলশক্তি এন.এস.এউ.আই. কিছু ছাত্র যাদের পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে তাদের পয়সা দিয়ে হোষ্টেলে রেখে দিয়েছে যার ফলে এই সব দুষ্কর্মগুলি ঘটেছে তা সত্যি কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা খুবই দুভার্গ্যজনক যে হোষ্টেলে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। এর আগেও পুলিশ হানা দিয়ে হোষ্টেল থেকে বহু অস্ত্র শস্ত্র, বোমা খুঁজে বের করেছে। আমরা আশা করেছিলাম এই ধরনের ঘটনা আর তারা করবেন না। এই হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে গণ্ডগোল করার ফলে কিছু কেসও চলছে। ছাত্রদের তরফ থেকেও বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে বলা হয়েছে তারা আর এরকম করবে না মামলা গুলি যেন তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন, তা ঠিক। দীর্ঘদিন

আগে পাশ করেও কিছু ছাত্র হোষ্টেলে থাকছেন। কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বলা হয়েছে। এই সঙ্গে আমি বলতে চাই ছাত্রদের, যদিও সব ছাত্রই বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে যুক্ত নন, তবু বলতে চাই, পরীক্ষার জন্য যারা তৈরী হচ্ছেন, পড়াশুনা করছেন, পরীক্ষার কর্মসূচী যখন তৈরী হয়েছে ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন, শৃঙ্খলা বোধ ফিরিয়ে এনেছেন, এই তিন বছরে ছাত্রদের খুব একটা বিক্ষোভ দেখা যায়নি। কাজে কাজেই এই সব উস্কানি দিয়ে আগেকার অবস্থা ফিরিয়ে এনে পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য যে ভাবে হামলা করা হত এইসব করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে আরো দু:খের বিষয় সেই অধিকার বামফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছে।

স্যার, ছাত্র সংসদের নির্বাচনের অধিকার বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছেন। জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সে অধিকারটাকে তুলে দিয়েছেন, সে অধিকাররটা আমরা পুন: প্রতিষ্ঠিত করেছি। বিভিন্ন জায়গাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে এবং এম.বি.বি. দিন ও নৈশ কলেজেও ২৮।২৯ তারিখে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছে। হয়তো কিছু হতাশা গ্রস্থ ছাত্র, যাদের নির্বাচনে জিতবার কোন আশা নাই, তারা এই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্যই হয়তো এই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা প্রতিক্রিয়াশীলদের খেলনা হবেন না। আপনাদের মা-বাবা অনেক কষ্ট করে, অনেক আশা নিয়ে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। এই কথাটা চিন্তা করে হোষ্টেলকে এই ধরনের বোমাবাজী বা আড্ডা খানায় পরিণত না করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। যারা দুষ্কৃতকারী তারা সংখ্যায় কম সুতরাং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করুন এই আবেদন রেখে আমি আশা করছি এই ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না।" যদি এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে সরকার অন্য রকম ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে এবং সেটা খুব প্রীতিকর হবে না।

(পেপারস লেইড অন্ দি টেবিল)

লেয়িং অব্ নোটিফিকেশান

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :—

(1) A copy of the Notification No. F. 19(20-1)-DSE/79 dated the 5th February, 1981 issued under section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Governmeut in respect of—

(a) Harachandra H/S School,

(b) Katlamara High School alongwith its attached Pry. School.

(c) Srinath Vidyaniketan alongwith its attached Pray. Section.

(d) Vivekananda H/S School alongwith its attached pry Section.

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশানটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Dasharth Deb : Mr. Spearker, I beg to lay the following papers on the Table of the House—

(1) A copy of the Notification No. F. 19 (20-1)—DSE,79 dated the 5th February, 1981 issued under section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act. 1973 extending the period of vesting to Government in respect of

(a) Haraehandra H/S School.

(b) Katlamara High School alongwith its attached Pry. Section.

(c) Srinath Vidyaniketa alongwith its attached Pay. Section.

(d) Vivekananda H/S School alongwith its attached Pry. Section.

জেনারেল ডিস্কাশন্ অন দি বাজেট এষ্টিমেটস্

ফর দি ইয়ার ১৯৮১-৮২।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "১৯৮১-৮২ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা।" আমি মাননীয় সদস্য মাহাদয়দের অনুরোধ করছি আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিং মাহাশয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনিত বাজেটকে সমর্থন করছি। স্যার, গত বছর বামফ্রন্ট সরকার যখন এই হাউসে বাজেট উত্থাপন করেছিল, তখন বাজেটের টাকা ঘাটতি হয়েছিল বলে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা ১০০ টাকা কম করার জন্য দাবী করেছিলনে। গত বছরে আমরা দেখেছি, উনারা বলেছেন কোন কাজ হয় নি। আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে উনাদেরকে বলতে চাই যে ফটিকরায় কেন্দ্রে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার জন্য কংগ্রেসী আমলে আমরা বার বার ধর্না দিয়েছিলাম। ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নবাব শ্রী রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত মহোদয়ের নিকটও আমরা বার বার এই দাবী উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তিনিও আমাদের দাবীর কথা শুনেননি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সেখানে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানকার মানুষ কোন দিন কল্পনা করতে পারে নাই যে সেখানে অবস্থিত নদীর উপর একটি পুল হবে বামফ্রন্ট সরকার ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সেখানে একটি সেতু নির্ম্মাণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পূর্ব্ব রাতাছড়া, পশ্চিম রাতাছড়া ও রাংরং-এর মত দুর্গম স্থানগুলিতেও জুনিয়র বেসিক স্কুল গুলিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পরিনত করেছেন বামফ্রন্ট সরকার। গংগানগর ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি হাই স্কুল খোলা হয়েছে। রাজকান্দের মত ট্রাইবেল অঞ্চলেও একটি শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং গকুল নগরের মত সিড়্যাফলকাট্টি অঞ্চলেও শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফটিকরায়ের মত অঞ্চলে, যেখানে মানুষ কোন দিন কল্পনা করতে পারে নাই যে ইলেকট্রিক লাইট জ্বালতে পারবে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেটাও সম্ভব হয়েছে।

'সরকারের এই উন্নয়নশীল কার্যকলাপ দেখেও বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যারা দছেন বাজেট বারাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশে অস্ত্রের ট্রেনিং ওয়ার জন্য এখানকার যুবকদের পাঠানোর কোন সংস্থান বাজেট নেই বলেই বোধ হয় উনারা মনে করেছেন যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা কোন কাজ হয়নি। স্যার, বাজেটের ৮ পৃষ্ঠার ১৫ প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট ভাবেই লেখা আছে যে কৃষি, চা বাগান মোটর শ্রমিক প্রভৃতিদের জন্য টাকা খরচ করা হবে। কার জন্য খরচ হবে? যারা সমাজের নীচুর তালার মানুষ, যারা শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষা তথা ন্যায অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের কল্যাণেই এই টাকা ব্যয়িত হবে এবং এই জন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থ করছি। স্যার, যে জমিতে আগে ১০ মন ধান হত, সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর ১৫ মন ধান হচ্ছে। এটা উনারা অস্বীকার করতে পরবেন না। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করছি, —আপনারা দয়া করে একটু ঘুরে আসুন। শুধু বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করে সত্যকে গোপন করে অসত্যকে প্রচার করে নিজেদের নামটাকে আর ডুবাবেন না। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, যারা বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন, তারা শুদ্ধ বাজেটকেই বিরোধীতা করছেন না, ত্রিপুরার রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকে বিরোধীতা করছেন, তথা ত্রিপুরা রাজ্যে খেটে খাওয়া শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের বিরোধিতাই করেছেন। এই বাজেটকে সমর্থন করার অর্থ হবে ত্রিপুরার জনসাধারণকে সমর্থন করা, তথা দেশকে উন্নতি করার লক্ষ্যে পৌছানার জন্য সহযোগিতা করা। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এবং আশা করছি আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যারা বাজেটের উপর পরিবেশিত বক্তব্য শুনে উনারা উনাদের মতিগতি পরিবর্ত্তন করবেন, মনকে শুধু করে বাজেটকে সমর্থন করবেন। অন্যথায় গ্রামগুলিতে আপনাদের আর শরিক থাকবে না। কারণ বাজেটকে বিরোধীতা করা মানেই জনগণের বিরোধীতা করা। তাই আমি আপনাদেরকে আহ্বান করছি, আসুন, বাজেটকে সমর্থন জ্ঞাপন করুণ। আপনারা বলছেন যে ট্রাইবেলদের জন্য কিছুই করা হয় নি, কিন্তু আমি বলছি তো আপনাদেরকে নজীর দিয়েই বললাম যে ট্রাই-বেলদের জন্য অনেক কিছুই করা হয়েছে এবং আরও করা হবে। কংগ্রেসী আমলে আমরা ফটিকরায়ের একটা রাস্তা করার জন্য বার বার দাবী করেছিলাম এবং প্রতিবারই তারা নির্ব্বাচনের সময় আমাদেরকে বলেছিল যে এই বার রাস্তা হবে। এই ভাবে অনেক নির্ব্বাচন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তা করা হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গ্রামের মানুষদের হাটার জন্য ফটিকছড়া টু ধুমাছড়া একটা বড় রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এত বড় একটা রাস্তা হয়ে গেছে, আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এটা গোপন করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করলেই রাস্তাটাকে আর গোপন করা যাবে না। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সেবা করতে চান, আর আপনারা জনগণের অকল্যাণ করতে চাচ্ছেন। তাই অপনারা আজকে হতাশা গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। দিন দিনই অপনাদেরকে হতাশ হতে হবে কারণ জন সাধারণের কাছ থেকে অপনারা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছেন। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং আপনাদের, তথা হাউসের সবার কাছেই আমি আবেদন রাখছি যে, আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করুণ। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিমল সিনহা—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আনীত এই বাজেট প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এই বাজেট ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের বাজেট এবং এই বাজেটে ধরা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। কংগ্রেস রাজত্বে ১৯৭৫-৭৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকা। তার থেকে বেড়ে আজকে হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। আজকে এই বাজেটে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে এবং সমস্ত কর্মযজ্ঞ ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ গরীব ট্রাইবেল, ভূমি-হীন ক্ষেত মজুর, রিক্সা চালক এবং মোটর শ্রমিক সমস্ত শ্রমজীবীদের স্বার্থে যখন এই বাজেট হতে চলেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই বুর্জুয়া জমিদার, পুজিপতি জমিদার এবং সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না এই বাজেট বরদাস্ত করতে। তাঁরা চায় এই বাজেটের বিরোধীতা করতে, কারণ তাঁরা কোন সময়ই চায় না ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্বিক উন্নতি হউক। তাঁরা তো চায় ত্রিপুরা রাজ্যকে খান খান করে টুকরা করতে, তারা চায় ভারতবর্ষকে টুকরা করতে। যখন থেকে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে এসেছেন তখন থেকেই তাঁরা এই গরীব মানুষের বিরুদ্ধে নেমেছেন। তাঁরা বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এই সব করার চেষ্টা করছেন। আমি দেখিয়ে দিতে পারি ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতির যে মিটিং হয়েছিল ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ইংরাজীতে. তাদের এ্যানুয়্যাল রির্পোটের মধ্যে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে তাঁরা যে ব্যালেন্স সীট তৈরী করেছিলেন সেই ব্যালেন্স সীটের মধ্যে লাষ্ট আইটেমের মধ্যে লেখা আছে নিউজিল্যাণ্ড থেকে তাঁরা টাকা পাচ্ছেন। এই বছর ব্যালেন্স ছিল ৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আর এক জায়গায় লেখা আছে ডোনেশান ফ্রম মিনিষ্টার। কোথায় সেই মিনিষ্টার? কোথা থেকে আসলেন মিনিষ্টার? কেন ডোনেশান দিলেন? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ত্রিপুরার সংহতিকে নষ্ট করায় জন্য তথা ভারতবর্ষের সংহতিকে ধ্বংস করার জন্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে খৃীশ্চান করা তো অপরাধ নয়। খৃীশ্চানের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করবো না। কিন্তু খৃীশ্চানের নাম করে ট্রাইবেলের নাম করে, ভারতবর্ষের সংহতিকে নষ্ট করে ভারতবর্ষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হয়ে গোপনে স্পাইগিরি করার যে ষড় যন্ত্র চলছে এবং ট্রাইবেলদের কণ্ঠরোধ করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তার প্রমাণ দিতে পারি যে ১৯৭৬ ইংরাজীতে মে মাসের ৪।৫ তারিখ একটা কনফারেন্স হয়েছিল তুরাতে। সেখানে একটি বিরাট সেমিনার করেন নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া খৃীশ্চান কাউন্সিল তার মধ্যে তারা পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন যে ভারত বর্ষের মধ্যে একটা সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের জাল তাঁরা বিস্তার করার প্রচেষ্টা চলছে। এই সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত তাঁরা দিয়েছেন। এই সংস্থার মধ্যে এ. জি. মনি তুরা কলেজের অধ্যাপক। খৃীশ্চান ইন পলিটিক্যাল লাইফ এ্যাণ্ড একটিভিটিজ বাই এস, ডি. ডি. নিকলস রয়, গভর্ণমেণ্ট অব মেঘালয় এই সংখ্যায় তিনি এই সম্পর্কে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। এইভাবে তারা পরি-কল্পনা নিয়েছেন খৃীশ্চানদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বিদেশী অর্থে আমেরিকার কাছে দেশকে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেলদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে চেষ্টা করছেন। উপরন্তু একদিকে যেমন এটা করছেন অপর দিকে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কি করে দাঙ্গা বাধানো যায় তার চেষ্টাও করছেন, এই প্রমাণও আমাদের কাছে আছে। তাঁরা ১৯৭০ সালে একটা মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করেছেন। এখানে সেই এম. এল. এ. মহোদয় উপস্থিত নেই।

তিনি হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা। মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীহরিপদ জমাতিয়া, শ্রীবিনোদ দেববর্মা এবং অতুল দেববর্মা এই মেমোরেণ্ডামটি সাবামট করেছেন প্রাইমমিনিষ্টারের কাছে। মেমোরেণ্ডামের লাষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা কতটুকু, সাম্প্রদায়িক, কতটুকু জাতি-বিদ্বেষ প্রচার করে ত্রিপুরা রাজ্যকে খান খান করতে চায় এবং কতটুকু সর্বনাশ ডেকে আনতে চায় তার একটা লাইন পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো। তাতে লেখা আছে :—"দি বেঙ্গলীজ আর দি হাটার এ্যাণ্ড দি ট্রাইবেলস, আর দি হান্টিং"। তার মানে হচ্ছে বাঙ্গালীরা হচ্ছেন শিকারী আর ট্রাইবেলরা হচ্ছেন শিকার।" দো দি হাণ্টার এ্যাণ্ড দি হান্টিং ক্যান নট বি ইন গুড ফেইথ উইথ ইচ্ আদার"। আরও উল্লেখ এই প্রসঙ্গে আছে যে, খাওয়ার জন্য নাকি শিকারটাকে শিকারীর হাতে তুলে দিতে হবে এইভাবে উপজাতি বিদ্বেষের কথা বলে সমস্ত ত্রিপুরার অর্থনীতিকে তারা স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাই তাদেরকে নিন্দা করার ভাষা আমরা খুজে পাই না। আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই ভাবেই তারা প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন। তার জলন্ত নিদর্শন আজকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দানব হয়ে ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে ভঙ্গ করার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এটা হচ্ছে একদিকে ষড়যন্ত্র এবং অপর দিকে ষড়যন্ত্র হলো এই যে, এতবড় মেমোরেণ্ডামটা সাবমিট হলো তার মধ্যে "আমরা বাঙ্গালী" সম্পর্কে তো একটি লাইনও লেখা নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মেমোরান্ডামের টোট্যাল পৃষ্ঠা হচ্ছে ১০টি আবার অন্য দিকে "আমরা বাঙ্গালী" দল তাঁরা বাঙ্গালীস্থান গঠন করতে চায়। এই সব দলই আজকে আওয়াজ তুলেছেন ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে ধ্বংশ করে এবং ভারতবর্ষের শ্রমজীবি জনগণের অগ্রগতিতে স্তব্ধ করে "আমরা বাঙ্গালী" ত্রিপুরা রাজ্যে যে বইটি বের করেছেন, বইটির লেখক হচ্ছেন অনিল বন্দোপাধ্যায়। তাতে পরিষ্কার ভাবে প্রথম আইটেম, দ্বিতায় আইটেম, তৃতীয় আইটেম, চতুর্থ আইটেম এইভাবে লিখে যেতে বলেছেন। ৪ নং আইটেমে বলেছেন বিদেশী নাম দিয়ে অরুনাচলে বাঙ্গালী নির্যাতন চলছে কেন? তারপর পরবর্ত্তী আইটেমে স্বাধীনতার ৩৩ বছর পর বিদেশী নাম দিয়ে নাগাল্যাণ্ডে বাঙ্গালী নিযাতন চলছে কেন? ৭নং আইটেমে বলেছেন সি. পি. এম. ত্রিপুরা রাজ্য বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ সংগঠিত করলো কেন? নারী নির্যাতন ইত্যাদি ইত্যাদি আবার স্বাধীনতার ৩৩ বছর পর ত্রিপুরায় বাঙ্গালী উৎখাত চলেছে কেন? সমস্ত বইটি যদি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে যদি পড়া যায় তা হলে আমরা দেখব একটি শব্দও উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে তারা উচ্চারন করেন নি তারপর এখানে লিখেছেন যে ওরা কিরকম ভাবে উস্কানী দিচ্ছেন। আর একটি পত্রিকার নাম হচ্ছে "বিদ্রোহী বাঙ্গালী" সম্পাদকীয়তে লিখেছেন শ্রী অনিল বন্দোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালী পরে ভারতীয় অর্থাৎ তিনি প্রথম বাঙ্গালী পরে ভারতীয়। পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন আর কতদিন এই নির্যাতন সইব? আর কতদিন পরের পায়ের তলায় মাথা নত করে, জাতির মান ইজ্জত বিক্রি করে, চোখের সামনে মা-বোনের ইজ্জত বিক্রি করা সহ্য করে নিলজ্জের মতো মাথা উচু করে থাকবো, আর কত দিন বোনের ইজ্জত বিক্রি করা পয়সায় কেনা ভাত মুখে তুলব? একবার কি চীৎকার করে বলতে পারি না, যে জাতির এই কলঙ্ক আর সইব না?

এইভাবে তারা গরীব মানুষকে উস্কে দিচ্ছে। গরীব মানুষকে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষকে

উস্কিয়ে দেবার জন্য তারা এইভাবে মিথ্যা একটা লিফ্লেট ছাপিয়েছে। কিন্তু কই সেখানে যে এত কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোন জায়গায় ত উপজাতি যুব সমিতির একটা কথাও বলা হয়নি। যেমন "আমরা বাঙ্গালী" উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনা, তেমনি উপজাতি যুব সমিতিও তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনা। "আমরা বাঙ্গালীর" লোকেরা প্রচার করেছেন যে অনিল দেবনাথ আমরা বাঙ্গালীর সহ সম্পাদক আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী স্থান কেন্দ্রীয় কমিটি ১০এ মহানির্বান রোড, কলিকাতা ১৯ লিখেছে যে বাগপতে একটি নারী ধর্ষনের ঘটনা পার্লামেন্টে ঝড় বয়ে যায়। সারা দেশের রাজনৈতিক লোকেরা এতে উত্তেজিত হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ত্রিপুরাতে অগনিত নারী ধর্ষনের ঘটনায় পার্লামেণ্ট কি আশ্চর্য্যজনক ভাবে নীরব ছিল। অমরপুরের অম্পিতে ১৫টি নারীকে উলংগ অবস্থায় পাওয়া গেছে। সারা দেহে তাদের ধর্ষনের চিহ্ন। কিন্তু কই তাতে ত কেউ প্রতিবাদ করেনি। "দৈনিক সংবাদ" ওরা ত সি. আই এর চর। আমাদের এখানে সি. আই এর চর তিনটি একটি হচ্ছে "আমরা বাঙ্গালী," উপজাতি যুব সমিতি, এবং দৈনিক সংবাদ।

ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি ডাল আছে। সেই তিনটির একটি হচ্ছে দৈনিক সংবাদ, একটি উপজাতি যুব সমিতি, আর একটা হচ্ছে "আমরা বাঙ্গালী"। মূল গাছের গুড়াটা হচ্ছে সেই আমেরিকান চররা। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে উৎখাত করার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। নানা দিকে উস্কানীমূলক কথা বলে চক্রান্ত করে তারা রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়েছিল। যে আগুনে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়ে পড়েছিল। এখন তা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে উৎখাত করতে হবে। যারা গোপনে দেশাত্মহীনতার কাজ করছে তারা তাদের দূর করবার জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে এবং শোষিত বঞ্চিত যারা তাদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এই বাজেট শোষিত বঞ্চিতদের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৩ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৮১-৮২ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বাজেট, এই বাজেট গ্রামের ও শহরের মেহনতী মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে কোন কর নেই। কিন্তু অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার করের বোঝা চাপিয়ে গরীব মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের করবিহীন বাজেট, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নতুন নজীর স্থাপন করেছে এবং সকলেরই অভিনন্দনযোগ্য। সুতরাং এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত বছরে অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালে ৩৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল এই আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ সালে তা ধরা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। এদিকে বিরোধীদলের সদস্যরা গতকাল থেকেই খুব চেচাঁমিচি শুরু করে দিয়েছেন এই বাজেট দেখে। অনেক কিছু অভিযোগ নিয়ে উনারা

চেচামিচি শুরু করেছেন। তার মধ্যে জলের জন্যও উনারা চীৎকার করছেন। আমি যদি ১৯৭৮-৭৯ সালে যে ব্যয় বরাদ্দ বা যে হিসাব ধরা হয়েছে সেটা যদি উপস্থিত করি তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৬০০ টিউবওয়েল, ৮৬০টি আর, সি, সি, কূপ, এবং ২৪টি জল রক্ষণাক্ষার ছিল, তার পরের বছর ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে আমরা দেখলাম ২ হাজার ৪৭৩টি টিউবওয়েল, ৬২৭টি আর. সি. সি কূপ, এবং ৩১টি জল সংরক্ষণাগার হয়। এর পরের আর্থিক বছরে হিসাব করলে দেখা যায় অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালে ৫ হাজার টিউবওয়েল, ৯৭৭টি আর. সি. সি. কূপ এবং ৯টা জল সংরক্ষনাগার করার প্ল্যান আছে। আমরা কংগ্রেস আমলে দেখেছি জলের অভাবে অনেক লোক কষ্ট পেয়েছে। সেই জলের জন্য আমরা আন্দোলন করেছি; মিছিল করেছি। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতা আমার পর এটা উপলব্ধি করতে পারা যায় যে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে টিউবওয়েল, রিংওয়েল, জল রক্ষনাগার দেখলেই বুঝতে পারি বামফ্রন্ট সরকার মানুষের পানীয় জলের জন্য কি রকম ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত প্রশংশনীয়। উনারা শিক্ষার ব্যাপারে অনেক কিছু অভিযোগ তুলেছেন। আমরা যদি এরও একটা হিসাব দেই ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ৬৯টি প্রাথমিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে ২২টি প্রাথমিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ৪৮টি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। খেলাধূলার ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্য যাতে অন্যান্য রাজ্যের মত এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য ১৯৭৯-৮০ সালে ১৫৫টি খলার মাঠ তৈরী করেছে। ১৯৮০-৮১ সালে ৪৫টি খেলার মাঠ তৈরী করা হয়েছে। তার উপর ষ্টাইপেণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মিড্‌ডে টিফিন এর ব্যবস্থাও এই সরকারের আমলে হয়েছে। ৮ হাজার টাকা যাদের বাৎসরিক আয় তাদের পড়াশুনার বেলায় অবৈতনিক করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কি করছে তার দিকে তাদের নজর নেই। তারা বিরোধী দলের সদস্য বলে তারা কেবল বিরোধিতা করতেই শিখেছে। তারা বামফ্রন্ট সরকার কি কি কাজ করছে তাদের দিকে লক্ষ্য আদৌ নেই বললেই চলে। গতকল্য মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া বলেছিলেন, মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে. হৃদয়েতু হলাহলম। মাননীয় সদস্য জানেন না এর পরে আরও শ্লোক আছে। লোচনাভ্যাম বিহীনস্য দর্পনং কিং করিষ্যাত। তাদের চোখ নাই। তারা আয়না দেখবে কি করে। তারা রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক, সম্প্রীতি ফিরে আসুক তারা তা চায়না। তাই তারা সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য জানেন না যে এই শ্লোক উপস্থিত করেছেন, তার পরে আরও শ্লোক আছে।

"সর্পঃ ক্রুর খলঃ ক্রুরঃ সর্পাৎ ক্রুরতর খলঃ।
মন্ত্রসিদ্ধি বশম খল কেন নিবার্যতে।"

সর্পকে মন্ত্র দিয়ে বশ করা যায় কিন্তু যে খল তাকে মন্ত্র দিয়ে বশ করা যায় না।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলি সম্পন্ন করেছেন, মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনলি করেছেন এবং আটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিলের নির্বাচন

করার জন্যও ১৯৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে ঘোষণা করেছিলেন। আর সেই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিলের নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী' ও কংগ্রেস (ই) র সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিলেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার—স্যার, ওনারা চাকুরীর কথা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যতগুলি চাকুরীর কোটা সৃষ্টি করেছেন এবং যতগুলি চাকুরী দিয়েছেন গত ৩৩ বছরে কংগ্রেস আমলে তা হয়নি। ওনারা এই বিধান সভাতে বলেছেন যে সি, পি, এম এর লোকদেরই নাকি শুধু চাকুরী হচ্ছে আর উপজাতি যুব সমিতির লোকদের নাকি কোন চাকুরী হচ্ছে না। এই হলো তাদের বিধান সভার অভিযোগ। আর গ্রামাঞ্চলে তারা কি প্রচার করছেন, সেখানে তারা বলছেন যে তোমার ছেলে উপজাতি যুব ফেডারেশন ও গণমুক্তি পরিষদ করছে তবু দেখ তার চাকুরী হচ্ছে না. আর আমাদের লোকদের কি রকম দিব্যি চাকুরী হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তাদের কোন কথাটাকে সত্যি বলে অমোদের মনে করতে হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন উপজাতি যুব সমিতির ছেলেদেরকে চাকুরীর অফার দেওয়া হয়েছে, তখন তারা সেই অফারকে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের চাকুরী করব না বলে। আর এখানে ওনারা উপজাতি যুব সমিতির লোকদের চাকুরী হচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে।

তার পর জল সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতারা বলেছেন যে, পাহাড়ী এলাকায় নাকি টিউব ওয়েল দেওয়া হচ্ছে না, অথচ এখানে অনেকেগুলি টিউব ওয়েল-এর হিসাব দেখানো হয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি যে, গ্রামাঞ্চলে যে কলগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির পাইপ-গুলিতুলে নিয়ে যুব সমিতির লোকেরা বন্দুক তৈরী করছেন। সুতরাং বন্দুক তৈরী করার জন্য তো আর টিউবওয়েল দেওয়া হয় না, টিওবওযেল দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখুন যে, গ্রামের মানুষ কিভাবে টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সংগ্রহ করছে। সেটা অবশ্য আপনারা জানবেন না, আর জানলেও না জানার ভান করবেন, তা স্বাভাবিক।

তার পর স্কুল সম্পর্কে ও উপজাতি যুব সমিতির ভদ্র লোকেরা বলেছেন, যে, গ্রামাঞ্চলে নাকি কোন স্কুলই দেওয়া হয় নি, কিন্তু স্কুলগুলিকে যেভাবে ওনারা পুড়ানো শুরু করেছে, তাতে স্কুল দেওয়া আর না দেওয়াতো সমান কথা। আচ্ছা আমরা না হয় বুঝলাম যে বাঙ্গালী এলাকাগুলিতে কংগ্রেস (ই) এর আমরা বাঙ্গালী এর লোকেরা স্কুল পুড়াচ্ছে, কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে কারা স্কুল পুড়াচ্ছে তা কি উপজাতি যুব সমিতির ছাত্র সংগঠন টি, এস, এফ জানে না। পাহাড়ী এলাকাগুলিতে উপজাতিদের যে ছাত্র ফেডারেশান আছে তারাই স্কুল ঘরগুলিকে পুড়ে দিচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এ বছর দক্ষিন টাকার জলাতে একটা নূতন হাই স্কুল দেওয়া হয়েছে। গত ২-৩-৮১ ইং টি. এস. এফ পুড়িয়ে দিয়েছে। ওনারা বলছেন যে স্কুল দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কুল ঠিকই দেওয়া

হচ্ছে, কিন্তু তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস আমলে গ্রামের মেহনতি মানুষকে একটা স্কুলের জন্য কত দরবার করতে হয়েছে, আর বামফ্রন্টের আমলে তারা না চাইতেই স্কুল পাচ্ছে, তা হাই স্কুলই বলুন আর সিনিয়ার বেসিক স্কুলই বলুন, আর প্রাইমারী স্কুলই বলুন।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্যকে শেষ করুন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন। বিরোধী দলের নেতারা ককবরক ভাষার সম্পর্কেও এখানে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস আমলে যেখানে ককবরক ভাষার কোননাম গন্ধই ছিল না সেখানে আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ককবরক ভাষাকে লেখ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য এবং ককবরক ভাষার উন্নতির জন্য একটা কাঠামো তৈরী করেছেন, যাতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া যায় এবং তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সকল অংশের মানুষের সহযোগিতা কামনা করছে। আর ওনারা স্কুলগুলির মধ্যে গিয়ে প্রচার করছেন বাংলা না পড়তে। দাবী তুলেছেন রোমান হরফে ককবরক ভাষায় পড়তে হবে। এইভাবে তারা স্কুলের ছাত্রদেরকে উত্তেজিত করছে, এখন তারা আবার উপজাতিদের জন্য দরদ দেখাচ্ছে। উপজাতিদের জন্য আজকে যারা মেকি কান্না কাঁদছেন তাদেরকে আমি বলব যে, যেভাবে গ্রামাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি হচ্ছে, নারী হরণ হচ্ছে, এর পক্ষে সমর্থন না করে বিরোধীতা করার জন্য যুব সমিতি উপজাতির স্বার্থ রক্ষার নামে উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী এই সব কাজ করছেন। আর এই সব কথা সংবাদ পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে, ত্রিপুরার ১৯ লক্ষ মানুষ তা জানে। তাই যুব সমিতিকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, যুব সমিতিকে এই জঘণ্য কাজের জন্য জবাব দিহি দিতে হবে। এই বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ উপাধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রাখার সময় সব সময় চেয়ারকে অ্যাড্রেস করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৩ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্ধ সভায় উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। আজকের এই বাজেট বিশেষ করে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের কল্যাণে আসবে এইটা পরিস্কার। কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি যে বিরোধী দলের যে সমস্ত বিধায়ক বন্ধুরা আছেন ওনারা তার বিরোধীতা করছেন, অবশ্য কেন যে তারা বিরোধীতা করছেন তা তারাই বুঝতে পারেন। তবে আমরা এইটুকু বুঝি যে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী আমলের মত গতানুগতিক একটা বাজেট, এইটি নয়। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে গড়ানুগতিক একটা বাজেট নাকি এই সভায় রাখা হয়েছে। তাহলে এমন ধরনের বাজেট সব ক্ষেত্রেই হয়, প্রতি বছরই হয় এইটাই পরিস্কার কথা। এটা আপনারাও জানেন, আমরাও জানি কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়? সেইটাকি ওনারা দেখতে পান না? এইটা অবশ্য ওনারা দেখবেন না। কারণ মাঝে মাঝে শিলং-এ গেলে তাদেরকে একটু টাইট দিয়ে দেয়, আবার

দিল্লীতে গেলে সেখানে একদম কাঁদা লেপে দেন, ফলে তারা আর কিছুই দেখতে পান না। তা না হলে বামফ্রন্ট সরকার গত তিন বছর ধরে অনেক কাজ করেছেন। আর তারা ততই বলছেন যে কোন কাজ হচ্ছে না। যতই বামফ্রন্ট সরকার একটার পর একটা পরিকল্পনা করছেন, ততই ওনাদের গাত্রদাহ বেড়ে যাচ্ছে।

মিঃ উপাধ্যক্ষ মহাশয়--মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আবার বলবেন। ২টা পর্য্যন্ত সভা মূলতবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় গত ১৩ই মার্চ্চ যে ব্যয় বরাদ্দ এই সভায় উপস্থাপিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর বিশেষ করে গত ৩ বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত কাজ কর্ম হয়েছে তার সঙ্গে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস আমলের কাজ কর্মের সঙ্গে তুলনা করলে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ গ্রামে বিশেষ করে শিক্ষার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে পরে দেখা যায় যে এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্ব্বে কতটা স্কুল ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাইমারি, সিনিয়র বেসিক, মাধ্যমিক, দ্বাদশ শ্রেণী ও কলেজ কতটা হয়েছে তা আপনারা লক্ষ্য করলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন। কাজেই সেদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে পরে দেখব আগের কাজের সঙ্গে এটার কোন মিল নেই। কিন্তু আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বলছেন যে ওনারা এই বাজেট পছন্দ করেন না। ওনারা স্বীকার করছেন যে, কি করে এই বাজেট শোষিত মানুষ, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির স্বার্থে আসবে তা তারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। গ্রামের জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে টিফিন, দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক, এমনকি কলেজে পর্য্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা যদি বলি একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথায় আছে এই অবৈতনিক ব্যবস্থা? আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার তার সামান্য ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আজ এটা করেছেন। সামান্য ক্ষমতা শুধু কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের দিক দিয়ে নয়, পণ্যের দিক দিয়ে অর্থের দিক দিয়ে। মাননীয় বিরোধী সদস্য নগেন্দ্র বলেছেন যে, নাগাল্যাণ্ডে আছে। আমার মনে হয় ওনারা ওখানে থাকেন বলে জানেন। আজকে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া আর কোথায় আছে এই ব্যবস্থা? এখানে ত আর্থিক সঙ্গতি বা আয় বলতে ত এমন কিছুই নেই, কিন্তু এখানে কি হয়েছে যার জন্য সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে? আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বলছে যে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য যদি এইসব করতে পারে তাহলে কেন আমাদের রাজ্যে হবে না। আজকে এই প্রশ্ন ভারতের অন্য রাজ্যগুলি আপামর জনসাধারণের। সামান্য যে ৫০ পয়সার মিড-ডে টিফিন দেওয়া হয় তা এই ৩টি রাজ্য ব্যতিরেকে আর কোথায় আছে? তারপরও মাননীয় বিরোধী সদস্যদের পছন্দ হয় না। কৃষিক্ষেত্রে খাজনা মুকুব বামফ্রন্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে কত কানি পর্য্যন্ত করেছেন? প্রথমে পাঁচ থেকে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত, পরে সাড়ে

সাত কাণি থেকে বিশ কাণি পর্য্যন্ত করেছেন। আজকে ভারতবর্ষের কোথায় এই ব্যবস্থা আছে? তবুও ওনাদের পছন্দ হচ্ছে না। কেন পছন্দ হবে? গ্রামে গঞ্জে বর্ত্তমানে জলের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? তা দেখে ত ওনাদের এখন চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। আগে প্রতি বছর কয়টা টিউবওয়েল দেওয়া হত? যদি কোথাও টিউবওয়েল বসানোর কোন প্রয়োজনের কথা বলা হত তবে তাদেরকে বলা হত যে আগে ৫০ টাকা যদি খরচ করতে পার তবে এখানে টিউবওয়েল দেওয়া হবে। ব্লকের বাবুদেরকে কিছু দিতে হয়েছে, মিষ্টি খাওয়াতে হয়েছে, তারপরে টিউবওয়েল পেয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে প্রত্যেকটি গাওসভাতে ৮-১০-১২টি করে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলছেন, গ্রামে গিয়ে দেখতে। আমি বলতে চাই যে ওনারা আগে গিয়ে দেখুন কারণ ওনারা ত আর এখানে বেশী থাকেন না, শিলং আর দিল্লীই ত বেশী দৌড়াদৌড়ি করেন। আজকে গ্রামে লোক কি বলে? আজকে গ্রামের লোক বলছে যে তারা আগে যা শুনেনি, দেখেনি আজকে তারা তা শুনছে ও দেখছে এই বামফ্রন্ট সরকার আসার ফলে। কিন্তু তবুও আজকে আমাদের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার চলছে। আমাদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে যে কমিউনিষ্ট পার্টি মানুষ খায় আর কমিউনিষ্ট পার্টিকে ভোট দিলে বাংলাদেশে যেতে হবে। মাঠে মাঠে জল সেচের জন্য কতটা ডিপ টিউবওয়েল, শেলো টিউবওয়েল, কতটা বাধ বিগত দিনের সরকার করে গেছেন তা গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে দেখা যায়। গত বিধানসভা নির্ব্বাচনের পরে ওনাদেরকে একেবারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে দেখলাম। আবার গাঁওসভা নির্ব্বাচনের সময়ে দেখলাম, ওনারা নির্দ্দল। কিন্তু এই গাওসভা নির্ব্বাচনগুলি কংগ্রেস সরকার করতে পারেন নি। বামফ্রন্ট সরকার এসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটা করেছেন। আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে আগে গ্রামেগঞ্জে কত কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে আর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন কত কিলোমিটার রাস্তা ফুড-ফর-ওয়ার্ক-এর মাধ্যমে হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে বামফ্রন্ট সরকার আসল সে মুহূর্ত্তে থেকে আপনার কি দেখছেন? কিন্তু আমরা যত কাজ করছি আপনারা ততই কি বলে বেড়াচ্ছেন। যদিও কোথাও কোন লোকের কাছে বক্তব্য রাখার সুবিধা নেই, তবুও আপনারা আমাদের কাজকে আপনাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন।

আপনারা কি বক্তব্য রাখতে পারেন আপনারা জনসাধারণের সামনে যে বামফ্রন্ট সরকার এই জনকল্যাণ বিরোধী কাজ করছে? কোন অভিযোগই আপনারা আনতে পারেন না বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। বিগত ত্রিশ বছরে যা হয়নি, তা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গত তিন বছরে। বিগত ত্রিশ বছরে যে পরিমাণ চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়নি, তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে গত তিন বছরে। বিনা বেতনে ছাত্ররা হায়ার সেকেণ্ডারী পর্য্যন্ত পড়তে পারছে যেটা গত কংগ্রেস আমলে কখনই সম্ভব হয়নি। এস, টি, এস. সি'র ছাত্রদের বিনা পয়সায় পুস্তক দেওয়া হচ্ছে, গৃহহীন ট্রাইবেল পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, চাকুরীর ক্ষেত্রে এস. টি, এস. সি. রিজার্ভেশান করা হয়েছে, চারিদিকে যে পরিমাণে রাস্তা ঘাট করা হচ্ছে আর কোন কালেও হয়নি, এটা হচ্ছে একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকারের এই যে গণমুখী কাজ

তা বিরোধী সদস্যরা দেখেও দেখেন না। এতে বুঝা যায় তাদের নিশ্চয়ই ফটোফবিয়ার রোগ হয়েছে। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে আলো দেখলে ভয় পায়। শুধু অন্ধকারে থাকতে ভাল-বাসে। সুতরাং আপনাদেরও সেই ফটোফবিয়ার রোগ হয়েছে। আপনারাও রাজ্যের জনগণের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন তাতে আপনারা ভয় পাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার কি করেছে তা শুধু মুখেই বলা হচ্ছে না তাদের জনকল্যাণ মূলক কার্যকলাপ রয়েছে গ্রামে গঞ্জে, এবং রয়েছে অফিসে। সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সকল জন কল্যাণমুখী যে কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন এই বাজেটের মাধ্যমে, তারজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বলে আমি আমরা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডে. স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে বাজেটের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত করেছেন তাতে বামফ্রন্ট সরকারের গত তিন বছরের প্রকল্পে প্রতি বৎসর যে জনকল্যাণের জন্য খরচের অংক বেড়ে চলছে এটাই তার প্রমাণ যে এই সরকার জনগণের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করেছেন। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় আমরা কেন্দ্রের কাছে চেয়েছিলাম ৩৪০ কোটি টাকা। তারমধ্যে যোজনা কমিশন আমাদের অনুমোদন করেছেন ২৪৫ কোটি টাকা। এটাও আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আগে যারা রাজত্ব করে গেছেন তারা শেষ আমলে বার্ষিক মাত্র ১৩ কোটি টাকার বাজেট আনতে পেরেছিল। আর এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তাঁদের প্রথম বাজেটে ২৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় বাজেটে সেটা বেড়ে হয়েছে ২৯ কোটি টাকা এবং তার পরের বাজেটে হয়েছে ৩৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা আর এই বাজেটে ধরা হয়েছে মোট ৪৫ কোটি টাকা। এটা জনগণের স্বার্থেই আমরা করেছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সরকারের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা সেই সরকারের আমল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪২ হাজার উপজাতি পরিবারের জুমিয়া পুনর্বাসন হয়েছিল কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ আজ গৃহহীন। অথচ তাদের পুন-র্বাসনের জন্য সেই সরকার কোন চেষ্টাই করেনি। আমরা আসার পূর্বে পুনর্বাসন প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের সহ আরও ৬২৪টি পরিবারের তাদের সকলকেই আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। তবে প্রায় সব পরিবারকেই যে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে একথা বলা হবে আত্মপ্রবঞ্চনা। গত বছরে আমরা ৫৪৯৭টি পরিবারকে ৫,৬১০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দিয়েছি। তাছাড়া পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যে সকল কালোনী ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিলেন এবং সেই সব কলোনীর প্রায় ১৪,৩৬৭টি গৃহহীন পরিবারকে নতুন করে আবার পুনর্বাসনের সাহায্য আমরা দিয়েছি। ডুম্বুরনগর প্রজেক্টের ফলে যারা গৃহহীন হয়েছিল তাদেরকেও আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। আগে এই সকল গৃহহীনদের ৩,১৫০ টাকা করে দিয়ে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা ক্ষমতায় আসার পর

রিভাইটেলাইজেশন স্কীম অনুযায়ী তাদের সবাইকে বর্ত্তমান যে রেট আছে ৬,৫১০ টাকা সেই রেটে তাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাদের পুনর্বাসনের জন্য তদন্ত করার জন্য আমাদের দপ্তর থেকে একটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সেই ডুম্বুরনগরের গৃহহীনরা ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানেই তারা ছড়িয়ে থাকুকনা কেন তাদের লিষ্ট পাওয়া মাত্রই তাদের পুনর্বাসনের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে আমরা ব্যাবস্থা করব। এই ব্যাপারে আমরা কাগজেও ঘোষণা দিয়েছি এবং কিছু কিছু রিপোর্ট'ও আমরা পেয়েছি। তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা তাদেরকে মুরগী, হাঁস, গরু, শুকর, ইত্যাদি বিতরণ করছি। আর তাদের ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য, গরু কেনার জন্য, বীজ কেনার জন্য আমরা সাহায্য দিয়েছি ২১,৪৬৬টি পরিবারকে। তাছাড়া ঐসব এলাকায় বয়ন শিল্প ও শেলাই কেন্দ্র করেছি ২৪টি, ৬৬০টি মৌমাছি পালন কেন্দ্র এবং ২টি আদর্শ চরকা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এগুলি সবই জনগণের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। এছাড়া ট্রাইবেলরা আই, টি, আইয়ের মাধ্যমে যাতে ট্রেনিং প্রায় আগরতলা ছাড়াও যতন বাড়িতে আরেকটি আই, টি, আইয়ের সেণ্টার খোলেছি এবং সেখানে মোট ১৫৪ জন এস, টি আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ১৫৩৮টি পরিবারের হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৮১০টি ট্রাইবেল পরিবারকে এবং ৫২০টি এস, টি, পরিবারকে আমরা তাদের ঋণের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য আথিক সাহায্য দিয়েছি। তাছাড়া মেইলদের জন্য বেসিক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এর কথা আমরা বহুবার বলেছি এই হাউসে। ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা যাতে করে এই সকল আবাসিকগুলিতে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। অনেক দুর্গম পাহাড়ী এলাকা আছে যেখানে স্কুল করলেও মাষ্টাররা যেতে পারেন না। নন ট্রাইবেল তো নয়ই ট্রাইবেলরাও যেতে পারছেন না এই সব উগ্রপন্থী দাঙ্গাবাজ উপজাতি যুবসমিতির লোকদের জন্য। তারা বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘোরা ফেরা করে লুট পাট খুন ইত্যাদি করছে আর মাষ্টারদের ধমকাবে সুতরাং সেখানে শিক্ষকরা যেতে পারছেন না, তাই এই সকল এলাকায় স্কুলগুলিকে জড় করে যাতে আমরা একটি ব্যবস্থা করতে তার জন্য তিনটি জায়গায় আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র করার জন্য প্রগ্রাম করছি। এজন্য টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। শিকারী বাড়ির সত্যরাম পাড়া এবং ধর্মনগরের তুয়সামা পাড়া এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য আমরা পি, ডবলিউ ডি, কে টাকা দিয়েছি কিন্তু সেখানে ব্রিজের অভাবে কাজ এগুতে একটু দেরী হচ্ছে।

চিকিৎসার সাহায্য হিসাবে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর প্রায় ১৭৮৪ জন ট্রাইবেল আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। এবং ১৩৮৫ জন এস, সি, রোগীকে মেডিক্যাল এইড দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা জিজ্ঞাসা মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যারা বামফ্রণ্টে কাজকর্মের এবং বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে গ্রহণ করতে পারছেন না তাদের প্রভু আমলে কতজন এস, টি, এবং এস, সি কে এই মেডিক্যাল এইড দেওয়া হয়েছে তা বলতে পারবেন? এটা তাঁরা খুঁজে দেখুন।

তারপর ধরুণ পুনর্ব্বাসন প্রাপ্তদের কথা। আমরা ঠিক করেছি যে ১,১৩৯ জনকে এবার নতুন করে আমরা পুনর্বাসন দেব এবং পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত ১,১৪৪ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ায় স্কীম আমাদের নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের এই দপ্তরের মাধ্যমে ২৩টা জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাতে ২,০২২টি এস, টি পরিবার সেই জলাশয়ের সুযোগটা ভোগ করছেন। কাজেই সিডিউল্ড কাস্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব যারা সোশ্যালী হ্যাণ্ডিকেপড, তাদের জন্য আমাদের এই স্কীম-গুলি আছে এবং গত বছর আমরা ৯৭৯টি এস, সি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ঋণ সাহায্য দিয়েছি এবং মাননীয় সদস্যদের সবারই জানা আছে সবচেয়ে সমাস্যা হচ্ছে উপজাতি পুনর্ব্বাসনের কথা। কারণ গত ৩০ বৎসর কংগ্রেসের রাজত্বে আমাদের শত বিরোধিতা সত্বেও ট্রাইবেল রিজার্ভকে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে চাষযোগ্য জমি পাওয়া যায় সেই জমিগুলি ট্রাইবেলদের হাতছাড়া করা হয়। এখন সমতল জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার মত সমতল জমি ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই কম। তাই ফলের বাগান ইত্যাদি চাষের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যে আমরা একজন আই, এ, এস, অফিসারকে পুরো দায়িত্ব দিয়েছি যাতে রিহেবিলেটেশান ত্বরান্বিত হয় এবং তদারকী করার সাহায্য হয়।

জলসেচ ইত্যাদি প্রকল্প আমাদের নিতেই হবে। কিন্তু বড বা মাঝারী মাপের জলসেচের প্রকল্প আমরা করছি। সেই প্রকল্পে আমরা জানি ট্রাইবেলরা খুব বেশী উপকৃত হবে না। কারণ জল-সেচের মত নদী ইত্যাদি কাছাকাছি এখন আর ট্রাইবেলদের হাতে নেই। কাজেই ইরিগেশানের কাজগুলি আরও দ্রুতভাবে করতে হবে যাতে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। মাননীয় সদস্যদের এটা জানা উচিত এটা হচ্ছে অতীতের জের। কারণ গত ৩০ বছরে ট্রাইবেল-দের উপরে যে অবিচার হয়ে গেছে সেটা হয়েই গেছে। তবু যতটুকু সম্ভব ট্রাইবেলদের উপকার বামফ্রণ্ট সরকার করছে এবং করবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে গত বছর ১,৫৯৫ জন শিক্ষককে আমরা নিযুক্ত করেছি। তা ছাড়া গ্র্যাজুয়েট টীচারও আছে। এক-শিক্ষকযুক্ত স্কুলগুলিতে এবারও এক হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে। ইতি-মধ্যে বোধ হয় অফার অব অ্যাপয়েনমেণ্ট ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে। ৭৫০ জন প্রাইমারী শিক্ষক এবং ২৫০ জন ককবরক্ শিক্ষক। ১লক্ষ ৬৩ হাজার জন ছাত্র মিড্ ডে মিল পাচ্ছে এবং আগামী বছরে এটা বেড়ে ১,৮০,০০০ এর উপর হয়ে যাবে। এবং গত ডিসেম্বরের আগে যে আমরা একটা সমীক্ষা করেছিলাম তাতে স্কুল এটেন্ডেন্স শতকরা ১৭ ভাগ বেড়ে গেছে বাচ্চাদের এই খাবার দেওয়ার ফলে। এইগুলি জনকল্যাণমূলক কিনা নিজেরা বিবেচনা করে দেখবেন। যদি বলেন না' তাহলে নিজেরাই নিজেদের প্রতারণা করছেন।

উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল ১৯৭৯-৮০ সালে আমরা দিয়েছি ৬৯টি। ১৯৮০-৮১ সালে ২২টি। আর টোটেল ত্রিপুরা রাজ্যে সিনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা ৩০০ এবং কংগ্রেস আমলে নয়, রাজার আমল থেকে মাত্র ১৮৮টা আর আমরা ৩ বছরে ১৮০টা দিয়েছি। কাজেই জনগণের প্রতি যাদের দরদ কম, প্রকারান্তরে যাদের জনগণের শত্রু বলা যায় তাদের ডেকে আনার জন্য বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা কেন অস্থির হয়ে পড়েছেন সেটা বুঝতে পারছি না। ৩ বৎসরে মাধ্যমিক স্কুল আমরা করেছি ৭১টি। আর টোটেল হচ্ছে ১১৫। আমাদের আগে ছিল মাত্র ৩৪টা। উচ্চ

মাধ্যমিক স্কুল এখন মোট ৬০ আর আমরা করেছি ৩১টা ৩ বছরে। রাজার আমলেও হাইস্কুল ছিল। বাকী ২৯ টা রাজার আমল এবং কংগ্রেস আমল মিলে হয়েছিল। তবু রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ বেনামিতে কংগ্রেসের শাসন আনার জন্য মাননীয় সদস্যরা একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। সমাজ শিক্ষা স্কুল পূর্বে ৫৬৩টি আর আমরা ৬০০টা করেছি। এই রকম অনেক কিছু হিসাব আমি দিতে পারি। তবে এত বড় হিসাব দিয়ে আমি আপনাদের সময় নিতে চাই না। পাহাড়ে খেলার মাঠ বলতে কিছুই আগে ছিল না। খাদ্যের বদলে কাজের দ্বারা প্রায় ৩০০ এর উপর খেলার মাঠ আমরা তৈরী করেছি। এবং এই যে জনকল্যাণমূলক কাজ হচ্ছে এটার জন্যই কিনা কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে তোমাদের ৩০,০০০ মে: টনের জায়গায় ৩৪০০ মে: টন চাল দেব। আবার এরাই হচ্ছে তাঁদের নমস্য। এই জনহিতকর কাজ যারা করছেন তারাই আবার বিরোধী গ্রুপের লোকের দ্বারা গুলি খেয়ে মরছেন। বাস্কেট মেকিং শিক্ষা কেন্দ্রে আমরা ১৯টা করেছি আরও করব। বার্ধক্য ভাতা এবার বাজেটে আমরা ১,২৭২ জনকে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। এই মাসিক ভাতা কংগ্রেস রাজত্বে কি হয়েছিল ? হয় নি। ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিকেপড্‌দের ৩০ টাকা করে ভাতা দেবার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে। ৩,১৮৬ টাকা এবং এই এক বৎসরের মধ্যে ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিকেপেড্‌দের ৩,৩০০ জনকে পেন্সান দিতে পারব এবং যাতে কাজ ত্বরান্বিত হয় এই জন্য বি, ডি, ও, এস, ডি, ও, দের বিরাট দায়িত্ব দিয়েছি, বি, ডি, সিতে আলোচনা করে সরাসরি টাকাটা দিয়ে দেয়। তাছাড়া, আমাদের এবারকার যে বাজেট, এই বাজেটে স্টাইপেণ্ড এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, ৪০ লক্ষ ৩৭৯ টাকা, তা প্রায় ১৫,১৫৭ জন ছেলে মেয়ে পাচ্ছেন। কাজেই হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের এই বাজেট সম্পূর্ণভাবে জনকল্যাণ মুখী। কারণ বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে ত্রিপুরার শতকরা ৮২ থেকে ৮৩ জন লোককে যে ভাবে দারিদ্র্য সীমা রেখার নীচে রেখে গিয়েছে এবং তাদের যে সমস্যা, সেটার সমাধান করাতো এক দিনেই সম্ভব নয়। এর জন্য সময় লাগবে এবং আমরা এটার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করে চলেছি। আর, কিছু দিন আগে, গত ১৫ই মার্চ আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বামফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত সরকার সম্বন্ধে ভীষণ ভাবে উষ্মা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি এটা তার দলীয় আইনজীবী সদস্যদের কাছে বলেছেন যে আমরা মার্কসবাদীদের কাছ থেকে কি ধরণের গণতন্ত্র আশা করব, মার্কস-বাদীরা তো অতীতকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সরকার যে সেই পথেই চলছে, তারা অতীতের সব ঐতিহ্যকে চুরমার করে দিচ্ছে। শ্রীমতি গান্ধী এই কথাগুলি বলেছেন। কাজেই শ্রীমতি গান্ধীর মুখে যত কথাই বলে থাকুন না কেন, পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্পর্কে তার যে কি প্রতিক্রিয়া ইহাই তার ইঙ্গিত। তাঁর ঐ উষ্মা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে দিয়ে বামপন্থী সরকার সম্বন্ধে তাঁর মনের যে প্রতিফলন সেটা আমরা দেখতে পাই। তাই আজকে আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দেশেরই দুটো ঐতিহ্য আছে, একটা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যে ঐতিহ্য, যার সাহায্যে শুধু জনগণকে শোষণ করা যায়, বঞ্চিত করা যায়, দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ানো যায়, এই

যে অতীত ঐতিহ্য, এটাকে নিশ্চয় আমরা চুরমার করে ভেঙ্গে দিতে চাই। তাতে ইন্দিরা গান্ধী কেন, যে কেউ আমাদের তার থেকে রুখতে পারবেন না। আর দ্বিতীয় ঐতিহ্য হল, দেশের জনগণের ঐতিহ্য যেটা সৃজনশীল, সে সৃষ্টি করেই চলছে-জনগণ। যারা জুলুমের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, আমরা তাদের সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চাই এবং সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। কারণ মার্কসবাদীরা শুধু ঐতিহ্যকে রক্ষা করে না, তারা সেটাকে আরও বেশী করে সম্প্রসারিত করে তোলে জনগণকে সংগঠিত করে। কাজেই শ্রীমতি গান্ধীর কমিউনিষ্ট বিরোধিতা, এটাতো নতুন কথা নয়, মার্কসবাদীরা ঐতিহ্যকে শুধু রক্ষা করে না, তাকে আরও বাড়ায়। যে সব দেশে মার্কবাদীরা ক্ষমতায় এসেছেন সেই জায়গায় শোষণের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ, সেই ঐতিহ্য, জুলুমের ঐতিহ্য, শোষণের ঐতিহ্য, সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। জারের আমলের যে অত্যাচার ও উৎপীড়নের ঐতিহ্য যেটা তৈরী করা হয়েছিল, সেই ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে ছোট হউক, বড় হউক প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ছোট ছোট গোষ্ঠীদের বলে দিয়েছে যে তোমরা ইচ্ছা করলে নতুন নতুন রাজ্য তৈরী করতে পার, তোমদের-অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য। কিন্তু তারা সেই পৃথক হবার পথে যায় নি। কাজেই ধনিক গোষ্ঠীর রাজত্বের যে ঐতিহ্য, সেটাকে আমরা ভেঙ্গে দিতে চাই। কারণ আগে সামন্ত-তান্ত্রিক রাজত্বে যে সব রাজ রাজারা ছিল, তখন তাদের কথাই ছিল একমাত্র হুকুম, তাদের হুকুমই ছিল আইন। কাজেই তখন কোন উকিল বা মোক্তার ছিল না। এই রাজ্যে যত বেকার ট্রাইবেল ছিল, তাদের ধরে নিয়ে এসে বিনা মজুরীতে ঐ উদয়পুরের বড় বড় দীঘি, অমরপুরের বড় বড দীঘি তৈরী করা হয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে কি আমরা এখনও রাখব? সেই ঐতিহ্যকে আমরা এখন আর রাখতে পারে না। হাজার হাজার মানুষকে বেকার খাটিয়ে এই যে জোর করে বিনা পয়সায় কাজ করাবার ঐতিহ্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই ঐতিহ্যকে আমরা রাখব না? না, আমরা সেই ঐতিহ্যকে রাখতে পারি না। কারণ আমরা চাই যে মানুষকে তার শ্রমের মজুরী দিতে হবে।

কাজেই শ্রীমতী গান্ধীর সেই শোষণের ও নির্য্যাতনের ঐতিহ্য তিনি রাখতে পারেন অল্প সংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে কিন্তু আমরা চাই বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে'র কল্যাণে কাজ করতে। কবিতায় পড়েছি যে একজন লোক আর একজন দয়ালু ব্যক্তিকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি ভিক্ষা করে কি করে দেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করবেন। তিনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে সেই ভিক্ষার অন্নেই আমি দেশের দুর্ভিক্ষ মেটাব। কারণ আমার ভিক্ষার অন্ন আছে সবাকার ঘরে ঘরে। ভারতে সেই জনসেবার কাজে আদর্শ আছে। এই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা কি দেখেছি আমরা দেখেছি যে বিশ্ব ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা এনে ভারতবর্ষের শিল্পপতিদের হাতে সেই টাকা তুলে দিয়েছেন। ঐ সব টাটা, বিড়লা—ইংরেজ চলে যাওরার পর ৪ গুণের উপর টাকা তারা বৃদ্ধি করেছে। তার অন্য দিকে শতকরা ৬০ জনের উপর মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। কাজেই এই যে ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য আমরা কি রাখব? সেই ঐতিহ্য আমরা রাখব না। আমরা রাখব

মানুষের সমান অধিকারের ঐতিহ্য। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কি হবে তা আমাদের শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে শিখতে হবে না। সেদিন একটা কাগজে দেখলাম যে কেউ বলেছেন শিশুকালে তিনি একটা বানরের দলের নেতৃত্ব দিতেন আর এখন তিনি একটা গর্দভের দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কাজেই আমি এই কথা বলতে চাই আজকে সামন্ততন্ত্র ধ্বংসের পর ভারতবর্ষে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে কাজেই এই সব ঐতিহ্য আমরা রাখবনা। আগে এই ত্রিপুরায় মৃত্যুর মিছিল হত কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর সেটা বন্ধ করেছি। আজকে ত্রিপুরায় অনাহারে মৃত্যু হয় না। অনাহার মৃত্যু আমরা রুখতে চাই। দ্রাউ বাবু সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে বামফ্রন্টের আমলে কোদাল টুকরীর মিছিল হচ্ছে। এটা খুব ভাল কথা যে মানুষ আজকে কাজ পাচ্ছে। মানুষ কাজ না করে দ্রাউ বাবুদের শিষ্যদের মত ডাকাতি করবেন, লুট করবেন এই শিক্ষা আমরা জনগণকে দেই না, দিব না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে দ্রাউ বাবুরা ডাকাতি করছে, খুন করছে। এই কথা খুব আপত্তিজনক। মাননীয় মন্ত্রী এটা প্রমাণ করুন নইলে তিনি এই কথা উইদড্র করুন।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উইদড্র করার কোন প্রশ্নই উঠে না। দ্রাউবাবু বলেছিলেন যে বামফ্রন্টের আমলে কোদাল টুকরীর মিছিল হচ্ছে। এর জবাবে আমি বলছি, এটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের প্রসারের দৃষ্টান্ত আজকে মানুষ কাজ পাচ্ছে। ওরা কি চান যে ত্রিপুরার মানুষ কাজ কাজ না পেয়ে চুরি করবে ডাকাতি করবে ? এটা তারা চাইতে পারেন কিন্তু আমরা এটা নিশ্চয়ই চাই না। যেখানে বাজেটে বছরের পর বছর টাকার পরিমাণ বাড়ছে মানুষ কাজ পাচ্ছে আমরা ত্রিপুরার জনগণকে সাহায্য করছি। তারপর তিনি বলছেন যে এই বাজেট প্রতারণামূলক বাজেট। এই কথা শুনে আমার সাতজন অন্ধের হাতী দেখার গল্পটাই মনে পড়ছে। তাদের কেউ হাতীকে দেখছে পালার মত কেউ দেখছে বেড়ার মত। কাজেই দ্রাউবাবু যদি এই দৃষ্টি নিয়ে বাজেট দেখে থাকেন তাহলে ঐ হাতী দেখার মতই অবস্থাটা হবে। ঠিক ঠিক হাতী আর দেখা হবে না। আর এক রকম পাখী আছে এরা খুব উচুতে উড়ে বেড়ায় এদের শকুন বলে। এরা অনেক উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় কিন্তু তাদের দৃষ্টিটা থাকে খুব নিচের দিকে। ঐ পচা ও গলিত জিনিষের উপর। তিনি যদি এই দৃষ্টি নিয়ে বাজেট পড়েন তাহলে অবশ্য আমার বলার কিছু নাই। কাজেই এই কথা আমি আবার বলব যে জনগণের জন্যই এই বাজেট। তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে রাজ্যপালের ভাষণে ষষ্ঠ তপশীলের কথা নাই। রাজ্যপাল ষষ্ঠ তপশীলের দাবীর কথা বলতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এটা আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখুন, কারণ তাতে পাবেন শ্রীমতী গান্ধীর মানসিকতার প্রতিফলন। গত তিন মাস যাবত তাদের সহযোগী নারী ও পুরুষ সংগঠনগুলি অনশন করেছিলেন। দ্রাউবাবু বলুন, ১৯৪৯ সালের পর যারা ত্রিপুরায় এসেছেন তাদের বিদেশী গণ্য করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়ণের শ্লোগান আজও দ্রাউবাবুদের বলবৎ আছে কি না? মজার ব্যাপার হচ্ছে যে নগেনবাবু বলেছেন যে বামফ্রন্ট টি. ইউ. জে. এস. এর উপর খুব ক্ষুব্ধ। কিন্তু বামফ্রন্ট কারও প্রতি ক্ষুব্ধ নয়। বামফ্রন্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে গত ৩০ বছর যাবত লড়েছে। এই বামফ্রন্টই ত্রিপুরার

ট্রাইবেলদের জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ থেকে আরম্ভ করে চাকুরীর ক্ষেত্রে রিজার্ভেশানের ব্যাপার এই ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কাজ ধরেছি। এই ভাবে আমরা ট্রাইবেলদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ আমরা হাতে নিয়েছি আর অন্য দিকে একদল উগ্রপন্থী রাতের অন্ধকারে ট্রাইবেলদের ধরে ধরে হত্যা করছে। এই হত্যার রাজনীতি দিয়ে তারা কোন অবস্থাতেই ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের কোন উপকার করতে পারবেন না। এটা তারা ট্রাইবেলদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এবং আরও বলছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার (ইণ্টারাপশান) বন রিজার্ভ করে ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করছে। এটা আদৌ সত্য নয়। কংগ্রেস আমলের যে সব প্রটেকটেড ফরেষ্ট এবং রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল আমরা তাদের সেখানে জুম চাষ করার অনুমতি দিয়েছি। কংগ্রেসের আমলে এটা ছিল না। এমন কি রিজার্ভের ভিতর আবাদ করার যোগ্য যে সব জমি আছে যে সব জমিতে ফসল উৎপাদন করা যাবে এই রকম কিছু কিছু জমি ইতিমধ্যে আমরা রিলিজ করে দিয়েছি। সেখানে চাষ করার জন্য। এবং এখনও তদন্ত করা হচ্ছে রিজার্ভের ভিতর এমন কোন লোংগা জমি আছে কিনা যেখানে ফসল করা যাবে। আমরা সেইসব জমিতে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। আর একটা জিনিষ আমরা করছি যে রিজার্ভ-এর ভিতর ট্রাইবেলদের সাইক্লিক অর্ডারে—অর্থাৎ কয়েক বছর পর পর যাতে জুম চাষ করতে পারে এবং সংগে সংগে অন্যান্য ফসলও করতে পারে সেজন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজেই দ্রাউ বাবুরা যে কথাই বলুন না কেন বামফ্রণ্টের প্রতি ট্রাইবেলদের যতই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুন না কেন ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা কে তাদের বন্ধু কে তাদের শত্রু এটা তারা চিনে নিয়েছে। আজকে দ্রাউ বাবুরা জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারা একবার বলেছেন যে এসেম্বলী থেকে পদত্যাগ করবেন. তার পর বলছেন যে এটা আমরা এক মাস পর ঠিক করব। তারপর আবার উদয়পুরে তাদের সমর্থকদের মিটিংয়ে বলা হয়েছে যে, না না, পদত্যাগ করা ঠিক হবে না। এই ষ্ট্যাণ্ট কেন? ওরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, জনগণ ওদেরকে বর্জন করেছে। তাই তারা মানুষের কাছে একটা কিছু চমকপ্রদ শ্লোগান দিয়ে কিছু লোককে দলে নিতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের বুঝা উচিত হত্যার রাজনীতি জনবিরোধী রাজনীতি দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায় না। এক সময়ে কংগ্রেসীরা বাংগালী-দের ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে একটা বিরাট সংখ্যক বাংগালীকে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে দূরে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে সচেতন বাংগালী ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসকদের বর্জন করে এই বামফ্রণ্ট সরকারকে গ্রহণ করেছে। এটাই বড় প্রমাণ। তারা যেন এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৩ই মার্চ্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। এই বাজেট ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস আছে। এই সময়ে ক্ষেত্রে যে বাজেট বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য পেশ হয়েছে সেখানে পরোক্ষ কর যেভাবে চাপানো

হয়েছে তাতে গরীব মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠবে এবং এর প্রতিফলন আমাদের রাজ্যেও ঘটবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম হোড় হোড় করে বাড়ছে। তেল, ডাল, লবণ, পেট্রল ইত্যাদির দাম বেড়েই চলেছে। কাজেই এই বাজেটের প্রতিক্রিয়া ত্রিপুরায় ঘটবে। সেই পটভূমিকার কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রীও তার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে বিগত জুন মাসে ত্রিপুরায় যে দাঙ্গা হয়েছে সেই দাঙ্গা আমাদের অর্থনীতিকে তছনছ করে গেছে। তাই মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কিভাবে দেওয়া হয়েছে তার একটা হিসাব আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। জুনের দাঙ্গায় যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তার ফলে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের যে দুঃখ কষ্ট হয়েছিল তার মোকাবেলা করার জন্য তখন যুদ্ধ কালীন জরুরী অবস্থার মত সরকারের সমস্ত বিভাগ ত্রাণের কাজে নেমেছিল। ত্রাণের কাজ কিভাবে হয়েছিল এবং সেই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া কিভাবে আমাদের অর্থনীতিতে পড়েছিল সেটা এখানে তুলে ধরতে চাই। ১৯৮০ সালের জুন মাসে যে দাংগা হয়েছিল তাতে চারটি মহকুমা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই মহকুমাগুলির মধ্যে আছে সদর, খোয়াই, উদয়পুর এবং অমরপুর। সাব্রুম ও সোনামুড়া মহকুমাও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন ২৩০ টি শিবির খোলা হয়েছিল এবং তাতে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার শরণার্থী ছিল। এই সমস্ত শিবিরে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। ৮ বছর বয়স্ক বা ততোর্ধ্ব ব্যক্তিদের জন্য ৪০০ গ্রাম চাউল, ১০০ গ্রাম ডাল, ১০০ গ্রাম শাকসব্জি বা নগদ ২০ পয়সা করে দেওয়া হয়েছে। ১৫ গ্রাম জ্বালানী বা ৩০ পয়সা নগদ দেওয়া হয়েছে। এবং শিশুদের জন্য তার অর্দ্ধেক্ দেওয়া হয়েছে। তিন বৎসরের শিশুদের জন্য ৫০০ দুধ বরাদ্দ করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিবিরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠনে অসুবিধা হওয়াতে কতকগুলি অস্থায়ী শিবির তৈরী করা হয়েছিল পলিথিন, জি, সি, আই শিট দিয়ে যাতে দুর্গত মানুষ তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারে। তারপরে শিবিরবাসীকে ৫৫ হাজার বস্ত্র এবং ৫৫ শাড়ী বিতরণ করা হয়েছে, ৪০ হাজার ধুতি এবং ১৪ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কারণ তখন শীত ছিল। তাছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অনেক মেডিকেল টিম এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছিল। তারপর শিবিরগুলিতে ডি, ডি, টি পাউডার, ম্যালেরিয়া নিরোধক টীকা দেওয়া হয়েছিল এবং শিবিরগুলিতে ট্রেঞ্চ লেট্রেন ইত্যাদিও করা হয়েছিল। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব নিকাশের জন্য সেটেলমেণ্ট দপ্তরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ২০৫টি রেভেনিউ সার্কেল ১৫৬৩টি পাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৮৩০০টি বাড়ী আগুনে পুড়েছে। ২৩ হাজার গবাদি পশু হারিয়েছে। ১২ কোটি টাকার উপর ধন সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। মহকুমা শহরগুলিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ভার দেওয়া হয়েছিল মহকুমা শাসকদের হাতে। তারা যে সমস্ত অনুসন্ধান করেছে তাতে দেখা যায় অগ্নিদগ্ধ বাড়ীর সংখ্যা ২০ হাজার হবে। দাংগায় যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা

যাতে দ্রুত বাড়ী ঘরে গিয়ে চাষাবাদে মনোনিবেশ করতে পারে সেইজন্য পুনর্বাসন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু দুই হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়েছে।

অস্থায়ী শিবিরের জন্য পলিথিন সীট কিংবা তৎপরিবর্তে ১০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ দোকানগুলিকে ২০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নিহত পরিবারগুলিকে ৫,০০০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া ছাড়াও যারা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন তাদের জন্য ১,০০০ হাজার টাকা থেকে ২,০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যে সব পরিবারের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়ে গেছে সে সব ঠিক করার জন্য ১৪ ম্যান ডেস' এর সম পরিমাণ চাল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে বহু লোকই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছে। ১৬,৩,৮১ ইং পর্য্যন্ত শরণার্থী শিবিরগুলিতে ৯,৪১৯ জন শরণার্থী রয়েছে। এই সব শরণার্থীর মধ্যে ২৫১ উপজাতি। প্রয়োজন অনুসারে পুনর্বাসনের সাহায্যের সঙ্গে কিছু কিছু অস্থায়ী শিবির ব্যবহার করার জন্য বিনামূল্যে দ্রব্য সামগ্রী, নগদ ১০ টাকা, এর সঙ্গে অতিরিক্ত রেশন, যেখানে ফসল করা সম্ভব নয় সেখানে দেওয়া হয়েছে, দাঙ্গার সময় বাড়ী ঘর অগ্নিদগ্ধ না হলেও লুট পাট হয়েছে যাদের, তাদের জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে জি, সি, আই, সীট দেওয়া হয়েছে, বাসন কোষণ দেওয়া হয়েছে, লণ্ঠন-হ্যারিকেন দেওয়া হয়েছে। ৯.৩.৮১ইং পর্য্যন্ত ১,৮৯৪টি পরিবারকে ১৫৯ লক্ষ টাকা হাউসিং গ্র্যান্টের ১ম কিস্তি হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং ১০,৯৪৬টি পরিবারকে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ২য় কিস্তি হিসাবে। এইগুলির মধ্যে ৪,২৪৫টি পরিবার পিছু ১,৫০০ টাকা জি, সি, আই, সীট এবং ৫০০ টাকা নগদে দেওয়া হয়েছে। ২৮,৭৫৩টি পরিবারকে ২৮,০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতির জন্য। ৩৭৪টি কেন্দ্রে ৫,০০০ টাকা করে অ্যাক্স্-গ্রেসিয়া সাহায্য দেওয়া হয়েছে। দাঙ্গা দুর্গত পরিবারগুলির অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন দপ্তর থেকে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলিকে বিনামূল্যে ইম্পুট্স দেওয়া হয়েছে। দু'টি পরিবারকে দুমূ'ল্য ভাতা হিসাবে ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ৪৯,৭১৯টি পরিবারকে ইম্পুট্স দেওয়া হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ৬৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৭৫ হাজার মেট্রিক টন ধান বীজ, ৩৫০ মেট্রিক টন গম বীজ, ৯০ মেট্রিক টন আলু, প্রায় ৬৮ হাজার ফলের চারা, ২.২৫ মেট্রিক টন সার, এবং ১৯ হাজার কে, জি, উদ্ভিদ সংরক্ষণকারী রাসায়ণিক দ্রব্য বিতরণ করা হয়েছে। শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহে ভূমি উন্নয়নের জন্য ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফিসারী বিভাগ থেকে ৬,৭৪,০০০ মাছের পোনা বিনা মূল্যে ১,৮১৪টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেছে। এছাড়া ৪২ হেক্টর জলা ভূমির জন্য ১৫৮টি ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য নাইলনের সুতো দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জন্য শিল্প বিভাগ অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। ৯.৩.৮১ইং পর্য্যন্ত ১,১১৬টি পরিবারের জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই গুলির মধ্যে ৮,৫০০টি নন-কমার্শিয়াল উপজাতি

তন্তুবায় পরিবার, ৮০৩টি কমার্শিয়াল তন্তুবায় পরিবারের জন্য, ৩২৬টি সেরিকালচারিষ্ট পরিবার এবং অন্যান্য হস্তশিল্প, ছুতোর, কামার নানা পেশার লোক। বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি যারা দাঙ্গায় তাদের পরিবারের সমস্ত লোককে হারিয়েছে। সমস্ত শিবির অনুসন্ধান করে অনাথ, অসহায় স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ অক্ষম সব মিলিয়ে ১০১ জনকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অনাথ ৭৭ জন, অসহায় স্ত্রীলোক ২৩ জন এবং ৭ জন বৃদ্ধ ও অক্ষম। তাদের সরকারী হোমসে ভর্ত্তি করা হয়েছে। যারা পারিবারিক পরিবেশে অনাথ শিশুদের লালন পালন করতে ইচ্ছুক তাদের দেওয়া হবে। অক্ষম এবং প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের জন্য অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অক্ষম এবং প্রতিবন্ধীদের যথাযথ পুনর্ব্বাসনের জন্য সমাজ কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে তাদের বিনামূল্যে পুস্তক এবং পোশাক দেওয়া হয়েছে এবং শিবিরবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। যেসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন তাদের পরিবার পিছু একজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০টি ক্ষেত্রে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। যে সব পরিবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে এখন পর্য্যন্ত জমি চাষ করতে পারছেন না তাদের কথা বিবেচনা করে সেই সব এলাকায় ব্যাপক ভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের কর্মসূচী চালু করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে লাগাতর কাজ দেবার স্বার্থে। শিবিরে বসবাসকারী যে সব লোক দুর্গম এলাকা থেকে এসেছেন যারা এখনও বাড়ী ফিরতে অনিচ্ছুক তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। যেসব ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সম্ভাব্য স্থলে ফিসারী পও নির্মাণ, ভূমিহীন কিছু পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ঐ এলাকায় তারা বসবাস করতে পারে, নানা রকম অর্থ নৈতিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা যায় সে দিকেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভারত সরকার রাঘবন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য সহ ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন বাবদ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। ভারত সরকার ১০ কোটি নগদ ও ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল ২৫ হাজার মেট্রিক টনের জায়গায় দিয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসনের জন্য মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সরকার প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসনের জন্য যত টাকাই লাগুক দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। টাকার অভাবে যাতে ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসনের কর্ম্মসূচী রূপায়ণে কোন বাঁধার সৃষ্টি না হয় সে জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করে যাব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই ত গেল দাঙ্গা জনিত পরিস্থিতির কথা। কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ করেছি, পি. এল. হোমের লোকদের পুনর্বাসনের জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু সেই যোগাযোগের পরিণাম হচ্ছে অশ্ব ডিম্ব। তারা কিছুই দিচ্ছে না। এইসব উদ্বাস্তুরা তাদের ভাষায় ভেজারটার। এরা রাস্তা ঘাটে ঘুরবে। কিন্তু অতীতে কি কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার তাদের দাবী উপেক্ষা করে গেছেন। আজকে সেই সব দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। এইখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যা

বরাদ্দ করেছিলেন তাতে কিছুই হয় না যার জন্য তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যচ্ছে না। আমরা মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা করছি এবং পরিকল্পনা করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। কাজেই এই কেন্দ্রের দোহাই যারা দিচ্ছেন, যারা এখানে তাদের বসাতে চাইছেন তাঁদেরকে বলতে চাই, আপনারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা বাধাবেন, অশান্তির সৃষ্টি করবেন আর এইখানে চিৎকার করবেন সব গেল গেল। দু'টো জিনিস এক সঙ্গে হয় না। কালকে তাঁদের বক্তব্য শুনছিলাম যে, এই বাজেটের মধ্যে কিছুই হয় নি, আমরা জনসাধারণের জন্য কিছুই করি নি ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। যাঁরা সমালোচনা করছিলেন তাঁরা সব ধোয়া তুলসী পাতা। এই যে অবস্থা তার জন্য যারা দায়ী তাদের মুখোশটা খুলে দেওয়ার দরকার। বিগত দাঙ্গায় আমি গিয়েছিলাম লক্ষীপতিতে। সেই লক্ষীপতি যেখানে দাঙ্গার কালে বৃদ্ধ লোক যারা বেঁচেছিলেন কোনক্রমে, যারা প্রত্যক্ষ দর্শী তারা বলেছেন, সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া, তার পুত্র, তার কন্যা আক্রমণ করেছে এবং বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ছিয়েছে। এই যে ঘটনা ঘটেছিল এরা কারা? এদের এই যে আক্রমণ এই আক্রমণের ফলে আজকে ত্রিপুরায় এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ত্রিপুরার অর্থনীতিকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়েছে। কাজেই ত্রিপুরাকে ঢেলে সাজাবার জন্য আজকে কাজ করতে হবে। ত্রিপুরাকে নূতনভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য আমাদেরকে এই সমস্ত ব্যবস্থা বাজেটে রাখতে হয়েছে। পুলিশ চোর ডাকাতদের জামাই আদরে রাখবে না। যারা সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত তাদেরকে পুলিশ কোন মতেই রেহাই দেবে না। সমাজদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্যই পুলিশ রাখা হয়েছে, সুতরাং তাদের কাজ তারা করবেই। সমাজদ্রোহীরা যাতে ধরা পড়ে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আরও জোরদার করা হয়েছে। স্যার, পুলিশ এতদিন তাদের নায্য অধিকার পায় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের নায্য অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যে অধিকারের জন্য শ্রীমতি গান্ধীর দলের শাসনাধীন যে সমস্ত রাজ্যগুলি আছে সেখানে সর্ব্বত্রই পুলিশ বিদ্রোহ আছে। কিন্তু বামফ্রন্ট শাসনাধীন যে সমস্ত রাজ্যগুলি আছে সেখানে পুলিশ বিদ্রোহ করে নি। কারণ তারা জানেন বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে তারা তাদের নায্য অধিকার ফিরে পেয়েছে। তাদেরও গণতন্ত্র সম্মত ভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে। আমরা শুধু তাদের সেই অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এতদিন তাদেরকে যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল, সে অবস্থা থেকে তাদেরকে উন্নত করার সংস্থান বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে আমি মনে করি ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষের স্বার্থে, শোষিত মানুষের স্বার্থে এই বাজেট কাজে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের মধ্যে দিয়ে যেভাবে আক্রমণ করছে, সে আক্রমণের হাত থেকে ত্রিপুরার দরিদ্র জনসাধারণ রেহাই পাবে বলে আমি মনে করি। এই বাজেট গরীব লোকের পক্ষে সহায়ক হবে, কিন্তু যারা বড় লোকের ধ্বজাধারী তাদের উদ্বেগের কারণ ঘটতে পারে। এই বলেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গত ১৩ই মার্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা

অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে ১৯৮১-৮২ইং সালের বাজেট উপস্থাপন করেছেন, সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি দুই এক টি কথা বলতে চাই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বাজেট প্রতি বছরই উপস্থাপন করতে হয়। কারণ জনসাধারণের সমস্যা, তাদের চাহিদা, সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি করার জন্য বাজেট না হলে, সেগুলি করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতার পর আজকে ৩৪ বৎসর চলছে। এই ৩৪ বৎসরের মধ্যে আমরা বামফ্রন্ট মাত্র ৩ বৎসর ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় আছি। আর বাকী ৩০ বৎসর কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যে একটানা শাসন করেছে। কংগ্রেসের ৩০ বৎসর কাল শাসনে ত্রিপুরার উন্নয়নের যে রূপরেখা এবং বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গত ৩ বৎসরে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কি কি করেছেন এবং কি কি করবেন আগামী ১৯৮১-৮২ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের জন্য, তা এই বাজেটের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের অন্যান্য বৎসরের বাজেটের তুলনায়, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত এবং ত্রিপুরার জনগণের সামগ্রিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আগামী ১ বৎসরে, ১৯৮১-৮২ইং সালে ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কি কি করবেন, তার রূপরেখা এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেটা যুক্তি সংগত ও সময়োপযোগী বলে আমি সমর্থন করছি। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন, এই ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা কি করে পূরণ করা হবে তার কোন ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে নেই। স্যার, এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমরা বাজেটের মধ্যে কর আরোপ করি নাই যে এই কর দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে। কারণ ত্রিপুরার শতকরা ৮২ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর বাজেটে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে করারোপিত করছেন যা সাধারণ মানুষে বহনে অসমর্থ। তাই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গরীব লোকদের কথা চিন্তা করে বাজেটে কোন কর আরোপিত করেন নাই। এই বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে, কিন্তু কর চাপিয়ে ঘাটতি পূরণের কোন ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয় নি বলেই উনারা আতংকিত। উনারা এখানে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার পেছনের দরজা দিয়ে এই ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ করবেন। আমি উনাদেরকে বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার কোন দিন মানুষকে পেছনের দরজা দিয়ে আঘাত করে না। কিন্তু এই রকম আঘাত করার অভ্যাস বিরোধী পক্ষের সদস্যদের আছে। তাই তো পেছনের দরজা সম্পর্কে উনাদের এত ভয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং বাজেটকে প্রতারনামূলক বাজেট বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি কি করে বাজেটকে প্রতারনা বলে অভিহিত করলেন। তারা নিজেরাইতো ত্রিপুরা বাসীর কাছে প্রতারিত হয়েছেন। স্যার, ১৯৭৪ইং সালে এই উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা আওয়াজ তুলেছিলেন যে ত্রিপুরা বিধানসভায় যে সমস্ত উপজাতি বিধায়ক আছেন তাদের সভা বয়কট করতে হবে অথবা পদত্যাগ করতে হবে। তার কারণ তখন ত্রিপুরা রাজ্যে সুখময় বাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তার মুখ্যমন্ত্রী তখন বিরাট সংকট। ১২ জন উপজাতি এবং অ-উপজাতি কংগ্রেসী সদস্য সুখময় বাবুর বিরুদ্ধে রাজ্য সভার নির্বাচনে বিরোধী দলকে ভোট দিয়ে জয়ী করে-

ছিলেন। আর ত্রিপুরা বিধান সভার আমরা যে ১২ জন উপজাতি সদস্য ছিলাম, আমাদের যদি পদত্যাগ করানো যায়, তাহলে সুখময় বাবুর রাজত্ব সেদিন নিষ্কণ্টক হয়, তিনি নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পারবেন। তাই তারা সেদিন এই আওয়াজ তুলেছিলেন। স্যার, আর একটি ঘটনার কথা বলি। ত্রিপুরার উপজাতিদের মাতৃভাষা হচ্ছে কক্-বরক্। কিন্তু এই কক্-বরক্ ভাষার হরফ কি হবে এই নিয়ে সেদিন ছিল বিতর্ক। আমরা উপজাতি গণ মুক্তি পরিষদ তথা মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি'র তরফ থেকে বলেছিলাম, এই হরফ বাংলায় হওয়া উচিৎ। বাংলা ভাষার সংঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতিদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। সেই মহারাজের আমল থেকেই ত্রিপুরার উপজাতিরা এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত। সেদিন নগেন্দ্র বাবুরা বলেছিলেন না, এটা কোন মতেই হতেই হতে পারে না, আমরা বাংলা হরফকে গ্রহণ করব না, ইংরেজী হরফ এই ভাষার হরফ হওয়া চাই। ইংরেজী অক্ষর না হলে পরে আমাদের এই মাতৃ ভাষা কোন দিন উন্নত হবে না। বাংলা ভাষার প্রভাবে কক্-বরক্ চাপা পড়ে যাবে। তাই সেদিন উনারা ছাত্রছাত্রীদের এই কথা বলে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, বিভিন্ন ছাত্র সমাবেশে এই ধরনের বক্তব্য উনারা সেদিন রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আমরা কি দেখলাম? উনি নিজেই একটা মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। তার নাম ছিল 'দুংগুর'। সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি বলেছেন না রোমান হরফে হবে না। কারণ রোমান হরফে অনেক বই, বুকলেট, বিজ্ঞাপন দেখেছি। কিন্তু কেউ পড়তে চায় না, এক পাশে পড়ে থাকে। পত্রিকা গুলিকে সেরের ওজনে বিক্রি করে দিতে হয়'। আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে থুথু আপনারা একবার ফেলে দেন, সে থুথু কেন আবার চেটে নেন? এই হচ্ছে উনাদের অবস্থা। উনারাই আবার দালালী করতে চান যে উনারা উপজাতিদের দরদী বন্ধু। শুধু তাই নয়, উনারা ৪ দফা দাবীর কথা বলেছেন এবং সেই দাবীকে সংগত দাবী বলে বলেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে বিরোধীরা ৪ দফা দাবী তুলেছেন। এই ৪ দফা দাবী আজকে তাদের কাছে একটা সাংঘাতিক জিনিষ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এটা তাদেরই দাবী, তার জন্য আমরা কিছু করিনি এই ৪ দফা দাবীর জন্য আমরা বহু সংগ্রাম করেছি। ১৯৭৪-৭৫ সালের ৩রা মার্চ' শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ৪ দফা দাবী লড়াই করতে গিয়ে সেদিন শ্রীসুখময় সেনের পুলিশ তাকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পরবর্ত্তী সময়ে আমরা দেখেছি ওরা কি ভাবে দালালী করেছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে যারা উপজাতি দরদী সেই উপজাতি দরদী বন্ধুদের চেহারা আমরা দেখেছি যখন সারা ভারতবর্ষের গনতান্ত্রিক অধিকার জরুরী অবস্থার মধ্য দিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, মানুষ তখন বাক্-স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং দেড় লক্ষ মানুষকে জেলে আটক রাখা হয়েছিল, আমাদেরও আটক করে রাখা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর সেই জরুরী অবস্থাকে ওরাই তো সার্টিফিকেট দিয়েছিল? ইন্দিরা গান্ধীর স্বপক্ষে, ২০ দফা দাবীর স্বপক্ষে এবং জরুরী অবস্থার স্বপক্ষে ওরাই সে দিন মিটিং মিছিল করেছিলেন আবার ওরাই আজকে বলেছেন "আমরা উপজাতি দরদী"। কেন সে দিন আপনারা কোন দাবী করতে পারেন নি? সে দিন ইন্দিরা গান্ধীর আঁচল ধরার জন্য পিছু পিছু ছুটেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তার নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার পর সে প্রতিশ্রুতি পালনের

কথা ভুলে গেছেন। আমরা নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের কথা ভুলি নি। আপনারা জানেন, আমাদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে ছিল যদি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন তাহলে আমরা দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা করে দেব। আমরা ক্ষমতায় এসে দশম শ্রেণীর বদলে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা করে দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন বাবুরা কেন সে দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না? নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, প্রতিটি প্রতিশ্রুতি একের পর এক যখন পালন করতে চেষ্টা করেছি তখনই ওরা প্রথম দাবী তুলল ৪ দফার এবং বললেন অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন না হলে আমরা অসহযোগিতা করবো। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার পর এই ৪ দফা দাবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দাবী, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের দাবী সেটাকে কিভাবে পূরণ করতে পারা যায় তার জন্য আমাদের চেষ্টা চলেছিল। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো জানেন, এই অটো-নোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা ত্রিপুরার বিধানসভার নেই, বামফ্রন্ট সরকারের নেই। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দাবীকে পূরণ করতে পারেন। তথাপি ত্রিপুরার বিধান সভার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ৭ম এবং ৬ষ্ঠ তপশীলকে একত্রে করে নিয়ে আমরা ৭ম তপশীলির মতো ধাচে এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলকে খাড়া করে দাবী পূরন করার যখন চেষ্টা করি তখনই ওরা প্রথম দাবী তুললেন যে "মে" মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে নতুবা আমরা আন্দোলনে নামব। ১৬ লক্ষ উপজাতির দিকে তাকিয়ে কি সে দিন সেই দাবী তুলেছিলেন? নির্বাচনী ইস্তাহারে এই দাবী পূরন করার জন্য যেহেতু অমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে জন্যই এই দাবীকে কি করে বানচাল করা যায় তার জন্য সে দিন থেকেই ওরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের নির্বাচন যাতে না হতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যখন সমস্ত বিল পাশ হতে আরম্ভ হলো এবং নির্বাচনী প্রস্তুতির দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল তখনই ওরা 'বিদেশী বিতারনের" শ্লোগান তুলে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দাঙ্গা কে করছে না করছে এটা ত্রিপুরার মানুষ সবাই জানেন এবং মাননীয় সদস্য দ্রাউবাবুরাও জানেন। কারন আজকে যারা উগ্রপন্থী, যারাখুন এবং ডাকাতি করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কারা? ওরা নিজেরাই সেটা ভাল করে জানেন। ওরা যদি অস্বীকার করতে চায় তাহলে আমি বলবো, মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মন্ত্রী কুমার সম্পর্কে তিনি তো নিজেই রায় দিয়ে বলেছেন তিনি খুনী, এই জন্য তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া যখন বাড়ীতে যান তখন চরন কুমার-এর বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেন এবং শল-পরামর্শ করেন। তারাই এলাকার মধ্যে খুন ডাকাতি করে বেড়ায় ওরা হচ্ছে ওদের কর্মী আর ওরা হচ্ছে ওদের নেতা। নগেন বাবু ভাল করে জানেন অমরপুর বিভাগের কমিটির সম্পাদক শুখরাম দেববর্মা ও গৌরচাদ দেববর্মা হত্যা ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, শ্রীগনেশ কলই একজন গণতান্ত্রিক শান্তিকামী

মানুষ, সাধারণ মানুষ জানে এবং অম্পির মানুষও জানে কি করে তিনি দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছেন। এই হাউসেও তিনি নেই, তার সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ অত্যন্ত অন্যায় এটাকে এক্সপাঞ্জ করা হোক।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আরও বলতে পারি নিতাই দেববর্মা তার ডাক নাম লম্বা ভুড়ভুরিয়া বাড়ীতে থাকে, নগেন বাবু গেলে তার বাড়ীতে ওঠেন। এবং নিতাই দেববর্মার মতো লোকগুলিই রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার যখন তাঁর কর্মসূচী রূপায়ণ করার চেষ্টা করছেন তখন ওরা নানাভাবে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কি করে সাধারণ মানুষকে কায়েমী স্বার্থের শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় কাজেই, সেই পদ্ধতিকে সফল করার জন্য যখন আমরা এগিয়ে চলেছি তখন ওরা প্রতি পদে পদে বাঁধা দেবার চেষ্টা করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র মানুষের মধ্যে সমবায়কে নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছি। গত ৩০ বছরে কংগ্রেস আমলে এই ত্রিপুরাতে প্রায় হাজার খানেক সমবায় সমিতি ছিল। সমস্ত সমবায় সমিতি গ্রামের মহাজন, কংগ্রেসী দালালরা লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়ে বসে আছে। আমরা এই অবস্থার মধ্যে এই সমবায়কে কি করে কিভাবে সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করছি। এই অবস্থাতে তারা আমাদের এই কাজগুলি করতে বাধা দিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরার গরীব মানুষকে কিভাবে মহাজনী শোষণ থেকে রক্ষা করা যায়, তার জন্য আমরা এই সমবায়ের ব্যবস্থা করেছি। সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা যখন আন্দোলনে সংগঠিত হচ্ছে, সেই আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য, সেই ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য, তারা নানান দিক দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেট গত ১৩ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভার সামনে উপস্থিত করেছেন এই বাজেট আগামী দিনে ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এই বাজেট ত্রিপুরার জনগনকে কাজের পথ দেখিয়ে দেবে, এই আশা রেখে এবং এই বাজেটটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের কর্মসূচী ত্রিপুরার বিধানসভার সামনে উপস্থিত করেছেন, তার একটা লক্ষ্য আছে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যগুলিও বাজেট তৈরী করে। কেন্দ্রীয় সরকারও এই মার্চ মাসে এই বাজেট তৈরী করে। আমরা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারও এই সময়ের মধ্যে বাজেট রচনা করি। বাজেটের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এক ধরনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একরকম বাজেট আছে যে বাজেটে দেশের যারা কোটিপতি, লক্ষপতি, জমিদার শ্রেনীর লোক, তাদের

স্বার্থে রচিত হয়। গরীব মানুষকে, শ্রমিককে শোষণ করার জন্য সেই বাজেট রচিত হয়। আর এক রকমের বাজেট আছে, যে বামফ্রন্ট সরকার করেছেন সেটা হচ্ছে কোটি পতি, জমিদার, পুঁজিপতিদের হাত থেকে গরীব মানুষকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের এই বাজেটে সমষ্টি উন্নয়ন খাতে এবং পঞ্চায়েত খাতে রাজ্যের মানুষের হাতে টাকা পয়সা, জিনিষপত্র কিভাবে পৌছে দিতে পারা যায়, তার জন্য একটি কর্মসূচী এখানে উপস্থিত করা হয়। পঞ্চায়েত অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাতে দ্রুত গ্রামের গরীব মানুষের কাছে পৌছানো যেতে পারে তার জন্য গোপন ভোটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গণতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীকরন করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পঞ্চায়েত ইত্যাদি করেছে। আমরা এই জিনিষটাও লক্ষ্য করেছি যে নিজেদের মধ্যে যারা পঞ্চায়েত প্রধান, সচিব তাদের মধ্যে শিক্ষাগত হেরফের আছে। কারো কম, কারো বেশী। তাদের জন্য পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট খুলে সেখানে তাদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা গ্রামে বিচারের জন্য আদালত করেছি। বহু মামলা আছে যা গরীব মানুষরা করতে পারে না। গরীব মানুষের বিরুদ্ধে বিশেষ করে জমির ক্ষেত্রে যারা বর্গাদার ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে নানারকমভাবে মামলা করে থাকে। গরীব মানুষরা পয়সা খরচ করতে পারেন না। তারা সুবিচার পায় না। গ্রামের মানুষরা যাতে সুবিচার পেতে পারে তার জন্য আমরা ন্যায় পঞ্চায়েত আদালত করেছি, যাতে করে গ্রামের গরীব মানুষরা বিনা খরচে মামলা করতে পারে এবং সুবিচার পেতে পারে। যেমন, কমলপুরের মামলা আগরতলায় এসে করতে হয়, অথবা কমলপুরের মামলা কৈলাশহরে গিয়ে করতে হয়। তার জন্য গ্রামের গরীব মানুষদের প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করতে হয়। কাজেই তার জন্য গরীব মানুষরা যাতে করে সুবিচার পেতে পারে তার জন্য এই গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে আমরা ন্যায়-পঞ্চায়েত করে তার মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা করেছি। আমরা ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করেছি। কিছু অংশের লোক আছেন যারা এখনও টেনিং দিতে পারে নাই। তাদের টেনিং-এর ব্যবস্থা অচিরেই করা হবে। গত জুনের দাঙ্গার জন্য এই সমস্ত কাজ ব্যাহত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের ভাল লাগছে না। কারণ তারা মানুষের শান্তি চায় না। সম্প্রীতি চায় না। গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যকে তারা ভেঙ্গে দিতে চায়। বামফ্রন্ট সরকার যাতে করে এই ঐক্যকে বজায় রেখে আরও সম্প্রসারিত না করতে পারে তার জন্য তারা অনেক রকমের বিভ্রান্তিমূলক কাজ করছে। আমরা এই কাজটাকে অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা করেই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের কথা চিন্তা করেই করেছি। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও যে অর্থ আমরা পাই, সেই অর্থ ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ মানুষের কাজ করতে পারবে। বর্তমানে যে আদমসুমারী হচ্ছে তাতে ২০ লক্ষের মত জনসংখ্যা দাড়িয়েছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে, ফুড-ফর-ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করতে পেরেছি। আমরা টিলার উপরে ফলের বাগানের ব্যবস্থা করেছি। টিলার উপরে আমরা সয়েল কনজারভেশানের ব্যবস্থা করেছি। কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষকে আর জলের দরে বিক্রী করতে হবে না। তাইত তাদের এত অন্তর জ্বালা কারণ তারা বাস্তব জিনিষটাকে সহ্য করতে পারছে না।

কাজেই যাদের বাস্তব বুদ্ধি নেই তারা বাস্তবটাকে কোন দিন স্বীকার করতে পারবে না।

পানীয় জল সম্পর্কে ওনারা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিয়েছি যে, কংগ্রেস আমলে ৩০ বছরেয় হাজার টিউব-ওয়েল ও রিং-ওয়েল করা হয়েছে, আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমি তথ্য দিয়ে বলতে পারি যে, সেই কংগ্রেস আমলে ৩০ বছরে মাত্র ৭ হাজার ২৮১টা টিউয়েল ও রিং-ওয়েল করা হয়েছিল। আর বামফ্রন্টের আমলে এই তিন বছরে ৬ হাজার ১৫৪টা টিউব ওয়েল ও রিং ওয়েল করা হয়েছে। তাহলে পরে পারসেন্টিস্‌টা দেখা হউক যে ৩০ বছরে যদি ৭ হাজার, আর বামফ্রণ্টের আমলে এই ৩ বছরে যদি হয় ৬ হাজার তাহলে পরে আজকে তারা কোন সমষ্টির উন্নয়নের জন্য এই জল সেচের ক্ষেত্রেই বলুন আর পানীয় জলের ক্ষেত্রেই বলুন এতটা ক্ষেপে উঠেছে। অতএব বুঝতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা, অবশ্য যারা বুঝতে চায় না বা বুঝার চেষ্টা করে না, মানুষের শান্তিকে যারা নষ্ট করতে চায়, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত করতে চায়, আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তারা কোন দিন নীরবে সহ্য করতে পারেনা। আর তার জন্যই তারা আজকে দালালী করছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েণ্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে দালালী বলছেন। দালালী বলাটা আন-পার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড। কাজেই এটাকে প্রসিডিং থেকে বাদ দেওয়া হউক।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিতো মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে দালাল বলিনি, সমাজে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে আমি শুধু তাদেরকে বলেছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে এখানে আন-পার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড ব্যবহার করে সভাকে অবমাননা করা হয়েছে। কাজেই আমি আপনার রুলিং চাই যে, এইভাবে এখানে আনপার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড ব্যবহার করা চলবে কি না এবং সেটা যদি চলে তাহলে পরে সবার ক্ষেত্রেই সেটা চলবে। যদি মন্ত্রী মহোদয় হাউসে এই সব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন তাহলে পরে আমরাও তা ব্যবহার করতে পারব। তাই আমি মনে করি, এই হাউসের সম্মান রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব আপনার, আর এই দায়িত্বকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। কাজেই আপনার রায় এখন দরকার।

মিষ্টার স্পীকার ঃ— দালালী শব্দটা আন-পার্লামেণ্টরী নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— না, দালালী শব্দটা আন-পার্লামেণ্টারী ওয়ার্ড,মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তা বলতে পারেন না। কারণ এখানে কোন টোনটিং করা চলে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— সেটাকে চেয়ার থেকে রুলিং দেওয়ার পর আপনারও আর বলার অধিকার নেই এরং মাননীয় সদস্যেসেরও নেই।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— অতএব আজকে এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের আগামী দিনের জনগণের যে আশা আকাঙ্খা বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে চলেছে। কাজেই আমি

এই কথা বলতে চাই যে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক সংকট ও খাদ্য সংকট এবং জনগণের সামাজিক অনগ্রসরতাকে দূরীকরণের জন্য এই বাজেট যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। কাজেই এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী অনিল সরকারকে আমি বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। প্রসঙ্গত শিল্প সম্পর্কে কিছু বলবো। আমরা সরকারে আসার পর আজকে তিন বছর যাবত দেখেছি যে ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে নানা দিক থেকে প্রচণ্ড অসুবিধা আছে, যেমন ভৌগোলিক অসুবিধা আঞ্চলিক অসুবিধা, ট্রান্সপোর্ট এর অসুবিধা, বাজারের সমস্যা ইত্যাদি। তাই এখানে একটা শিল্প গড়ে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার। তা সত্ত্বেও কিছু দিনের মধ্যে, মানে এই তিন বছরে মধ্যে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষত ছোট ছোট শিল্প মানে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি যেটা নাকি আমরা আসার আগে ছিল ৯৫৬টি, ১৯৭৮-৭৯ সালে তা হয়েছে ১২২১টি, ১৯৭৯-৮০ সালে তা হয়েছে ১৫৬২টি। ত্রিপুরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি করপোরেশনে বিশেষতঃ পি. ডাবলিউ. ডি. এবং অন্যান্য কনস্ট্রাকশান কাজের সাহায্য করার জন্য যে ইট, তা নিয়ে যে একটা মুনাফাবাজী চলছে তা অনেকটা সরকারের কাজ কর্মকে নিয়ে প্রচণ্ড দাম দরাদরী করে ব্ল্যাক মানির পর্যায়ে তুলে সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য টি এস. আই. সি তার নিজস্ব উদ্যোগে ৬টা ব্রিক ফ্রিল্ড খুলেছে, তাতে আমরা আশা করছি এ বছর দুই কোটির মত ইট তৈরী হবে। যার দাম বাজারের যে সমস্ত বে-সরকারী বাট্টাগুলি আছে তার চাইতে অনেক ক্ষেত্রেই ১০০ টাকা করে কম হবে।

দ্বিতীযত :—ইতিমধ্যে কুমারঘাটে ফ্রুড ক্যানিং সেণ্টার করার জন্য তার স্কীম ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। আমরা এর মধ্যেই বিভিন্ন কাজ কর্ম শুরু করতে পাবো এবং এটা ৭০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার একটা স্কীম।

খাদি বোর্ডও পিছিয়ে নেই, গ্রামে যারা কামার, কুমার, ছুতার, মিস্ত্রী এবং যারা চিড়া মুড়ি ভাজে এবং বিক্রী করে। শিল্পের জগতে এই সমস্ত কুটির শিল্পী যারা নাকি ছিল পরিত্যক্ত, যারা কোন দিন কোন রকম সাহায্য পায়নি। আমরা এই তিন বছরে ৩ হাজার ৬৯৪টি পরিবারকে আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে পেরেছি। সেরিক্যালচার যেটা আগে ছিল ২ হাজার পরিবার-এর অন্তর্ভুক্ত আমরা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ৪ হাজারে সেটাকে দাঁড় করাতে পেরেছি। আমরা আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে ১২ হাজার করতে পারব। সেরিক্যালচারের জায়গা যেখানে ছিল ৪শ একর সেটাকে আমরা ৯৫০ একর করেছি। হ্যাণ্ডলোম ত্রিপুরায় ১৯৭৮-৭৯ এ বস্ত্র শিল্পীরা যে তাঁত উৎপন্ন করেছে সেটা হলো ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড়। ১৯৭৯-৮০ তে সেটা তিন গুন বেড়ে হয়েছে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন কোপারেটিভগুলিকে শতকরা ১০০ ভাগ ভরতুকিতে কনষ্ট্রাকশানের জন্য সাহায্য করা হয়,

৭৫ ভাগ ভরতুকিতে তাঁতিদেরকে সুতা দেওয়া হয় ট্রাইবেল কি নন্-ট্রাইবেল। ৫০ ভাগ সাবসিডি দেওয়া হয় তাদের উৎপাদিত দ্রব্যকে বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এইভাবে বিভিন্ন তাঁতীদেরকে আমরা যে সাহায্য করেছি এই তিন বছরে তার পরিমাণ হল ২৭৬০৮। ফিসারম্যান যারা নাকি মৎস্যজীবী, তাদেরকেও বিনা মূল্যে সুতা দেওয়া হয়েছে এবং সেটার পরিমাণ হল গত বছর পর্য্যন্ত ৫৭৪৬টা পরিবার। এই ধরনের কোন স্কীম আগের সরকারের ছিল না। এ বছর আমরা আরও ২৫৬৫টি পরিবারকে দিতে পারব। তাঁতীদের মধ্যে যাতে ডিজাইনের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে তার জন্য প্রতি বছর কিছু তাঁতীকে ষ্টাডি করে পশ্চিম বাংলাতে পাঠাই। এ পর্য্যন্ত আমরা দুইশ তাঁতীকে পাঠিয়েছি। এ বছর আমরা আরও একশ তাঁতীকে পাঠাবো। জনতা শাড়ী যেটা বাজারে মূল্য অন্তত: পক্ষে ১৬-১৭ টাকা, তাকে আমরা ১০ টাকা ৬৫ পয়সা দরে দিয়েছি। সেই জন্য যে সাবসিডি গভর্ণমেণ্ট থেকে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য হল—৪১ লক্ষ টাকা। আর এই ৪১ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই গিয়েছে গরীবের ঘরে। তা ছাড়া ত্রিপুরা হেণ্ডলোম ডেভলেপমেণ্ট কর্পোরেশান গঠিত হয়েছে, সেটা আমরা সরকারে আসার আগে সারা বছরে বিক্রি হতো ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এ বছর সেটা দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় এবং বাকী জনতা শাড়ীর যে তাঁতী তার সংখ্যা হল—১২৫০ জন। এ ছাড়া হায়ার কাউণ্টের যারা কাপড় তৈরী করে তাদের সংখ্যা হবে ৬ শত ২৫ জন। ১৯৭৯-৮০তে আমরা যে জনতা শাড়ী ত্রিপুরার জনগণের জন্য দিয়েছি মানে তাঁতীরা যা উৎপন্ন করেছে তার সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ২০ স্কোয়ার মিটার। এ বছর এটা হবে ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার স্কোয়ার মিটার। সরকারী এমপোরিয়ামগুলিতে বিক্রি পরে ৭৭-৭৮ সালে আমরা আসার আগে যেখানে বিক্রি ছিল ১৫ লক্ষ টাকা ৭৮-৭৯ এ বিক্রি হয়েছে ২৩ লক্ষ টাকা। ৭৯-৮০তে বিক্রি হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা। ৮০-৮১ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩৫ লক্ষ টাকা। এ বছরের হিসাব এখন পর্য্যন্ত করা হয় নি এইটা ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলবে। ত্রিপুরায় যে হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট উৎপন্ন হয় সেটা গত বছর উৎপন্ন হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা মূল্যের। এ বছর আশা করছি ১০ লক্ষ টাকা হবে। তাদের মার্কেটিং-এর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় সুবিধা করার চেষ্টা করছি এবং জাতীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত এগজিবিশন হয় সে সকল এগজিবিশন-গুলিতে আমরা হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টসের জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি। এই বছর প্রায় ৬ মাস আমাদের এগজিবিশনের মধ্যে কাজ কর্ম করতে হয়। এছাড়া টি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করছি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৫ হাজার একর থেকে ৮ হাজার একর পর্য্যন্ত টিলা ভূমিকে চা বাগানের আওতায় নিয়ে যাব। তার মালিকানা হবে সাধারণ শ্রমিক এবং টি ডেভলেপমেণ্ট কর্পোরেশন সেইজন্য আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কর্পোরেশন গঠনে সাহায্য করছে। যারা বেসরকারীভাবে ইণ্ডাষ্ট্রি করতে চায় তাদের নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যও চেষ্টা আছে। এরমধ্যে আমাদের জুট মিল চালু হয়ে গেছে। এখন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বেইল, পাট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যখন আমাদের জুট মিল পুরো মাত্রায় চালু হবে তখন ৬৫ হাজার বেইল পাট আমরা এই জুট মিলে ব্যবহার করতে পারব। তাতে বছরে ১৪ হাজার মেট্রিক টন চট উৎপন্ন হবে। এই সামান্যটুকু করতে আমাদের ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ

টাকা খরচ হয়েছে। পুরো মাত্রায় যখন প্রোডাকশন শুরু হবে তখন ২ হাজার শ্রমিক তাতে কাজ পাবে। এছাড়া কাগজ কল সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্র থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে এবং আমরাও দিল্লীর সঙ্গে পারস্যু করছি। কাজেই ত্রিপুরার মত জায়গায় নানাদিক থেকে শিল্প গড়া প্রচণ্ড অসুবিধাজনক এবং শিল্প গড়ে তুলতে বানিজ্যিক ভিত্তি সব সময়ে দরকার হয়। বানিজ্যিক ভিত্তি ছাড়া কোন শিল্প চলতে পারে না। প্রোডাকশনের সঙ্গে কমার্শিয়েলের সাইডটাও খুব যুক্ত। সে দিক থেকে বিচার করলে আমাদের বাজারটা ত্রিপুরার বাহিরে এবং ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের যে যোগাযোগ রেল লাইনের, যে যোগাযোগ ট্রান্সপোর্টের এবং যে সাবসিডি আমরা পাই, তাতে আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। তবুও আমরা এই ৩ বছরে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আলাপ আলোচনা করেছি, আমাদের সাধ্যমত চেষ্টাও করেছি যেখানে শিল্প নেই সেখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য। এরকম একটা উদ্যোগও এখানে সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পের জন্য দরকার শান্তি, সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ কিন্তু আমরা গত জুন মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে দেখলাম যে এই রাজ্যে শুধু রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টিই নয়, এই রাজ্যের অগ্র-গতিকে নষ্ট করার জন্য একটা গভীর চক্রান্ত চলছে। সে চক্রান্ত শুধু শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে নয় এই রাজের গরীব মানুষের বিরুদ্ধেও চক্রান্ত। এই রাজ্যে একটা সুষ্ঠ প্রশাসন চলুক, একটা গভর্ণমেণ্ট থাকুক, সেটা তারা চায় না। বামফ্রন্ট সরকার যেদিন থেকে সরকারে আসে সেই দিন থেকেই চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন এবং পেশ করতে পেরেছেন তা কিন্তু যারা চক্রান্তকারী, এদেশে যারা সাম্রাজ্যবাদীর চর, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইন্দিরা গান্ধীর ছায়ানট, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এই বাজেট সেসনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে বাজেট পেশ করতে না পারে। সে জন্য চক্রান্ত। শচীন বাবুর রাজত্ব থেকে যাদের জন্ম, সুখময় বাবুর কোলে পিঠে যারা মানুষ, নানাভাবে লালিত পালিত তাদের চক্রান্ত সেদিন থেকে, যেদিন থেকে আমরা সরকারে এসেছি। জরুরী অবস্থার সময়ে আমরা দেখলাম যে আমরা যখন ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে লড়াই করতে গিয়ে জেলে যাই তখন তারা জামাইএর মত ত্রিপুরায় ঘুরে বেড়ায়, ইংরেজী স্কুল খোলে। বামফ্রণ্ট সরকার যেদিন ঘোষণা করল যে ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হল এবং ঘোষণা করল যে জমি হস্তান্তর বন্ধ, জমি ফেরৎ দিতে হবে, আরও বলা হল যে ষষ্ঠ তপশীল দেওয়া যাচ্ছে না তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার বিকল্প স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং তা দেওয়া হবে। যেদিন থেকে ঘোষণা করা হল যে ২৯টা পদ রাখা হবে চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং এই প্রতি-শ্রুতি দিয়ে যেদিন আমরা সরকারে এলাম সেদিন ট্রাইবেলদেরকে এই বলে উত্তেজিত করা হল যে, তোমরা অস্ত্র ধর, অস্ত্র ছাড়া তোমাদের মুক্তি নেই। আরও বলা হল যে বামফ্রন্ট সরকার বাঙালীর সরকার বাঙালীর দালাল, তোমাদের দাবী দাওয়া মানবে না। অতএব তোমরা অস্ত্র ধর, ত্রিপুর সেনা গঠন কর, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী গঠন কর, এর মধ্যে যারা খৃষ্টান তারা টি. এন. ভি গঠন কর এবং তারা চট্টগ্রাম গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসবে। তারা ট্রাইবেল এলাকায় সরকার গঠন করল এবং ঘোষণা করল যে ট্রাইবেল এলাকায় বামফ্রণ্টের কোন মন্ত্রী,

এম. এল. এ. যেতে পারবে না, কোন গ্রামে ঢুকতে পারবে না। তারা একটা সরকার গঠন করেছে তার চেয়ারম্যান শুনেছি, পত্র-পত্রিকায় দেখেছি হরিনাথ দেববর্মা এবং তার ফরেইন মিনিষ্টার হলেন বিজয় রাংখল। প্রথম বছর ওদের চক্রান্ত, আমরা যখন ঘোষণা করলাম যে ট্রাইবেলদেরকে ৪ দফা দাবী দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত রকমের কর্মসূচী যখন হাতে নেওয়া হল তখন ওরা ঘোষণা করল, না, আমরা যুদ্ধ চালাব, অস্ত্র ধরব। তারা পেরেলাল সরকার গঠন করল। ২য় বছর আমরা যখন কাজকর্ম শুরু করলাম তখন লালডেঙ্গার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, দিল্লীতে যোগাযোগ। তারপর, তার আশীর্বাদ নিয়ে দশদা, কাঞ্চনপুর, অমরপুর, আনন্দ-বাজারে বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আক্রমণ করল। তারপর ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে আমরা যখন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ঘোষণা করলাল, তখন তারা ঘোষণা করল যে এই রাজ্যে বিদেশী আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব্ অর্ডার বলেছন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন, এটা অত্যন্ত পুরানো ঘটনা। আমরা এই হাউসে বলেছিলাম যে এটার সঙ্গে এই রাজ্যের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই হাউসের প্রেসিডিউর সম্পর্কে ওনার জানা থাকলে উনি এই সমস্ত বলতেন না।

(সদস্যবৃন্দ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।)

শ্রী অনিল সরকার :—তখন ঘোষণা করা হল যে এই রাজ্যে বহু বহিরাগত আছে, বহু বিদেশী আছে যারা ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবরের পরে ঢুকেছে তাদেরকে তাড়াতে হবে। এই জন্য তারা অফিস ঘেরাও, বি.ডি.ও, অফিস অভিযান এবং গঠন করা হল জয়েন্ট এক্শান কমিটি বিজয় রাংখল নগেন্দ্র জমাতিয়ার নেতৃত্বে। এই ভাবে তারা আক্রমণ করে। "আমরা বঙ্গালী" প্রথম বছর বলে যে আমরা বাঙালী-স্থান চাই, বামফ্রন্ট ট্রাইবেলদেরকে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ দিয়ে দিচ্ছে, ওরা ট্রাইবেলদের দালাল এবং যেখানে বাঙালা আছে সেখানে বামফ্রন্ট যেতে পারবে না। এই জন্য তারা ১৯৭৮ সালে চিলড্রেন পার্কে মার্চ পাশ করল, জমায়েত করল আর বলল যে আমরা বৃহৎ বঙ্গ চাই এর বিরুদ্ধে যারা তাদের গলা কাটার মধ্যে কোন পাপ নেই এটা আমাদের ধর্ম যুদ্ধ। ১৯৭৯ সালে তারা অমরপুরে এবং তেলিয়ামুড়ায় বামফ্রন্টের জনসভা আক্রমণ করে। তারা বলল যে কোন বাঙালী বামফ্রন্টের জন-সভায় আসতে পারবে না তাই তারা রাস্তায় গাছ কেটে ফেলল, পুলে আগুন দিল। এইভাবে তারা একদিকে উপজাতিদেরকে, অন্য দিকে বাঙালীকে উস্কানি দিতে আরম্ভ করল। এক-দিকে "আমরা বাঙালী" বলছে স্বাধীন বাঙালীস্তান চাই, আরেক দিকে উপজাতি যুব সমিতি বলছে "স্বাধীন ত্রিপুরা" চাই। মধ্যখানে কংগ্রেস(ই) কোন্ দিকে আছে বুঝা যায় না। একবার এটাকে সমর্থন করে, আরেক বার ঐটাকে সমর্থন করে। লোকসভা নির্বাচনের পর সব পরিষ্কার এবং এই দাঙ্গা ওরা মিলিত-

ভাবে করেছে। আমরা সেদিন এদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেনি, মানুষের মুখোমুখি এই ৩টা শয়তানের কাণ্ডকারখানা তুলে ধরতে পারিনি। এই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে মান্দাইর, হদ্রাইয় মানুষ দেখেছি যে কারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের এবং নিজের পরিবারের লোকদের গলা কেটেছে, কারা এই রাজ্যের শত্রু এবং কার হাতে কে খুন হয়েছে। আমরা মার্কসবাদী কমিউ-নিষ্ট পার্টির, বামফ্রন্টের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন কর্মী, এই জল্লাদের ভূমিকায় ছিল কিনা কোন প্রমাণ নেই। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এরা কারা। কংগ্রেস ভবনের বারান্দায় উপজাতি যুব সমিতির অফিস। [illegible] তারিখে তারা আবার বয়কট করল, কংগ্রেস(ই) তাতে সমর্থন জানাল। আবার ২১ তারিখে কংগ্রেস(ই) সচিবালয় অভিযান করল রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবীতে তাতে উপজাতি যুব সমিতি সমর্থন জানাল। কাজেই সব মিলিয়ে একটা মাত্র চক্রান্ত ছিল বামফ্রন্টের পতন এবং এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই ৩টা দলের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতির শাসনের, যাতে এই সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সেসনে এই বাজেট পেশ করতে না পারেন। এই চক্রান্তের ৩টা মুখ, "আমরা বাঙ্গালী" কংগ্রেস(ই) ও উপজাতি যুব সমিতি আর তাদের একটা মাত্র গলা। কিন্তু আজকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ আজ অনেক সচেতন। এই বিধানসভা বসবার আগে তারা বলেছিল আমরা এই বিধানসভা বয়কট করব, আমরা পদত্যাগ করব। ১২ তারিখ জমায়েত করে জনসভায় বলব যে এই আমরা বিধানসভা ছাড়লাম। কিন্তু তাতে শ্রীমতি গান্ধীর ইচ্ছা নেই, কংগ্রেস(ই)র ইচ্ছা নেই কারণ পদত্যাগ করলে পরে অকালে এম, এল, এ, গিরিটা চলে যাবে, পেনসনটা আর পাওয়া যাবে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সবচেয়ে বড় এচিভমেণ্ট হলো এই তিন বছরে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের চেতনাকে অনেক বলিষ্ট হবার জন্য, সত্য মিথ্যাকে বিচার করবার জন্য আমরা সুযোগ করে দিয়েছি। আজকে মানুষ বুঝতে পারছে যে কে তাদের শত্রু, কে তাদের মিত্র। সুতরাং এই যে বাজেট, এই বাজেট আগামী দিনে গরীব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো উন্নত করবে। সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের অবস্থার উন্নতি করাই হলো এই বাজেটের লক্ষ্য। কাজেই আমি এই বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা সমর্থন করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার— আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিবেকান্দ ভৌমিককে বাজেটের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধান সভায় ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্যে বাস করছি। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে। বাজেট হচ্ছে—যে শ্রেণী ক্ষমতায় থাকেন তাদের শ্রেণী চেতনার একটি বাহ্যিক প্রকাশ। যার মধ্যে তিনি কোন শ্রেণীর পক্ষে কাজ করবেন. তার পরিচয় পাওয়া যায়। আজকে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখে আসছেন যে

দিল্লী থেকে একই কায়দায় বাজেট পেশ হচ্ছে আর সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্ন ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে। প্রতিটি রাজ্যেও দিল্লীর অনুসরণে একই কায়দায় বাজেট বের হয়ে আসছে। ঠিক মদন মোহন পঞ্জিকার মতন। কিন্তু ত্রিপুরা, কেরালা এবং পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার সারা ভারতবর্ষে এক নজির সৃষ্টি করেছেন, এক নতুন ধরণের বাজেট বের করে। তাদের এই বাজেট কোটি কোটি মানুষের কথাই চিন্তা করে তৈরী করা হয়েছে। ফলে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এক দারুণ সাড়া পড়ে গেছে। আর কাঁপন ধরেছে সেই সামন্ততন্ত্রের ধারক ও বাহক যারা, তাদের। ভূমিকম্প আসার আগেই যে সকল প্রাণী গর্তে থাকে তারা আগে টের পায় যে ভূমিকম্প আসছে। ঠিক তেমনি পুঁজিপতিদের বাক্সো যারা এতদিন বন্দী ছিলেন তাদেরই আজকে কম্পন ধরেছে। তাই তারা আজকে সেই বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে এর প্রতিবাদ করছেন। এটা আমরা বুঝতে পারছি আমাদের বিরোধীদের কার্য্যকলাপ দেখে। আমাদের মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই বাজেটের বিভিন্ন দিকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তারা বাজেটটি পুরাপুরি পড়েন নি বা দেখেন নি। কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেটের প্রথম পৃষ্ঠায়ই বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষদের উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন তা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন কেন্দ্র সেই পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারকে দিচ্ছেন না। অর্থাৎ কেন্দ্রের ইচ্ছা যে এই গরীব মানুষগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। কারণ ত্রিপুরার গরীব মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য যে ফুড-ফর-ওয়ার্কের কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন সেই ফুড-ফর-ওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় চাল, গম ইত্যাদি ঠিক মতন সরবরাহ করছেন না কেন্দ্র। অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিছুই বলেন নি। তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই উহাকে এড়িয়ে গেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটের উপর আমার স্বাস্থ্য দপ্তর এর বিভিন্ন কাজ কর্ম সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই বিধান সভায় আমাদের মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে চিকিৎসার সম্প্রসারণ করেন নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, তাঁরা কি উপজাতিদের জন্য কোন চিন্তা করেন না বা উপজাতিদের এলাকায় কোনদিনই তাদের প্রবেশ হয়নি? যদি হতো তবে তারা আর এরকমের কথা বলতেন না। সুতরাং আমি সেই বিরোধী সদস্যদের জানার জন্য শুধু কয়েকটি জায়গার নাম করছি যেখানে আমরা চেষ্টা করেছি গরীব উপজাতিদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। যেমন, আমরা চেষ্টা করছি—অভিচরন বাজার, চাম্পাহাওর জুলাই বাড়ী, রাজনগর, উত্তর মহারানী, করমছড়া, সালছড়া, বলরামপুর, পাকা, রোওমা, খেদাছড়া, সাতনালা, রতননগর, করবুক, তুলামুড়া, ধলাছড়া, লালসিং মুড়া, গাবর্দি ইত্যাদি। আমি মাত্র কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করলাম। আমার মনে হয়, আমার উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা মনে করেন না যে ঐ সকল এলাকায় উপজাতিরা বাস করেন। আমার বিশ্বাস তারা ঐ অঞ্চলে যেতে পারেন না। কারণ, ওদের সেখানে পরিচয় মানুষ বিরোধী বলে। সেই জন্য তারা বলছেন যে ঐ অঞ্চলের উন্নতি হলে ত্রিপুরার উপজাতিদের কোন উন্নতি হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে কর্মসূচী নিয়েছি তার জন্য আমরা আরো টাকা চাই। অনেক বিষয়ে টাকা আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু ষষ্ঠ প্ল্যানে সেই টাকা মঞ্জুর করা হয়নি। তবে আমাদের স্বল্প ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যা করেছি আমার মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে বিগত ত্রিশ বছরেও তা হয়নি। চিকিৎসার এইরূপ ব্যবস্থা আগে আর কখনও নেওয়া হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর চিকিৎসকদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে বর্ত্তমানে হয়েছে ১০৮ জন। আর আমাদের হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বেড়েছে ১১১৩ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত। আমরা মফঃ-স্বলের হাসপাতালে ডেন্টিস্ট নিয়োগ করেছি। সারা ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি নার্সের অভাব রয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি অনেক বেশী নার্স বের করার জন্য এবং দিল্লী থেকে দরবার করে নার্সের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছি। বর্ত্তমানে নার্সের সংখ্যা ১০৭। জুনিয়ার নার্সের সংখ্যা ৩০৭ এর জায়গায় ৩৬২ হয়েছে। এখানে নার্সের একটা নতুন ফ্রন্ট সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন সময়ে বিধানসভার অনেক মাননীয় সদস্য বলেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত, যারা হাসপাতালে আসে তাদের পর্যাপ্ত ঔষধ দিতে পারিনা। তার কারণ আমরা যে টাকা দিল্লী থেকে পাই সেই টাকায় পর্যাপ্ত ঔষধ দিতে পারি না। আমরা একটা কমিটি বসিয়েছিলাম। দেখা গেছে যদি সমস্ত রোগীকে ঔষধ দিতে হয় তাহলে দুই কোটি থেকে আড়াই কোটি টাকা লাগবে। কিন্তু আমরা সেই টাকা পাই না। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা প্রত্যেক রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে পারি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ত্রিপুরায় যে হাসপাতাল রয়েছে সেগুলি যথেষ্ট নয়। আমরা চাই শয্যা সংখ্যা আরও বাড়িয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা যে টাকা পাই তাতে শুধু ডায়েটের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু ২০ লক্ষ লোককে খাওয়াবার জন্য এই টাকা যথেষ্ট নয়। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও টাকা চাওয়ার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চেষ্টা করছি সারা ত্রিপুরায় যাতে নাকি ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো যায়। সে জন্য হাউস সার্জেনের কাজ চালু করেছি যা [illegible] প্রায় ৫ জন ডাক্তার জি. বি, হাসপাতালে ট্রেনিং নিতে পারেন। আমরা পশ্চিম জেলায় জেলা হাসপাতাল চালু করতে যাচ্ছি। এবং গ্রামীন মানুষের জন্য তিনটে মিনি [illegible] স্বাস্থ্য [illegible] করা হয়েছে এবং এর জন্য টাকাও ব্যবস্থা করেছি।

আমাদের ত্রিপুরায় গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একটা কম্যুনিটি হেল্থ সার্ভিস বলে একটা নতুন ব্যবস্থা চালু করেছি। সেখানে প্রত্যেক এক হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন করে ভলান্টিয়ার থাকবে। এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য যাতে ডাক্তারের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তার জন্য ডাক্তারদের একটা আলাদা মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। আমরা বিনা পয়সায় রক্তদানের ব্যবস্থা করেছি। গরীব অনেক লোক রোগীদের জন্য রক্ত কিনে রোগীদের চিকিৎসা করতে পারে না। সেই জন্য আমরা জি, বি, তে ব্লাড ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করছি। টি, বি, রোগীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা আমরা করেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষ শুধু নয়, সারা পৃথিবীর একটা ভয়াবহ রোগ হচ্ছে ক্যানসার। মুমূর্ষু মানুষের অসহায় অবস্থা দেখতে হয়। চিকিৎসা করা যায় না। আমরা দেখছি ক্যানসার হসপিটেলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরায় এই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যখন সংগ্রাম করে চলছে এবং যখন সর্ব্বতোভাবে গরীব মানুষের কল্যাণে অর্থ বরাদ্দ করতে চাইছে, তখন এখানকার একটা বিশেষ গোষ্ঠী, তাদের জমিদার বলে গিয়েছে যে যতক্ষণ আমি ফিরে না আসছি ততক্ষণ পাহাড়া দাও। কিন্তু যিনি চলে গিয়েছেন তিনি আর আসবেন না। এরাও শেষ হয়ে যাবে বলে এরা বুঝতে পারছেন এবং তাই এরা ভয়ে চীৎকার করছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায় ভারতবর্ষের কোটি কোটি গরীব মানুষ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন এর মধ্যে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য ছিল অতিরিক্ত যে ঘাটতি ছিল সেটা কিভাবে পূরণ করা হবে। হয়ত কর বসিয়ে সেটা ব্যবস্থা করা হবে। বাজেটের ১৩ পৃষ্ঠায় ১১নং ধারায় শেষ তিনটা লাইনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেটা তাঁদের পড়ে দেখতে বলব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করে এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমার ভাষণ শেষ করছি।

শ্রীআরবের রহমান—মাননীয় স্পীকার' স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ১৩.৩.৮১ ইং তারিখে ১৯৮১-৮২ সালের যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানাই। আমরা বাজেটটি দেখলেই দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের কল্যাণের জন্য এই বাজেটটি তৈরী করা হয়েছে। যেমন, কৃষি খাতে এই বাজেটের একটা বিরাট অংশ ধরা হয়েছে। আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরার মানুষ যাতে খাদ্য সংকট পরিত্রাণ পায় এবং খাদ্যের ব্যাপারে আমরা যাতে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠি, তার দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি খাতে বেশীর ভাগ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। আবার এই কৃষি কাজ করতে হলে, আমাদের বীজ, সার এবং পোকার ঔষধ কিনতে হবে এবং সেগুলি যাতে ভর্ত্তুকী দিয়ে আমাদের কৃষকরা কিনতে পারে, তার ব্যবস্থাও এই বাজেটের মধ্যে আছে। এই ভর্ত্তুকী দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, আমাদের কৃষকদের কৃষি কাজে সহযোগিতা করা এবং তাদের কৃষিকাজে উৎসাহিত করে তোলা। আমাদের রাজ্যে এমন কৃষক আছে, শিক্ষায় দীক্ষায়ও উন্নত, কাজেই তাদের কৃষি কাজে শিক্ষিত করে তোলার দরকার আছে এবং তারা যাতে হাতে কলমে কৃষি কাজ শিখতে পারে, সেজন্য আমাদের বিভিন্ন মহকুমা অথবা ব্লকগুলিতে কৃষি মেলার আয়োজন করা হয় এবং যে সব কৃষক ঐ সব মেলায় উপস্থিত হয়, তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিগত দিনে আমাদের যে সমস্ত কৃষক কৃষিকাজ করার জন্য সরকার থেকে কৃষি ঋণ নিয়েছিল। সেই সমস্ত ঋণ, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে আসার পর মকুব করে দিয়েছি। বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখেছি যে সরকার

লেভির নাম করে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের গোলা থেকে ধান নিয়ে এসেছে আর কৃষকরা বাধা দিলেই, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নেমে এসেছিল। রুজ্জার জবরদস্তি করে কৃষকদের গোলা ভেঙ্গে ধান, চাউল নিয়ে আসার ফলে অনেক কৃষক পরিবারকে তখন অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ঐ লেভী প্রথা উঠিয়ে দিয়েছে, ফলে এখন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি কৃষকের ঘরে ধান চাউল থাকে এবং প্রয়োজনে হাটে বাজারে সেই সব ধান চাউল তুলে বিক্রি করে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত কৃষক আছে, তাদের ধনী কৃষক বলা চলে না, তার শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগই ভূমিহীন। এবারকার বাজেটেও ভূমি সংরক্ষনের জন্য অনেক টাকা ধরা হয়েছে, আমরা ঐ টাকা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক উন্নয়ন এবং প্লেনটেশান ইত্যাদি করার জন্য অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। বর্ত্তমান বছরেই আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে সামাজিক বন উন্নয়নের জন্য পয়সার বিনিময়ে গাছের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করেছি। এর আগে সামাজিক বন উন্নয়নের কোন ব্যবস্থাই ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। আগে কেউ যদি কোন রকম গাছ লাগাতো, তার জন্য কোন পয়সা দেওয়া হত না। গাছ হচ্ছে মানুষের উপকারী বন্ধু চারণ গাছ না থাকলে ভূমি ক্ষয় নিবারণ করা যায় না, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমে যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যার এবং অনেক ক্ষেত্রে ভূমি মরুভূমির আকার ধারণ করে। কাজেই বন উন্নয়নের জন্য যা কিছু করা হচ্ছে, তার সবটাই মানুষের উপকারের জন্য করা হচ্ছে, বিশেষ করে কৃষকদের উপকারের জন্যই করা হচ্ছে। এছাড়া এই বন উন্নয়নের জন্য অথবা যেখানে প্লেনটেশানের কাজ হচ্ছে, সেখানে আমাদের বন দপ্তর থেকে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সেই সব এলাকাতে ফলের বাগান, জমির রিক্লেমেশান এবং পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল এবং রিং-ওয়েল ইত্যাদি করা হচ্ছে। বিগত দিনে জুমিয়াদের যেভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, আমি নিজেই অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছি, তাদেরকে যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন লোককে দেখতে পাই নি। ১৯৭৮ সালে আমরা সরকারে এসে তাদের ভাল ভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, তারা যাতে স্থায়ীভাবে সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে, সেই চেষ্টাও আমরা করছি। বিগত দিনে জুমিয়াদের যেভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা কোন কিছুরই অধিকার পায় নি, তারা যাতে অধিকার পায় এবং তার জন্য যে সমস্ত অসুবিধাগুলি আছে. সেগুলি দূর করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং পরিকল্পনা নিয়েছি। আর বিরোধী দলের সদস্যরা সেদিন বলেছিলেন যে অনেক জুমিয়া পরিবার যাদেরকে বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের অনেকেই উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ডম্বুর এলাকার রাইমা শর্মাতে ডম্বুর প্রকল্পের জন্য যে উপজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা নতুনভাবে চেষ্টা করছি, তারা যাতে রাবার প্লেনটেশান যেখানে যেখানে হয়, সেখানে পুনর্বাসন পেতে পারে, তার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু ঐখানে তারা বলছে যে, তোমরা সেখানে যাবে না, সেখানে গেলে তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হবে। তাদের সেখানে আসার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করছি, তবু তাদের আনতে পারি নাই। এবং এই দিক থেকে বাজেটে তাদের পুনর্বাসন যাতে দেওয়া যায় আমরা সেই ব্যবস্থা রেখেছি। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে আগে আমরা দেখেছি যে এখানকার ছেলেরা মেট্রিক পাস করার পর এখানে তাদের কলেজে পড়ার আর কোন সুবিধা ছিল না।

মি: স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী আরবের রহমান :— মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করছি। কোন কলেজ ছিল না তাদের বি. এ, এম. এ পাস করার জন্য তাদের পশ্চিম বঙ্গে যেতে হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এখানে কয়েকটি কলেজ চালু করেছেন এবং অনেকগুলি হাই স্কুল এবং বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় করেছেন এবং বিরোধী দল যেমন বলছেন, যে ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা পাস করেছে তারা বেকার হয়ে আছে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যার পাশ করে আছে তারা '৮০ সালে পাশ করেছে। বামফ্রন্ট আসার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে এবং আগামী ৫ | ৭ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে অনেক শিক্ষিত লোক বের হয়ে যাবে। আর যারা পাশ করেছেন তাদের আমি বলব যে তারা যদি ইন্টারভিও দেয় তাহলে তারা চাকরী পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে ১৯৮১-৮২ সালের বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিছি।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: স্পীকার— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য রাখার আগে আমি একটা অনুরোধ করতে চাই। বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা আজকেই যাতে শেষ হয় সেজন্য হাউসের সময় আরও আধা ঘটা সময় বাড়ান হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী— আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার ১৯৮১-৮২ সালে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার উপর বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি সেই সব সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি আমার বক্তব্য ২ | ৩টি বিষয়ের উপর রাখব। প্রথমত আমাদের বাজেট লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে হাইয়েষ্ট প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছে কৃষির ক্ষুদ্রি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর যেমন এনিমেল হাজবেণ্ডী হর্টিকালচার ইত্যাদি। এই সব দপ্তরগুলির কাজকর্ম একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে স্থির করা হয়েছে এবং এই সব দপ্তরগুলি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা তাদের কাজ করে যাবেন। সেটা হচ্ছে—প্রধানত ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোকই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। তারা কারা? তাদের মধ্যে আছেন ভূমিয়া, ভূমিহীন, এবং একেবারে নীচের তলার মানুষ। এই যে অংশ, এই অংশের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদেরও ২ একর বা ৫ কানি বা তারও কম জমি আছে এবং সেই জমির মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ জমিই হচ্ছে টিলা জমি. যে

জমিতে এখন পর্যন্ত,—এই হাউসে হিসাব দেওয়া হয়েছে যে, শতকরা ৫।৬ ভাগ জমিতে সারা বছরের জন্য জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। এক মাত্র বৃষ্টির জল পেলে ফসল হয়, আর বৃষ্টি না হলে ফসল হয় না। এই রকম জমির মালিকদের কি করে উন্নতি করা যায় তাদের কি করে অন্ততঃ এক বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের সময় এদের মধ্য এমন একটা সময় আসতো যখন ২ শত, ৩ শত বা ৪ শত মারা যেত। সেই অংশের মানুষকে কি করে রক্ষা করা যায় সেই কথা চিন্তা করেই কৃষি দপ্তরকে ঢেলে সাজান হয়েছে। যেহেতু, ত্রিপুরার শতকরা ৫০ ভাগ টিলা জমি এবং সেই সব জমিতে আজও জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। আগেই যেখানে একটা ফসল হত আজ সেখানে তিনটা ফসল হচ্ছে। একই সঙ্গে যাতে ৩টা ফসল করা যায় সেই সব সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে সরকার থেকে ভতুকী দেওয়া যায় সেই রকম পরিকল্পনা এখানে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—আমাদের এখানে আগে গম হত না। তারপর পরীক্ষানীরীক্ষা করার পর দেখা গেল যে গমের জন্য বেশী জলের দরকার পড়ে না এবং আমাদের ত্রিপুরাতে গম হতে পারে। অপর দিকে আমাদের একটা ধারনা আছে টিলা জমিতে ধান হয় না এবং মানুষ এর টে্ডিশনের ক্রপের দিকে ঝোক থাক। সব টিলা জমিতে ধান হবে তার গেরাণ্টী নাই যদি জলের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ধান হবে না সেই সব টিলা জমিতে অন্য ধরণের ফসল— ক্যাশ ক্রপ করা যায় কি না।

সেইসব জায়গায় রাবার, চা-বাগান আরও বাডানো যায় কিনা আমরা চেষ্টা করছি। এই সব জায়গায় ইত্যাদি করা যায় কিনা, সেটাও চিন্তা করা হচ্ছে। যে সব জায়গায় আমাদের কিছু গাছ আছে সেই সব গাছের নীচে গোল মরিচ এবং বিভিন্ন জিনিষ আমরা করতে পারি। এইগুলির বাজারও যথেষ্ট আছে। এই ধরণের একটা পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা শুনেছেন যে আমরা জুমিয়া, ভূমিহীনদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করছি। বর্গাদার জুমিয়া তারা যাতে যথেষ্ট চাষবাস করতে পারে এবং তাদেরকে উচ্ছেদ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সয়েল কনজার্ভেশন-এর মধ্যে ভূমি সংস্কার করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটা নূতন জিনিষ এখন আমরা গত বৎছর থেকে করছি। এবং এবার প্ল্যানিং কমিশন থেকে আরও বেশী অর্থ পাওয়া গেছে, সেটা হল মিনি ব্যারেজ। এর অর্থ হল, আমাদের এখানে বহু পাহাড় আছে। সেখানে দুই টীলার মধ্যে একটা বাঁধ দিলে দুইটা টীলার মধ্যে জল সংরক্ষণ করা যায়। সেখানে মাছের চাষ করা যায়, পাট ভেজানোর জন্য জায়গা করা যায়, সেই জল আমাদের সেচের কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিছু দিন আগে ছেলেমা ব্লকে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু লোক আমাকে এসে বললো যে আমরা আঠারমুড়াতে কয়েকটি মিনি ব্যারেজ করেছি আমাদেরকে মাছের পোনা দিন। এক লক্ষ মাছের পোণা সংগে সংগে তাদেরকে দিয়ে দিলাম। এই জিনিষ কিন্তু ত্রিপুরায় কোন দিন হয় নাই। এই জুমিয়াদেরকে জুমের উপর নির্ভর করতে হত। কোন কারণে জুমের ধান নষ্ট হলে তাদেরকে ঘট বাটি বিক্রী করে মহাজনদের

কাছ থেকে ঋণ করতে হত। আজকে তারা মহাজনদের কাছে যাচ্ছে না। এই জিনিষগুলি আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা দেখছেন না কি পরিবর্ত্তনটা হয়েছে, কি, প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এক সংগে তো সব একেবারে মন্ত্রের মত হয়ে যেতে পারে না। ম্যাছিভ ইরিগেশন প্রোগ্রাম আছে। জলসেচের জন্য যে প্রোগ্রাম আছে তার সঙ্গে তুলনা হয় না। তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাম্পসেট বসানো যায়। তার জন্য বিদ্যুতের দরকার। কারণ ডিজেলের সংকট আছে। বহু জায়গাতে আমরা ডিজেল দিতে পারি না। যার ফলে জলসেচের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত যায় না। এই জিনিষটা আপনারা লক্ষ্য করবেন, বিদ্যুত কোন কোন জায়গায় আমরা পাঠানোর জন্য চেষ্টা করছি। যে সব জায়গায় যেখানে জলসেচের জন্য ডিপ টিউবওয়েল দরকার, সেই সমস্ত জায়গাতে বড় হর্স পাওয়ারের পাম্পসেটের দরকার হয়, সেখানে মেশিনগুলি অপারেট করার জন্য বিদ্যুতের দরকার হয় সেখানে আমাদের বিদ্যুত পাঠাতে হয়। আমরা প্রচুর পুকুর করেছি। সেই পুকুরগুলিতে মাছের চাষ হয়, আবার জলসেচের কাজেও ব্যবহার করা হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ফ্লাড কনট্রোলের ব্যবস্থা আমরা করেছি। যেমন, বিলোনীয়া টাউন। সেখানে স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি, যেখানে বার বার জলে সেই টাউন প্লাবিত হয়, আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন একেবারে সমগ্র টাউন বিপন্ন হয়ে গেল, এত বড় বাঁধ দেওয়া যেতে পারে। সেখানে আজকে সবাই নিশ্চিন্ত যে বন্যায় আর কষ্ট হবে না। তেমনি কমলপুর টাউন, সেখানে বার বার বন্যা হয়েছে। এখন কেউ বলতে পারবে না কমলপুর টাউনে বন্যা হবে। আজকে কৈলাশহর টাউন, টাউনটা বন্যায় প্রায় খেয়ে ফেলেছিল, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে যাতে টাউনকে রক্ষা করা যায়। বাংলাদেশ বাঁধ দিচ্ছে, তাদের সংগে আমাদের বাঁধের যুদ্ধ চলছে। অবশ্য এই যুদ্ধ বাংলাদেশ যেটা চাচ্ছে সেটা নয়। এখানে আমাদের শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমরা বাঁধ দিচ্ছি। সেই লড়াইয়ে আমরা জিতেছি। আমাদের একটা বাঁধও ভাংগে নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে আমরা ছোট ছোট পাম্পসেট দিচ্ছি এবং দরকার হলে আরও দেব। আমরা এখন পাওয়ার টীলার আনছি। পাওয়ার টীলার আনছি এই কারণে যে, গরীব অংশের মানুষের সুবিধা হবে। বিশেষ করে যারা হালবলদ রাখতে পারে না। ডম্বুর বাঁধে যারা উদ্বাস্তু হয়ে চেলাগাংগে আছে তাদের অনেকেরই হালবলদ রেখে চাষ করার মত জমি নেই। তাই হালবলদ বিক্রী করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের খেতে হবে বাঁচতে হবে, তাদেরকে দায়ী করা যায় না। সেখানে পাওয়ার টীলার দিলে ১৫ শো টাকা খরচ করে তাদের হালবলদ কিনতে হবে না। বাংলাদেশের কাছে থাকলে বলদজোড়া খোয়া যাবে। এই সমস্ত জায়গায় আমরা পাম্পসেট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি। সেইজন্য আমরা রোরেল ইনজিনীয়ারিং ডিভিশনকে শক্তিশালী করছি। পাম্পসেট চালানোর জন্য, পাওয়ার টীলার চালানোর জন্য ডিপ-টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য গ্রামের মধ্যে সেই লোক থাকলে গ্রামের মধ্যে সেই লোককে ট্রেনিং দেওয়া হবে। গ্রামের ছেলে গ্রামের মধ্যে থেকে দেশের

কাজ করবে। এই সমস্ত কাজ আমরা বিভিন্ন জায়গায় করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জমিতো খাওয়ার জিনিস নয়। জমি চাষ করতে পয়সা লাগে। তার জন্য টাকা পাবে কোথায়? তারজন্য মহাজনের কাছে ঋণের জন্য যেতে হত। এইভাবে গরীব কৃষকরা ফসলের অধিকাংশ ভাগই মহাজনকে দিয়ে দিত। সেই সমস্ত জায়গায় আমরা নিয়ে যাচ্ছি কো-অপারেটিভকে। একটা সময় আছে জুমিয়াদের, গরীব কৃষকদের যখন খোরাকির জন্য তাদেরকে ঋণ করতে হয়। সেখানে আমরা বলছি যে, খোরাকির জন্য ঋণ দেওয়া হবে। খোরাকির জন্য ব্যাংকেও ঋণ দিতে হবে। আমাদের দুটো ব্যাংক আছে যেগুলির উপর রাজ্য খবরদারী আছে। সেগুলি হল গ্রামীণ ব্যাংক ও কো-অপারেটিভ ব্যাংক। আমরা বলে দিয়েছি যে, আপনারা এই এই কাজ করবেন। দুঃখের বিষয় ব্যবসায়ী ব্যাংকগুলি এই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সাহায্য করছেন না। একেবারে করছেন না তা নয় এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, অপপ্রচার কিছু হচ্ছে যে ব্যাংকের ঋণ দিও না। এরকম যারা বলেছেন তারা মহাজনের লোক। কারণ মহাজনরা মার খাচ্ছে। এই মহাজনী নেতারা আজকে বলছে যে আমরা এই সমস্ত কাজ করে খারাপ করছি। দৈনিক সংবাদ পত্রিকা সেটাতে ৩/৪ কলমে তাদের কথা বেরুচ্ছে। মহাজনদের ক্ষতি হচ্ছে। তারা কৃষকদের পক্ষে না, জুমিয়াদের পক্ষে না। ওরা মহাজনের প্রতিনিধিত্ব করে শতকরা একজনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর শতকরা ৯৯ জনের প্রতিনিধিত্ব যারা করে তারাই এই বাজেট করেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় সীড ফার্ম করছি। কোন কোন জায়গাতে শস্য, তৈলজাতীয় বীজ আরও বেশী করতে হবে, ভাল করতে হবে। আমাদের এখানে এক সময়ে আঁখ ছিল ভাল। এখন আবার আমাদেরকে ভাল আঁখ ফলাতে হবে।

চিনির দাম বাড়ছে। আখের চারা তৈরী করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে সীডস্ ফার্মে। আমাদের কর্মীরা গিয়ে কৃষকদের মধ্যে বলবে, তুমি সীডস্ তৈরী কর। তোমাদের সীডস্ আমরা কিনে নেব। তাদের সীডস্ যদি আমাদের সরকার কিনে নেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল কিংবা অন্যান্য অঞ্চল যেখান থেকে আমরা চারা কিনে আনি তা আর না আসলেও চলবে। শুধু আঁখের চারাই নয়, গমের বীজ, ধানের বীজ সবই কৃষকরা উৎপাদন করলে সরকার কিনে নেবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার. আমরা সার যত কম পারি দিচ্ছি, বিদেশী সার। কারণ বিদেশী সার কিনতে গেলে বিদেশে টাকা চলে যায়। যদিও সারের পরিমাণ আমরা অনেক দিচ্ছি। ভর্তুকী দিয়েও আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশী সার দিচ্ছি। তবে বিদেশী সার নেব না। এখানে কি করে দেশী সার উৎপাদন করা যায় তার চেষ্টা চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু ফসল উৎপাদন করলেই চলবে না। ফসল উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ে তাতে উৎপাদন খরচ পোশাতে পারে কিনা তা দেখতে হবে। শ্রীমতি গান্ধী ত সেদিকে দেখছেন না? শ্রীমতি গান্ধী দেখছেন, কি করে চিনির দাম বাড়াতে পারবেন, কি করে মিল মালিকরা বেশী দাম পেতে পারে, কি করে আঁখের দাম বাড়ে, রাস্তা ঘাটের উন্নতি হবে, রেল পরিবহনের উন্নতি হবে তা দেখবেন না। কৃষকরা ব্যাংক থেকে যে ঋণ নেয় তার সুদ বাড়ে

অন্যান্য জিনিসের দাম বাড়ে কিন্তু কৃষকের ফসলের দাম বাড়তে পারে না। কিন্তু কৃষককে খরচ দিতে হবে, দাম দিতে হবে। সে জন্যই আমরা কৃষকের তৈরী সীডস্ কেনবার চেষ্টা করব। মাননীয় মন্ত্রীগণ তাঁদেই দায়িত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তা সত্বেও এ দিকটাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। জে. সি. আই.কে বাধ্য করতে হবে বেশী পাট কিনার জন্য। আরো জুট মিল যাতে আমাদের এখানে করতে পারি সে দিকে চেষ্টা করতে হবে। সম্প্রতি জুট মিলের অংশীদার ফিন্যান্সিয়াল ইণ্ডাষ্ট্রিকে আমরা বলেছি, এই মিলটার কাজ চালু করে আগামী বছর আর একটা মিল আমরা দাবী করব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একথা আমরা বলে এসেছি। কাজেই আমাদের ১টি নয় ২টি নয়, তিনটি মিলও যদি হয়, তাহলে সে ৩টা মিলই পাট ব্যবহার করতে পারবে। তখন আর আমাদের পাট বাইরে পাঠাতে হবে না, এবং এই-খানে আমাদের ১০,০০০ ছেলেকে আমরা কাজ দিতে পারব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুদাম আমাদের তৈরী করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্চের মধ্যে কিছু টাকা পাব আশা করেছিলাম সে টাকা আমরা এখনও পাই নি। আশা করছি, এই টাকা আমরা কিছু দিনের মধ্যেই পাব। কোল্ড ষ্টোরেজের কাজ বিলম্বিত হয়েছে, ওয়্যার হাউসের কাজে অনেক বিলম্বিত হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই বছরের কাজ-গুলি আমরা আগামী বছরই শুরু করব। প্যাক্স কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমাদের প্রচুর কাজ হচ্ছে। হোল সেল কনজিউমার্স কি রকম কাজ করছে তা আপনারা দেখেছেন। এই দু'টির কাজ কর্মের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, এই দু'টি সংস্থা বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন মাল মশল্লা যা দরকার হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জনিস যা দরকার হয়, সেগুলি তারা কিনছেন। একজন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন ইট কাটতে পারে না কি সাংঘাতিক কথা? আমার মনে হয় না, উনি কোনদিন ইট ভাঠিতে ঢুকেছেন। ইট কাটতে কয়লা লাগে, ইট সরাতে ডিজেল লাগে এই সব কথা মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত। আমরা আরো ১৫ | ২০টি ভাটি করব। মাননীয় সদস্যরা জানেন, কয়লা বা ডিজেল আমাদের এখানে হয় না। এমন অনেক জিনিস দরকার হয় যা আমাদের এখানে তৈরী হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে কয়টা বি, এল, ডবলিউ ছিল? এখন আমরা বলছি, প্রত্যেক জায়গায় পঞ্চায়েত এবং বি, এল, ডবলিউ থাকবে। একজন বি, এল, ডবলিউ দোকানও করবে, আবার অন্য কাজও করবে, তা হবে না। দোকান করবে অন্যরা। বি, এল, ডবলিউ ইণ্ডিভিজুয়েল কৃষকের কাছে যাবে তার কি প্রয়োজন তা জানবে। তার যদি সারের প্রয়োজন হয়, তার যদি জল সেচের প্রয়োজন হয়, তার যদি পাম্প সেটের প্রয়োজন হয়, সে যদি বীজ না পায়, সেখানে যদি ব্যাংক থেকে লোন না পায় সমস্ত খবর সে সংগ্রহ করে নিয়ে সেকটর অফিসারকে জানাবে। এই দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্লক অফিসার এই অফিস সরিয়ে নিয়ে যাবে। কি ছিল আগে? আমরা এখন প্রত্যেকটি ব্লককে মিনি টাউনে পরিণত করছি। এখানে সুপারেনটেণ্ডেণ্ট অব অ্যাগ্রিকালচার তার অফিস নিয়ে বসবেন, তার সমস্ত ইমপুটস্ নিয়ে, কৃষকের যে সমস্ত জিনিসের দরকার হয় তা নিয়ে বসবেন। ঠিক তেমনি কো-অপারেটিভ

বসবেন, প্রত্যেক ব্লক অফিসের কাছাকাছি ব্যাঙ্ক রাখছি, যে কোন একটি ব্যাঙ্ক থেকে যাতে কৃষকরা সুযোগ সুবিধা বেশী করে পেতে পারে সেজন্য। সেখানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্সটেনশান অফিসার, ফিশারী অ্যাক্সটেনশান অফিসার থাকবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়া কালটিভেশনের কাজ আগের মত নয় এখন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা জানেন, পূর্বে নানারকম ঝামেলা হত জুম কাটার জন্য। কিন্তু আজকে একটি ঘটনার কথাও আমার জানা নেই। আজকে জুম কাটা নিষেধ নয়। আমরা যতদিন জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে না পারছি, ততদিন জুম তারা কাটতে পারবেন। ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যেও তারা জুম কাটতে পারবেন। আজকে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তাদের দরজায় ধাক্কা দিতে হবে না। আমরাই জুমিয়াদের কাছে যাব, জুমিয়াদের আমাদের কাছে আসতে হবে না। এই ভাবেই আমরা সরকারী সংগঠন তৈরী করছি। জুমিয়াদের আজকে দালাল ধরা বন্ধ হয়েছে, টাকা দাদন দেওয়াও বন্ধ হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে এ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্‌-চেঞ্জ অফিস নিয়ে গেছি। প্রত্যেকটি লোককে নাম লিখাতে হবে। এই কথা নয় যে নিরক্ষর লোকেরা কাজ পাবে না। তাদেরও নাম লিখাতে হবে। নিরক্ষর লোকরাও কাজ পেতে পারে। ঐ ফরেষ্ট হাজার হাজার লোককে চাকুরী দিয়েছে, ঐ প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন হাজার হাজার লোককে চাকুরী দিয়েছে। এই সমস্ত কারণে কতকগুলি এলাকায় এমন কি নিরক্ষর যারা শ্রমিক তাদেরও এ্যামপ্লয়মেণ্ট এ্যাকস্‌চেঞ্জে নাম লিখাতে হবে, যাতে যে কোন সময়ে তাদের বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, ডি, সি-র চেহারা পাল্টাবে। সেই জন্য বি, ডি, সি র মত একটা লোকাল অথরিটির কাছেও আমাদের কর্মসূচী যাচ্ছে। এই সব করেও কি আমরা গরীবি হটাবার কথা বলছি? তা বলছি না। কারণ, টাকার যা দাম, কালকের খবরের কাগজে দেখলাম এক টাকার দাম হয়েছে ১৮.৩৫ পয়সা। আগে এক পয়সা যেমন ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত এখন এক টাকার নোট তেমনি ফেলে দেওয়া হবে। এটা কে করেছে? বামফ্রন্ট সরকার? পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা? কে টাকায় দাম কমিয়ে দিচ্ছে? এই যদি চলতে থাকে, তাহলে আমি বলব, জুমিয়ারা একটুখানি ধান তৈরী করবে সেই ধানের ৫।৭ মণ ধান দিয়ে তাদের একখানা কাপড় কিনতে হবে। এসব কে করছে? কে কাপড়ের দাম বাড়াচ্ছে, চিনির বাড়াচ্ছে, সর্ষের তেলের দাম বাড়াচ্ছে? যতক্ষণ এটা বন্ধ না হবে ঐ দিল্লীওয়ালারা তা কেটে নিয়ে যাবে। ওরা রাত্রে কাটে, আমরা দিনে দিই। রাত্রে কাটে বলে ওদের কেউ দেখতে পায় না। কাজেই ঐ জিনিসটি বন্ধ না হওরা পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে গরীবি হঠানোর কথা বলা চলে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি ক্ষেত্রে সমালোচনা সবচেয়ে বেশী হয়েছে। সেটি হচ্ছে, 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'। এই 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' এর প্রশ্নে মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যার ৯০০ কি. মি. বর্ডার বাংলা দেশের সঙ্গে। ইণ্টারন্যাশনেল বর্ডার। আর এক দিকে মিজোরাম যেখানে লালডেঙ্গা সাহেব অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে

বসে রয়েছেন। মাঝে মাঝে আমাদের এইখানে আসেন, হামলা করে, লুঠতরাজ করে, টাকা পয়সা নেবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয় আমাদের এইখানকার কিছু দুষ্ট ছেলেকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। এমনও হতে পারে যে অস্ত্রের ব্যবসা ওরা করছেন; হয়তো আমাদের ছেলেগুলিকে তারা বলেছে যে —'তোমরা টাকা পয়সা নিয়ে এস, আমরা তোমাদের অস্ত্র দেব।' হয়ত একটা অস্ত্রের ব্যবসা ওরা খুলে বসেছেন এবং আমার সন্দেহটা অমূলক কিনা জানিনা। এই যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে একটা দাঙ্গা হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে ডিস্টার্বর্ড এরিয়া ঘোষণা করেছিলাম সেটা এখন আমরা তুলে দিয়েছি। আমি অতিরিক্ত যা এসেছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসাম রাইফেলস ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতিরিক্ত বি এস. এফ. ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলি সাধারণ ক্রাইমস-এর সমস্যা ইকনমিক ক্রাইমস কিছু বেড়েছে, বর্ডার ক্রাইমস কিছু বেড়েছে মার্ডার কাইমস কিছু বেড়েছে, তবে দিল্লীর তুলনায় অনেক কম। দিল্লীর চেহারাটা কি? সেটা দেখবার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি পেটিয়ট পত্রিকার শেষ পাতাটি যেন উনারা পড়ে দেখেন। এই রকম এটা রাজত্ব থাকলে ক্রিমিনাল তৈরী করা ছাড়া কিছু হবে না। ওদের কারখানাতে কেবল ক্রিমিনাল ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। কিন্তু তারা রিক্সাওয়ালা নয়, দিন মুজুর নয়, জুমিয়া নয়, তারা হচ্ছে বেকার যাদেরকে উনারা বিভ্রান্ত করে রেখেছেন, হতাশাগ্রস্ত করে রেখেছেন, আমেরিকার গান শুনাচ্ছেন, বোম্বাইয়ের ন্যাংটা ছবি দেখাচ্ছেন, অপসংস্কৃতিকে তারা জীইয়ে রেখেছেন। তারাই দায়ী এর জন্য খুন খারাপি ছাড়া আজকে সিনেমার মধ্যে কিছু থাকে? খুন খারাপিতো সিনেমাই শিখাচ্ছে। একটা ছবি বন্ধ হচ্ছে? সমস্ত যুব শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে, সমস্ত যুব শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে ঐ আমেরিকার বস্তা পচা অপসংস্কৃতিকে আমদানি করে। এগুলি বন্ধ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গদিতে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, কি হুংকার ছাড়ছেন তিনি? হিটলারের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। কমিউনিষ্টকে তিনি রুখবেন। সমস্ত জায়গা থেকে বিতারিত হয়ে এখন এই উপমহাদেশের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হচ্ছে যেটা আজকে ইরানে হচ্ছে। পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে, যে অস্ত্র দিয়ে একদিকে আফগানিস্তানে ঘাঁটি করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। দিয়াগো গার্সিয়াতে ঘাঁটি করার চেষ্টা করছে। আজকে আমাদের সরকার উদ্বিগ্ন। এই বোমা তৈরী হচ্চে কোথায়? আমি শুনেছি যে, এমন হাই পাওয়ারের বোমা আমাদের ভারতবর্ষে তৈরী হয় না। সে বোমা আজকে ব্যবহৃত হচ্ছে তৈলের পাইপকে নষ্ট করার জন্য। তেলের পাইপ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পটকায় তো এত বড় মোটা পাইপ উড়ে যায় না। কোথা থেকে আসলো এই বোমা? কারা আনল এই বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন করল? কারা এই শ্লোগান তুলল যে স্বাধীন মনিপুর চাই, স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড চাই, স্বাধীন অরুনাচল চাই, স্বাধীন মিজোরাম চাই এবং 'ত্রিপুরাতে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' চাই? ঐ ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। ছেলেদের পিছনে কার হাত আছে, তাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে। তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। আমি খুশি হয়েছি যে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার বলেছেন এ

রাজ্যে দাঙ্গার পিছনে তাদের হাত ছিল। "আমরা বাঙ্গালী" যদি দাঙ্গা করে থাকে তাহলে "আমরা বাঙ্গালীর" হাত ছিল, টি.ইউ জে.এস যদি দাঙ্গা করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের হাত ছিল কংগ্রেস (আই) যদি এই দাঙ্গায় প্ররোচনা দেয়, তাহলে কংগ্রেস (আই) এর নিশ্চয়ই হাত ছিল, স্যার কত মার্ডার হয়েছে এবং তার মধ্যে কত জন ট্রাইবেল ও কতজন নন্-ট্রাইবেল তার হিসাব এই হাউস চলাকালে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের, আমরা যে খসড়া তৈরী করেছি আর কপি দেব। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যদি তার মধ্যে কোন ভুল থাকে, কোন জায়গায় যদি কারো নাম বাদ পড়ে থাকে তাহলে আপনারা সংশোধন করে আমাদের কাছে পাঠাবেন এবং তারপর সংশোধিত যে তালিকা, সে তালিকা আমরা হাউসের পরবর্ত্তী অধিবেশনে পেশ করব, আবার খসরা তালিকা মাননীয় সদস্যদের নিকট উপস্থিত করার ইচ্ছা আমাদের আছে। টি.ইউ.জে.এস., "আমরা বাঙ্গালী", নকসালিষ্ট, কংগ্রেস (আই) প্রভৃতি শক্তিগুলি আজকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে যাচ্ছে। ওরা তো গনতন্ত্র সম্মত ভাবে আন্দোলন করতে পারেন। ওরা একদিকে বলছে পুলিশ বাড়াবেন না, পুলিশের জন্য বরাদ্দ বাড়াবেন না, তখন অন্য দিকে তারা হত্যালীলা শুরু করেছে, ডাকাতি করেছে, বোমা তৈরী করে হাত নষ্ট করেছে। আজকেও আমি শুনেছি যে "আমরা বাঙ্গালীর" কিছু ছেলের হাত উড়ে গেছে। রোজ হচ্ছে। কার জন্য এই রসগোল্লা তৈরী করা হচ্ছে? না, সি,পি আই. (এম)কে রুখতে হবে। সেই রেগন সাহেবের শ্লোগান আগরতলা শহরে এসে পেঁছে গেছে, অমরপুরের জংগলে এসে পৌছেচে। কারা নিয়ে আসে এই বস্তাপচা শ্লোগান? এই শ্লোগানের কোন ভবিষৎ আছে? আজকে যারা হতাশাগ্রস্থ, যাদের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি, এটা তাদেরই শ্লোগান। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের শ্লোগান নয়। স্যার, আমরা বলেছি কিছু পুলিশ ফোর্স বাড়াতে চাই, আমরা থার্ড ব্যাটেলিয়ান খুলতে চাই। বি.এস.এফ. চেয়েছি বর্ডারকে শক্তিশালী করার জন্য। আমরা বর্ডাররোডগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি, পুলিশের যন্ত্রটাকে ট্রেইণ্ড-আপ করার জন্য লোক নিয়েছি এবং আরও মডার্নাইজ করার জন্য টাকা পেয়েছি। এইসব কাজ আমার দপ্তর হাতে নিয়েছে এবং আশা করছি সেগুলি আমরা করতে পারব। আমরা সাধারণ পুলিশ, হোমগার্ড, এমনকি চৌকিদারদেরও কিছু কিছু সাহায্য দিয়েছি। প্রয়োজনের তুলনায় সবটা আমরা করতে পারি নি। পে কমিশান রায় দিলে পর তারা হয়তো আরও কিছু সুবিধা পাবেন। তারপর স্যার, আমরা যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা করেছি, বিরোধী সদস্যরা বলেছেন তদন্ত কমিশানের কথা। তদন্ত কমিশানের দাবী কোন সময়েই দীনেশ সিং কমিটির কাছে তোলা হয় নি। এর আগেও ওরা তোলেন নি। দিল্লীতে গিয়ে পরামর্শ শিখে এসে এখন তোতা পাখীর মতন এটা বলছেন। আসামীর কাঠগড়ায় উঠার ফলেই ওদের মধ্যে কিছু আতঙ্কিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এ পর্য্যন্ত যত কেস হয়েছে সেগুলি আমরা ট্রাইবুনালে পাঠাবার কথা চিন্তা করেছি। মোট ৪৮৫টি কেস আমরা শুরু করেছি। তার মধ্যে ২৪০টি কেস এ আমরা ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি, তার অর্থ হচ্ছে এই কেসগুলি আমরা করব না। ২৩৫১ জন লোক আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম। তারমধ্যে ১৯২৬ জন লোককে আমরা জামিন দিয়ে দিয়েছি, ৩৮৯ জন লোককে আমরা ডিসচার্জ করে দিয়েছি। এখন মাত্র ২৭ জন লোক আমাদের জেলে রয়েছে,

যারা দাঙ্গা সম্পর্কিত গ্রেপ্তার করা লোক। এই যে ২২২টি কেস আছে, তার মধ্যে ১৯১টি কেস আমরা চার্জ শীট দিয়ে দিয়েছি, আর ৩১টি কেস-এ এখনও ইনভেষ্টিগেশান শেষ হয় নি। এটা এটা সম্ভবতঃ নজীর বিহীন যে এতগুলি মামলা এত অল্প সময়ের মধ্যে চার্জশীট দিয়ে দেওয়া, এটা আমাদের পুলিশ দপ্তরের একটা কৃতিত্ব মনে করা যেতে পারে। যারা মামলায় পড়েছেন তাদের জন্য দুইটি আইন আমরা করেছি। একটা হচ্ছে গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামিন দেওয়া এবং জামিনের যাবতীয় খরচ গভর্ণমেণ্ট দেবেন। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, কোন লোকের যদি মামলা করার খরচ না থাকে, বিচার পাওয়ার অধিকারকে সংবিধানিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে সেই অধিকারকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা আমরা দিয়েছি। লীগেল এইড কমিটি রাজ্য ভিত্তিক হয়েছে, বিভিন্ন সাবডিভিশানে রয়েছে। আমরা যারা, বিচারক, তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে, কোন লোক যদি কোর্টে গিয়ে বলে যে আদালত, আমার তো কেস ডিফেণ্ড করার কোন ক্ষমতা নেই, তাহলে উনারা যেসব লীগেল এইড কমিটির কাছে তাদের পাঠান। আমরা ব্লক অফিসকেও জানিয়ে দিয়েছি যে ব্লকে যদি এই ধরনের কোন লোক এসে উপস্থিত হয় তাহলে যেন তাকে সাহায্য করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এতদিন চীৎকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, গত ১০.২.৮১ তারিখে একটি পালা'মেণ্টারী ফোরামে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে বলেছেন যে দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশগুলি ঠিক ঠিক মতো কার্যকরী করেছেন সেখানে বলা হইয়াছে। যে, আমাদের শান্তি ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন উপদেষ্টা কমিটি না কি দীনেশ সিং মহাশয়ের পরামর্শক্রমে পুনর্গঠন করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে মনিটারী গ্রুপ সেখানে চীফ সেক্রেটারীর নেতৃত্বে যারা মনিটারীং করছেন তারা প্রত্যেক দিনই প্রায় বসছেন, এমন সুন্দরভাবে মনিটারীং হচ্ছে যে কেন্দ্র মনে করেছেন তাদের এখন আর কোন মনিটারীং এর দরকার নেই। তারপর অডিট রিপোর্টের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটাকে আমরা বলেছি যে যাতে অডিট ঠিক মতো করা হয় তার জন্য কেন্দ্রকে বলছি। ট্রাইবেল এড্ভাইসারী কমিটি সম্পর্কে বলেছেন যে ট্রাইবেল এড্ভাইসারী ত্রিপুরায় এখন নূতন নয়, চীফ মিনিষ্টারের নেতৃত্বে একটা ট্রাইবেল এড্ভাইসারী কমিটি নিয়মিত ভাবে বসেন এবং তাতে ট্রাইবেলদের সুযোগ-সুবিধা দেখা হয়। তারপর বলা হয়েছে গভর্ণমেণ্ট মেশিনারী, সেটাকে ষ্টিম লাইন করার কথা বলেছেন এবং এটা ষ্টিম লাইন হয়েছে। স্পেসিফিক বা নির্দ্দিষ্ট দলের কোন লোক যদি নোটিশ দেন তাহলে অভিযোগ সরকার পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর বলা হয়েছে রেষ্টোরেশন অব লেণ্ড থেকে যে হায়েস্ট প্রায়রিটি ত্রিপুরা সরকার দিচ্ছেন এবং তারপর বলা হয়েছে যে সমস্ত রিকমাণ্ডেশান দীনেশ সিং কমিটি করেছেন সে সম্পর্কে স্পীডি এণ্ড ব্যালান্স ইকনমি অব দি স্টেট যাতে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত হয় এবং ব্যালেন্স এর অগ্রগতি হয় তার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেগুলি কার্য্যকরি করছেন। এই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ইণ্টার নিউট্রেল একটি মিটিং ডাকা হয়েছে এবং তাতে ঠিক হয়েছে সে ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যেমন :—কাগজ কল এবং ফুড-ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে যে আমরা অন্ততঃ পক্ষে ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাউল দিতে পারি গত বছর আমরা যে

চাউল পেয়েছিলাম সে চাউল যদি পাই। সেখানে আরও সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে আমি ২।১ টা কথা বলতে চাই, গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীরা নিশ্চই, শুধু গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীরা কেন ? যে কোন শ্রমিক, যে কোন কর্ম্মচারী সে সরকারীই হউক আর বে-সরকারীই হউক আজকের দিনে তার জীবন ধারনের মান উন্নত করার জন্য আন্দোলন করার অধিকার সম্পূর্ণ রকমের আছে। সেখানে
আমরা আজকে আক্রান্ত সেই আক্রমনের বিরুদ্ধে তারা যে হেতু সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত সে জন্য আন্দোলন করার অধিকার তাদের আছে। বেতন বাড়ছে না, ক্রমশ কমছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজত্বের মধ্যে তাদের রিয়েল ইনকাম কমেছে / কাজই, সে দিক থেকে তাদের প্রটেকশানের দরকার আছে। আমরা জানি যে আমাদের যে সীমায়িত ক্ষমতা সেই সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যে আমরা তাদের দিতে পারি না। একখানা বাড়ী ভাড়া করতে গেলে আগরতলা শহরে ১৫০ টাকা লাগে, এক মিলের জন্য ৩।৪ টাকা লাগে, আমরা কি বেতন দিই সরকারী কর্ম্মচারীদের ? যারা ফিক্সড পেতে আছেন সেই কংগ্রেসের আমল থেকে রাখা হয়েছে জি, আর. ডবলিউ, করে, এম, আর, করে এবং ফিক্সড করে, আমরা তাদের রেগুলারাইজড্ করেছি, হাজার হাজার লোককে করেছি এবং এখনও করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু নূতন লোক আমাদের কিছু নিতে হবে কাজেই সবাইকে এখনও করতে পারি নি। আমরা এমপ্লয়মেন্ট পলিসি গ্রহন করেছি। এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে একটি এমপ্লয়মেন্ট পলিসি নেওয়া হয়েছে যার দ্বারা উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন। এক এক জন ২।৩টি করে চাকুরী পেয়েছেন, আমি এখন তাদের কল করে কোন উত্তর পাই নি। এগ্রিকালচারেল এসিস্‌ট্যান্টের জন্য অনেক ট্রাইবেলকে ডেকেছিলাম কিন্তু তারা আসেন নি। তারা সবাই যদি বাংলা দেশে গিয়ে থাকেন, সেটা আমি জানি না। কিন্তু যারা এসেছেন, তারা চাকুরী পেয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, পে কমিশনকে আমরা বলেছি যে এই বছরের শেষের দিকে তাঁরা যেন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেন। কিছু কিছু আংশিক রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু অভিযোগ যেগুলি দেওযা হয়েছে, আমরা বলেছি সবগুলি একত্রিত করে আমরা করবো কারণ রিসোর্স পজিশান না দেখে কেউ পে কমিশানের রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করতে পারবেন না। একসঙ্গে আমরা রিপোর্টগুলি পেলে আমাদের রিসোর্স পজিশান দেখে আমরা নিশ্চই কর্ম্মচারীদের জন্য যতখানি সম্ভব করবো। এখানে সেন্ট্রালের ডি. এর কথা উঠেছে। মাননীয় সদস্যদের জেনে রাখা দরকার সেই কংগ্রেস আমলে সেন্ট্রালের একটি ডি. এ. ১০ থেকে ১৫ টাকা দেওয়া হয়েছিল। আর আমাদের আমলে ১.২.৭৮ইং থেকে এই পর্যন্ত ৫টি ইনস্টলমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সর্ব্ব নিম্ন ১৫ টাকা এবং সর্ব্ব উচ্চ ৪৫ টাকা। আজকে এই যে গ্যাপটা রেখে গেছেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ডি. এর সঙ্গে, সেই গ্যাপ আমরা অনেকখানি কমিয়ে এনেছি। আমরা চেষ্টা করবো আরো কমাবার জন্য। আমরা অন্ততঃ পক্ষে নূতন যে সমস্ত ডি.এ. সেন্ট্রাল থেকে দেবেন সেগুলি দেওয়ার ফলে যাতে গ্যাপ আর না বাড়ে সেদিকে আমরা নিশ্চই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবো যে কতটুকু এই গ্যাপ কমিয়ে আনা যায় এবং সেটা অনেকখানি নির্ভর করেছে কেন্দ্রের কাছে। কারণ, পূর্ব্বে আমরা অনেকবার বলেছি এইবার ইউনিয়ন ফিনান্‌স মিনিষ্টারের কাছে বলেছি। অন্যান্য দিক দিয়ে আমরা খরচ কমাবার চেষ্টা করেছি। এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমরা মন্ত্রীরা শতকরা ১০

টাকা কম নিচ্ছি। এটা ভারতবর্ষের কোন মন্ত্রী সভায় আছে? এই তো কালকের কাগজে দেখলাম কং (ই) একটি মন্ত্রী সভা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট চেয়েছেন ১৯ লক্ষ টাকা। সেই মন্ত্রী সভার মেম্বারের সংখ্যা হলো ৬০ এবং তার মধ্যে ১৯ জন হলেন মন্ত্রী। এই ১৯ জন মন্ত্রী দেওয়ার পরও কেন সেই মন্ত্রী সভা টিকলো না। মন্ত্রী সভা কেন করা হয়? গাড়ী বাড়ী ইত্যাদির জন্য এবং বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। আমি যখন দিল্লী যাই, তখন দেখি ওনারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশ ভ্রমনে বেড়িয়েছেন, একমাত্র কংগ্রেস রাজত্বেই এই সব চলে। আমরা এখানে ব্যয়-সংকোচের জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ডেফিসিটটা কি করে লিড করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার ডেফিসিট লিড করবেন না। মনিপুরের বাজেটে আমি দেখলাম যে তাদের ঘাটতি হয়েছে প্রেসিডেন্ট রুলের সময়, তার মানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের সময়। ডেফিসিট হয়েছে ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং সমস্ত ডেফিসিটটাই সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে দেবেন। কোথায় তার জন্য তো মাননীয় বিরোধী সদস্যদের মুখ থেকে একটি কথাও শুনি নি।

মনিপুরে তারা ৪৩ কোটি টাকার প্ল্যান বরাদ্দ করেছে। মনিপুরের চাইতেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বরাদ্দ কম। তারা মনিপুরকে বলেছে তোমাদের এক পয়সাও তুলতে হবে না, আমরা সবটাই দেব। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তারা এত কম দিয়েছে কেন? মনিপুরের চাইতে আমাদের রাজ্যে দরিদ্রের সংখ্যা বেশী। দারিদ্র্য সীমা রেখার নীচে আমাদের রাজ্যে বেশী বাস করে। তবে কেন আমরা কম পাই? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শ্রীমতী গান্ধীকে বলব যে আমাদের আয়করের অংশ আছে। আগামী বছরে আমরা ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আমরা পাওনা। সেই টাকা শ্রীমতী গান্ধীর বণ্ড বিক্রী করে আমাদের দিতে হবে। আমি এটা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে চাইব। এই টাকা আমাদের দিতে হবে হ্যাঁ আমাদের এই ডেফিসিট্ বাড়বে। যদি আরও বাড়ে তাহলে পরে সেই টাকা আমাদের কেন্দ্রের কাছ থেকে চাইতে হবে। আমাদের ব্যয় সংকোচ করতে হবে। দরকার হলে যে সমস্ত খরচ আমরা নন্-প্ল্যানে করেছি, সেগুলি কমাতে বাধ্য হব। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে মাথা পিছু প্ল্যান বরাদ্দ সব চাইতে কম। এন, ই, সি বাজেটও কম। মাত্র ৭ পার্সেণ্ট। এখানে ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি, ইত্যাদি সংগঠন সবচেয়ে কম এইখানে টাকা পায়। কেন? সে টাকা দিয়ে তারা লগ্নী করবে। কিন্তু কই, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কোনদিনও ত শুনলাম না এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। আমরা এর বিরুদ্ধে সবসময় বলেছি, বলছি, এবং বলব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কত টাকা পাচ্ছি তা আপনারা সবাই দেখছেন। আমাদের বৈশিষ্ট্য হল আমরা সেই টাকা দিয়ে বড় বড় হোটেল তৈরী করি না, আমরা মন্ত্রীদের দালান বাড়ী তৈরী করিনা। এই টাকা গরীব মানুষের জন্য প্রতিটি পাই হিসাব করে খরচ হচ্ছে। আমাদের যে দুর্ব্বলতা নেই তা নয়। আমাদের দুর্ব্বলতা আছে। সেদুর্ব্বলতা আমাদের কাটাতে হবে। কয়েকটা করাপ্শশান আছে। টোটেল ৩ বছরে ২৩৯টি ভিজিলেন্স কেইস্ আছে। ১৭৬টি ডিস্পোজ করেছি। এই সব ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এবং সাংবাদিকরা যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি খুশি হব। আমরা জানি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা আছে। সংবাদপত্রের অ্যাডিটরিয়েল কলামে সেই স্বাধীনতা থাকতে পারে। সেই কলামে

তারা মুখ্যমন্ত্রীকে যা তা খুশী তা মিথ্যাভাবে দাঁড় করিয়ে সুন্দর ভাষায় প্রয়োগ করতে পারে। তাতে আমরা বাধা দেব না। তাতে সংবাদপত্র বন্ধ হবে না। তবে যদি দাঙ্গায় উস্কানী দেওয়া হয়, যদি অসত্য পরিবেশন করে তারা চক্রান্ত চালাবার চেষ্টা করে তাহলে সেটার প্রতিবাদ আমরা করব। অসত্য কথা পরিবেশন করা সেটা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা না। এর প্রতিবাদ আমরা করব। পত্রিকা আমরা বন্ধ করব না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি। রাষ্ট্রপতি নিজে বলেছেন কিছু সাংবাদিক আছেন, তারা হচ্ছে সেলো জার্নালিষ্ট। রাষ্ট্রপতি তিনি নিজের মুখে এই কথা বলেছেন, আর মুখ্যমন্ত্রীত একজন সামান্য ব্যক্তি। কাজেই এই রকম সাংবাদিক যারা আছেন তারা হিল্লী দিল্লী ঘুরে বেড়ালেই তাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেওয়ার জন্য তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। অসত্য কথা পরিবেশন করে মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। তাদের সাংবাদিকের কলামে যত সুন্দর ভাষায় পারেন তারা মুখ্যমন্ত্রীকে যত খুশী বলতে পারেন। তাতে বিন্দুমাত্র আমাদের গায়ে লাগবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি, আমি আশা করব যে, এই বাজেট যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য আমরা শুধু হাউসের মধ্যে নয়, হাউসের বাইরের সমস্ত অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সহযোগিতা পাব। আমরা বড় কঠিন সময়ের মধ্যে এই বাজেট পেশ করেছি। যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এখনও সোচ্চার, দাঙ্গাবাজরা এখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একজোট হয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার জন্য নাশকতামূলক কাজ এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে অর্থাৎ বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে যখন আমদের উপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে সেই সময়েই আমরা এই বাজেট তৈরী করেছি। আমি আশা করব, এই বাজেটকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের সকল অংশের কর্মচারীরা অফিসার থেকে আরম্ভ করে নীচের তলার সমস্ত কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আমরা যাতে আমাদের অধিকার পেতে পারি, আমাদের রাজ্যগুলিরও ক্ষমতা এবং অধিকার পেতে পারি সেইদিকে চিন্তা করে আমরা সবাই একই শিবির থেকে সেই স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, দাঙ্গাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমি এই বাজেট হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ—এই হাউস আগামী ২৩শে মার্চ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 49

By—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮১ইং এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন উপজাতি রোগীকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

২। এ ছাড়া কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন;

৩। এই খাতে কত টাকা বরাদ্দ আছে ?

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮১ইং এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১২৫ জন উপজাতি টি. বি. রোগীকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নিয়াছেন :—

(ক) ত্রিপুরায় ২ জন অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের পরিচালনায় ২টি (মনুঘাট ও শান্তিরবাজার) কণ্ট্রোল ইউনিট আছে। প্রতিটি কণ্ট্রোল ইউনিটে ২০টি সেক্টার আছে। এই সেক্টারগুলি বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কুষ্ঠরোগীদের তথ্য, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৫০ জন P. M. W. কর্মী বিভিন্ন সেক্টর এবং S. E. T. তে নিয়োজিত আছেন। তাহারা প্রত্যেকে গড়ে ২০ হাজার লোকের সেবা করেন।

(খ) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ২টি আরবান ক্লিনিক (আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে এবং অপরটি কৈলাসহর জিলা হাসপাতালে) চিকিৎসা ও জন সচেতনতার কাজ করিতেছে।

(গ) জি. বি. হাসপাতালে Re-Contractive Surgery Unit আছে। এখানে অস্ত্র প্রচারের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ রোগীদের কর্মক্ষম করিয়া তোলা হয়।

(ঘ) বর্ত্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনুতে ১টি Leprosy Control Unit এর কাজ চলিতেছে।

৩। ঐখাতে রাজ্য সরকারের ৪ লক্ষ এবং ভারত সরকারের ৪ লক্ষ টাকা মোট ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 51

By—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্থাপন সাপেক্ষে অবিলম্বে ৩ বছরের সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্স চালু করার কথা সরকার ভাবছেন কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা সরকার যথারীতি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট Scheme পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন এখন পর্য্যন্ত এই প্রকল্পের অনুমোদন দেন নাই।

২। না।

ADMITTED STARRED QUESTION 123

By—Shri Matilal Sarkar—M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত ন্যায় পঞ্চায়েতগুলো কয়টি মামলা হাতে নিয়েছে এবং এর মধ্যে কয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে ?

উত্তর

১। এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

প্রশ্ন

২। মামলা চালানোর ব্যাপারে ন্যায় পঞ্চায়েতগুলো কি কি অসুবিধা অনুভব করছে ?

উত্তর

২। মামলা চালানোর ব্যাপারে ন্যায় পঞ্চায়েতগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলো অনুভব করছে। যথা—

ক) বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর সমন জারী করা সত্বেও ন্যায় পঞ্চায়েত আদালত সমক্ষে উপস্থিত না হওয়া।

খ) ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্যাকৃত দণ্ড সমূহ কার্যাকরী না হওয়া।

গ) স্বল্প পারিশ্রমিকে সমন জারী করিবার জন্য উপযুক্ত লোক না পাওয়া।

ঘ) অর্থ দণ্ড সমূহ আদায় না হওয়া।

ঙ) ন্যায় পঞ্চায়েত আদালত অবমাননার প্রতিকার না হওয়া।

চ) ন্যায় পঞ্চায়েতগুলি তাদের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল না হওয়া।

প্রশ্ন

৩। ন্যায় পঞ্চায়েতগুলোকে আইনগত অধিকতর ক্ষমতাদানের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছেন কি ?

উত্তর

৩। হাঁ।

Admitted Starred Question No. 149

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকে মোট কয়টি টিউবওয়েল, আর, সি, সি, কূপ, মেশনারী ওয়েল ও জল সংরক্ষণাগার ছিল ?

(পৃথক পৃথক হিসাব)

২) ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত মোট কয়টি টিউবওয়েল, আর, সি, সি, কূপ, মেশনারী ওয়েল ও জল সংরক্ষনাগার তৈরী করা হয়েছে? (বছর ভিত্তি হিসাব)

উত্তর

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকে মোট ৭,২৮১টি (সাত হাজার দুইশত একাশিটি) টিউবওয়েল, ৩,৮৯৫টি (তিন হাজার আটশত পচানব্বইটি) আর, সি, সি, কূপ, (মেশনারী ওয়েল ছিল না) ও ২৪ (চব্বিশ)টি জল সংরক্ষনাগার ছিল।

২) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত মোট ৬,১৫৪ (ছয় হাজার একশত চুয়ান্ন)টি টিউবওয়েল, ১,৫৬৮ (এক হাজার পাচশত আটষট্টি আর, সি, সি, কূপ, ২টি মেশনারী ওয়েল ও ৬৮টি জল সংরক্ষনাগার তৈরী করা হয়েছে।

বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রকল্পের নাম	১৯৭৮-৭৯ সাল	১৯৭৯-৮০ সাল	১৯৮০-৮১ সাল
১	২	৩	৪
১। টিউবওয়েল	৬২৪	২,৭৭৩	৩,০৫৭
২। আর, সি, সি, কূপ	৫৪৩	৬২৭	৩৯৮
৩। মেশনারী ওয়েল	—	—	২
৪। জল সংরক্ষনাগার	২৪	৩১	৩১

Admitted Starred Question No. 151.

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মোট কত লোককে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছিল এবং

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত মোট কত লোককে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মোট আনুমানিক ৪,২৪,৯৯৮ জন গ্রামীন লোককে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল।

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মোট আনুমানিক ৩,৮৬,১২৪ জন লোককে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 152

By—Shri Sunil Kr. Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একসরে ডিপার্টমেণ্ট 15″×12″ Size এর Intensifying Screen গুলি দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে Spoted হইয়া গিয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কি প্রকারে Spoted film একসরে করে তাহা দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা হয় ?

ইহা কি সত্য যে এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে Diagnosis এ সংকট দেখা দেয়।

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 17

By Shri Tapan Chakraborty & Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। "ফুড ফর ওয়ার্কের" কাজের জন্য ১৯৭৮ সালের মে মাস থেকে ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে কুমারঘাট ব্লকসহ রাজ্যের সমস্ত ব্লকসহ রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে বিভিন্ন দপ্তর মোট কত টাকা (কেস এবং কাইণ্ডস) বরাদ্দ করেছেন ;

২। ১৯৮১ইং এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই বরাদ্দের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

৩। এতে কত শ্রম দিবসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ;

৪। এর মাধ্যমে কয়টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ?

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।
৪।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, (Ujjwayanta Palace) Agartala on Monday, the 23rd March, 1981 at 11 A. M.

PRESENT.

Mr. Speaker, (the Hon'ble Shri Sudhanwa DebBarma) in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :–আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত্রাণ মন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রীসমর চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ১ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে—

প্রশ্ন

১। গত জুনের দাঙ্গার ঘটনায় শরনার্থীদের রিলিফ ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কতটাকা ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করেছেন ?

২। কোন কোন খাতে কত টাকার প্রয়োজন অনুমিত হয়েছিল এবং

৩ দাঙ্গা দুর্গতদের পুনর্বাসনের অগ্রগতি কতটুকু ?

উত্তর

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—

(ক) রেশন, কেলডোল, পলিথিন, ধুতি, শাড়ী, কম্বল ইত্যাদির বাবদ—	৫৫৩·৮৫ লক্ষ
(খ) ট্রেনজিট ক্যাম্প তৈরী বাবদ—	১০·০০ ,,
(গ) মৃত ব্যক্তির অনুদান বাবদ—	৫০·০০ ,,
(ঘ) শারীরিক পুঙ্গু ব্যক্তির অনুদান বাবদ—	১·৫০ ,,
(ঙ) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ—	২০·০০ ,,
(চ) আগুনে পুড়া দোকানের ক্ষতিপূরণ বাবদ—	১·০০ ,,
(ছ) কনজামসন ক্রেডিট ক্ষতিপূরণ বাবদ—	৭·৭৫ ,,
(জ) স্বাস্থ্য ও ঔষধাদি বাবদ—	৩৭·৮০

(ঝ)	গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ—	১০০·০০ ,,
(ঞ)	পিতৃ-মাতৃ হীন শিশুদের পুনর্বাসনের বাবদ—	২০·০০ ,,
(ট)	কৃষি সামগ্রী ইত্যাদির জন্য—	১৬০ ৫০ ,,
(ঠ)	পশু পালন ইত্যাদির বাবদ—	২৯·৪৫ ,,
(ড)	মৎস্যাদি চাষ বাবদ—	৯·৬৭ ,,
(ঢ)	কৃষি সামগ্রীর প্রয়োজনীয় খরচ—	৪·৭৫ ,,
(ণ)	গো-পালন ইত্যাদি বাবদ—	৫·০০ ,,
(ত)	তাঁত হস্তশিল্পীর পুনর্বাসন বাবদ—	২০·০০ ,,
	গ্রামীন সংস্থান ইত্যাদি বাবদ—	
(ক)	খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বাবদ—	৩ ৭৫ ,,
(খ)	নগদ বাবদ—	১·৮৭ ,,
		১৫৫৩·৯২ ,,

২। এই প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে।

৩। পুনর্বাসনের অগ্রগতি ৯·৩·৮১ ইং পর্য্যন্ত ১,৮০২৪টি পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হইয়াছে। ১০,৯৪৬ টি পরিবারকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হইয়াছে। এবং ২৮৭৫৩ টি পরিবারকে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী পরিবারদিগকে পুনর্বাসনের টাকা যাহাতে সত্বর দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রাঘবন কমিটি এসে এখানে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের সংস্থানের জন্য ১৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে দেওয়া হউক, এই রকম যে সুপারিশ করেছিলেন এবং সেই চালের কত পরিমান রাজ্য সরকার পেয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সম্ভবত একটু ভুল করেছেন। রাঘবন কমিটি ২৫ হাজারমেট্রিক টন চাল এই রিলিফের কাজের জন্য দিতে সুপারিশ করেছিলেন। তার মধ্যে আমরা এই পর্য্যন্ত ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল পেয়েছি বাকী ১৫ হাজার মেট্রিক টন চালের জন্য আমরা সুপারিশ করে এখনও পাইনি। যার ফলে পুনর্বাসনের কাজ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত ব্যবস্থা ছাড়াও রাজ্য সরকার এই সমস্ত শরনার্থীদের মধ্যে যে সমস্তপরিবার দাঙ্গায় হত হয়েছেন, তাদের প্রত্যেক পরিবারে এক জন করে চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন এইটা কি ঠিক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে এই হাউসে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। আমি সঠিক তথ্যটি এখন দিতে পারব না, তবে আমার যতটুকু মনে পরে ৭০০ কিছু বেশী প্রায় ৮০০ মত লোক যারা দাঙ্গায় নিহত হয়েছে এবং নিখোঁজ হয়েছে তাদের, পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরীতে আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই শরনার্থীদের মধ্যে যেটুকু কাজ অবশিষ্ট রয়েছে সে কাজগুলি করার প্রয়োজনে এবং কৃষির ব্যবস্থায়, প্রয়োজনে আরও কত টাকা প্রয়োজন বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমরা একটা আনুমানিক হিসাব করেছি, তাতে প্রায় ১৮ কোটি বা তার কিছু বেশী টাকা আমাদের খরচ হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখেছি যে ৬০০ শত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার লিখিত ভাষণে বলেছেন যে ৫৭৭ জন, আর এখন বলছেন যে আট শত জন। কাজেই কোনটা ঠিক এবং যদি একটাই ঠিক হয় তাহলে কেন তিনটা সংখ্যার তথ্য এখানে দেওয়া হলো ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এইটা একটা পত্রিকার মুখস্থ করা কথা, আমি তার জন্য দুঃখিত না। কারণ রোজই আমরা চাকুরী দিই। এই যে যারা নিখোঁজ হয়েছিল তারা সত্যি সত্যিই নিখোঁজ হয়েছিল কি না সেটা আমাদের তদন্ত করতে হবে। কারণ দুই একটা ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে চাকুরী পেয়ে গেছে। সেগুলিকে হয়তো আমরা আবার উইথড্রো করব। কাজেই এখনও সেই চাকুরী দেওয়ার কাজ অব্যাহত আছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে ১৪ শর কাছাকাছি যারা নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন তাদের সংখ্যা তার মধ্যে আমরা এই পর্য্যন্ত যে চাকুরী দিয়েছি, সেটা মাননীয় সদস্যকে বলেছি যে সঠিক হিসাবটা আমরা এখন দিতে পারব না, তবে প্রায় ৮০০ কাছাকাছি আমরা দিয়েছি যেটা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছিল সেটাই শুধু ওখানে দেওয়া হয়েছে। এইটা মার্চের হিসাব, কাজেই অনেক বেশী চাকুরী তার পরেও দেওয়া হয়েছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, রিলিফের জন্য কেন্দ্রের অনুদান ছাড়া বহিঃ-রাজ্য থেকে এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে কত টাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে এসেছে এটার একটা হিসাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এক্ষুনি দিতে পারছি না। কারণ এটার আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আমি দেব। তবে বিভিন্ন সংগঠন আমাদের কাজে এগিয়ে এসেছেন। যেমন তারা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দিয়েছেন তেমনি রেডক্রশ কমিটির তারাও আমাদেরকে সাহায্য দিয়েছেন। কাছাড় থেকে একটা বিদেশী কমিটি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এবং অন্যান্য সংগঠনও যথেষ্ট সাহায্য আমাদেরকে করেছেন।

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশালগড় বিশ্রামগঞ্জের বড়জলা গাঁওসভার চিত্ত সরকার দাঙ্গার ফলে গুলিতে নিহত হয়েছে কিন্তু তার পরিবারের এখনও কেউ চাকুরী পাননি। তারপর জুনের দাঙ্গার কিছুদিন আগে গুলিরাই বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে

নিতাই সাহা নিহত হয়েছিল তার পরিবারেরও কেউ এখনও চাকরি পাননি। অতএব এই পরিবারগুলি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ব্লক অফিসের রিপোর্ট আনতে চাওয়া হয়েছিল। আমি যতটুকু জানি ব্লক অফিস থেকে আবার রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে এনকোয়ারির জন্য পাঠান হয়েছিল। এইভাবে ফাইল চালাচালি করে তদন্ত রিপোর্ট না হওয়ার জন্য এদের পরিবারে চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্বন্ধে কিছু জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খুবই দুঃখিত আমি যে শুধু এই দুটি না আরও কয়েকটি কেইসে বিলম্বিত হচ্ছে কিন্তু বিলম্বের কারণ হচ্ছে দুয়েকটি ঘটনা ধরা পড়াতে যেখানে ফাঁকি দিয়ে চাকরি বা টাকা নেওয়া হয়েছে সেইজন্য সরকারকে ভাল করে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তারপরে চাকরি দিতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা এখন বসুন দ্রাউবাবু অনেকক্ষন যাবৎ চেষ্টা করছেন। তারপরে আপনারা বলুন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কত পরিবার এখনও সাহায্য পাননি এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কোন সাহায্য পাননি এরকম কোন দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে নেই।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মধুবনের নগেন্দ্র মারাক আগরতলায় ১০।১২ বার এসেও এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য না পাওয়ার কারণ কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন কেইস আছে কিনা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রী গোপাল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পুনর্ব্বাসন পাননি এরকম কত পরিবার বিভিন্ন ক্যাম্পে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্বশেষ সংখ্যা আমি দিতে পারছি না। তবে আমরা আশা করছি এই মাসের শেষ অবধি হয়ত ৩।৪ হাজারের বেশী ত্রাণ শিবিরে থাকবে না। তবে কিছু সংখ্যক উৎবাস্তু রয়েছে যারা ত্রাণ শিবির থেকে বিদায় নেবার পরও শিবিরে থেকে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে। এরকম সংখ্যা প্রায় ৮।৯ হাজার হবে। আমরা দেখছি যে তারা প্রধানতঃ নিরাপত্তার অভাববোধ করছে তাই তারা ফিরতে পারছে না। তাই নিরাপত্তার ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবার চেষ্টা আমরা করছি। যাতে তারা অতি সত্বর তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারেন।

শ্রী খগেন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, যে সমস্ত রিফিউজিরা রিফিউজি ক্যাম্পে আছেন তারা আগের বাড়ীতে যেতে চাইছেন না। এই সমস্ত রিফিউজিদের অন্যত্র পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করছেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমরা দেখছি তবে বিশেষ করে যারা ভূমিহীন, যারা খাস জমিতে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় ছিলেন তারা সেখানে যদি

ফিরে যেতে না চান তাহলে পরে আমরা তাদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি। তারা যে জমিতে পুনর্বাসন পাবেন এমন কোন কথা নাই। অন্য বৃত্তিও তারা গ্রহণ করতে পারেন এবং যেখানে আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে পারি।

শ্রী গোপাল দাস : – সাপ্লিমেন্টারি স্যার, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার খাস জমিতে যারা ছিলেন তারা যদি সেখানে ফিরে যান তাহলে তারা সেখানে পুনর্ব্বাসন পাবেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এখন বলা সম্ভব নয়। কত দিন যাবৎ খাস জমিতে ছিল সেগুলি দেখতে হবে এবং বিশেষ করে যেখানে একটা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হতে যাচ্ছে সে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় কাউকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি হবে না সে সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিতে পারেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ এ সম্পর্কে আর কোন সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চান করতে দেওয়া হবে না। আপনারা বসুন, অনেক হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক বিনিয়োগের হার কি এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ব্যাংক বিনিয়োগের হারের তুলনায় এই হার কত বেশী বা কম ?

২। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই হার কত ছিল ?

উত্তর

১। ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে বিনিয়োগের হার ৫৭ শতাংশ।

উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে বিনিয়োগের হার ত্রিপুরা সর্বাধিক। সর্ব ভারতীয় গড় শতকরা ৬৮·৩ ভাগ।

২। ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই হার ছিল ৩৪·১ শতাংশ।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, রাজ্যে কোন্ কোন্ ব্যাংক লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করছে এবং যা বিনিয়োগ করছে তার পরিমাণ কত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখিত যে এই তথ্য এখন দিতে পারছিনা।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এটা ঠিক কিনা যে যেসব ব্যাংকগুলি বিনিয়োগ করছে এই রাজ্যে তারমধ্যে গভার্ণমেন্ট সে বিনিয়োগের হারকে বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে করে গ্রামের গরীব মানুষের কাছে ব্যাংকের টাকা পেঁৗছে দেওয়া যায় কিন্তু এই উদ্যোগের ছেদ পড়ছে বিভিন্ন ব্যাংকের কার্য্যকলাপে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাবেন

কি যে এই বিনিয়োগের কত অংশ গ্রামের গরীব অংশের মানুষের কাছে যাচ্ছে এবং এর কত অংশ বড় বড় লোক, যারা আগেও পেয়েছেন তাদের কাছে যাচ্ছে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া যাচ্ছে না। তবে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই বানিজ্যিক ব্যাংকগুলি গরীব অংশের মানুষের কাছে এখনও তাদের ব্যাংকের সুযোগসুবিধা পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন না; সম্ভবতঃ আমি যতটুকু জানি শতকরা ১ শতাংশ টাকার উপরে উইকার সেকশন বা গরীব অংশের মানুষের কাছে বা কৃষকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমার যতটা মনে আছে শতকরা ১ ভাগের কম টাকা সেখানে পৌঁছাচ্ছে। আমাদের এখানে এর থেকে বেশী যে ব্যতিক্রম হবে তা নয়। আমরা অনেকবার ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্মেলন করেছি এবং তাদের অসুবিধাগুলি বুঝবার চেষ্টা করছি এবং আমদের বক্তব্য তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। এখনও ত্রিপুরার শতকরা ৮২ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে। তাই আমরা চেষ্টা করছি ব্যাংক তার সাধারণ নিয়মগুলি শীথিল করে গরীব কৃষকদের কাছে বা গরীব অংশের মানুষের কাছে তাদের ব্যংকের ঋণ পৌছে দেবে।

মিঃ স্পীকারঃ মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১১০

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১১০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকার দারিদ্রের আইনের সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি আইন প্রনয়ন করেছেন,

উত্তর

হ্যাঁ ইহা সত্য।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তবে তাহার কার্য্যকরী ব্যবস্থা কবে পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হবে?

উত্তর

বিগত ১৯৮০ ইং সন হইতে দারিদ্রের জন্য আইনের সাহায্য নামক প্রকল্পটি চালু হইয়াছে, এবং ইতিমধ্যে রাজ্যের ১০টি মহকুমায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা হইয়াছে। রাজ্যস্তরে একটি বোর্ড ও মহকুমাস্তরে ১০টি কমিটি গঠিত হইয়াছে এই প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য।

প্রশ্ন

১। দরিদ্র জনগণ কি; কি সাহায্য পাইতে পারেন?

উত্তর

দরিদ্র জনগণ (ক) কোর্ট ফ্রি, প্রসেস ফ্রি ও মামলা পরিচালনার অন্যান্য খরচ,

(খ) উকিল নিয়োগ,

(গ) আদালতের রায়, আদেশ ও অন্যান্য দলিলপত্রের প্রতিলিপি পাওয়া বাবদ খরচ,

(ঘ) আপীল পেপার বুক তৈরীর, দলিল ছাপানোর এবং অনুবাদের খরচ,

(ঙ) কোন আইনগত দলিল তৈরীর খরচ,

(চ) বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ,

(ছ) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা কোন সরকারী কর্ত্তপক্ষের অধীন কোন পরিকল্পনায় সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে আইনগত কোন শর্ত পূরনের ব্যাপারে পরামর্শ, এই প্রকল্পে পাইতে পারে।

দরিদ্রের জন্য আইনের সাহায্য নামক প্রকল্প ছাড়াও রাজ্যের বিচারাধীন দরিদ্র কয়েদীদের জন্য আরো একটি প্রকল্প চালু আছে, যাহার নাম বিচারাধীন দরিদ্র কয়েদীদের জন্য আইনের সাহায্য দানের প্রকল্প ১৯৮০ইং। এই প্রকল্প বিচারাধীন দরিদ্র কয়েদীর জামিনে মুক্তির জন্য উকিলের মাধ্যমে আদালতে আবেদন করার ব্যাপারে সরকারী সাহায্য পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে উকিলদের একটি প্যানেল তৈরী করা হইয়াছে। আবেদন অনুযায়ী এই প্যানেল থেকে সরকার উকিল নিয়োগ করেন এবং যাবতীয় খরচ বহন করে থাকেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই আইনের সুযোগ সুবিধা পাওয়াকে সংবিধানের একটি অধিকার বলে মনে করি। শুধু গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই নয় গ্রেপ্তার হওয়ার সময়ও যদি কেউ ইচ্ছে করেন যে তিনি এই উকিলের সাহায্য জামিনে মুক্তি পেতে চান তাহলেও তিনি তা পেতে পারেন। আমরা সেইভাবে আইন প্রনয়ন করেছি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইনের সুযোগ যারা পাবেন তারা কি ভাবে এই সুযোগ পাবেন, তাদের সংজ্ঞা নিরুপন করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা উকিলদের একটি প্যানেল তৈরী করে রেখেছেন। কোন লোক যদি এই আইনের সাহায্য পাইতে চান তবে তিনি সেখানে গেলেই তাকে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আমরা প্রত্যেক বি, ডি, ও, র অফিস, বিচারকদের অফিস ইত্যাদিতে সংবাদ দিয়েছি যে তাদের কাছে এই সাহায্য পাবার জন্য যদি কেউ আসেন তারা যাতে সেই নাম এই কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কতটা কেসে কতজন এইরূপ সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই কমিটি ইত্যাদি করে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই কতটি কেসে কতজন এই পর্য্যন্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে এই তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন দরিদ্র ব্যক্তি এই আইনের সুযোগ সুবিধা যদি নিজের ব্যক্তিগত লোকের বা উকিলের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তাহলে যে খরচ হবে তা সরকার বহন করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, অন্যান্য উকিল আর সরকারী প্যানেলের উকিলের ফিস একটু আলাদা রকমের। সরকারী প্যানেলে যে সব উকিল রয়েছেন তাদের ফিস কম আর বেসরকারী ভাবে কোন উকিল নিলে তাদের ফিস বেশী দিতে হবে। সুতরাং সরকারী প্যানেল থেকে উকিল নিয়ে মামলা পরিচালনা করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যে সমস্ত কেইসে বাদী বা সরকারী পক্ষের কেসে যদি সরকারী উকিল না নিয়ে অন্য যে কোন উকিল নিয়ে আসতে পারেন কিনা অবশ্য এটা বিশেষ ক্ষেত্রে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, যদি কেউ তার নিজের খরচে অন্য কোন উকিল নিয়ে আসতে চান তবে তাতে কোন আপত্তির কারণ নেই।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১০২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১০২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কয়টি বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে ?

২। পাশাপাশি দুইটি ক্যাম্পের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বাধিক দূরত্ব কত ? (হাটার রাস্তার দৈর্ঘ্য ধরে)

৩। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন কি না ?

উত্তর

১। ৮১টি।

২। হাঁটা রাস্তা অনুযায়ী সর্ব্বনিম্ন ৮ কিলোমিটার ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে সর্বাধিক ২০ হইতে ৩০ কিলোমিটার।

৩। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং পত্রালাপ চলিতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দুটি বি. এস. এফ. ক্যাম্পের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা অতিক্রম করে সীমান্ত অঞ্চলে ডাকাতি খুন, অনুপ্রবেশ ঘটছে। বি. এস. এফ, ঐ এলাকা নিয়ন্ত্রাধীন রাখতে পারছে না তাছাড়া বি. এস, এফ. এরা এলাকাধীন অঞ্চলে পুলিশী নিয়ন্ত্রণ থাকছেনা ফলে ঐ অঞ্চলে প্রায়ই সমাজ বিরোধী কার্য্য ঘটছে। সুতরাং বি. এস. এফ. এর শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত দুর্গম এলাকা রয়েছে যেমন মিজোরাম সীমান্ত থেকে শিলাছড়ি পর্যন্ত, সে সমস্ত এলাকায় আমাদের রাজ্য সরকার নিজের

উদ্যোগ নিয়ে সীমান্তে চৌকি বসিয়েছেন। তবে এমন এলাকা আছে যেখানে দুটি চৌকির মধ্যে অন্ততঃ একটি নিরাপত্তামূলক চৌকি হিসাবে বসানো দরকার যাতে করে সীমান্তে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দায়িত্ব পালন না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের তরফঃ থেকে কিছু পিকেট বসিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে তাঁরা যেন বি, এস, এফ এর শক্তি বৃদ্ধি করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বি, এস, এফ. কি শুধুমাত্র ক্রাইম বন্ধ করার জন্য বসনো হয়েছে না সীমান্ত দিয়ে যাতে কোন অনুপ্রবেশ না ঘটে তার জন্যও তাদের নিয়োগ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, সীমান্তের ওপার থেকে অবৈধভাবে যাতে কোন জিনিসপত্র না আসতে পারে তার জন্যই শুধু বি, এস, এফ বসানো হয়নি যাতে করে অনুপ্রবেশ না ঘটে তারজন্য তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশীরা যাতে এখানে অনুপ্রবেশ না করতে পারে তারজন্য আমাদের এম টি. এফ কেও সক্রিয় করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ করেছি গত লোক গণনার সময় দেখা গেছে যে, গত ১০ বছরে যে পরিমাণে জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এর আগের লোক গণণায় যে লোক সংখ্যা বেড়েছিল তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে অভিযোগ করেছিলেন যে ত্রিপুরায় দুই লক্ষ বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এটা ঠিক নয়। কারণ গত ভোটার লিষ্টে সেটা প্রমাণ হয়নি, আবার গত লোকগণনায়ও সেটা প্রমাণিত হয় নিক আর যে পরিমাণে ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা বেড়েছে তার পারসেণ্টজ খুব একটা বেশী নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বেড়েছে তার পারসেণ্টেজ ভারতের অন্যান্য এলাকার পারসেণ্টেজ থেকে কম কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতের সব জায়গায় সমান ভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। কোথাও কম বা কোথায় বেশী। যেমন উত্তর প্রদেশে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আগের তুলনায় অনেক কম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় স্পীকর স্যার, তাহলে এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে ত্রিপুরায় বহিরাগত বা বিদেশীদের আগমণ হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি না তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : এখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের কোন দরকার নেই। তবে ত্রিপুরা সরকার যাতে ত্রিপুরায় আর বিদেশী অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আরো শক্ত ব্যবস্থাদি নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

১) দাঙ্গায় ধৃত দুষ্কৃতকারীদের বিচারের জন্য সরকার যে ট্রাইবুন্যাল গঠন করেছেন কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল ঐ ট্রাইবুন্যালের বিরোধীতা করেছেন?

২) ইহা কি সত্য যে ধৃত দুষ্কৃতিকারীগ ঐ সব দলগুলির লোক বলিয়া তারা এই ট্রাইবুন্যালের বিরোধীতা করেছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও তাহার সহযোগী সংগঠনগুলি যথা—ত্রিপুরা ট্রাইবেল স্টুডেন্টস ফেডারেশান, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী এবং ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি প্রত্যক্ষভাবে বিরোধীতা করেন এবং কংগ্রেস (ই), আমরা বাঙ্গালী এবং সি, পি, আই, (এম. এল) পরোক্ষভাবে ট্রাইবুন্যালের বিরোধীতা করেন।

২) একমাত্র সি, পি, আই, (এম, এল) ছাড়া। গ্রেপ্তারীকৃত দুর্বৃত্তদের এক বৃহৎ অংশই উপরোক্ত দলগুলির সমর্থক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে উপজাতি যুব সমিতির, ত্রিপুরা ট্রাইবেল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশান, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী এবং ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি এবং অনান্য দলগুলি এর বিরোধিতা করেছেন। এর দ্বারা কি তিনি মনে করেন না যে জনগণের ইচ্ছাই এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এরা জনগণের কত অংশের প্রতিনিধি সেটা এই হাউসের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে দাঙ্গার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবুন্যাল কোন দাঙ্গার প্রকৃত কারণ নির্ণয় এর জন্য নয়। যারা লুঠ করেছে, হত্যা, করেছে আগুন লাগিয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যই এই ট্রাইবুন্যাল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—লোকে বলেছে সি, পি, আই, (এম,) ই এই দাঙ্গা ঘটিয়েছে। এটা ঠিক কিনা তা জানার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—যারা দাঙ্গা করেছে তারা যে কোন দলেরই হোক না কেন তাদের শাস্তি হবেই এবং ট্রাইবুন্যালে সেই বিচার যাবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—দাঙ্গার কারণ নির্ণয়ের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয় নি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রী তরণী মোহন সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উপজাতি যুব সমিতি আমরা বাঙ্গালী এবং কংগ্রেস (আই) যখন দুষ্কৃতকারীদের ধরা হল তখন তারা বলেছে যে সি, পি, এম, এর লোক ধরা হয় নি এবং যখন কিছু লোক ছেড়ে দেওয়া হল তখন বলেছে যে সি, পি, এম, এর লোক ছেড়ে দিচ্ছে। এটা তারা বলেছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—এটা জানা নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—এটা আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের দলীয় কর্মী এবং বিধায়কও আছেন অভিযুক্তদের মধ্যে। তাদের বিরুদ্ধেও পুলিশ কেস ছিল। কিন্তু সে কেসগুলি কি কারণে উইথড্র হয়ে গেছে এবং এই দিক থেকে এটাই প্রমাণিত হয় নাকি যে সি, পি, এম, এর দলীয় কর্মী এবং বিধায়কেরা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং অন্য দিকে দাঙ্গার কারণ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—এটা সত্যি নয় যে সি,পি,এম, কর্মীদের উপর থেকে মামলা তুলে নেওয়া হচ্ছে। সি, পি, এম, কর্মীদের কিছু কিছু এখনও অভিযুক্ত আছে এবং জামিনে আছে এবং ট্রাইবুন্যাল তাদেরও বিচার করবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি পাবে। কাজেই কোন দল ভিত্তিক মামলা চলছে না। যে সমস্ত মামলাতে মেটেরিয়ালস্ আছে সেই সমস্ত মামলা আমরা ট্রাইবুন্যালে পাঠিয়েছি। যে সব মামলাতে মেটেরিয়ালস নেই সেগুলি আমরা ছেড়ে দিচ্ছি এবং টি, ইউ, জে, এস, অনেক লোক ছাড়া পেয়েছে। এই ধরণের একজন এই হাউসেই রয়েছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সি. পি. আই. এম. এর কোন বিধায়কের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী হয়েছে কিনা এবং যদি জারী হয়ে থাকে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় না কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—আমি যতটুকু জানি একটা বে-আইনী আদেশ জারী হয়েছিল এবং সেটা কার্য্যকরী হয় নি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—আদালত থেকে যদি হুলিয়া জারী হয় তাহলে সেটা কি করে বেআইনী হয় ? এটা তো আদালতের অবমাননা।

মিঃ স্পীকার—শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে সর্ব্বমোট বর্ত্তমানে কতটি এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম আছে ?

২) চুরাইবাড়ী ফার্মে গত ৩ বৎসরে কত পরিমাণ ধানের বীজ এবং কাঠালিয়া ফার্মে কত নারিকেল ও আমের চারা উৎপাদন করা হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?—

১) ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত মোট ২৩টি এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম আছে।

২) চুরাইবাড়ী এগ্রিকালচারাল ফার্মে গত ৩ বৎসরে যে পরিমাণ ধানের বীজ উৎপাদিত হয়েছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ—

সাল	উৎপাদিত বীজ ধানের পরিমাণ
১৯৭৮-৭৯	১৯,৯৬১ কিলোগ্রাম
১৯৭৯-৮০	৩২,৩১৪ ,,
১৯৮০-৮১	৪৭,৪২৫ ,,
	মোট ১০৯,৭০০ কিলোগ্রাম

কাঠালিয়াছড়া ফলের বাগানে গত ৩ বৎসরে উৎপাদিত নারিকেল ও আমের চারার (কলমের) বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

সাল :	উৎপাদিত আমের কলমের সংখ্যা	উৎপাদিত নারিকেলের চারার সংখ্যা
১৯৭৮-৭৯	৩,০০০	৬,৬০০
১৯৭৯-৮০	৪,৫০০	৩,৬৫২
১৯৮০ ৮১	৪,০০০	৬,০০০
মোট	১১,৫০০	১৬,২৫২

শ্রী উমেশ নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ধরণের এগ্রিকালচারেল ফার্ম ত্রিপুরাতে আরও প্রতিষ্ঠা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—আছে।

শ্রী উমেশ নাথ—থাকলে, কয়টা করা হবে জানতে পারি কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—যেমনটা প্রয়োজন হবে তেমনটাই করা হবে।

শ্রী নকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এগ্রিকালচারের যে বাগান, বিশেষ করে ডম্বুরের নারকেল কুঞ্জ, যেখানে সরকারের কয়েক লক্ষ নারকেলের চারা লাগাবার কথা, সেই চারাগুলি প্রায় জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেছে। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক লেবার আছে, তারা আদৌ কাজ করছে কিনা অথবা জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে কিনা এবং সেখানে মোট কতজন লেবার কাজ করছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই তার তথ্য দিতে পারেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা ঠিক নয়। কারণ সেখানে কোন জঙ্গল নেই এবং সেখানে চমৎকার নারকেল কুঞ্জ আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫, স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ সালে ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন জাতের বীজের চাহিদা কত ছিল?

২। উক্ত সময়ে সরকারী বীজ খামার ও রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রার পরিমাণ কি ছিল ? এবং

৩) ঐ সময়ে উৎপাদন ও সংগ্রহের পরিমাণ কি ছিল ?

উত্তর

১। বীজের চাহিদা নির্ভর করে ঐ বছরে প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কি রকম থাকে, তার উপর। তবে সাধারণভাবে ১৯৭৯-৮০ সালে বিভিন্ন জাতের বীজের চাহিদা এরূপ হতে পারে বলিয়া অনুমান করা হয়েছিল :—

ধান	৪৫০ মে: টন।
গম	১৭০ ,,
পাট	১০ ,,
ডাল জাতীয় শস্য	৩০ ,,
তৈল বীজ	৩০ ,,
ইক্ষু	১৫০ ,,
	৪০০ ,,

২। উক্ত সময়ে সরকারী বীজ খামার ও রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ার্স'দের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল এইরূপ :—

বীজের নাম	সরকারী বীজ খামার উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা (মে: টন)	রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ার্স'দের মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা মে: টন)
ধান	২০০.০০	১১৩.০০
গম	২.৩২	৩১.৩৬
পাট	১০.০০	—
ডাল জাতীয় শস্য	২২.০০	—
তৈল বীজ	৩২ ০০	১৭.০০
ইক্ষু	৩১৫.০০	—
আলু	১৫০.০০	১২২.৪৭

৩। ১৯৭৯-৮০ সালে সরকারী বীজ খামারে উৎপাদন এবং রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ার্স'দের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের বীজের উৎপাদন ও সংগ্রহের পরিমাণ এরূপ :—

বীজের নাম	সরকারী কৃষি খামারে উৎপাদিত (মে: টন)	রেজিষ্টার্ড গ্রোয়ার্স'দের মাধ্যমে উৎপাদিত সংগ্রহ
ধান	১৪৮·৮৮	২২·৪৫
গম	৫·৪৪	৬·৫০
পাট	৭·৮৬	—
ডাল জাতীয় শস্য	১·৮৭	·৪৫
তৈল বীজ	৩·৫২	৩·৪৮
ইক্ষু	১৪০·৮০	—
আলু	২৫·৪৫	—

শ্রীখগেন দাস :– মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে আবহাওয়া, এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন জাতের বীজের চাহিদা নির্ভর করে। কিন্তু তথ্য নিয়ে দেখা যায় যে আমাদের যা প্রয়োজন সেটা সরকারী বীজের খামার অথবা রেজিস্‌টার্ড গ্রোয়ার্স'দের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কাজেই সরকারী নূতন নূতন বীজের খামার স্থাপন করার কোন চিন্তা সরকার করছেন কিনা, জানতে পারি কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—বীজের সরবরাহটা ত্রিপুরার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন না, প্রায় সব জিনিসই আমাদের বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। আমরা যে খামারগুলি পেয়েছি, সেগুলিতে আরও বেশী করে কি ভাবে উৎপাদন করা যায় এবং প্রয়োজনে খামারের সংখ্যা কি ভাবে বাড়ানো যায় এবং ঐসব খামারে কাজের যে ব্যবস্থা আছে, সেটাকে আরও কিভাবে উন্নত করা যায়, এই সব ব্যাপারে আমাদের সরকার সবে মাত্র দৃষ্টি দিয়েছে যাতে করে আমাদের যে চাহিদা হবে সেটা এগুলির থেকে মিটানো যায়। এন, ই সির থেকেও আমরা কিছু সাহায্য পেয়েছি, যাতে এই ধরণের কিছু করা যায়। যেমন নারকেল বাগান করার জন্য আমরা কিছু সাহায্য পেয়েছি। কাজেই আমরা চেষ্টা করছি যে আরও নতুন নূতন খামার তৈরী করে বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা –মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রতি বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমান এবং কি ধরণের বীজের প্রয়োজন হয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে তথ্য দিয়েছেন তাতে সরকারী খামারগুলিতে যে বীজ উত্‌পাদন হয় এবং তার যে চাহিদা আছে, তার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। কাজেই এটা কি ভাবে পুরণ করা যায়, অথবা এজন্য কৃষকদের কি ভাবে সাহায্য করা যায়, তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—বীজ সংগ্রহ করা এবং তার সরবরাহ করার মধ্যে বেশ কিছু অসুবিধা আছে, আর সেজন্যই আমরা চেষ্টা করিতেছি যে এই ব্যাপারে আমরা যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি। কারণ বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা যদি এক বছর আগেও অর্ডার প্রেস করি, তাহলেও দেখা যায় যে সময় মতো বীজ এসে পৌছায় না, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। সংগ্রহটা আমাদের বাইরে থেকে করতে হয় বিশেষ করে দূরবর্ত্তী রাজ্যগুলির উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া বীজ পাওয়া গেলেও সেগুলি আনার জন্য গাড়ীর দরকার হয়, সেটাও অনেক সময় সময়মতো পাওয়া যায় না। কাজেই নিজেদের রাজ্যের মধ্যে আমরা যাতে প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করতে পারি এবং বীজের ক্ষেত্রে আমাদের যে চাহিদা, সেটা যাতে পূরণ করতে পারা যায় তার জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—স্টার্ড' কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—ষ্টাড' কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১, স্যার,

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৭৮ ইং সন হতে ১৯৮০ ইং সন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার শিক্ষক কর্মচারীদেরকে কত ডি, এ, বাড়িয়েছেন?

২) রাজ্য সরকারী কর্মচারীগণকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব কি?

উত্তর

১) বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের ৫ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ :

ভাতা বৃদ্ধির তারিখ	বেতন স্তর	মহার্ঘ ভাতার হার
১-২-৭৮	৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ৩০০ টাকার উর্দ্ধে'	১০ টাকা প্রতি মাসে বেতনে ২½ শতাংশ সর্ব' নিম্ন ১২ টাকা, এবং সর্বো'চ্চ ১৪ টাকা।
১-৮-৭৮	সর্ব'স্তরের কর্মচারী	সম হারে ১৫ টাকা প্রতি মাসে।
১-৩-৭৯	ঐ	সম হারে ৩০ টাকা প্রতি মাসে।
১-১২-৭৯	ঐ	ঐ
১-১০-৮০	২০০ টাকা পর্য্যন্ত ২০০ টাকার উপরে	৩০ টাকা প্রতি মাসে। ৪৫ টাকা প্রতি মাসে।

২) রাজ্য সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থ মঞ্জুরীর অনুরোধ জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ২০-২-৮১ তারিখে আবার চিঠি দিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে তথ্য আপনি এখানে দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিন বার সর্ব'স্তরের কর্মচারীদের বৃদ্ধির হার একই ছিল এর পর ২০০ টাকা পর্য্যন্ত ৩০ টাকা এবং এর উর্দ্ধে' ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হল—এই ভাবে কেন করা হল?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি হচ্ছে যে আগেকার সরকার কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের যে হারে মহার্ঘ ভাতা দিতেন তার মধ্যে একটা

বিরাট ফারাক ছিল। বর্তমান সরকার-এর লক্ষ্য হচ্ছে এই ফারাকটা ক্রমশ কমিয়ে আনা বিশেষ করে যারা একেবারে নীচের স্তরের কর্মচারী অর্থাৎ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী তাদের যে ফারাক সেটাকে তাড়াতাড়ি কমিয়ে আনা। সেই উদ্দেশ্যে আমরা এই ভাবে বৃদ্ধি করছি এবং এর ফলে ঠিক একেবারে উপরের স্তরের সংগে না হলেও মাঝের স্তরের সংগে নীচু স্তরের কর্মচারীদের ফারাকটা অনেকটা কমিয়ে আনতে পেরেছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত তিন বছরে বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার কর্মচারীদের যে ভাবে বেতন বৃদ্ধি করেছেন সেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরার কর্মচারীরা এত কম কেন বেতন পাচ্ছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব এখনই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

মি: স্পীকার :— শ্রীদ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ

শ্রীদ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ :— কোয়েশ্চান নং ১৬৫

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ১৬৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। টি, এণ্ড ভি, প্রোগ্রাম কোন সাল থেকে ত্রিপুরায় চালু হয়েছে এবং কিভাবে ইহা বাস্তবায়িত হয়েছে?	১৯৭৯ সালের মে মাস হইতে। দুই পর্যায়ে বাস্তবায়িত হইতেছে যথা প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে।
২। এ পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কত জন কৃষককে কণ্ট্রাক্ট ফারমার করা হয়েছে তার হিসাব?	২০,৪৮০ জন
৩। ইহা কি সত্য যে পঞ্চায়েৎ কর্তৃক কণ্ট্রাক্ট ফারমার মনোনীত করানোর জন্য এ পর্য্যন্ত কৃষি দপ্তর থেকে কোন সার্কুলার দেওয়া হয়নি?	সত্য

শ্রী দ্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ইহা কি সত্যি যে ১৯৭৯ সাল থেকে এই প্রোগ্রাম চালু ছিল এবং সেই বছরই ১২টা গাড়ী কিনা হয়েছিল সেই স্কীম থেকে অথচ এই গাড়ীগুলিকে উক্ত স্কীমের কাজের জন্য পাওয়া যায় নাই এবং কিছু কিছু লোককে এর জন্য বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ফিরে এসে পঞ্চায়েতের সঙ্গে এবং বি. ডি. ওর. সঙ্গে সহোযোগীতা করেন নাই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা একটা সরকারী প্রগ্রাম—কৃষির উন্নতির জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার আছে সেগুলিকে গ্রামে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এর উদ্দেশ্যে। যারা কৃষি বিশেষজ্ঞ তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সেটাকে ব্লক-স্তরে এবং ব্লক স্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তরে নিয়ে যাবেন। এটা শুধু প্রশিক্ষণ এবং পরিদর্শন নয়। এই ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে চাষীদের অগ্রগতির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি কি ভাবে চালু করা যায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া। আর একটা হচ্ছে এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা আরও অধিক ফসল ফলানোর জন্য। যে সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে যেমন বীজ শোধন, সারের ব্যবস্থাও এবং সেগুলি কখন কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদি জ্ঞান, কীট নাষক ঔষধের সঠিক প্রয়োগ—তবে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকতে পারে আমরা চেষ্টা করছি কৃষি দপ্তর যাতে পঞ্চায়েৎ এবং ব্লক স্তরে আরও ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী নকুল দাস

শ্রী নকুল দাস—কোয়েশ্চান নং ১৭৯

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নং ১৭৯

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যে জুনের দাঙ্গায় পর আজ অবধি কংগ্রেস (ই) দলের দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা কতটি হামলা, রাহাজানি খুন ও জুলুমের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। এর কতটিতে আসামী ধরা হয়েছে এবং কতটিতে হয়নি ?	
৩। এই সব সন্ত্রাস দমন করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।	

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে গত ১২ই মার্চ তারিখে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আমরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছিলাম সেটা ঐ তারিখের এসেম্বলি প্রসিডিংসে তুলা হয় নাই। এটা কেন তুলা হল না ? সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় জানাবেন কি না ? আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসিডিংস এখন প্রসেসে আছে। কাজেই এই সম্পর্কে এখন কোন আলোচনা হতে পারে না। এই খসড়া প্রসিডিংস তারা সংশোধন করে পাঠাতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই প্রসিডিংস আমাদের কাছে আছে। এই খসড়া প্রসিডিংসে আমাদের বক্তব্য কেন তুলা হয় নাই এবং আমাদের যে বয়কট সেটারও এখানে কোন উল্লেখ নাই।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা সেটা সংশোধন করে পাঠাতে পারেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— কেন সেটা উঠে নাই? আমরা সেটা জানতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সেই সময়ে কোন ষ্টেনোও এখানে ছিল না কাজেই সেটা উদ্দেশ্য মূলক ভাবে হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে তারা যেন মাননীয় স্পীকারের চেম্বারে গিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা করে দেখুন। সত্যি সত্যিই যদি তাদের কোন বক্তব্য প্রসিডিংস থেকে বাদ পরে থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সংশোধন করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা আমার চেম্বারে আসুন এই ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। হাউসে এই ব্যাপারে আপনারা আলোচনা করতে পারেন না। গণ্ডগোল—

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রসিডিংস দেওয়া হয়েছে সেটা ফাইনেল নয়। কাজেই কোন সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভব করলে তারা সেটা করতে পারেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রসিডিংস তো ফাইনেল নয়। যদি কিছু বাদ পরে থাকে সেটা স শোধন করা হবে। গণ্ডগোল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা চেম্বারে আলোচনা কি করব। কেন এটা বাদ পড়ল এটা আমরা জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে এটা সংশোধন করা হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—উনাদের কাগজের মধ্যে কি আছে না আছে সেটা হাউস বুঝবে কি করে? এটা দেখতে হবে ওটার ভিতরে কি আছে। মাননীয় স্পীকার কি করে প্রতিশ্রুতি দেবেন?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের বক্তব্য কেন তুলা হয় নি সেটা বলতে হবে। সেই ব্যাপারে রুলিং চাই। (গণ্ডগোল)

(বিরোধী পক্ষের ওয়াক্ আউট)

মি : স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো চিনিকক্ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহাশয়কে এই সভায় হাজির করা। আমি মার্শালকে নির্দ্দেশ দিচ্ছি শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে হাউসের 'বারে' হাজির করানোর জন্য।

(মশাল মাননীয় স্পীকারকে জানান যে শ্রী ত্রিপুরা 'বারে' উপস্থিত হন নি)

মি: স্পীকার :- Hon'ble Members. Shri Shyama Charan Tripura, Editor 'Chainikok" who was summoned to apear abefore the Bar of the House on the 23rd March, 1981 at 1205 hours to receive reprimand as decided by the House has not appeared. His disobedience to respond to the order of the House is a primafacie case of contempt of the House. The House is to decide further course of action against him and this respect any member may move a motion suggesting next course of action against Shri Tripura.

Shri Samar Choudhury :—Mr. Speaker, Sri, I beg to move that whereas Shri Shyama Charan Tripura, Editor "Chinikok" was summoned to appear before the Bar of the House to recive reprimand on 23.3.81 at 1205 hours in connection with a case of breach of Privilege and contempt of the House and whereas Shri Tripura did not turn up to receive reprimand and Whereas his action amounts to gross breach of Privilege and contempt of this House and thereby further aggravated his offence. This House resolved that this matter be referred again to the Committee of Privileges for investigation, examination and report.

Mr Speaker :—Now the question before the House is the resolution moved by Shri Samar Choudhury, MLA that this House resolved that this matter be referred again to the Committee on Privileges for investigation, examination and report. Now I put the resolution to voice vote.

(Then the resolution was put to voice vote and passed.)

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটা হল গত ২১শে মার্চ আগরতলা দক্ষিণ রামনগরে শ্রী রেণু মিঞা ও শ্রী সিরু মিঞার বাড়ীতে হামলা ও মারপিট, কৃষ্ণনগর আগরতলা শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মা বাড়ীতে হামলাও তার পুত্র বিজয় দেববর্মাকে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক অমানুষিক মারপিট এবং ঐ দিন গান্ধীঘাট (আগরতলা) শ্রী রাখাল দেবনাথের ছোট ভাই গোপাল দেবনাথকে তার বাড়ীতে প্রবেশ করে অমানুষিক মারপিট করা সম্পর্কে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হচ্ছে,

"গত ২১শে মার্চ আগরতলা শহরের নিকট বর্তী আনন্দনগরে ত্রিপুরা মৎস্যজীব ইউনিয়নের কর্মী শ্রী শীতল চন্দ্র দাসকে দুর্বৃত্তগণ কতৃক অমানুষিক মারপিট করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী কাল ২৪শে মার্চ্চ এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী আগামী কাল ২৪শে মার্চ্চ এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ১৩ই মার্চ্চ মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রমণ এবং বন্দুকের গুলিবিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৩ই মাচ মন্ত্রী কুমার জমাতিয়াকে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রমণ এবং বন্দুকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করা সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৩৷১৪ইং মার্চ রাত্রে কিল্লা থানার অন্তর্গত জয়ইবাড়ী নিবাসী শ্রী মন্ত্রীকুমার জমাতিয়া যখন তাহার বাড়ীতে পরিবারের লোকজন সহ ঘুমাইতেছিলে। তখন রাত্রি প্রায় ৩-৪৫ মি: এর সময় ৪-৫ জন দুষ্কৃতকারী দাও এবং দেশী বন্দুক সহ তাহার ঘরে জোর করে প্রবেশ করে শ্রী জমাতিয়াকে লাথি মারে ও তাহার বা কাঁধে দেশী বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ করে। শ্রী মন্ত্রীকুমার জমাতিয়া ও অন্যান্যদের চিৎকারে দুষ্কৃতকারীগণ পলাইয়া যায়। আহত শ্রী জমাতিয়াকে ১৩-৩-৮১ ইং তারিখ শেষ রাতে উদয়পুর হাসপাতাল পাঠান হয় এবং ১৪-৩-৮১ ইং তারিখ তাহাকে চিকিৎসার জন্য জি. বি হাসপাতালে আনা হয়, সেখানে। তাহার কাঁধ হইতে একটি বন্দুকের গুলির ছররা বাহির করা হয়। কিল্লা থানার অধীন জয়ই বাড়ীর নিবাসী শ্রী গুণপদ জমাতিয়ার অভিযোগ ক্রমে এই ঘটনাটির ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৮৷৩৮৭ এর এ আইনের দুই (এ) ধারা মতে কিল্লা থানার একজন দারোগা ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণও মামলাটির দেখাশুনা করিতেছেন।

এই ঘটনার ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহারা এখন আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে আছে। ২টি বট্‌ল গ্রীন শার্ট গ্রেপ্তারীকৃত শ্রী বিশ্ব কুমার জমাতিয়া, পিতা চন্দ্রশেখর জমাতিয়ার হেফাজত হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্ত্রী কুমার জমাতিয়া সি, পি, আই, (এম) সমর্থক এবং গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণ টি, ইউ, জে, এস, এর সমর্থক বলিয়া তদন্তে জানা যায়।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন কিনা বা এ তথ্য তাঁর কাছে আছে কিনা, মন্ত্রীকুমার জমাতিয়াকে হঠাৎ করে আক্রমণ করা হয় নি। মন্ত্রীকুমার জমাতিয়া ১৯৭০-৭১ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত টি. ইউ. জে. এস. এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সিদ্ধিকুমার জমাতিয়ার বাড়ীতে সিদ্ধিকুমার জমাতিয়া, বিনন্দ জমাতিয়া ও সরলপদ জমাতিয়া বসে ঐখানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিল্লা অঞ্চলে অবর্ণ জমাতিয়া, হীরেন্দ্র জমাতিয়া, গুণপদ জমাতিয়া, মনিমোহন জমাতিয়া, চিত্ত জমাতিয়া, শিবানী জমাতিয়া, রতিরঞ্জন জমাতিয়া, দুর্লভ জমাতিয়া, কেশরাই জমাতিয়া, গৌরসাধন জমাতিয়া ও চিত্র কিশোর জমাতিয়া এই ১১ জনকে খুন করবে। এই খুন করার আগে মন্ত্রী কুমার জমাতিয়াকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া খুনের কাজ করতে অস্বীকার করার ফলে তাকে তখন থেকে খুন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তার উপরে আরো দু'বার আক্রমণ করেছে এই টি. ইউ. জে. এস. সংগঠিত ভাবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি বলেছি, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন তদন্তের সময়ে এই গুলি পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

এই সম্পর্কে আমি আরো একটি তথ্য দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, শেষ খবর পাওয়া পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পুলিশ উক্ত ঘটনায় আরো ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বাকী তিন জনের নাম দিয়ে দেওয়া গেল :—

১। শ্রীগুহক ভানু জমাতিয়া—পিতা—শম্ভুনাথ জমাতিয়া,
দেওয়ান কুমার বাড়ী, কিল্লা থানা।

২। শ্রীজাকছানা জমাতিয়া—পিতা—নাখা জমাতিয়া,
দেওয়ান কুমার বাড়ী, কিল্লা থানা।

৩। শ্রীব্রজমিলন জমাতিয়া—পিতা—মৃত যাদব জমাতিয়া,
নাজিলা ডম্বুর বাড়ী, কিল্লা থানা।

তাহারা সকলেই আদালতের নির্দ্দেশে পুলিশ হেফাজতে আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, এই মন্ত্রীকুমার জমাতিয়াকে আক্রমণ করে খুন করার জন্য যে প্ল্যান করা হয়েছিল এই প্ল্যানের অঙ্গ হিসাবে মন্ত্রীকুমার জমাতিয়া আহত হওয়ার ফলে এবং জি. বি তে চিকিৎসাধীন থাকার ফলে এই টি. ইউ. জে. এস.এর প্রোগ্রাম অনুযায়ী উত্তর বড়মুড়ার প্রধান অকুন কুমার জমাতিয়ার বাড়ীতে ৬টা পাঠা কেটে সেখানে নেমতন্ন খাওয়া হয়েছে এবং ঐখানে টি. ইউ. জে. এস. এর স্থানীয় লোকেদের সেখানে নেমতন্ন ছিল। পুলিশ যে ২/৪ জন লোককে পেয়েছে সেই বাড়ীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে তাতে দেখা যায় ৩০/৩৫ জন লোককে পুলিশ ধরেছিল এটা সত্য কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এগুলি পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি

যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানার অন্তর্গত নোয়াবাড়ীর নিবাসী শ্রীহীরেন্দ্র জমাতিয়ার গৃহে গত ১৫ই মার্চ্চ আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটে বোমা বিস্ফোরণে ২টি শিশু আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, "উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানার অন্তর্গত নোয়াবাড়ীর নিবাসী শ্রীহীরেন্দ্র জমাতিয়ার গৃহে গত ১৫ই মার্চ্চ আনুমানিক ৬-৩০ মিনিটে বোমা বিস্ফোরণে ২টি শিশু আহত হওয়া সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৫ ৩ ৮১ইং তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ এর সময় নোয়াবাড়ী সি. আর. পি. ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানান যে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে নোয়াবাড়ী নিবাসী শ্রীহীরেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে একটি পট্‌কা ফাটিয়াছে এবং তাহাতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই ঘটনাটি কিল্লা থানার জেনারেল ডাইরিতে নথীভুক্ত করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, গত ১৫.৩.৮১ইং তারিখ সকাল প্রায় ৬-১৫ মিনিটে শ্রীহীরেন্দ্র মোহন জমাতিয়ার পুত্র শ্রীঅমর সিং জমাতিয়া (১১।১২ বৎসর) এবং তাহার বাড়ীর গরু রাখাল বালক শ্রীকমলা কান্ত জমাতিয়া তাহাদের একটি পরিত্যাক্ত ছনের ঘরে পট্‌কাটি পরিয়া থাকিতে দেখিতে পান। ঘরটিতে একটি বে-সরকারী বালোয়ারী স্কুল বসিত। ইহা দেখিয়া বালকদ্বয় পট্‌কাটি তুলিয়া নেয় এবং খেলা করিবার সময় হাত হইতে পরিয়া ফাটিয়া যায়। ফলে উভয় বালকই পায়ে, মুখে এবং চক্ষুতে আঘাত পায়। বাড়ীর মালিক ঐদিনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান। শ্রীহীরেন্দ্র জমাতিয়ার পুত্র শ্রীঅমর সিং জমাতিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ দিনই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। শ্রীকমলাকান্ত জমাতিয়া, পিতা বিষ্ণুমোহন জমাতিয়া চিকিৎসার জন্য উদয়পুর হাসপাতালে ভর্ত্তি হয় এবং এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

পুলিশের সন্দেহ যে, কোন ব্যক্তি হয়ত পট্‌কাটি ঐ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিল এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, স্যার, আমি আগে যেটা বলেছিলাম, এই হীরেন্দ্র জমাতিয়ার ঘরে পট্‌কা ফাটার ব্যাপারে ঐ জিতেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে টি. ইউ. জে. এস. চক্রান্ত করে খুন করার জন্য এবং আরো দু'বার তার নিজের ঘরে আক্রমণ করেছিল তাকে খুন করার জন্য এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই বোমা, পটকা ইত্যাদি সমস্ত কিল্লা অঞ্চলে ফেলে টি. ইউ. জে. এস-এর লোকজন ওখানে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইসব করছে। ঠিক তার পরদিন, যে দিন হীরেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে পটকা ফাটিয়েছে, নাজিরা

ডম্বুরের বিহু কুমার জমাতিয়া, যিনি টি. ইউ. জে. এস-এর হাতে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে এখন ও উদয়পুর হাসপাতালে আছেন, তার বাড়ীতেও কেশোরাই জমাতিয়ার ভাইয়ের বাড়ীতে, এই দুই জনের বাড়ীতে তাদের লোকজনদের মারধর করার উদ্দেশ্যে টি. ইউ. জে. এস-এর লোকজন সেখানে গিয়েছিল এবং তাদের বাড়ীতে না পেয়ে তাদের বাড়ীতে আবার দুটো পটকা ফাটিয়ে এসেছে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, বিহু কুমার জমাতিয়া সম্পর্কে সম্ভবতঃ আলাদা একটি প্রশ্ন রয়েছে। অন্য যে সমস্ত কথা উনি বলছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981) উত্থাপন।" আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Biren Datta—Mr. Speaker Sir, I Beg to move for leave to introduce

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981)"

মিঃ স্পীকার—এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981)

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভার অনুমতিক্রমে বিলটি উত্থাপিত হয়)।

DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR, 1981-82

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—

"১৯৮১-১৯৮২ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে তেত্রিশ (৩৩)টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ড গুলোর উপর আলোচনা এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ শেষ করতে হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভার কার্য্যসূচী এবং তার সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আমি যখন নাম ডাকব তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলো একের পর এক উত্থাপন করবেন। ব্যয় বরাদ্দের সমস্ত দাবীগুলো উত্থাপিত হওয়ার পর যে সব ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তারপর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি

প্রথমে ছাটাই প্রস্তাব গুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবী একটি একটি করে ভোটে দেব।

মাননীয় সদস্য মহোদয় গন, মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়গন হাউসে এখন উপস্থিত না থাকার ফলে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব আছে, সে গুলো মূভ হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর ব্যয় বরাদ্দ-এর দাবীগুলো একটি একটি করে এই সভায় উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 22,13,000/- (exclu sive of Charged expenditure of Rs. 37,000/-). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 1 (Major Head 211 -Parliament, State/Union Territory Legislature, Rs. 20,13,000 and Major Head 288-Social Security and Welfare Rs. 2,00,000).

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Education Minister to move his motion. As the Hon'ble Education Minister is not present, I would request the Hon'ble Chief Minister to move Education Minister's motion.

Sri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,20 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 2 (Major Head 213-Council of Ministers Rs. 5,20,000/-).

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Revenue Minister to move his motions one by one.

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,09,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 4 (Major Head 220-Collection of Taxes on Income and Expenditure Rs. 88,00,000/-, Major Head 229-Land Revenue Rs. 92,83,000/-, Major Head 230-Stamps and Registration Rs. 9,27,000/-, and Major Head 240-Sale Tax Rs. 6,42,000/-)

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 5 (Major Head 239-State Exercise Rs. 2,93,000/-).

Shri Biren Datta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 88,35,000/- (Exclusive of Charged Expenditure of Rs. 3,80,000/-) be granted to defray the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 10 (Major Head 253-District Administration- Rs. 88,35,000/-).

Shri Biren Dutta :—Mr. Speaker Sir on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs 1,22,73;000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 15 (Major Head 259-Cellection of Housing and Buildings Statistics Rs. 51,000/-, Major Head 284 Urban Development Rs 1,01,81,000/-,Major Head 287 Labour and Employment Rs. 20,01,000/- and Major Head 338 Road and Water Transport Service Rs. 40,000/-).

Mr. Speaker sir,

Shri Biren Dutta :—On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 75,10,000/- be granted to defrav the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 26 (Major Head 289-Relief on Account of Natural Calamities Rs. 18,00;000/-, Major Head 295-Other Social and Community Services-Upkeep of shrines Temples etc, Rs. 2,60,000/- and Major Head 304- Other General Economic Services Land ceiling and Land Revenue Rs. 35,50,000/-).

Shri Biren Dutta :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,98,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 304- Other General Economic Services Regulation of Weights and Measures Rs. 6,98,000/-).

Shri Biren Dutta :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 482- Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply L. S. G. Rs. 32,27,000/-).

অধ্যক্ষ মহাশয় : এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে এই সভায় উত্থাপন করতে ।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move, that a sum not exceeding Rs 70,70,000/-(exclusive of charged expenditure of Rs. 5,49,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 3 Major Head 214- Administration of Justice Rs. 64,88,000/-, Major Head 215 Election, Rs. 5,37,000 and Major Head 265-Other Administrative Services Rs. 45,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,68,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 2,94,000,000), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No 7 (Major Head-254-Treasury and Accounts Administration Rs. 13,68,000).

Sri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 75,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 9 (Major Head 252-Secretariat General Services, Rs. 64,00,000 Major Head 265- other Administrative Services-Vigilance, Inquiry Commission Rs. 5,09,000, Major Head 265-other Administrative of Services-Guest House, Govt. Hostels etc. Rs. 5,85 000 and Major Head 295-other Social and Community Services, Celebration of Republic Day Rs. 65,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,35,21,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect Demand No. 11 (Major Head 255-Police Rs. 5,78 76,000 Major Head 260-Fire Protection and Control Rs. 36,00,000 Major Head 265-other Administrative Services (Civil Defence Rs. 2,95,000/-. Major Head 265-other Administrative Services-Home Guards Rs 79,50,000 and Major Head 344-Other Transport and Communication Services-Wireless Planning and Coordination, Rs. 38,00,000).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,52,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 41 Major Head 500 Investment in General Financial and Trading Institution Rs. 2,00 000/- Major Head 505-Capital outaly on Agriculture Rs. 1,50,00,000/- and Major Head 705-Loans fot Agriculture Rs. 50,000/-

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, শিক্ষামন্ত্রী হাউসে অনুপস্থিত তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ডিমাণ্ডগুলি হাউসে পেশ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker sir, on the recommendation of the Governo , I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,39,16,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 16 (Major Head 265-other Administrative Services Rs. 60,000/-, Major Head 277-Education Rs. 13,91,73,000 -, Major Head 278-Art and Culture Rs. 9,83,000/-, Major Head 299-Special and Backward Areas-N. E C Schemes Rs. 29,00,000/- and Major Head 309- Food Rs. 1,08,00,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,43,30,000/- be granted to defray the charges which will come in coure of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 17 (Major Head 277-Education Rs. 1,12,70,000/- Major Head 278 Art and Culture Rs. 11,05,000/- and Major Head 288—Social Security and Welfare (Social-Welfare) Rs. 1,07,55,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs 4 71,65, 000/-be granted to defray the charged which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 23 (Major Head 276—Secretariat and Community Services Director of Tribal Research Rs. 2,19,000/-Major Head 288-Social Security and Welfare-Welfare S. T. and S. C. and other Backward classes Rs. 4,28,58,000/-and Major Head 309—Food-Special Nutrition Rs. 40,16,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeiding Rs. 53,16, 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security and Welfare—civil Supply Rs. 5,00,000/-and Major Head 309—Food-Food Section Rs. 40,16,000/—

Mr Speaker :—আমি এখন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে তার ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Baidya Nath Majumder : Mr. Speaker Sir, On the recommendation, of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,24. 80,000/-(exclusive of charged expenditure of Rs 1,50,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 14 (Major Head 259—Public Works Department Rs. 7,80,37,000/-, Major Head 277—Education Rs.3,60,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 1,00,000/- Major Head 280—Madical Rs. 5,55,000/-, Major Head 281 Family Welfare Rs. 64,000/-,Major Head 282—Public-Health, Sanitation & Water Supply Rs. 15,00,000/-,Major Head 287 Labour and Employment Rs. 60,000/-, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 5,000/-, Major Head 299—Special and Backward Areas N. E. C. Schemes Rs. 7,24,000 and Major Head 310—Animal Husbendry Rs. 5,20,000/-, Major Head 311—Dairy Development Rs 45,000/-,Major Head 312 Fisheries Rs. 10,000/-, and Major Head 321—Village & small Industries Rs, 5,00,000/-)

Shri Baidya Nath Majumder :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,48,19,000/-, be granted to defray the charges

which will come in course—of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No 36 (Major Head 459—Capital Outlay on Public Works Rs. 57,64,000/-, Major Head 477—Capital Outlay on Education Art and Culture Rs. 21,70,000/-,Major Head 480—Cap tal, Outlay on Medical Rs 34,00,000/-, Major Head 481—Capital Outlay on Family Welfare Rs 9,00,000/-, Major Head 482—Capital Outlay on public Health. Sanitation and Water Supply Rs. 1,60,000/-, Rs 1,60,90,000/-,Major Head 488--Capital Outlay on Social Security and Welfare Rs. 25,000/-Major. Head 499 Capital Outlay on Special, and Backward Areas (N. E.C Scheme) Rs.30,00 000/-, Major Head 510 Capital outlay on Animal Husbandary Rs. 7,30,000/- Major Head 511—Capital Outlay on Dairy Development Rs 2 55,000/-, Major Head 512—Capital Outlay on Fisheris Rs. 50,000/-, Major Head 521—Capital Outlay on Village and small Industries
Rs. 24,35,000)

Shri Baidya Nath Majumder :— Mr. Speaker Sir, on the recomnendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,31,43,000/ . be granted d fray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 20 (Major Head 287 Housing-Govt Residential Building Rs.35.55, 000/- Major Head 284—Urban Development—Town and Regional Planning Rs. 3,23,000/- and Major Head 337—Road and Bridges Rs. 1,92,65,000/-)

Shri Baidya Nath Majumder :—Mr. Speapker Sir, On the recommendation. of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs 1.87,14,000/- be granted to deffray the charges will come in courese of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 35 (Major Head 245 Other Taxes and Duties on Commodities and Service Rs. 2,90,000/-, Major Head 306—Miner Irrigation Rs. 30.00,000/-, Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 32,93 000/- and Major Head 334—Power Projects Rs. 1,21,31,000/-).

Shri Baiday Nath Majumder:— Mr. speaker Sir, On the recom nendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,68,50,000/- be granted to defary the chinges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 42 (Major Head 538—Capital outlay on Roads and water Transport Services Rs. 64,60,000/—).

Shri Baiday Nath Majumder :— Mr. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sun not exeeding Rs. 5,05,000/- be granted to defray the changes which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on Vehicles Rs. 2,75,000/- and Major Head 344 Other Transport and Communication Services Rs. 2,30,000/-).

Shri Baidya Nath Majumder :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,94,35,000/- be granted to defray the Charges which will come in couse of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 43 (Major Head 506 Capital outlay on Minor Irrigation soil Conservation and Area Development Rs. 2,25,35,000/—, Major Head 533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainge and Flood Control projects Rs. 3,95,00,000/-, and Major Head 534—Capital Outlay power Projects Rs. 5,74,00,000/—).

মি: স্পীকার:—এখন আমি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলি একটা একটা করে উত্থাপিত করার জন্য।

Shri Anil Sarkar —Mr. Speker, Sir On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 49, 85, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1982, in respect of Demend No. 21 (Major Head 7285— Information and Publicity Rs. 45, 00, 000/—and Major Head 339—Tourism Rs. 4, 85, 000)/

Shri Anil Sarkar :—Mr. Spaker Sir, On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2, 52, 56, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 34 (Major Head 299—Special and Backward Areas—N. E . C. Schemes Rs. 20, 54,000/ Major Head 320—Industries Rs. 27, 70,000/—and Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 2, 04, 32, 000/).

Shri Anil Sarkar :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 16, 00, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demend No. 38 (Major Head 433—and Capital outlay on Housing—Subsidised Housing Scheme Rs. 7,00,000/—and Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institutions—Industries Rs. 9, 00,000/—)

Shri Anil Sarkar :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not oexceeding Rs, 60,05,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demend No. 44 (Major Head 526—Capital outlay on Consumar Industries—Jute Mill, Paper Mill, Tea Industries Rs. 50, 05,000/—and Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institution—Rs. 10,00,000/—)

Shri Anil Sarkar :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs 23,60,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during

the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 47 (Major Head 498—Capital outlav on Co-opratio Rs. 6,00,000/— Major Head 698—Loans to Co-operative Societies (Ind) Rs. 4,00,000/-. nd Major Head 721—Loans for Village & Smal Industries Rs. 13,60,000/—).

Mr. Speaker :—আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলি উথ্থাপিত করার জন্য ।

Shri Dinesh Deb Barma :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,84,60,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 32 (Major Head 314 Community Development Rs. 3,84,60.000/—).

Shri Dinesh Deb Barma :—Mr. Speaker Sir. On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2.35.80.000/—be granted to defray the charges which will eome in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 33 (Major Head 314—Community Development—Water Supply and Sanitation Rs 2,35,80,000/—).

Shri Dinesh Deb Barma :—Mr. Speaker Sir. On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,75,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. @ 45 (Major Head 683—Loan for Housing Rs. 13,75,000/-).

Mr. Speaker :—আমি এখন মাননীয় সমবায় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলি উথ্থাপনের জন্য ।

Shri Abhiram Deb Barma :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,30,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special and Backward Aresas—N. E. C. Scheme Rs. 23,92, 000/—. Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 1,59,75,000/- and Major Head 311—Dairy Development Rs. 46,60,000/-).

Mr. Speaker :—এখন আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলি উথ্থাপনের জন্য।

Shri Araber Rahaman :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,84,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 31. (Major Head 299—Special and Backward Areas (N.E.C Scheme) Rs. 9,24,000/ (Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 88,50,000 and Major Head 313—Forest 2,86,86,000/—).

Shri Araber Rahaman :—Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 37 (Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institution (Forest).

মি: স্পীকার :—সভা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য গৃহীত হলো।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডের উপর প্রিন্টিং মিষ্টেকের জন্য একটা কারেকশন আছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯, মেজর হেড ৪৩৭ (লাষ্ট লাইনের আগের লাইন)। কারেকশন হয়ে হবে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৯, মেজর হেড ৫৩৭।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট—মোশন এনেছেন তার উপর এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাসকে আহ্বান করছি।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় ডেপুট স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন হাউসের অনুমোদন লাভের জন্য আমি তাকে সমর্থন করি। এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। আমরা দেখছি যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা পুলিশ খাতে টাকা কমানোর জন্য বলছেন কিন্তু এখানকার যে পরিস্থিতি তা মোকাবিলা করার জন্য এবং সীমান্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য আরও বেশী পুলিশের প্রয়োজন এবং তা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও স্বীকার করেছেন এবং সে বী মেনেছেন। বিভিন্ন কারণে দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে যেভাবে নানা রকম প্রপাগাণ্ডা বাড় ছ এবং সামগ্রিকভাবে যে রমক অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে তাতে আমাদের পুলিশ ফোর্স'কে কি করে আরও বেশী আধুনিকি করণ করা যায় কি করে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনা যায় তার জন্য পুলিশ ফোর্স'কে সাজানোর কথা রাজ্য সরকার ভাবছেন। এই জন্য ত্রিপুরা থেকে সেন্টালকে জানানোহয়েছে যে এখানে আরও পুলিশ ব্যাটেলিয়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখছি যে অর্থের অভাবে এগুলি করা যাচ্ছে না তথাপি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন এই খাতের টাকা কমানোর জন্য। এটা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আইন শৃঙ্খলার জন্য আরও বেশী করে পুলিশ খাতে টাকা রাখা দরকার। বর্ত্তমানে আইন শৃঙ্খলার যে অবস্থা তাতে আইন শৃঙ্খলাকে আরও বেশী সুদৃঢ়, আরও বেশী পুলিশকে আধুনিকি করা এবং সক্রিয় করার জন্য আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন। আইন শৃঙ্খলার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা আরও বেশী ভাল হওয়া চাই। অপর দিকে ওনারা পুলিশ খাতে টাকা কমানোর কথা বলছেন। আজকে আমাদের এনিমেল হাজবেণ্ডারী তত উন্নত না। এই রাজ্যে গরুর চিকিৎসার জন্য যে সকল ডিসপেন্সারী হওয়া প্রয়োজন ছিল তা বিগত ৩০ বছরে

হয় নি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অনেকগুলি ডিসপেন্সারী খোলার চেষ্টা করছেন। যেখানে এই সকল সমস্যার সমাধান হয়নি সেখানে ওনারা বলছেন যে অর্থ বরাদ্দ বেশী হয়েছে। ওনাদের এই বক্তব্যকে নিশ্চয়ই সমর্থন করা চলে না। অন্যদিকে এস. টি., এস. সি.র যে সমস্যা এই সম্পর্কে আমরা দেখছি যে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল-এর জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে তা নাকি অযথা। অতএব এই টাকা বাদ দেওয়া হউক মাননীয় সদস্যারা এই দাবী রাখছেন। এক সময়ে আমরা জানি এই দাবীতে ওনারা আন্দোলন করেছিলেন। স্ব শাসিত জেলা পরিষদ-এর দাবীতে জমায়েত করেছিলেন। কিন্তু আজকে যখন বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে কার্য্যে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছেন তখনই তারা বিদেশী আন্দোলনের ডাক তুললেন। যার সঙ্গে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কোন সম্পর্ক নেই। তখন তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছেন, অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছেন। আজকে তারা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উপর কোন বক্তব্য রাখতে চান না। কিন্তু পরোক্ষে তার বিরোধিতা করছেন। তাই আজকে তারা এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কাট মোশন রেখেছেন। মৎস চাষের কথা ওনারা বলেছেন, আগে ত্রিপুরা রাজ্যে মৎস চাষের কি দুরবস্থা ছিল আজকে তা তারা ভুলে গেছেন। ভুলবেনই ত কারণ আজকে মৎস চাষের জন্য নুতন নুতন জলাশয়, পুকুর লেইক প্রভৃতি খনন করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে পুরানগুলিকে সংস্কার করা হচ্ছে। এসব দেখতে ওনারা ভাবছেন যে এ সরকার যেভাবে ত্রিপুরার জনগণের জন্য ব্যাপক কাজ কর্ম ও পরিকল্পনা করছেন তাতে ত এই সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তাই তারা আজ ঘৃন্য পথ বেছে নিয়েছেন। তাই তারা আজ ঐ উন্নয়নমূলক কাজেও বিরোধিতা করছেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি এই সরকার এভাবে কাজ করতে থাকেন, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের আর কোন হাহাকার থাকবে না। আজকে গ্রামে গঞ্জের মানুষ এইসব দেখে অবাক হয়ে গেছে। তারা মনে করছে তারা যেন স্বপ্ন দেখছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এস.টি/এস. সি. র কথা যদি বলি তাহলে পরে দেখব যে এই সরকার তাদের উন্নতির জন্য সিডুল্ড কাষ্ট ও সিডুল্ড ট্রাইব ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করেছেন। আজকে আর কোন জমি হস্তান্তর হচ্ছে না, জমি রেষ্টোরেশন হচ্ছে। আগে যেভাবে গরীবের হাত থেকে জমি চলে যেত এখন আর যাচ্ছে না।

কেন এস.টি. লোকেরা তাদের জমি হারিয়েছে? মহাজনদের নিকট তারা ঋণে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয়েই তারা অতি অল্প মূল্যে তাদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপজাতিদের মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আর যারা জমি হারিয়েছিলেন তাদের আবার জমি ফেরৎ দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। আর বামফ্রন্ট সরকারের এই সকল কার্য্যকলাপের বিরোধীতা করছেন উপজাতি যুব সমিতির বিধায়করা। তাই তারা বামফ্রন্ট সরকার যে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তার জন্য যে বাজেট আনা হয়েছে তার উপর বিরোধীরা কাটমোশান আনছেন। কিন্তু এরা নিজেদের মধ্যেই ঠিক নেই। নিজেদের মধ্যেই বিরোধ দেখা দিয়েছে এই কাট মোশান নিয়ে। এই একবার একটা মোশান [illegible] আবার সেটা পাল্টিয়ে [illegible] কাট মোশান [illegible]।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই বাজেট দ্বারাও ত্রিপুরার মানুষের সামগ্রিক-ভাবে উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ আমাদের কর্মসূচী রূপায়িত করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ আমরা পাচ্ছিনা। যাইহোক আমাদের এই অল্প ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যতটুকু সম্ভব তাই করা হচ্ছে। এই জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াংকে তার কাট-মোশান মোভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে যে কাট মোশানগুলি এনেছি সেগুলি হলো :—

১। ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪।

মেজর হেড—২৫৯।

এই আইটেমের উপর আমি কাট মোশান এনেছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গত ত্রিশ বছর ধরে লক্ষ্য করেছি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে রাস্তাঘাট ভাল নেই, গাড়ি-ঘোড়া কম যায়, অফিসে অফিসাররা কম যান ফলে সেখানে স্কুল ঘরগুলি ভালভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে না। কোথাও কোন বিল্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয় নি। শুধু তর্জ্জা দিয়ে ঘর তৈরী করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার যে একটা পরিবেশ সেখানে তা নষ্ট করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় সেই ঘরগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ফলে ছেলে মেয়েদের সেখানে খুবই কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হয়। সুতরাং শিক্ষার যে একটা উন্নতি হওয়া দরকার তা আমরা দেখছি না। আমরা আশা করেছিলাম যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এর একটা পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সেই পুরানো বন্ধুদের পথই অনুসরণ করে চলছেন। দালান কোঠা বেশী করা হয় আগরতলা, কৈলাসহরে বড়বড় শহর বন্দরে। আমরা দেখেছি করইছড়া একটা বিল্ডিং সেখানকার হাইস্কুলের জন্য করার কথা ছিল এবং তার জন্য সাত লক্ষ টাকা সেংশনও হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার সি, পি, এম, গ্রাম প্রধান শ্রীদাম পাল তিনি এই কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। তিনি চাইছেন যে হাইস্কুলের ঘরটি অন্যত্র হোক। এইভাবে সি, পি, এম, কর্মীরা উন্নয়নমূলক কাজে বাঁধা দিচ্ছেন। তারা তাদের স্বার্থেই এটা করছেন। অলয়ছড়া ঠিক তেমনি একটা হাইস্কুল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কয়েকজন সি, পি, এম. এম, এল, এ, এর বাঁধা দানের ফলে তা হতে পারছে না। সুতরাং আমি আমার সি, পি. এম, বন্ধুদের অনুরোধ করছি আপনারা দলবাজি বন্ধ রেখে অলয়ছড়া হাইস্কুল বিল্ডিং এর কনষ্ট্রাকসন শুরু করান।

২। ডিমাণ্ড নং—১৪, মেজর হেড নং—৩১০।

এনিম্যাল হাসবেনড্রি ডিপার্টমেণ্ট। সেখানে ধরা হয়েছে ৫,০৫,২০,০০০ টাকা এর উপর আমি একটা কাট মোশান আনছি।

আমি বলতে চাই যে, ডিসএপ্রোভল অব গভ: পলিসি রিগারডিং ভেটিনারী সারভিসেস এণ্ড এনিম্যাল হেলথ"।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কৃষকদের উন্নতি করবেন, তাদের হালের বলদ কিনার জন্য সাহায্য করবেন। গরু-ছাগল ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য ভাল ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি হালের গরু ইত্যাদির স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে তবে কৃষকের প্রচুর ক্ষতি হবে। আর পশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে ডাক্তাররা বা ডাক্তারখানা আছে সেখানে ডাক্তার ঠিকমত থাকে না, ঔষধ ঠিকমতন পাওয়া যায় না। যখন গরুর মড়ক দেখা দেয় তখন কৃষকেরা ঔষধ ডাক্তার কিছুই পান না। যদিও বা কেউ রুগ্ন গরুগুলিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তবে সেখানে টাকা না দিলে চিকিৎসা করা হয় না। গত বছর নয়াবাড়ি এবং পিত্রা অঞ্চলে এইভাবে গো মড়কে বহু গরু উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। সুতরাং আগে থেকে যদি কোন প্রিকশনারী ব্যবস্থা না নেওয়া যায় তবে কৃষকদের প্রচুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। আমরা দেখেছি হাসপাতালগুলিতে যে কাজ হয়না তার একমাত্র কারণ ডিপার্টমেন্টের দোষে। সেখানে সমন্বয়ী কর্মীরা কাজ করতে চান না তারা শুধু তাদের কেডার তৈরীতে ব্যস্ত থাকেন। ফলে সেখানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আমার সি, পি, এম, বন্ধুদের আবার অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের দলবাজি বন্ধ করে কাজে মন দেন।

৩। ডিমাণ্ড নং—১৮, মেজর হেড নং—২৭৭।

এখানে প্রাইমারী এডুকেশানের জন্য ধরা হয়েছে ১,৯১,৮২,০০০ টাকা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এডুকেশানের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি উনারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা প্রাইমারী এডুকেশানের দিকে কোন নজরই দেন নি। শুধু মাত্র স্কুলঘর তৈরী করলেই হলনা আর লোক নিয়োগ করলেই হলো না প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে কি না তা আর দেখা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মাষ্টাররা যেতে চাইছেন না। কারণ তাদের সেখানে সমিতি নেই। সমিতি না হলে তারা যাবেন না। তাদের পোষ্টিং করা হলেও তারা স্কুলে না গিয়ে নিকটবর্তী বাজারে বসে থাকেন আর ইনস্পেকটার যদি যান তবে তিনি সেই বাজারে গিয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে দেখা করে আবার চলে আসেন। উনার নিকট রিপ্রেজেনটেশান দিলেও উনি তেমন একটা সাড়া দেন না। ফলে আজকে প্রাইমারী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আর আমার সি, পি, এম, বন্ধুরা দোষ দিচ্ছেন উপজাতি যুব সমিতি নাকি স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে।

কিন্তু আমার কথা হল যদি কোন প্রাইমারী টিচারের উপর অভিযোগ আসে তবে সেই অভিযোগটা তারা তদন্ত করে দেখেন না। তিনি একজন মাষ্টার এবং ওখানকার একজন ক্যাডার। তিনি বলেছেন আমার নামে হাজার বার তোমরা নালিশ কর। এই ভাবে তিনি যখন বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারেন তাহলে নিশ্চই তার পেছনে কেউ আছে। ওখানকার এম,এল,এ, এবং সি,পি,এম, ওয়ার্কাররাও সেটা জানেন। সুতরাং এই টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যে উন্নতি করতে চেয়েছেন তা ব্যয় হয়েছে। আমরা দেখেছি মিড ডে মিলের

ব্যবস্থা করেছেন। সেটাতেও কারচুপি হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি যে বামফ্রন্ট সরকার আরও সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য চেষ্টা করবেন এবং যে মাষ্টারগুলি গ্রামাঞ্চলে যেতে চানা না তাদের বেতনটা বন্ধ করে রাখা যাতে না হয় এবং যারা বেকার আছে তাদের যাতে মাষ্টারীতে আরও বেশী করে নিয়োগ করা হয়। আমরা মনে করি ওনাদের ক্যাডারগুলির বিরুদ্ধে এই সমস্ত কাজে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চান না। সুতরাং আমি যে একটা কথা বলেছি আশা করি এই মাষ্টারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আর একটি ডিমাণ্ড আছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২৭৮ এবং সেখানে বরাদ্দ হয়েছে ৯,৮৩,০০০ টাকা। সেখানে মেনশান করা হয়েছে কালচারের কথা। সেখানে আমাদের কাট মোশান আছে "নীড টু সেট আপ এ ত্রিপুরা কালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট"। আমরা জানি সেখানে পাশাপাশি বাস করে বাঙ্গালী পাহাড়ী তথা ত্রিপুরী সম্প্রদারের লোকেরা। যদিও আমাদের সংবিধানিক অধিকার সমান, কালচার একটাই এবং সেটা হল ভারতীয় সংস্কৃতি তবু ত্রিপুরীদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে যা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক এবং শত প্রকারের অবহেলার মধ্যেও তারা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ধাবা অক্ষুন্ন রেখে আসছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কালচারের সঙ্গে সেই কালচার মিশে শেষ হয়ে যায়নি যদিও অন্যান্য সম্প্রদায় এর কাছ থেকে গ্রহণ করে তাদের কালচারকে কিছুটা উন্নত করেছে। যাই হোক, তাদের কালচার যাতে আরও উন্নত হয় সে জন্য ত্রিপুরীদের জন্য আলাদা একটা কালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট খোলা দরকার। কারণ এটা ত্রিপুরীদের একটা এসেট। কাজেই এই এসে যাতে আরও সমৃদ্ধ হতে পারে এই বৈশিষ্টপূর্ণ কালচারকে যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সে জন্য আশা করি আমাদের এই দাবীটাকে বিবেচনা করে দেখবেন।

ডিমাণ্ড নাম্বার ২০, মেজর হেড ৩৩৭, পি,ডবলিউ, ডি,। সেখানে ধরা হয়েছে ১ ৯২,৬৫,-০০০ টাকা। এই খানে অমেদের কাটমোশান ছিল ফেল্যুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট দি ওয়েষ্টফুল এক্সপেনডিচার অন ব্রিজেস"। আমরা আমদের বাজেট বক্তৃতায় মধ্যেও বলেছিলাম যে পি,ডবলিউ,ডি, শামুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিশেষতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তা ঘাট, সেগুলিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কাঁচা রাস্তা সামান্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটাকে পীচ দিয়ে ১২ মাস চলাচলের উপযোগী বা জীপেবল্ বা মোটরেবল্ করার জন্য প্রচেষ্টা উনারা নেন না। অথবা বিভিন্ন অসুবিধা দেখিয়ে থাকেন। কাঞ্চনপুর থেকে দশদা পর্য্যন্ত যদি পীচ করা হত এবং দশদা থেকে আনন্দবাজার পর্য্যন্ত যদি পীচ করা হত তাহলে আনন্দবাজার থেকে কাঞ্চনপুরের কার্পাস ইত্যাদি জিনিষ যেতে পারত এবং সেখান থেকে অন্যান্য জিনিষ আসতে পারত। শান্তির বাজার থেকে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে, এটারও উন্নতি সাধন করা হয় নি এবং তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটিও কোন সংস্কার করা হচ্ছে না। তারপর মনু থেকে তেইনানি বাজার পর্যান্ত যে রাস্তাটি, তারপর গন্ডি থেকে তেইনানি বাজার পর্য্যন্ত কোন সংস্কার করা হয়নি। কাজেই আমার অনুরোধ থাকবে এইগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য যাতে তারা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী রামকুমার নাথ।

শ্রী রামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বাজেটের এই যে ডিমাণ্ড গুলি পেশ করা হয়েছে, সেগুলি আমি সমর্থন করি। সুদীর্ঘ ৩০ বছরের কাজ আমরা দেখেছি এবং ৩ বৎসরের বামফ্রন্ট সরকারের কাজও দেখেছি।

সেই ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশে যে অবহেলা চলছিল, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ৩ বছরের মধ্যেই সেগুলিকে দূর করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাজ কর্ম করে যাচ্ছে। যেমন ধরুন শিক্ষাক্ষেত্রে—আগে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব প্রাইমারী স্কুলগুলি ছিল, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ঘর ছিল না, বৈদ্যের বাড়ী প্রাইমারী স্কুলের ঘর ছিল না, দেওয়ান পাশা প্রাইমারী স্কুলের ঘর ছিল না, এমন আরও অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল ছিল, যেগুলির ঘর ছিল না। কিন্তু বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাটা বদলে গেল, সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে, ঐ সব প্রাইমারী স্কুলের ঘরগুলি তৈরী করে দিয়েছে। তাই তো দেখা যাচ্ছে, যে বাম ফ্রন্ট সরকার ২০ লক্ষ মানুষের ত্রিপুরা রাজ্যকে কি ভাবে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এও লক্ষ করছি যে গত ৩ বছরের প্রচেষ্টার ফলে প্রাইমারী ষ্টেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার হার বেড়ে গিয়েছে। এর পরেও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন প্রাইমারী এডুকেশানের খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। কাজেই তাদের কাট মোশান মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, বরং অত্যন্ত হাস্যকর। তারপর ১৯৮১-৮২ সালের বাজেট—তার ডিমাণ্ড নং ৪১ মেজর হেড ৫০৫—ক্যাপিটেল-আউট লে-অন এগ্রিকালচার ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা এবং ডিমাণ্ড নং ৩৯ মেজর হেড-৪৮৩-ক্যাপিটেল আউট-লে অন স্পেশাল এ্যাণ্ড ব্যক-ওয়ার্ড এরিয়াজ, এন, ই, সি, স্কীম—১ কোটি ১ লক্ষ টাকা মোট ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা কৃষি খাতে ধরা হয়েছে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি প্রধান, কাজেই এই রাজ্যকে কৃষিক দিক থেকে উন্নত করতে হবে। এবং ত্রিপুরার কৃষকদের যাতে যথেষ্টউন্নতি হতে পারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার জন্য কৃষি খাতে যে বেশী পরিমাণ টাকার ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত সমর্থন-যোগ্য। এই সঙ্গে বলতে পারি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ মেজর হেড-৩০৬ মাইনর ইরিগেশন-৩০ লক্ষ টাকা, মেজর হেড-৩৩০-ইরিগেশন, ডেভিগেশন ড্রেইনেজ এ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল প্রজেক্ট-৩২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, এই টাকাটা কৃষিকে সাহার্য্য করার জন্য অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আমরা মনে করি যে আরও বেশী পরিমাণ টাকা বরাদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল কিন্তু রাজ্যের হাতে সেই পরিমাণ টাকা নাই। কাজেই আমরা মনে করি যে রাজ্যের হাতে আরও বেশী করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া উচিত, যার ফলে রাজ্য-সরকার তার প্রয়োজন মত বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্ধ করতে পারেন, এবং রাজ্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। বিগত বছর গুলিতে বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজত্বকালে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত রাস্তা ছিল, সেগুলির প্রতি তখনকার সরকার তেমন মনযোগ দেন নাই এবং নূতন রাস্তা করার দিকেও তাদের ঝোঁক ছিল না। অথচ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই রাস্তা ঘাটের উন্নতির দিকে বিশেষ ভাবে মন দিয়েছে এবং নূতন নূতন রাস্থা ঘাট তৈরী শুরু করেছে। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে, সেগুলি মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। তারপরে আছে ডিমাণ্ডে নং ২৩ মেজর হেড ২৮৮-সোস্যাল সিকিউরিটি এ্যাণ্ড ওয়েল ফেয়ার অব সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবস এ্যাণ্ড আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশের ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। এটাও সমর্থনযোগ্য, কারণ কংগ্রেস আমলে কি সিডিউলড্ কাষ্টস্, কি সিডিল্ ট্রাইবস্, এদের কারোই বিশেষ উন্নতি হয় নি। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এই সব সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবেলদের যে অধিকার, সেই অধিকার

রক্ষার জন্য অনেকগুলি কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি সরকারের এই কাজগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য দিকে আমরা বাঙ্গালীও উপজাতিদের স্বার্থ যাতে রক্ষিত না হয়, সেজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি এই ডিমাণ্ডকে কোন রকমে সমর্থন করতে পারে না। এছাড়া ডিমাণ্ড নং ২৩ এ আদার ব ক-ওয়ার্ড ক্লাশ যারা রয়েছে, তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু টাকার বাম ফ্রণ্ট সরকার বরাদ্দ করেছে। কংগ্রেসের আমলে আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ যারা, তারা সরকার থেকে কোন সুযোগ সুবিধাই পেত না কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারে এসে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের সাথে আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশে যারা আছে, যেমন ভূঁই মালাকার, শব্দকর, তাঁতী এবং কপালি ইত্যাদি যে সব সম্প্রদায় আছে, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তাদের ছেলে মেয়েদের চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এটা এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু উনারা বলছেন যে কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি যে এই ব্যয় বরাদ্দ যা চাওয়া হয়েছে সেটা ন্যায্য হয়েছে। এবং আমি মনে করি যে এটা আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার — শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, আমি যে কাটমোশান এনেছি এবং বিরোধী দল থেকে যে সব কাটমোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। আমার প্রথম কাটমোশানটি হল ডিমাণ্ড নং ১১ মেজর হেড ২৫৫ — এতে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৫ কোটী ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং ডিষ্ট্রীকট পুলিশের জন্য চাওয়া হয়েছে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এবং আমার কাটমোশান হল এর থেকে ১ কোটী টাকা বাদ দেওয়া হওক। আমি কেন এই মোশান এনেছি তার কারণ হচ্ছে এই পুলিশের এক মাত্র কাজ হচ্ছে এই টি. ইউ. জি. এস.র সমর্থক এবং নিরীহ কর্মিদের গ্রেপ্তার করে তাদের জেলে পুরা। আর আমাদের পুলিশ মন্ত্রী মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাজ হচ্ছে টি. ইউ. জি. এস. বিরোদ্ধে ২৪ ঘণ্টা পুলিশকে মদত দেওয়া। এই ভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে টি. ইউ. জে. এস র আক্রমণ করার জন্যই এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এর জন্য তাদের এত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে এটা আমরা স্বীকার করতে পারি না। এর পরিবর্তে যদি আমাদের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বা সরকারী কর্মচারীদের জন্য এই টাকা বায় করা হত বা জুমিয়াদের সাহায্য করার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হত তাহলে আমরা সমর্থম করতে পারতাম। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীর মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে জুমিয়াদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস হত তাদের গ্রেপ্তার করা হত আজ আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আজকে আপনার পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করে যাদের উপর অত্যাচার করছে তারা কারা। আজকে আপনার পুলিশ তাদের নামে বিভিন্ন অভিযোগ এনে এ'সব নিরীহ লোকদের হয়রানী করছে। আজকে পুলিশের ভয়ে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ঘরে আসতে পারছে না তারা আজকে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেরাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে

আজকে পুলিশকে লেলিয়ে দিচ্ছেন এ কোন ধরনের উপজাতি দরদ ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের টি. ইউ. জে. এস. র বিরুদ্ধে ক্ষোভের এক মাত্র কারন হল কারন আজকে আমরা বলছি যে এই ভাবে ব্যয় বরাদ্দ না বাড়িয়ে যদি এ' টাকা কমিয়ে সেই টাকা গুলি দ্বারা একটা হাসপাতাল করা হত তাহলে সেই টাকায় ত্রিপুরার জনসাধারণের অনেক বেশী উপকার হত। টি. ইউ. জে. এস. র প্রতি তাদের এই ক্ষোভের কারন হচ্ছে যে আমরা আজকে সি. পি. এম-র সমালোচনা করছি

শ্রী সুবল রুদ্র— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য না রেখে অন্য বক্তব্য রাখছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, টি. ইউ. জে. এস. র উপর তাদের ক্ষোভের কারন হচ্ছে আমরা ত্রিপুরার সাধারন মানুষের অভিযোগগুলি তুলে ধরছি বামফ্রন্টের দুর্নিতিগুলি তুলে ধরছি তাদের সমালোচনা করছি। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একবারও কি বলেছেন আজকে যারা স্কুলঘরগুলি পোড়াচ্ছে যারা আজকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে আজকে উপজাতি অঞ্চলের স্কুলগুলি খোলছে না সেজন্য তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এ' সমন্বয় কমিটি (ইণ্টারাপশান) তাহলে পুলিশের প্রয়োজন হয় না ! আপনার লোক আজ দলবাজী করছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আর একটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করছি আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর মুখে শুনেছি যে যারা নূতন করে খুন করছে তারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ, সব খুন করছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন নাই যে এ' সব কাজ যারা করছে তারা কি উদ্দেশ্য-এ খুন করছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে সব উপজাতি অঞ্চলে খুন হচ্ছে—আমি বার বার বলছি যে যদি সত্যই এই রকম কোন বেনামী সংগঠণ থাকে তাহলে তাহাদের প্রতিরোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এক্ষণই নিন। আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ঘর ছেড়ে বনে জঙ্গলে থাকতে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব আরও বেশী এবং আমি জানি যে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী তাঁরাও বার বার এজন্য আন্দোলন করে আসছিলেন কাজেই সেই অবস্থার কথা যদি তাঁরা স্মরন করতে পারেন তাহলে তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমার আর একটা কাট মোশন হল ডিমাণ্ড নং ২১ মেজর হেড ২৮৫—"Disapproval of Policy of Government

Advertisement" মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রচার সংখ্যা অনুযায়ী এডভারটাইজ দেওয়া হয়। কিন্তু আমি জানি না যে কি করে সংখ্যা অথেন্টিক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি যে এই ব্যাপারে দলীয় পত্রিকাগুলিকেই বেশী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে এদের ব্যর্থতা কত চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। গত জুনের দাংগার সেটা আরও পরিস্ফুট হয়েছে। সেটা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। আমরা দেখেছি তখন সরকারী তরফ থেকে এই উপজাতিদের যে সমস্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ডিউ পিকচার তারা তুলে ধরতে পারে নি। এই ক্ষেত্রে আরেকটা তথ্য আমি এখানে তুলে ধরতে চাই সেটা হল ত্রিপুরা

রাজ্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিউজ দেয় তা অত্যন্ত এক ঘেষে। সাম্প্রদায়িক প্রীতি এবং ঐক্যের তথ্য তারা তুলে ধরতে পারে নি। তার জন্য ওরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করছেন। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বকতব্য সঠিকভাবে পরিবেশন করা হয় না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, তাই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্য ফিরে আনার পক্ষে তারা জনমত গঠন করুন এবং জাতি উপজাতি ঐক্য ফিরে আনার জন্য তারা তাদের দায়িত্ব পালন করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমি অটনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউনসিলের উপর একটা কাটমোশান এনেছিলাম। আজকে রোলিং পার্টির সদস্যরা টি. ইউ. জে. এসের বিরোধিতা করছেন। ১৯৭৮ সালে আপনারা মনে করে দেখুন যে এই হাউসে আমরা একটা প্রাইভেট মেম্বাস' রিজিউলিশন এনেছিলাম। তখন কিন্তু তারা সেটা সমর্থন করেন নি। তখন ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা টার্গেট হিসাবে ডেড্লাইন হিসাবে ঠিক করে আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম। তারই ফলে তারা এখানে ৭ম তফশীলের মোতাবেক এই ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল আইন এখানে প্রচলন করতে তারা বাধ্য হন। এই অটনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের জন্য এখানে আইন প্রণয়ন করতে বামফ্রন্ট সরকারকে বাধ্য করেছিল এটা তারা অস্বীকার করলেও সাধারণ মানুষ জানে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি এই ত্রিপুরায় অটনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল গঠন করার জন্য তারা নির্বচন ঘোষনা করেন। গত ১৩ই জুলাই তারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করেছে। কিন্তু খবর নিয়ে দেখল যে তারা ২৮টা সীটের মধ্যে একটও পাবে কিনা সন্দেহ। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কি করে এই নির্বাচন বানচাল করা যায়। আমরা আমাদের কেনডিডেটসের নাম ঘোষনা করার জন্য তারিখ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সি. পি. এমরা কোন মিটিং মিছিল করে নি। কোন উদোগ নেয় নি। অথচ গত লোকসভা এবং বিধান সভা নির্বাচনে এই সি. পি. এম আগে আগে পেম্পলেট ছাপিয়েছে, মিছিল মিটিং করেছে তা একেবারে চার দিকে লাল লাল করে দিয়েছে। কিন্তু অটনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের নির্বাচনের সময় তারা সুনিদ্রায় ছিল। তার কারণ কি? মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার তার জন্য আমরা যখন বাজার বয়কটের ডাক দিয়েছি তখন তারা তাদের কর্মীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, এইভাবে প্ররোচনা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার দাংগায় উস্কানি দিয়েছে। যাতে এই নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়। বিগত ঘটনা তাই প্রমান করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এই ৭ম তপশীলে অটনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল চাইনি। কারণ টি. ইউ. জে. এস সব সময় ৬ষ্ট তপশীলে ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের দাবি করে এসেছে। আমরা যখন মিটিং করার জন্য আহ্বান করেছি গত ১২ তারিখে এই দাংগার ব্যাপারে তখন দেখছি বামফ্রন্ট সরকারের নাভিশ্বাস উঠেছিল, তাদের মাথা ধরেছিল এবং তাদের কর্মীদের লেলিয়ে দিয়েছিল যাতে আমরা ঐ তারিখে জনসভা না করতে পারি। এইভাবে তারা গণতন্ত্র রক্ষা করছে। ওরা শুধু মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছে কিন্তু গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে তার জন্য আজকে তাদের এই চক্রান্ত চারদিক থেকে করে আসছে যাতে এই যুব সমিতিকে ভাংগা যায়। কিন্তু যুব সমিতির জনসমর্থন আছে বলেই সে শক্তিশালী তাকে বিন্দুমাত্রও দুর্বল করতে পারে নি। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ডিমানড নং ৩৫ সেখানে কেপিটেল আউটলে অন রোডস্। বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসীদের কায়দায় তার প্রশাসন চালাচ্ছে। তাই

তারা বলছে যে এই এত হাজার টাকা এই সমস্ত কাজের জন্য খরচ করা হয়েছে। কিন্তু উপজাতি কমপেক্ট এরিয়াতে কি পরিবর্তনটা এনেছে? দক্ষিন ত্রিপুরায় জলায়া থেকে মনু সাত্রুম তার অবস্থাটা একটু দেখে আসুন। উদয়পুর থেকে অম্পি এই ট্রাইবেল এরিয়াতে একটা সাইকেল যেতে পারে না। আঠারমুড়া থেকে জম্পই হিল সেখানেও একটা সাইকেল চলে না। এই চিত্র আজ আমরা ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে দেখেছি। বিশালগড়, গোলাঘাটি ছাওমনু, গোপিন্দপুর, মহারাণী হসপিটাল চৌমুহনী আর এই দিকে কৈলাসহর থেকে খোয়াই ভায়া গোবিন্দবাড়ী এই সমস্ত ট্রাইবেল এলাকাতে কংগ্রেস আমলে যে চিত্র ছিল আজও তাই আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমনি কেপিটেল আউট লে অন ভিলেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ। এটার উপর মাননীয় মন্ত্রী আমরা লক্ষ্য করেছি, উনি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর, বাজেটের উপর বক্তব্য রেখেছেন।

আমরা ক্যাপিটাল আউট-লে অন ভিলেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনেছি, শুনেছি রাজ্যপালের ভাষণও। কিন্তু একবারও ত বলেন নি, আমি দুঃখিত, আমি তিন বছর হল ক্ষমতায় এসেছি, মন্ত্রী হয়েছি কিন্তু কিছুই রক্ষা করতে পারছি না। এমন কি এই বাজেটের মধ্যেও কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। তাঁরা বিরাট বিরাট বয়ান এই বিধান সভায় পেশ করেছেন কিন্তু তার বাস্তবায়িত কতটুকু হচ্ছে বা করতে পেরেছেন তার বিচার জন-সাধারণই করবেন।

লেবার অ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, লেবার অ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। বাম ফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে জোরজোর করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি, বামফ্রণ্টের সমর্থক না হলে চাকুরী পাওয়া যায় না। আমার মনে আছে, এই তিন বছরে আমি একটি মাত্র ছেলের নাম নিত্য গোপাল দেবনাথের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করেছিলাম। এই ছেলেটি মাঝে মাঝে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করে, মাঝে মাঝে কৃষকের বাড়ীতে মজুরিগীরি করে। ঐ একটি মাত্র ছেলের জন্যই আমি অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাকেও চাকুরী দেওয়া হয় নি। ঐ নরেশ ঘোষের মাধ্যমে এনকোয়ারী করা হয়েছে, সে কোন পার্টি করে। যখন দেখল বাম ফ্রন্টের সমর্থক নয় তখন সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী ক্যানসেল করা হয়েছে। সেটা আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্মরণ নাও থাকতে পারে। ঠিক তেমনি এ্যামপ্লয়-মেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী উনি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে বলেছিলেন, কংগ্রেসী আমলে যারা ছাটাই হয়েছে, যারা কংগ্রেসী আমলে বরখাস্ত হয়েছে যাদের উপর কংগ্রেস আক্রোশমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাদের সমস্ত কিছু পূরণ করে দেব। সেই আশায় ছাটাই কর্ম্মচারীরা বাম ফ্রণ্টের জয়ের উল্লাসে আত্মহারা হয়েছিল। ছাটাই কর্মচারীরা ভুলে গেছেন, উনি বলেছেন, টি. আর. টি. সি. এর ৪৫ জন ছাঁটাই কর্মচারী রয়েছে। কিন্তু এটাত অটোনমাস বডি। যদি অজয় বিশ্বাস, খগেন দাস কিংবা অনিল সরকার হতেন, তাহলে হয়ে যেত। তেমনি মিউনিসি-প্যালিটি কি অটোনমাস বডি নয়? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে

চাই, ১৯৭৮ সালে টি. আর. টি. সি. আন্দোলন করেছিল তখন আপনি গিয়েছিলেন। জন-সাধারণ যখন তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসল তখন বাধ্য হয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী স্বীকৃত হয়ে-ছিলেন চাকুরীর প্রায়রিটি দিয়ে ছাটাই কর্মীকে নিযুক্ত করা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কই তাদের ত করা হয় নি। আমার এইখানে বহু তথ্য আছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বহু সময় নিয়েছেন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের এখানে একজন বলবেন না। তাঁর সময়টা আমি নিচ্ছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—না, আপনি অনেক সময় নিয়েছেন আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের সদস্য হরিনাথ দেববর্মা বলবেন না তাঁর সময় আমি নিচ্ছি।

(ভয়েসেস অব ট্রেজারী বেঞ্চ—হরিনাথ দেববর্মা প্রেজেন্ট নেই তাঁর আবার সময় কি ?)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আপনাকে আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাকে তাহলে পাঁচ মিনিট সময় দিতে হবে ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—ঠিক আছে বলুন ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—আজকে এই সমস্ত কর্মচারীদের সংঙ্গ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যে ব্যবহার সে গুলি আজকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সঞ্চার হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকার তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের দোষ কি সাধারণ মানুষ তা দেখেছে। তাদের দোষ নেই। কংগ্রেসি আমলে যারা ছাটাই হয়েছে, বাঁচার তাগিদে তাদের মন্ত্রীর কাছে দরবার করতে হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা ভেবেছেন ওরা আমাদের শত্রু, এদের আরো দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু এই সব কর্মীদের জন্য জন সমর্থন রয়েছে। এই জন সমর্থন আপনাদের বিরুদ্ধে বিরাট আকার ধারন করবে। আর একটি ভুল তথ্য মাননীয় এমপ্লয়মেণ্ট দপ্তরের মন্ত্রী এখানে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ছাটাই সব কর্মচারীদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে হেলথের চার জনের নাম দিচ্ছি :—(১) শ্রীমতী বানীবালা দাস, (২) বিনয় চন্দ, (৩) অনুকুল দাস (৪) স্বদেশ সরকার ওয়াড বয়। তারা ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ছাটাই হয়েছিল। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বামফ্রন্ট তাদের চাকুরী দেবে।

(ভয়েসস্ অব অপজিশন বেঞ্চ :—আর নাম খুজে পেলেন না ? ১৯৬০-৬১ সালের নাম আনালেন।)

কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেটেলমেন্টে আছে পরেশ আচার্য্য, এসিসটেন্ট আমিন, তাকেও অ্যাস্থরেন্স দেওয়া হয়ে-ছিল কিন্তু শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে প্রায়রিটি মানা হয় নি। এই বামফ্রণ্টের নীতি ? গণতন্ত্রের নীতি ? জন দরদীর নীতি ? সেদিন কংগ্রেস যাদের ছাটাই করেছিল তাদের পক্ষ হয়ে তাঁরা দরদে উতলে উঠেছিলেন। তাঁরা সাধারন মানুষকে বলেছিলেন, এই রকম অন্যায় তাঁরা করবেন

না। সাধারণ মানুষের উপর অবিচার করবেন না। কিন্তু আজকে ক্ষমতায় বসে আপনারা হাসছেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে আজকে অবস্থা। আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার এমনি করে কর্মচারীদের উপর নির্য্যাতন চালাচ্ছে। আর নির্যাতিত কর্মচারীরা যখন আন্দোলন করবে তখনেই সেই আন্দোলনের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্যই আজকে পুলিশ বাজেট বাড়ানো হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবারও দুঃখ প্রকাশ করেন নি মাননীয় বিধায়ক রতি বাবুকে পুলিশ নির্যাতন করেছে শুনে দুঃখ করেন নি টি. আর. টি. সি কর্মচারীদের উপর হমলা করেছে শুনে।

মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি না প্রশাসনকে উনারা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরেও উনাদের দুর্নীতির পরিধি ব্যাপ্ত হয়েছে। ভি. এম. হাসপাতালে একটা টেণ্ডার করা হয়েছিল। সেখানে বলাহয়েছিল ডিম ০.২০ টাকা, মাছ প্রতি কে জি. ২ টাকা, মাংস প্রতি কে. জি. ২০ টাকা। সে টেণ্ডার যাকে দেওয়া হল সারা বছরে তিনি ডিম বা মাছ সাপ্লাই করেন নি। কারণ বাজারে ডিম ও মাছের দাম বেশী। কিন্তু যাদের টেণ্ডারে মাংসের দাম কম ছিল, তাদের টেণ্ডার মাছ ও ডিমের দাম বেশী বলে বাতিল করা হল। এইভাবে ষড়যন্ত্র করে তারা তাদের দলীয় কর্মীদের কনট্রাক্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এটাই কি দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন? এটাই কি জনদরদী প্রশাসন? স্যার, শিল্পের ক্ষেত্রেও তথৈবচ। একজন কনট্রাক্টারকে বলা হল যে সারা বছরে তুমি ৭০ হাজার টাকার চামড়া সাপ্লাই করবে। কিন্তু দেখা গেল উনি সোনামুড়ায় গিয়ে তিন গুন দাম দিয়ে, যে চামড়া ২৫ টাকায় কেনা যেতো, সে চামড়া ৭০।৮০ টাকা দরে কিনে এনেছেন। এই ভাবে সরকারী অর্থের অপব্যয় করা হচ্ছে। কারন ক্যাডারদেরতো সন্টুষ্ট করতে হবে, ক্যাডাররা যে তাদের বিভ্রান্তিতে অসন্তোষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুড-ফর-ওয়ার্কের টাকা দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে, ঐ শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে, ঐ স্বাস্থ্য দপ্তরের ডায়েটের টাকা দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্য্যায়ের শেষ দুর্গ রক্ষা করার কায়দা। মি ঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আজকে সামগ্রিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন এটা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা পন্থা মাত্র। স্যার আজকের দ্রব্য মূল্য ক্রমবর্দ্ধমান, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির গতিকে রোধ করার কোন প্রয়াসই নিচ্ছেন না। যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অসন্তোষ ক্রমশ: ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি ৫ মিনিট চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনাকে ১০ মিনিট দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মি ঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে কাট মোশানগুলি হাউসে এসেছে, সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং হাউসের কাছেও এই অনুরোধ করছি উনারা যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—মি ঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে ১৯৮১-৮২ ইং সালের জন্য যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তার উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ২৮টি কাট মোশান এনেছেন। তার মধ্যে একটি কাট মোশান উনারা রেখেছেন যে পুলিশের বরাদ্দ কেন এত রাখা হবে। স্যার, পুলিশ খাতে বরাদ্দ এই জন্যই বেশী রাখা যে, আমাদের বর্ডার এরিয়া গুলিকে রক্ষা করা দরকার। কারন এই এলাকা গুলিতে দুস্কৃতকারীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে চুরি, ডাকাতি, হামলা করে থাকে। সুতরাং দুস্কৃতকারীরা যাতে এই বর্ডার এরিয়া গুলিতে হামলা, বা চুরি-ডাকাতি করতে না পারে সেই জন্য বর্ডার এরিয়া গুলিকে সুরক্ষিত করার জন্যই এই খাতে টাকার অংক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই অংক বৃদ্ধিতে যারা দুস্কৃতকারী না, যারা গনতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন তাদের তো ভয় করার কথা নয়। আমরা জানি টি. ইউ. জে. এস এবং আমরা বাঙ্গালীরাই পুলিশকে ভয় করছে বেশী। তারা শুধু পুলিশকেই নয় গনতন্ত্র প্রিয় মানুষদেরকেও তারা ভয় করছে। কারন তাদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ গুলিকে সাধারণ মানুষ পুলিশকে দেখিয়ে দেবে। ফলে এই সব দুস্কৃতি কারীরা ধরা পড়ে যাবে। তার জন্যই পুলিশকে তাদের এত ভয়। তারপর উনারা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এসেছেন তিন বছর হল। এই তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করতে পারে নি। কিন্তু স্যার, কি কি কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন উনারা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা গুলি ঘুরে দেখেন তাহলে উনারা দেখতে পাবেন বামফ্রন্ট সরকার এই তিন বছরে কি কি কাজ করেছেন। কৃষি থেকে আরম্ভ করে অনেক কাজই বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে করেছেন। স্যার, গ্রামের গরীব লোক গুলি যখন দলবদ্ধ ভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করতে যায় তখন সেখানে তাদের আর হামলা করার সুযোগ থাকে না বলে তারা সেখানে নানা প্রকার অপপ্রচার চালান। তারা সেখানে লোক গুলিকে বলে যে এটা কেন্দ্রের সাহায্যের টাকা, সুতরাং ফুড ফর-ওয়ার্কের টাকার জন্য তোমাদের কোন কাজ করতে হবে না শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও তারা নানা রকম বিভ্রান্তি মূলক প্রচার করেন। কিন্তু স্যার, যে প্রচার গুলি উনারা করেন সেগুলির কোন ভিত্তি থাকেনা। যেমন এই বার পত্রিকাতেও দেখলাম যে এসেমব্লী সেসানের আগে উনারা পদত্যাগ করবেন। কিন্তু কার্যত তা তারা করেন নি। তারপর তারপর উনারা প্রচার করেছেন যে ১৯৭৮ ইং সাল থেকে সটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল দাবী আসছেন এবং উনাদের দাবীর ফলেই নাকি বামফ্রন্ট সরকার এসেমব্লিতে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল সম্পর্কে রিজলিউশান নিতে বাধ্য হয়েছে। স্যার, ১৯৪১ ইং সাল থেকেই আমরা, আমাদের যে ৪ দফা দাবীর মধ্যেই একটা দাবী এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল করার জন্য দাবী করে আসিছলাম। তখন বোধ হয় উদাদের জন্মও হয় নি। কংগ্রেসী আমল থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা এই দাদী করে আসছি। তখন উনাদের জন্ম হওয়া দূরের কথা, উনাদের অভিবাবকদের বিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন সিলের বেলায় আমরা দেখছি, আমরা যখন ষষ্ঠ তপশীলের দাবী করি, তথম উনারা বলেন ৫ম তপশীলের কথা। আবার আমরা যখন ৫ম ও ৭ম তপশীলের কথা বলি তথন ওনারা বলেন ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা। কাজেই কোনটা যে উনাদের দাবী সেটাই আমি আবার বিগত জুনের দাঙ্গার পর তাদের মুখে আর এই দাবীর কথা শুনতে প্যচ্ছি না। সুখময়

বাবুর সংগে দিল্লী গিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সংগে দেখা করার পর তারা আর এই দাবীর উল্লেখ করেন নি। এই হল তাদের ব্যাপার। উনারা কি দিল্লীতে প্রনামী দিতে গিয়েছিলেন, নাকি দাবী-দাওয়া করতে গিয়েছিলেন, উনাদের কাজের ভিতর দিয়েতো আমরা বুঝতে পারছি না। স্যার, আমরা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিলের জন্য যে সমস্ত রিজিলিউশান এসেমব্লীতে পাস করছিলাম, সেটা কার জন্য এখনও বাস্তবায়িত হয় নি? হয় নি একদিকে আমরা বাঙ্গালী দল ও অন্য দিকে টি. ইউ জে. এস. এর চক্রান্তের ফলে। স্যার, আজকে মোহনপুরে দেখলাম যে ২৫শে মাচ আমরা বাংগালী দল আগরতলায় জমায়েত হচ্ছে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। যার মধ্যে একটা দাবী হচ্ছে এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিল বাতিল করন। এই হচ্ছে তাদের কার্যাকলাপ।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (ই) এবং উপ-জাতি যুব সমিতি সবাই মিলে চেষ্টা করছেন কি করে দাঙ্গার সৃষ্টী করা যায়। অবশ্য তারই ফলশ্রুতি হিসাবে গত জুন মাসে তারা বিরাট দাঙ্গা সৃষ্টী করতে পেরেছেন। কাজেই সে দিক থেকে আমি মনে করবো আমরা রাজনীতিগত ভাবে মানসিক রোগ এবং শারীরিক রোগ এর চিকিৎসা করতে পারি কাজেই তার জন্য আপনারা তৈরী থাকুন। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে'ও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। আমাদের তিন বছরের রাজত্বের মধ্যে যতগুলি ইণ্ডাস্ট্রি হয়েছে, কংগ্রেসের ৩০ বছর রাজত্বের মধ্যে একটিও স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি দেখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমরা জানি কংগ্রেস রাজত্বে একটিও শিল্প গড়ে উঠে নি, একটিও রাস্তা গড়ে উঠে নি। তার জন্য এই বিধান সভার মধ্যে আমরা প্রতিবাদও করেছিলাম। আমরা সংগ্রাম করেছি কিন্তু আপনারা যে ধরনের সংগ্রাম করেন সে ধরনে সংগ্রাম নয়। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের জেনে রাখা উচিত যে, বিধান সভায় যে আলোচনা করবেন সে আলোচনা গণতান্ত্রিক পথে করতে হবে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কি করছেন? উনারা চীৎকার করে বিধান সভার অবমাননা করতে চাইছেন। কাজেই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করবো কত টুকু আমাদের ক্ষমতা আছে সেটা জেনে চীৎকার চেচামেচি করা দরকার। এই টুকু বলে আমরা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Spea^kr — Hon'ble Members Shri Nagendra Jamatia, M.L.A raised the question that the speeches made by him during Governor's address have not been recorded in the proceedings. I have examined the issue and would like to inform the House that the procecdings of this House have beed recorded as per Rule. To explain the position I requested Shri Nagendra Jamatia and Shri Drao Kr. Reang to come to my chamber. This is the Parliamentary Practice that whenever any question on the lapse of Speaker's Secretariat is raised, the Speaker requests the concerned Members to come to his chamber for clerification of the matter. But Shri Jamatia and Shri Reang did not report to my office. This was regretable and beyond the Parliamentary decorum regarding the point raised by Shri Jamatia and Shri Reang, I would like to inform the members that to address the House is the

Governor's constitutional Right and that is a solemn occassion. The tary Procedure and Practice has ensured its solemnity. In no way while the Governor delivers his Speech anybody is allowed to dis'urbs. Besides anything said or uttered is not taken as the part of the Proceedings of the House as the speech of the Governor is formally no part of the Proceedings of the House.

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া -- মি: স্পীকার স্যার,

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, রুলিং-এর উপর কোন ডিস্কাশান হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — আপনি কেন বলছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো, রুলিং মানবেন। রুলিং-এর উপর কোন ডিস্কাশান হয় না।

মি: স্পীকার - আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি, রুলিং-এর উপর কোন ডিস্কাশান হয় না।

মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়াকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া : Hon'ble Speaker Sir, যে অরনি তিনি যে বিরোধী পক্ষ থেকে মান গীনাও সদস্য দ্রাও কুমার রিয়াং, মান গীনাও সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বনি "Cut motion" ন গচিই নাতা। আং যে আনি "কাট মোশান" তুবুমানি ব-ন আও কয়েকটা কক ছাওগানো। আও পুইলা কক সাঙনা নাইও। Demand No.26, Major head 295, Need for Compensation for the Garia faces and other materials looted during June Caruage, লাই থাংনাই জুননি তাল' যে ভাবে সারা ত্রিপুরা যে দাঙ্গা আংগীই থাংমনি। যে দাঙ্গানি সময়' বিশেষ করে চিনি পাহাড়ী সমাজ, বাবা গড়িয়া, হনকে চিনি জমাত্রিয়া সমাজ,' যে গড়িয়া তংমানি অ গড়িয়া ন যারা দাঙ্গা খীলাইনাইরগ বরক লুড্ খীলাই তীলাংমানি। বরগনি সম্পর্কে অরনি' আও আলোচনা খীলাইনা নাইও। ২ লক্ষ ৬০ হাজার যে রাও তিসাজাক মানি ও রাও তিসাজাকনি বিসিংগ বিশেষ যেভাবে গড়িয়ানি সমস্ত মানীই তীলাং থাংজাকমানি অরনি' মোটামুটি ১১ লক্ষনি রাও ক্ষতি আংগীয় ধাংলাহা। আয়াং রমদি যে,

২ লক্ষ ৬০ হাজার যে রাও তিসাজাক মানি অরনি' পুরাপুরি বনি হিসাব খীলাইজাকনা রীয়া হীনখেলে তাই বিশেষ খে গড়িয়া পুজা আওগানো চৈত্র শেষ থেকে বৈশাখনি ৭ (সাত) তারিখ জরা। আরনি' গড়িয়া খীলাইনা বাগীই কোন ব্যবস্থা মা আংয়া খানাই যদি অ বামফ্রন্ট সরকার কিফিলওই রীনানি চেষ্টা নায়া হীনখেলে। তাই বাহাইকে বাহাইকে আরনি মানীই ক্ষতি আওগীই থাংকা বা তীলাংগীই থাংজাকখা বণি কয়েকটা নমুনা রীয়ানো —গড়িয়া মুখমণ্ডল অর্থাৎ গড়িয়া মীখাও, রাওচাকনি রিসা, কাইসা কাইসানি ওজন ৬—৭ গ্রাম। আহাইখেই তংগ, ৩ (তিনটি) স্বর্ণ' হার ৩ (তিনটি), একটা আংখা ৫ (পাঁচ) হাত। তাই কাওসা আংখা ৭ (সাত) হাত তাই কাইসা ৩ (তিন) হাত। আহাইখেই বনি থানি তংমানি। বেবাক রাওচাকনি। পিতলের বড় ঘটী ১০টি, ঘটী পিতলের ১০ (দশটি) পিতলের কড়াই ১০টি (দশটি), পিতলের বালতি ১০ (দশটি) পিতলের বড় ঘটী ৫ (পাঁচ) টি, পিতলের

ধূপদানী ৭ (সাতটি) ও রূপার ২ (দুইটি) , সিন্দুক ৫ (পাঁচটি) সতরঞ্জি ৫ (পাঁচটি) সামিআনা ৫ (পাঁচটি) হেজেক্ লাইট ৮ (আটটি) বছর বছর যেটা রাঙ তিছাইতণ মানি ২৪ (চব্বিশ) হাজার রাঙ লুড্‌খোলাই তোলাঙবাইখা। পিতলের গামলা ৫ (পাঁচটি), বড় খড়গ ৮ (আটটি), জগ ৫ (পাঁচটি), ত্রিশূল চিকন কতর মিলিঔই কয়েকটিং। রূপানি পিল ৩ (তিন) কেজি ওজননি কোনাই। অমরগ। আবতোইথে পূজানি সামগ্রী মানোই তংমানি ব মোটামুটি মিলিওই ১২ (বার) হাজারনি কাছাকাছি আংগানো। কাজেই এরকম লুঠপাত আংগুই থাংমানি তাবুক পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ব-ন সাজাকফান' কিকিলনানি চেষ্টা নায়া। আবলি বাগোই আং মা হীন যে, অরনি' ক্ষতিপূরন রীনানি আংথোং। রীয়া হীণথে বা ব্যবস্থা নায়া হীনখে আবনি বাগোই আবনি বাগোই আঙ মা হীন' যে অরনি' Govt. বামফ্রট সরকার বনি সুবন্দোবস্ত খোলাই রীনানি আংথোং। তাই কাইসা আনি, Cutmotion আংখা Demand No. 16, Major head 277. Failure to Control and eliminate to wasteful expenditure on Primary school office expences. অরনি' মুকুথা অ বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি ফলে অনেক বরগ থাংয়ামাংছে তংগ। কংগ্রেসনি আমল' চোঙ নুকুথা যে, 1952 সাল থেকে 1977 সাল পর্য্যন্ত বরগনি যে সংসাজাক তংমানি স্কুলরগ কাহামথে চলি তংমানি তাবুক যে কোন কোন স্কুল' মাষ্টার কোরোই ছাত্র তংগ. ছাত্র কোর'ই, মাষ্টার তংগ , এরকম জাগা' অবস্থা খোলাই তংমানি বামফ্রন্ট সরকার ছাওই মানয়া। অমতোয়রগ দুর্নীতি কিছুটা মুক্ত আংনাই আব বরগ থা কামানি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ৩ (তিন) বৎসর লাই থাংকা। ৩ (তিন) বৎসর লাই থাংমানি পরেফান আবতোই অবস্থা চলিই তংথ তারুকফান। কোন জাগা জাগা তাই অন্যরকম অবস্থা আংগোই তংথ। যেখানে স্কুলনি কোন টেবিল, চেয়ার পর্য্যন্ত কোরোই, স্কুল পর্য্যন্ত কোরোই এবং মাষ্টার মশাই ব কোরোই। এরকম অবস্থা বিশেষ করে চিনি পাহাড় অঞ্চল' চলিই তংগ।

কাজেই অমহাই জাগা' স্কুল রীনানি, Expenditure টেবিল, চেয়ার এবং টুল বিভিন্ন রকম চোরাই রগনি আচুকজাকনাই বনি ব্যবস্থা তাবুক পর্য্যন্ত খোলাইজাকথা। এরকম কতগুলি চোঙ মাষ্টার মশাই নুগ' যে বরগনি তংমানি জাগানি নভেম্বর মাস' নগ' ফাইমানি পরে তাবুক পর্য্যন্ত থায়াথ। যেমন চিত্ত রঞ্জন জমাতিয়া, নোয়াবাড়ী হাইস্কুলনি একজন মাষ্টার মশাই। যে ব নভেম্বর মাস' ফাইমানি তাবুক পর্যন্ত থাংয়া। কাজেই অমহাইথেই দুর্নীতি চলিই তংমানি-ন আঙ মা হীন যে, অমহাইখেই চলিলাই তংখা হীনখে চোঙ আবন' গচিই নাই মানয়া। তাই কাইসা Demand আংখা, Demand No. 15, Major head 284. Need to set up a tribal mkrked at Agartala. অরনি' চোঙ নুগ' যে, আগরতলা চিনি কুঙ বারা যে অরনি' "কক বরক" ছানাইকা বরগনি কোন বাজার নি ব্যবস্থা কোরোই। যেমন-তাবুক 'সুপার মার্কেট" যেরকম তাবুক হর্কাস কর্ণার আচুকতই বরক আবন' কোন দিন' পাহাড়ী নি-ন হীনোই মনে খোলাইজাকগোলাক। অরনি' আঙ আশা খোলাই' বামফ্রন্ট সরকার চিনি ট্রাইবেল রগনি বাগোই একটা বাজার খোলাইযানো হীনোই। যেমন কলিকাতা চাইনিষ্ট বাজার; ভুটানিজ বাজার, তংতোই অরনি' ব আহাইন তেমন আগরতলা সহর' একটা ট্রাইবেল মার্কেট যদি খোলাই মানথা হীন-খেলাই আং তাই ঙাইসা গচিই নাই মানখামো। কিন্তু অরনি, বনি কোন ব্যবস্থা কোরোইনি

বাগীই' ন আং গচিই নাই মানয়া। তাই কহিসা Demand No. 14, Najor head 259. Need to construct Noabari High school and Boarding House নোয়াবাড়ী হাই স্কুল আংগুই তংগ। আরনি' প্রায় ছাত্র I থেকে IX পর্য্যন্ত পড়িনাইরগ হাচাল হাচালনি থাংগাই তংআনি ফলে (মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি দুই মিনিট সময় পাবেন)। রতিমোহন জরাতিয়া ৫ (প াঁচ) মিনিট (মিঃ স্পীকার ৩ মিনিট সময় পাবেন ;) কারণ হাতে সময় কম। রতিমোহন জমাতিয়া ৫ (প াঁচ) মিনিট, টারাইরগ তংনানি সুবিধা কারাই। তাছাড়া মাষ্টার যে হাই স্কুলনি একজন মাষ্টার আংনা হামথে মোটামুটি বি. এ. পাশনি হয় খুব জোর মাগুনাইছাক তংনাই। অ মাগুনাই বায় একটা হাইস্কুল চালকতই মানানি সম্ভবয়া। তাছাড়া স্কুল' তাছাড়া স্কুল' ৮ জন কি ১০ জনছে। বরগনি থানি একটা হাই স্কুল চালকনা সম্ভবয়া। কাজেই অমতাই অমতাই অবস্থা চলিই তংখা হানথেলাই বাহাইকে উন্নতি আংনাই ? ঠিক অমহাইন পিত্রা হাই স্কুল আর-ব-আহাইন বোর্ডিং হাউস কারাই ছাত্র তংগ। এইভাবে চলিই তংমানি ফলেই পাহার অঞ্চল' হেখানে পাহাড়ীরগ সংখ্যা কাবাং আবতাই জাগা' ন হাইস্কুলনি কোন মাষ্টার কাহাম কারাই, তাই তং জাকনাই জাগা কাবরাই। যারফলে বরগ পড়াশুনা খালাইওই মনয়া। কাহাম খালাইওই বনি কোন ব্যবস্থা নাজাকয়া তাই কাইমা আনি সাতাই কালাই' যেখানে চিনি মানগানাও সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তুবুই কাটমানি Demand No. 11 Major head 225 পুলিশনি ব্যাপার যেখানে ৫ (প াঁচ) কোটি ৭৮ (আটাত্তর] লক্ষ ৭৬ (ছিয়াত্তর) হাজার রাঙ তুইকাই জাকমানি আঙ আসাক গনা কাবাঙ রানি নাইয়া যেটা আঙ সবচেয়ে বিশ্বাস খালাই' যে পুলিশ রগকত অত্যাচার চালকওই তংখা সারা গ্রামাঞ্চল' সারা এলাকা' আংখাং বরগন বিশ্বাস খানাই'মানয়া। যেখানে বরগ আনি উপর লাঠি চার্জ খালাইমানি; যেখানে আন কিপুঙ তকতই রহরমানি। শুধু তাইনা কতোয়ালি থানা ভালাং থাংতই এইরকমভাবে বরগ অবস্থা খালাইখা। আনি বাছকাং' পর্য্যন্ত বরগ চিনি উপজাতিরগন রমাই যাথেক রাগে রযওই এমনভাবে তংখা। যারফলে আনি বাছকাং ছাংকাইবাই' এবং আন' অমন দাইটনাই বিশেষ করে এস. নন্দী শ্যামাপ্রসাদ নন্দী, পুলিশ অফিসার যেখানে একজন এস এস. এনি বাছকাং অন তগাই বহব মানি। এমনকি হরছা সালসা মাই চারয়োওই তনজাগও, এবং পাকা সাকা' আচুক রাওই কোন আচকনা সাট রাজাকয়া। এই ভাবে যে অত্যাচার খালাইনাই পুলিশ এবং পুলিশঅফিসার সেখানে ছাওই মানও। কাজেই অরনি কোন আইন কারাই, বিচাব কারাই, যেখানে রাছকাং' নুগ' বন চ রমতই জুইকাই অ, যারা নির্দোষরগন রমাই তুবুওই নাই বরগ তাম খালাই ব আহাই খালাই' ৬ আহাই খালাই' হানাই বরগনি বিরুদ্ধে কেস, সাজকতই পুলিশরগ জেল' সিতকতই তংগ। যারফলে বরগনি থানি পাহাড়ী হানথেছে এইরকম অবস্থা আংগাই তংখা। অনেক আনি বুমুঙ ব-দা তঙ আন ব-দা রমলাঙন আবন কারাওই বলঙ' খারা ইমা তংওই বাই'। কারন পুলিশনিরাজত্ব চলিই তংখা এই পুলিশ রাজত্ব চলিই তংমানি ফলেই তাবুক পর্য্যন্ত ৩৫-১৬ বছরনি মিকলা থেকেআরম্ভ খালাই-ওই ৭০—৭৫ বছরনি বুরা পর্য্যন্ত হর' থে নগ' থুরাগরা। বরগ বলংগ থাংগান মা খুইবাই'। কাজেই ন এইভাবে তিনি গ্রেপ্তার খালাইনাসি বাগায়সে পুলিশ। পুলিশ রাজত্ব চলিই তংগ অ পুলিশ রাজত্ব চলিমা বাগায় যেভাবে বনি বাগায় যে রাঙ বাজেট খালাইমানি অ বাজেটন চাঙ

গসিই নাঅয় মানয়া। আবনি বাগীয় আঙ মা হীন' যে দীন দফে দফে Cut motion ছক-ফাইমানি যে Cut motion ন গসিই নাবাইদি । আঙ তেইব হীনা নাইঅ যে অনেক সদস্যন' হীন , সুখময় সেনগুপ্ত চিনি হোটেল' থাংগীয় চা লাঙগীই, নানারকম হীন'। কিন্তু সেই সুখময় সেনগুপ্ত মানগীনাঙ মুখ্যমন্ত্রী বসি নগ' ব থাংগীয় চা নীঙগীয়' ককলাম সাপ্রথঅ ইন্দিরা গান্ধী বাই ব যতন' মাপ্লাই ককলাম সালাখ' মান'। কাজেই প্রধান মন্ত্রীবাই মুখ্যমন্ত্রী মালাইমানি আবন' বাহাইকে বিচার খীলাইনাই? ইন্দিরাগান্ধীনি লেমুর হিনকাই, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ব-ব ইন্দিরা গান্ধীকি একজন লেজুর। চিনি উপর অত্যাচার তংখা হীনখালাই কেন্দ্রীয় সরকারছে চিনি ফাসিং মাসিগীয় তংগ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য নি বিছিংগ, অরাজ্যঅ গতিমান চাঙ অর মা ছাঅ। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিনি কক-ন সানা হীনগালাই ইন্দিরা গান্ধী তাই নরগব রাজ্যনি মন্ত্রী আংগীই তংসাক, নরগনি থানি ব চাঙ মা থাংনাই। ট্রাইবেল কক যদি সাক্ষা হীনখেই ওয়ানমকরা অম আংগীই মানয়া। কারণ নিজিনি ককবাই কক সানানি যতনি-ন অধিকার। সেই অধিকার সানি থাংতিনি যতন বাধা রীনা থাংকা হীনখেলাই, ব আনি অভি-যোগ তংমানি ন পূরণ খীলাইমানিদা কীলাই? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমি Cut motion ছকফাইমানি আবন গসিই নাবাইথাং এবং যতন তাই রাইসা ওয়ানছকও ই নাই আনি Cut motion ন গসিই নাবাইথাং হীনাই আঙ অরন পাই রীথা।

ইন্‌কিলাপ জিন্দাবাদ।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া —মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া যে 'কাট মোশন" এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আমি যে "কাট মোশন" এনেছি তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা বক্তব্য এই হাউসে রাখব। আমি প্রথমে বলতে চাই আমার ডিমাণ্ড No. 26 Major head 295 Nead to Compensation for the garia faies and miaterials looted durjngiune Carnage. other গত জুন মাসে ত্রিপুরায় যে ভাবে দাঙ্গা ঘটে গিয়েছিল এবং ঐ দাঙ্গার সময়ে বিশেষ করে আমাদের পাহাড়ী সমাজের "বাবা গড়িয়া" তথা আমাদের জমাতিয়া সমাজের যে গড়িয়া মূর্ত্তি ছিল, সেটাকে দাঙ্গাবাজরা লুঠ করে নিয়েছিল, সে সম্পূর্কে আমি এই হাউসে আলোচনা করতে চাই। ২লক্ষ ৮০হাজার যে বরাদ্দকৃত হয়েছিল কিন্তু শুধু গড়িয়ার ক্ষতি পূরণের জন্যে বিশেষ করে গড়িয়ার যে সমস্ত জিনিষ পত্র লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল তাতে ১৭লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। আর সরকার মাত্র ২লক্ষ ৮০হাজার টাকা বরাদ্ধ করেছেন। এই হিসাব মত পুরোপুরি ক্ষতি পূরণ না দিলে, ঠিক হবে না গড়িয়া পুজা শুরু হবে চৈত্রের শেষ থেকে আর শেষ হবে বৈশাখের ৭(সাত) তারিখ বামফ্রন্ট সরকার যদি সে সমস্ত জিনিষ পত্র ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা না করেন তাহলে গড়িয়া পূজা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। আর কি পরিমাণ গড়িয়া জিনিষ পত্রের ক্ষতি হয়ে গেছে তার কয়েকটি নমুনা এই হাউসে তুলে ধরছি —গড়িয়ার মুখমণ্ডল, স্বর্নের রিয়া, এক একটার ওজন ৬—৭ গ্রাম। এই রকম আছে ৩(তিনটি) স্বর্নের হার ও ৩(তিনটি). একটা ৫(পাঁচ) হাত, একটি হচ্ছে ৭(সাত) হাত, আর একটি ৩(তিন) হাত, —এই রকম মূল্যবান জিনিষ বাবা গড়িয়ার কাছে ছিল এবং বলা বাহুল্য

সবগুলিই স্বর্ণের নির্মিত। পিতলের বড় ঘটী ১০ (দশটি), ঘটি, পিতলের বড় কড়াই ১০ (দশটি) পিতলের বালতি ১০ (দশটি), পিতলের বড় ঘটি ৫ (পাঁচ), সামিআনা ৫ (পাঁচটি), হেজাক লাইট ৮ (আটটি), পিতলের ধূপদানী ৭ (সাতটি), এবং রূপার ২ (দুইটি), সিন্দুক ৫ পাঁচটি সতরঞ্জির ৫ (পাঁচটি), আ প্রত্যেক বছর সংগৃহীত চাঁদা থেকে "বাবা গড়িয়ার" তহবিলে জমা ছিল মোট ২৪ (চব্বিশ) হাজার টাকা তাও দাঙ্গাবাজরা সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। পিতলের গামলা ৫ (পাঁচটি), বড় খড়গ ৮ (আটটি), জগ ৫ (পাঁচটি), ত্রিশূল বড় ছোট মিলিয়ে কয়েকটা ২ (দুই) কে, জি ওজনের ২ (দুইটি) রূপার পিলিসুজ ইত্যাদি। পূজার সামগ্রী মোটামুটি ১২ (বার) হাজার টাকার কাছাকাছি হবে। এই যে বিরাট পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গেল, যার আর্থিক পরিমাণ ন্যায় অপরিমেয় বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন করছি তারা যেন সেইসব লুণ্ঠিত সামগ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হউক। আমার আর একটি 'কাট মোশন" হচ্ছে Demand No. 16 Major Head 277 Failure to Control and clininmate Wasteful expenditure on Primary School Office expenses

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক কর্মচারীই নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছেন না আমরা দেখছি যে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত ভালভাবে চলছিল। এখন যে সব স্কুলে, শিক্ষক নেই, ছাত্র আছে এবং কোন জায়গায় ছাত্র নেই, শিক্ষক আছে এই রকম যে দুরবস্থা চলছে বামফ্রন্ট সরকার সেইদিকে লক্ষ্য করছেন না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ভেবেছিলাম এরকম দুর্নীতি ও দুরবস্থা কিছুটা দূরীভূত হবে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হয়ে গেলেও এরকম দুরবস্থা এখনও চলছে। যেখানে স্কুলের কোন টেবিল, চেয়ার, টুল এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের বসার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করছেন না। শুধু তাই নয়, আমরা আরও দেখছি যে কোন শিক্ষক গত নভেম্বর মাসে কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে এসেছিলেন এখন এই মার্চ মাসেও স্কুলে ফিরে যাননি। অনেক চিত্তরঞ্জন জমাতিয়া নোয়াবাড়ী হাই স্কুলের একজন শিক্ষক. তিনি গত নভেম্বর মাসে বাড়ীতে এসেছিলেন, এখন পর্য্যন্ত তিনি গন্তব্যস্থলে ফিরে যাননি। এই দুর্নিতি আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারবনা। আরেকটিCut motion হচ্ছে Demand No. 15, Major Head 284 Need to set up a Tribal market at Agartala. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আগরতলায় উপজাতিদের যারা বিশেষ করে কক বরক ভাষায় কথা বলেন তাদের কোন বাজার ব্যবস্থা নেই। আগরতলায় সুপার মার্কেট, হকার্স কর্নার এই সব মার্কেট বসে, যেগুলিকে উপজাতিরা নিজেদের বলে মনে করতে পারে না। সেজন্য আমি আশা করব বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য একটা বাজার গড়ে তুলবেন। যেমন কলকাতায় চীনা বাজার, ভূটানী বাজার আছে ঠিক তেমনি আগরতলায় একটা ট্রাইবেল মার্কেট দিলে আমি খুশি হব। এই Demand কে সমর্থন করে নিতে পারতাম। আরও একটি Demand No. 14 Major Head 259 Need to Construct Noabari High School and Boarding House

নোয়াবাড়ী একটা হাইস্কুল। সেখানে ১ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রেরা দূর দূরান্ত থেকে এসে লেখা পড়া করছে।

(মি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ২ (দুই) মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—৫ (পাঁচ) মিনিট।

(মিঃ স্পীকার—৩(তিন) মিনিট সময় পাবেন, কারণ হাতে সময় কম।)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—ছাত্রদের থাকার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। হাই স্কুলের শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা বি. এ. পাশের প্রয়োজন। যারা আছেন তাদের মধ্যে খুব সম্ভবতঃ ২(দুই) জন মাত্র স্নাতক। এই দুই জন মাত্র স্নাতক দিয়ে একটা হাই স্কুল চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া উক্ত হাইস্কুলে ৮(আট) জনকে ১০ (দশ) জন শিক্ষক আছেন তাদের দ্বারা একটা হাই স্কুল চালানো অসম্ভব। কাজেই এরকম দুরবস্থা হলে ছাত্রদের উন্নতি হতে পারবে না। ঠিক একই দুরবস্থা পিত্রা হাই স্কুলেরও সেখানেও বোর্ডিং হাউস নেই অনেক ছাত্র আছে। এই দুরাবস্থা হচ্ছে প্রায় প্রতেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। শুধু তাই নয় যেখানে পাহাড়ী-দের সংখ্যা বেশী সেখানে হাইস্কুলের কোন ভাল মাষ্টারমশাই নেই এবং থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তার জন্য পাহাড়ীরা লেখা পড়া করার সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ তার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আর একটি কথা বলতে হয় যে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে "কাট মোশান" এনেছেন সেটা হচ্ছে Demand No. 11 Major Head 255

পুলিশের ব্যাপারে। বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ খাতে ৫·৭৮·৭৬·০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে-ছেন সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছিনা। পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বলতে চাই। কারণ, গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে তাতে পুলিশের প্রতি আমার সেই বিশ্বাস চলে গেছে। যেখানে আমার উপর লাঠি চার্জ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কতোয়ালী থানাতে গিয়ে আমার সামনে উপজাতিদেব পুলিশেরা অমানুষিক অত্যা-চার ও নির্য্যাতন করেছিল, হাত পা বেধে রেখেছিল। আমার সামনে এসে পুলিশেরা জিজ্ঞেস করত এই লোকটাই দাঙ্গা করেছে কিনা? বিশেষ করে এস, নন্দী, শ্যামা প্রসাদ নন্দী, পুলিশ অফিসার, যেখানে একজন এম, এল, এর সামনে এই রকম ব্যবহার করতে পারে। এমন কি দুই দিন তাদেরকে অনাহারে রেখেছিল এবং পাকার উপর বসিয়ে রেখেছিল তাদের কোন রকম বসার ব্যবস্থাও ছিল না। এইভাবে যে অমানুষিক অত্যাচার পুলিশেরা চালিয়ে থাকেন যা পুলিশ অফিসাররাও জানেন। কাজেই এই রাজ্যে আইন নেই. বিচার নেই যেখানে উপজাতিকে সামনে দেখা মাত্রই গ্রেপ্তার করা হয়। যারা নির্দোষ তাদেরকেও মিথ্যা কেস সাজিয়ে পুলিশেরা জেলে পাঠিয়েছে। যার ফলে পাহাড়ী মাত্রই আমার নামও পুলিশের খাতায় আছে কিনা, আর আমাকে গ্রেপ্তার করবে, এই ভয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, পুলিশের রাজত্ব চলছে বলেই এখন আমাদের উপজাতি ভাইয়েরা যাদের বয়স ১৫ থেকে ৭৫ বছর তারা রাত্রে বেলায় নিজের ঘরে ঘুমোতে সাহস পাচ্ছেনা। রাত্রি বেলা বনে ঘুমোতে বাধ্য হয়। এসব ব্যাপার দেখে মনে হয় পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্যে নয়, ওরা যেন অত্যাচার আর অন্যায় গ্রেপ্তারের জন্যেই। পুলিশের রাজত্ব এখনও চলছে। এই পুলিশের রাজত্বের জন্যই এই বাজেট

করা হয়েছে, তার জন্যই আমরা এই বাজেটকে মানতে পাচ্ছিনা। তারজন্যই আমাদের যতগুলি "কাট মোশান" সবগুলিকেই মেনে নিতে অনুরোধ করছি। আমি আরও বলতে চাই যে, অনেক সদস্যই বলেন যে সুখময় সেনগুপ্ত আমাদের হোস্টেলে গিয়ে চা পান করেন এবং নানা রকম শলাপরামর্শ করে থাকেন। কিন্তু সেই সুখময় সেনগুপ্ত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর যে কেউ শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করে আলোচনা করতে পারেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ কি সমালোচনার বিষয় হওয়া উচিত? সুখময় সেনগুপ্ত যদি শ্রীমতী গান্ধীর লেজুর হয় তাহলে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও ইন্দিরা গান্ধীর লেজুর? বামফ্রন্ট সরকার যদি আমাদের উপর অত্যাচার করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ীত্ব আমাদের দিকে নজর দেবেন। তাই রাজ্যে আমাদের উপরে যে অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায় চলছে তার প্রতিকারের জন্যে আমরা এখানে বক্তব্য রাখছি। কাজেই আমাদের কথা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এবং আপনারা যতদিন ক্ষমতায় আছেন ততদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলবো, আপনাদের কাছেও বলবো।

ট্রাইবেল ভাষায় বক্তব্য রাখলে কোন প্রতিকার পাবেনা, তা হওয়া উচিত নয়। কারণ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার সবারই আছে। এই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি সবাই বাধা দেন তাহলে সেটা কি আমার উত্থাপিত অভিযোগগুলি পূরণ করা হল?

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেসব কাট মোশান এনেছি সেগুলি সম্পর্কে আপনারা চিন্তা করুন এবং মেনে নিন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ইনকিলাব্ জিন্দাবাদ

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদকে বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। আমি সেগুলি সম্পর্কে একটু বলব।

এখানে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নটি হলো গরীয়া দেবতা সম্পর্কে, তা ছাড়া মহরম ও ঈদ সংক্রান্ত বিষয়েও আমাদের সরকারের কোন বাধা নিষেধ নেই। তাই তো আমাদের কাছে দুর্ঘটনার সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ঘটনা স্থলে যান এবং সেখানে একটা মিটিং করেন। শুধু একটা মিটিংই নয়, সেখানকার স্থানীয় লোকদের সংগে বসেন এবং তারপর আরও একটা মিটিং করেন। যেহেতু এই দেবতার কোন প্রতিষ্ঠান নেই, সেহেতু আমার মনে হয় সেখানকার স্থানীয় লোক যারা নাকি এই পূজা পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে আসা যাবে, সেটাই হবে বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরীয়া দেবতাকে যাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠীত করা যায়, আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কারণ এই গরীয়া পূজার সঙ্গে আমাদের একটা দীর্ঘদিনের স্মৃতি ও সংস্কৃতি জড়িত আছে। কাজেই এই পূজার উপর একটা দুর্ঘটনা ঘটায় আমরা মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত। তাই আমি আশা করব যে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী তাদের জবাবী ভাষণে এই সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরে প্রমান করবেন যে, এই সম্পর্কে আমাদের কোন রিজার্ভেশন নেই এবং আমরা এই পূজাকে পুন প্রতিষ্ঠীত করতে চাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা উত্থাপিত করা হয়েছে সেটা হলো—ছাটাই কর্মী সম্পর্কে। এই ছাটাই কর্মী সম্পর্কে বলতে গিয়ে টি, আর. টি, সির ছাটাই কর্মী এবং অন্যান্য রিক্রুটমেণ্ট সম্পর্কেও উনারা বলেছেন। তবে বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের যে কমিটি আছে, সেই কমিটিতে কেউ কোন কাগজ দিক আর না দিক আমরা প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট থেকে চাকুরীরত কর্মীদের লিষ্ট চেয়ে পাঠাই, তাতে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে যারা চাকুরী হারিয়েছেন, আমরা তাদের ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করে যদি দেখি যে, সত্যিই কেউ আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরী হারিয়েছেন, তাহলে তাদের প্রত্যেককেই আমরা পুনরায় কাজে নিয়োগ করি। কংগ্রেস আমলে রাজনীতি করার অপরাধে চাকুরী যাওয়া কর্মীদের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারেও এমন কেউ নেই যে নাকি পুনরায় নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

তারপর টি, আর, টি, সির ছাটাই কর্মীদের সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, তাদেরকে সরকারী চাকুরী হিসাবে গ্রহণ করার কোন সিদ্ধান্ত কোন দিন ছিল কিনা আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে বাংলাদেশে যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন কতগুলি গাড়ী এখানে এসেছিল এবং সেই গাড়ীগুলি ত্রিপুরা সরকারের ছিল না। সেগুলি তখন দুর্গতদের সেবার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল এবং তখন সেগুলিকে চালানোর জন্য এখান থেকে কিছু লোক দেওয়া হয়। তারপর বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই তিন মাস পর বাংলাদেশের লোকগুলি আবার বাংলাদেশে ফিরে যায়, তারপর সেই গাড়ীগুলিও ফিরে যায়। তারপর আমরা সরকারে আসার পর সেই বেকার লোকদের থেকে যাদেরকে চাকুরীতে অ্যাবজরভ করা সম্ভব, আমরা তাদেরকে চাকুরীতে অ্যাবজরভ করে নিয়েছি। এই হচ্ছে ঘটনা। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে যে কথা এখানে বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি মনে করি মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপরে প্রকৃত যে ঘটনা তার খোঁজ নেবেন এবং এই সম্পর্কে কেবিনেট যে রেফারেন্স দিয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। কাজেই আমাদের কমিটির কাছে যে রেফারেন্স দিয়েছে সেগুলি আপনারা দেখাবন এবং ওদের যে সর্ত্তগুলি আছে সেগুলিও দেখবেন। তবেই আপনাদের এই ভুল ধারনাটা কেটে যাবে। তাই আমি আশা করব যে, এই কাটমোশানটি এখানে প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়তঃ আর একটা প্রশ্ন উঠেছে বাজার সম্পর্কে। এখানে বলা হয়েছে উপজাতিদের জন্য একটা আলাদা বাজার আগরতলাতে করা হউক। তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয় যে, চাইনিজ বাজার নামে যে বাজারটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেছেন সেটা কোন আলাদা জাতির জন্য নয়। আবার সেই চাইনিজ বাজার যেখানে আছে তার সামনের রাস্তাটার নামও চাইনিজ রাস্তা নয়। আর তার পাশে একটা পাড়া এবং এই বাজারের উপর যারা নির্ভরশীল, মানে যারা এই বাজারে দোকানদারী করেন তারা এই পাড়াতে থাকেন। তবে হ্যাঁ আমাদের আগরতলা বাজারে যারা কোন জিনিষ বিক্রি করতে আসেন, তাদের মধ্যে যাদের সত্যিই দোকান আছে বা যারা সত্যিই বাজারে জিনিষ বিক্রি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তারা যদি জায়গার জন্য প্রেয়ার করেন তাহলে তাদের কোটা অনুযায়ী আমরা তাদেরকে সাধ্যমত সাহায্য করি মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে। বাজারে যে সব সাব/ইন্সপেক্টর আছেন তাদের কাছে কোন আন-এমপ্লয়েড লোক জায়গা চাইলেই সে জায়গা পাবে। এই ক্ষেত্রেও যদি ট্রাইবেল কেউ

থাকেন তাহলে তাদের ব্যাপারটাকে আমরা অগ্রাধিকারে রেখেছি। আনাদের একটা প্রশ্ন আছে গোলবাজার সম্পর্কে, সেখানে যারা লাকড়ী বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের মধ্যে ট্রাইবেলদের সংখ্যাই বেশী। তাই আমরা এই বাজারটাকে আরও বড় করার কথা চিন্তা করছি। এই বাজারে অনেকে পাহাড় অঞ্চল থেকেও তরকারী বিক্রি করতে নিয়ে আসে। কাজেই তাদের প্রত্যেকেই যাতে বাজারে বসে জিনিষ বিক্রি করার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয় আমরা সেই দিকে লক্ষ রেখেই বাজারটাকে আরও বড় করার কথা চিন্তা করছি। আর একটা শুধু গোল বাজারেই কেন বটতলা বাজারে হচ্ছে, সেখানেও যদি তারা আসেন তা হলে তাদের থাকা বসা প্রভৃতি সব কিছু ব্যবস্থা আমরা করব। কিন্তু ট্রাইবেল বাজার করার কথাটা খুব অবাস্তব। কারণ আমাদের কাপড়ের দোকানগুলি যেখানে আছে সবগুলিই পাশাপাশি আছে, আবার বইয়ের দোকানগুলি যেখানে আছে তারাও সবাই প্রায় পাশাপাশি আছে, কাজেই কোন ট্রাইবেল যদি কাপড়ের দোকান করতে চায় তাহলে তাকে এদের পাশে এসেই বসতে হবে। তবে এই ধরনের যে কোন বিষয়ে আমরা তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করব। কাজেই এই প্রসঙ্গে এই কাটমোশনটি এখানে আসতেই পারে না। তাই আমরা আশা করব যে এই কাটমোশনটিকে তারা উইথ্‌ড্রো করে নেবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিজ্ঞাপন নিতির উপর একটা কাট-মোশন এখানে এনেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তারা বলেছেন যে আমরা নাকি দলিয় পত্রিকা গুলিকে সুযোগ সব চাইতে বেশী দিয়ে থাকি। আর অন্যান্য পত্রিকাগুলি নাকি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বেশী সুযোগ পাচ্ছে না। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি'র মুখপাত্র হিসাবে যে পত্রিকা-গুলি আছে তারাই নাকি বিজ্ঞাপনের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা গুলি সব নিয়ে হয় ৫০টা। আর তার মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি'র পত্রিকা মাত্র একটি। বাকী ৪৯টি পত্রিকা আমাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত নয়।

আর আমরা গত বছরে ৭৯-৮০-তে এই পত্রিকাগুলির জন্য বিজ্ঞাপন বাবত দিয়েছি ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এরমধ্যে দৈনিক সংবাদ ৭৮-এ আমরা সরকারে আসার আগে পেয়েছে ১৩ হাজার ৯ শত ৪৮ টাকার। আমরা সরকারে এসে যখন বিজ্ঞাপন নীতি গ্রহণ করি তখন তার ভিত্তিতে তারা বিজ্ঞাপন পেয়েছে ৪৬,৮৯০ টাকার ৭৮-৭৯-এ। ৭৯-৮০-তে পেয়েছে ১,৬৮,৫৫৬.৫০ টাকার কিন্তু সেটি কোন দলীয় মুখপাত্র সেটা আপনারা বুঝতে পারেন। স্যন্দন পত্রিক যারা সম্পাদককে দিল্লী পর্য্যন্ত নেওয়া হয়েছে সম্ভবতঃ শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে মুলাকাত করিয়ে নেবার জন্য। আমরা শুনিতেছি কিন্তু আমরা জানি না কতটুকু সত্য মিথ্যা। সে পত্রিকা কংগ্রেস আমলে, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে পেয়েছে ৮,৯৪৬ টাকা আর ৭৮-৭৯-এ পেয়েছে ১৩,৬৭৪ টাকা, ৭৯-৮০-তে পেয়েছে ৩২.৭৭৭ টাকা এই বছর আমাদের আরও বেশী টাকা বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ হয়েছে। আর চিনিকক পত্রিকা আমাদের আগে এক পয়সারও বিজ্ঞাপন পায়নি কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন নীতির ফলে ওরা পেয়েছে ৬৭৪ টাকা। আর উনারা যেটি

বলেছেন সাম্প্রদায়িক উস্কানি সম্পর্কে আমাদের পত্রিকাগুলির কোন সঠিক ভূমিকা ছিল না কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ দেখেছে দাঙ্গার সময়ে এই পত্রিকাগুলি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকাকে এই দাঙ্গার সময়ে দৈনিক করে কাজে লাগিয়েছি এবং তার ভূমিকা কি ছিল তাও ত্রিপুরার মানুষ জানে। আর একটি কথা উনারা বলেছেন যে এখানে আনারস পচে যাচ্ছে। আমাদের এখানে একটি ফ্রুইট কেনিং সেণ্টার আছে। আমাদের আগে এখানে ১ সিফটে কাজ হত এখন ৩ সিফটে কাজ হয়। তাছাড়া আগে আনারস কনট্রাকটারের মাধ্যমে আসত। কিন্তু এখন আমরা আমাদের সরকারী গাড়ী দিচ্ছি কো-অপারেটিভে আনারস আনার জন্য এবং সেজন্য কৃষি দপ্তর থেকে সাবসিডি দেওয়ার হয়। আরেকটা উনারা চামড়া ব্যবসায়ীর কথা বলছেন, জানিনা উনি ওনাদের বন্ধু কি না। আগে ঈদের বাজারে ১ জন কনট্রাকটার প্রতি সস্তায় যে কোন দামে কিনে অতি জঘণ্য নামে টেণ্ডারের মাধ্যমে দিত কিন্তু এখন আমরা সেটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবার আমরা সে চামড়া উপযুক্ত দাম দিয়ে কিনেছি। তাতে হয়ত সে কনট্রাকটার এফেকটিভ হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জানিনা তাতে ওাদের কি হয়েছে এবং ঐ কনটাকটারের সঙ্গে তাদের কি বন্ধুত্ব। কাজেই এই কাটমেশন ঠীক ঠীক হয় নি, যথার্থ হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে আমি রেখেছি তারমধ্যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ মেজর হেড ২৫৯, একই ডিমাণ্ড নাম্বারে মেজর হেড্র ৩১০ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২০ মেজর হেড ৩০৭, তার উপরে বিরোধী গ্রুপের সদস্য-মধ্যে মাননীয় শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ও দ্রাউ কুমার রিয়াং কাট মোশন এনেছেন। কাট-মোশন মোভড করার সময়ে তারা স্কুলের প্রশ্নটা তুলেছেন। স্কুল, বোর্ডিং হাউজ, রাস্তাতৈরী, রাস্তা মেরামত এবং এনিমেল হাজবেণ্ড্রির বিশেষ করে কনস্ট্রাকশন এর কাজকর্ম্মের উল্লেখ করেছেন। আমরা আমাদের সরকারে আসারপরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি সেটা সর্ব্বজন বিদিত এবং সর্ব্বজন স্বীকৃত। আমরা অনেক নূতন নূতন স্কুল খুলেছি, কলেজ খুলেছি এবং যে হারে এইগুলিকে আপগ্রেডেশন করেছি ঠিক সম হারে হয়ত নূতন নূতন স্কুল বিল্ডীং করতে পারেনি। মাননীয় সদস্যরা আলোচনার সময়ে যেসমস্ত স্কুলের টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য অসুবিধার কথা বলেছেন সেসমস্ত অসুবিধা রয়েছে যে আমরা স্বীকার করি। তবে সেটা সব ক্ষেত্রে নয়। আমরা নূতন নূতন স্কুলবাড়ী তৈরী করেছি কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যত স্কুলবাড়ী রয়েছে তার সবগুলিকে সময়মত সঠিকভাবে মেরাত বা দালান কোঠা করা, বোর্ডিং হাউজগুলিকে সময়মত তৈরী কররে জন্য যে অর্থের প্রয়োজন এবং যে মেটারিয়েলের বা মাল মশল্লার প্রয়োজন তারঅসুবিধা রয়েছে তবু আমরা অসুবিধার মধ্যে চেষ্টা করেছি যাহাতে নূতন কিছু স্কুলবাড়ী তৈরী করতে পারি যেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলি করতে গিয়ে যেসব ক্ষেত্রে টাকার সংস্থা করতে পারছি সেসব ক্ষেত্রেও নির্মান সামগ্রির একটি ভীষণ অসুবিধা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমি সেসব বলব যে কি রকম অসু-বিধার মধ্য দিয়ে আমরা কাজ করছি। মেজর হেড ২৫৯ নাম্বারে কাট মোশন এনেছেন মাননীয় শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া এবং একই ডিমাণ্ডে কাট মোশন এনেছেন মাননীয় দ্রাউ কুমার রিংয়া

আমার এই ১৪ নম্বর ডিমাণ্ডে আমি ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার ডিমাণ্ড করেছি। এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাকে এই কথা ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা স্বীকার করতে বাধ্য যে বামফ্রন্ট সরকার আমার পরে রাস্তাঘাট, এছাড়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত বাড়ী তৈরী করা হয়েছে, স্কুলের জন্য স্কুলঘর তৈরী করা হয়েছে এবং করার জন্য যে অনেকটা উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করছেন সেটা সবাই স্বীকার করছেন। আমি জানি না মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই জিনিসটা দেখতে পান কিনা। যাদের চক্ষু আছে তারা অন্তত এই জিনিসটা দেখতে পারে। এটা ঠিক যে, আমরা গ্রামাঞ্চলে সমস্ত রাস্তাঘাট ঠিকমত নির্মাণ করতে পারছিনা। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন কাঞ্চনপুর দশদা রাস্তার কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এটা ঠিক কারণ কাঞ্চনপুর এমন একটা জায়গা যেখানে রয়েছে পুরাপুরি যোগাযোগের অভাব, ট্রান্সপোর্টের অভাব, সেখানে অন্যান্য জিনিষপত্রও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় মালমসলা সেখানে পরিবহনেও রয়েছে অসুবিধা। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলের ত্রিশ বছরেও সেখানে কোন ভাল ব্রিজ গড়ে উঠেনি। আমরা আসার পরে কিছু কিছু ব্রিজ মেরামতি করার চেষ্টা করেছি এবং নূতন কয়েকটি ব্রিজও নির্মান করার চেষ্টাও করেছি। আমাদের আরো অসুবিধা হল কয়লার—রাস্তা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ইট তৈরী করতে হলে দরকার কয়লার এবং সেই কয়লা আনতে হয় বাইরে থেকে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বিগত আসাম আন্দোলনের ফলে ঠিক মতন মাল মশলা আমরা বাইরে থেকে আনতে পারছিনা। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিলোনিয়া শান্তিরবাজার রাস্তার এবং তেলিয়ামুড়া-রাঙ্গামাটি রাস্তার মেরামতির কাজ আমরা শুরু করেছি। সুতরাং আমরা এই কথা বলতে পারি যে গত তিন বছরে আমরা বাজেটে যে টাকা ডিমাণ্ড করেছিলাম তার প্রতিটি পয়সা আমরা সদ্‌ভাবে ব্যয় করেছি। আমদের এত অসুবিধা মাল মসলার অভাব থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রতিটি পয়সাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি।

আমি আমার ২০ নম্বর ডিমণ্ডে চেয়েছি ১,৯২,৬৫,০০০ টাকা এবং এই ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং কাটমোশান এনেছেন। উনার এই কাট মোশানের জবাবে আমি বলতে পারি যে আমার এখানে যে টাকা ডিমাণ্ড করেছি সে টাকা আগামি বছরে বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং মেরামতির জন্য ব্যয় করা হবে। রাস্তাঘাট যত বেশী হচ্ছে তত উহার মেন্টিন্যান্স বাড়ছে। তবে আমি এই কথা বলতে পারি যে আমরা যে টাকা ধরেছি তার সদ্‌ব্যবহারই হবে।

আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে ১৯৮০-৮১ সালের আর্থিক বছরে আমাদের সিমেন্টের জন্য ডিমাণ্ড ছিল ৩০ হাজার মেট্রিক টন চারটি কোয়ার্টারে। আমরা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পেয়েছি মাত্র ১৫,১৫৩ মেট্রিক টন। তেমনি ১৯৮০-৮১ সালের জন্য ষ্টিলের জন্য ডিমাণ্ড ছিল ৯ হাজার মেট্রিক টন। তারমধ্যে আমরা পেয়েছি মাত্র ১,৯০০ মেট্রিক টন। বিটুমিনাসের জন্য ডিমাণ্ড ছিল ৭ হাজার মেট্রিক টন, পেয়েছি মাত্র ৯৫৬ মেট্রিক টন (এই মার্চ মাস

পর্যন্ত) এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত যত্নের সহিত তার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থব্যয় করতে চেষ্টা করছেন। আমি আপনাদের অবগতির জন্য আরো বলতে চাই যে, ১৯৭৭-৭৮ সালে পি, ডবলিউ, ডি, র হাত দিয়ে প্লেনের যে টাকা বরাদ্দ ছিল ৯,২২,১৭৭ টাকা। আমরা মাত্র তিন মাস হাতে পেয়েছিলাম এবং সেই সময়ের মধ্যে আমরা ব্যয় করেছি ৮,৬৫,০০৫ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯৩.৪০ ভাগ টাকা আমরা খরচ করতে পেরেছিলাম। ১৯৭৮-৭৯ সালে বরাদ্দ ছিল ১৫,৬১.৭৬,000 টাকা। আমরা খরচ করেছি ১৫ ৫৮,২০,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৯৯.৭৭ ভাগ (শতকরা)। তেমনি ১৯৭৯-৮০ সালে বরাদ্দ ছিল ১৬,৪১,৬৫,০০০ টাকা আর আমরা খরচ করেছি ১৬,০৬,৭৬,০০০ টাকা অর্থাৎ ৯৭.০৭ পারসেন্ট।

কাজেই অত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি পূর্ত বিভাগের যেহেতু রিপ্রেজেন্ট করছি, তাই বলতে পারি যে আমরা জনগণের স্বার্থেই পুরাপুরি টাকা খরচ করছি। তবে আমাদের কর্মসূচী ঠিকভাবে রূপায়িত করবার জন্য আমাদের আরো বেশী টাকার প্রয়োজন। আমরা সে অনুপাতে রীতিমত টাকা পাচ্ছিনা, মালমশলা পাচ্ছিনা। কাজেই আমরা এখানে যে ডিমাণ্ড এনেছি তা যুক্তি সংগত। এটার উপর কোন কাট মোশান আসতে পারেনা। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যগণ উহ সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্যরা এখানে যে কাট মোশান এনেছেন তা দেখে আমার একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। এটা লিখেছেন কবি সুকুমার রায়। এটি হচ্ছে "ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গায়ে হল ব্যথা" আর এর পাশেই একটি কার্টুন ছিল-কয়েকজন লোক ছায়া ধরবার জন্য পল নিয়ে চেষ্টা করছে। ঠিক সেইভাবে আমাদের মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্যরাও বাজেটের উপর যে বক্তব্য এনেছেন তাতে তাঁরা কোন যুক্তি দেখাতে পারেননি।

তাঁরা বলেছেন যে পুলিশের ওয়েষ্টফুল একস্পেনডিচার কমানোর জন্য তাঁরা কাট-মোশন দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে আমাদের পুলিশদের জন্য আমরা খুব কম খরচ করতে পারছি। কারণ যা টাকা আমাদের প্রয়োজন তা পাচ্ছিনা। অনেক থানাতে প্রয়োজনীয় গাড়ী পর্য্যন্ত থাকে না। যার ফলে কোন ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশ পাঠানোর কাজ সম্ভব হয় না। অনেক জায়গাতে এ, এস, আই, ছিল না। আমরা আরও বেশী করে পুলিশ দেওয়ার চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আরও একটা টি, এ, পি, ব্যাটেলিয়ান আমরা চেয়েছি। কারণ আমাদের সাধারণ পুলিশের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে যারা এখানে ব্যয়বরাদ্দ কমাবার জন্য প্রস্তাব করছেন তারাই বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ পিকেটের জন্য দরখাস্ত করছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি আজকে এরকম যে অনেক জায়গাতে নিরাপত্তার জন্য যতটা পুলিশ পিকেট বসানোর প্রয়োজন আমরা তা করতে পারছি না। এটাতো শুধু ইন-একসিসেবল এরিয়ার কথা নয়, এমন কি আগরতলা শহরে দুস্কৃতকারীর সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে

এবং তারা সাধারণ গরীব অংশের মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিতর থেকেই, বিভিন্ন ক্লাব ইত্যাদি, এমন কি হোস্টেল প্রভৃতি থেকেও তৈরী হচ্ছে, হতাদর্শ হয়ে বুর্জোয়া জমিদারদের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে এই ধরনের সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং রাজনৈতিক মদত পাচ্ছে। আশ্চর্যের কথা যখনি এই সমস্ত সমাজ বিরোধীকে যখনি গ্রেপ্তার করা হয় তখনি সংগে সংগে দিল্লীতে টেলিগ্রাম চলে যায় এবং এমন কি অনেক দায়িত্বশীল কংগ্রেস নেতারা দিল্লী থেকে বক্তব্য রাখেন যে অনেক কংগ্রেস আই কর্মী খুন হয়েছে। যখনি নামের তালিকা চাওয়া হয় তখনি তারা তা দিতে পারেন না। কারণ সমাজ বিরোধীদের দ্বারা সমাজ বিরোধীরা খুন হচ্ছে এবং এই কারণেই তারা নাম দিতে পারছেন না।

বলা হয়েছে টি, ইউ, জে এস, কর্মী খুন হচ্ছে। টি, ইউ, জে, এস, নীতি ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে এবং তার অনেক কর্মীরা সন্ত্রাসের পথে চলে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু দাঙ্গার সময়েই নয়, দাঙ্গার পরেও যখন আমরা চেষ্টা করছি তাদের ধরতে তখন বিধায়ক শ্রীনগেন জমাতিয়া সমেত উপজাতি যুবসমিতির বিধায়কেরা চীৎকার করছেন যে তাদের ছেলেদের ধরা হচ্ছে। আমি খুশী হলাম যে তাঁরা আর এর জন্য বিরোধীতা করবেন না বলেছেন। বাংলাদেশে তারা গিয়ে ট্রেনিং নেবে, তার জন্য পুলিশ থাকবে না, তা তো হয় না। কাজেই নগেন বাবুর উচিত যাতে শান্তিপ্রিয় লোক এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে রেহাই পায় সেজন্য সে আমরা বাঙ্গালীই হোক, বা কংগ্রেস আই সমর্থক লোকই হোক বা টি, ইউ, জে, এস, এর লোকই হোক তাদের গ্রেপ্তারে বাধা সৃষ্টি না করা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গাড়ীর পারমিট ওদের দেওয়া হয় নি, এই কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন ট্রাকের পারমিট আমরা কাউকে দিচ্ছি না। বাসের জন্য কোন পারমিট দরকার হয় না। বাস কংগ্রেস আই, টি, ইউ, জে, এস, ব্যবহার করেছেন। তারজন্য কোন সরকারী অনুমোদনের দরকার হয় না। কাজেই পুলিশ গনতন্ত্রের বিরোধী যে শক্তি তাকে কোনরকম দমন করছে না এবং দমন করবেও না, অথচ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার একমাত্র পশ্চিমবংগ, ত্রিপুরা এবং কেরালায় আছে, অন্য কোন জায়গায় আছে কিনা জানি না। তবে অন্ততপক্ষে যে সব রাজ্য শ্রীমতী গান্ধীর দলের দ্বারা পরিচালিত সেসব রাজ্যে তো নাই-ই। সেসব রাজ্যে তাঁরা কৃষক আন্দোলনের উপর, ছাত্রদের উপর বিনা বিচারে আটক আইন প্রয়োগ করছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুলিশের দরকার হচ্ছে আমাদের বর্ডারে যাতে কেউ না আসে। সেজন্য আমাদের মোবাইল টাস্ক ফোর্স রয়েছে। তার জন্য আমাদের প্রচুর শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে যেটা খুবই দুঃখজনক। সেটা হচ্ছে যে দাঙ্গার সময়ে নাকি মুখ্যমন্ত্রী বিভ্রান্ত করেছেন। তারজন্য দৈনিক সংবাদ

বা অন্যান্য কাগজে সঠিক খবর বেরোতে পারে নি। আমি জানি না চীফ মিনিষ্টার বা অন্যান্য অফিস থেকে তাঁরা খবরগুলি পান কিনা দাঙ্গা সম্পর্কে। যেখানে তাঁরা বলেছেন উপজাতি মেয়েদের বলাত্‌কার করে মাটির নীচে পুতে রাখা হয়েছে, এটা চীফ মিনিষ্টারের অফিস থেকে যায় নি। আমি জানি না দৈনিক সংবাদ বা অন্যান্য পত্রিকাগুলি কি করে এইরকম উস্কানি দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে সেই তথ্য দেয় নি আমি জানি না, দৈনিক সংবাদ সেইসব তথ্য কি করে দিলেন। এই খবরটা তারা কোথা থেকে পেলেন।

আমরা দেখেছি যে সমন্বয় কমিটির উপর তাঁরা অত্যন্ত চটে গেছেন। সমন্বয় কমিটি একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তারা কোন উস্কানীমূলক কাজ করেন না, তারা কোন বে-আইনী কাজ করেন না। তারা একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল। কংগ্রেসের রাজত্বে তাদের বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল, সমস্ত ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সম্পর্কে তাদের কোন কথা নেই। তারা যদি গণতন্ত্রে সাহায্যকারী বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করেন তাহলে আমরা তাদের অভিনন্দন জানাব। তাদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা অন্ততঃ ত্রিপুরার মানুষ সমর্থন করবে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, অন্যান্য বক্তব্য যেগুলি রাখা হয়েছে, তার সম্পর্কে দুই একটি কথা আমি বলতে চাই। বিশেষ করে প্রথমতঃ গড়িয়া সম্পর্কে বলতে চাই। গড়িয়া সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা খুবই দুঃখজনক যে গড়িয়া মূর্ত্তি এবং পূজার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী সোনার অলংকার এবং টাকা পয়সা ইত্যাদি লুঠ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ চুরি হয়েছে কোন জিনিষই উদ্ধার করতে পারা যায় নি। ওদের কাছেও তথ্য চাওয়া হয়েছে, ওরা যদি তথ্য দেন, তাহলে আমরা আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাব। যে জিনিসপত্র লুঠ হয়েছে, তা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভক্তেরা কেউ সোনার পাত, কেউ সোনার মুকুট ইত্যাদি দিয়েছেন প্রচুর জিনিসপত্র এবং সম্পত্তিও ছিল। আমি জানি মহারাজ যখন ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য এই রাজ্য দিয়ে যান, তখন অনেক প্রতিষ্ঠানই সরকারের হাতে দিয়ে যান, যাতে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ হতে পারে। যেমন কালী বাড়ী, দুর্গা বাড়ী ইত্যাদি দিয়ে গেছেন। এটা খুবই আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, কেন এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে দিয়ে যাওয়া হয় নি, যা দিয়ে গেলে আমাদের সরকারের পক্ষেও অনেক সাহায্য করা সম্ভব হত। তাই আমরা কেবিনেট মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে গড়িয়া পূজা যাতে ঠিকমত হয় এবং ঠিকসময়ে হয় তার জন্য অর্থ বরাদ্দও রাখা হয়েছে এবং অর্থের পরিমাণটাও বেশ ভাল রকমের। এ ছাড়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। আমরা যখন ঐ এলাকায় যাই, সেখানকার জমাতিয়ার সম্প্রদায়ের লোক যারা আছেন, তাদের নিয়ে সেই কমিটিটা গঠিত হয়েছিল এবং সেখানে গড়িয়া মূর্ত্তির একটা নক্সা তৈরী হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে নক্সা দেখিয়ে কর্মকার দিয়ে সেই গড়িয়া মূর্ত্তি গড়া হবে। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে গড়িয়া মূর্ত্তির পুরোহিত শ্রী [illegible] জমাতিয়া, তিনি ইতিমধ্যে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার

হয়েছেন এবং তিনি এখন উদয়পুর জেল হাজতে রয়েছেন। কাজেই তিনি এই মূর্তির নক্সা অনুমোদন না করলে, সেটা তৈরী করতে দেওয়া যায় না। কাজেই কমিটির অন্যান্য মেম্বাররা যাতে জেলের মধ্যে গিয়ে তার অনুমোদন নিয়ে আসতে পারেন এবং পূজা যাতে ঠিক সময়ে হয় সে জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, কাউকে জামিন দেওয়া না দেওয়া, এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে আদালতের এক্তিয়ারে। কাজেই আদালতের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ রাজ্য সরকার করতে পারেন না। তাই আমরা আশা করব যে এই কমিটির মিটিং আরও বর্ধিত আকারে ডাকা হবে, যে মিটিং এ আমি নিজেও উপস্থিত থাকব এবং অন্যান্য জমাতিয়া মূর্বি যারা আছেন, তারাও থাকবেন এবং সেই মিটিং এ গরীয়া পূজার তারিখ এবং গরীয়া মূর্তির যে নক্সা হয়েছে, সেই নক্সা অনুযায়ী সিদ্ধিপদ জমাতিয়ার অনুমোদন যাতে নিয়ে আসা যায় এবং নক্সা অনুসারে যাতে গড়িয়া মূর্তি তৈরী করা যায়, সমস্ত ব্যাপারটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাই আমি আশা করব যে গড়িয়া পূজার ব্যাপারটাকে যেন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা না হয় এবং এটাকে যেন সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়, তার জন্য আমি বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব। এছাড়া শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ত্রিপুরী কালচারেল ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের কথা বলেছেন। এটা ঠিক যে ত্রিপুরী কালচার ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ঐতিহ্য এবং এই কালচারটা শুধুমাত্র একটা ইন্সটিটিউটের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে না, এটা ত্রিপুরাতে এই ধরনের যতগুলি ইন্সটিটিউট আছে, তার সবগুলির মধ্যেই থাকবে। এই কালচারটা শুধু ত্রিপুরীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটাকে ত্রিপুরী ভিন্ন অন্যান্য অধিবাসী যারা ত্রিপুরাতে আছেন, তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে। কাজেই সবগুলির মধ্যেই ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তাকে আরও উন্নত করতে হবে, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট করেছি এবং ইন্সটিটিউট প্রয়োজনীয় বই-পত্র ছাপিয়ে চলেছেন যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে আরও সুরক্ষিত করা যায়, আরও সম্প্রসারিত করা যায়। এছাড়া আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, যখন তারা শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার কথা বলেন। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, সেটাকে আরও এক্সটেনশানের কথা উঠতে পারে, এটাকে সংকুচিত করার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ আছে। স্কুল সমস্ত জায়গাতেই হবে, কোন অঞ্চলকেই অন্ধকারে রাখা যাবে না, ট্রাইবেল এলাকাতে সব চেয়ে বেশী হাইস্কুল খোলা হবে এবং ট্রাইবেল এলাকাতেও শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। কারণ আমরা জানি যে তারা এতদিন তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে ছিল এবং তারা তাদেরকে দাবিয়ে করে আসছিল। কাজেই তাদের বঞ্চনা এবং নিরক্ষরতা থেকে সচেতন করে তোলার জন্যই আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও তাদের মধ্যে সম্প্রসারণ করছি, তাই এই সম্পর্কে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কথা নয় এবং এই সম্পর্কে তাদের কোন বক্তব্যও থাকা সঙ্গত নয়। তবে সকল ঘরের কিছু অসুবিধা থাকতে পারে এবং আমরা সেইসব [illegible]

করছি। তবে যত তাড়াতাড়ি এই অসুবিধাটা দূর করা দরকার আমাদের চেষ্টা থাকা সত্বেও আমরা সেটা তত তাড়াতাড়ি দূর করতে পারছি না ; সেজন্য আমরা দুঃখিত। কারণ আমরা দেখছি যে একটা টুল অথবা বেঞ্চ তৈরী করতে হলে ১০০ থেকে ১১০ টাকা লেগে যায়, এমন কি কোন কোন স্কুলের ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েদের বসার জন্য টুলের ব্যবস্থা নাই, টুলের ব্যবস্থা না থাকলেও আমরা চেষ্টা করছি যে অন্ততঃ চাঁটাইতে বসেও ছেলে-মেয়েরা যাতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। গত ৩৩ বছরে যেটা করা সম্ভব হয় নি, আমরা ৩ বছরে সেটা করার চেষ্টা করছি। যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা শহর এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যের মফঃস্বল অঞ্চলেও শিক্ষার্থীর হার বেড়ে গিয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে এই হার আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। মাননীয় সদস্য যে একটা স্কুলের কথা বলেছিলেন আমি এই সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরকে বলব এই ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য। অনেক জায়গায় বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকার বোর্ডিংগুলিতে অনেক অসুবিধা আছে আমরা সেই ব্যাপারে নজর দিচ্ছি। ট্রাইবেল বোর্ডিংয়ে ছাত্রদের ভাতা যা আগে ৬০ টাকা ছিল সেটাকে বাড়িয়ে আমরা ৯০ টাকা করেছিলাম এবং আমরা চিন্তা করছি এটাকেও বাড়ান যায় কিনা। কারণ আমি এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেদিন উমাকান্ত একাডেমীতে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের এই সাহায্য নেওয়ার পরেও তাদের প্রত্যেককে বাড়ী থেকে কিছু টাকা না আনলে তাদের সামান্যতম খরচাও চলে না। এইসব কথা বিবেচনা করে আমরা তাদের এই স্টাইপেণ্ড আরও বাড়ান যায় কি না সেটা আমরা চিন্তা করছি। কাজেই এইসব ব্যাপরে আমাদের সরকারের দৃষ্টি রয়েছে এবং আমি আশা করব. যেসব অভিযোগ এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে যেগুলি তদন্তের প্রয়োজন আছে সেগুলি আমরা তদন্ত করব এবং উওযুক্ত ব্যবস্থা নেব। আমি বিরোধী পক্ষের সমালোচনা পছন্দ করি এবং তাদের সেই সমালোচনাগুলি অভিনন্দনযোগ্য। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের জানাতে চাই তারা যে সব অভিযোগ করেছেন সেগুলি একটি ক্ষেত্রেও আমরা বিনা দতন্তে রাখছি না। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্ত করে দেখি। এবং মাননীয় সদস্য এখানে উল্লেখ করেছেন তাঁর একজন লোককে চাকরী দেওয়া হয় নাই। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় মুখ্য মন্ত্রীর খুশী মত কাউকে চাকুরী দিতে পারেন না। চাকরী পেতে হলে আমাদের যে নিয়োগ নীতি আছে সেই নিয়োগ নীতি অনুসারেই যাহা মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে চাকরীর শূন্য পদ পূরনের জন্য এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম চাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নাম আসলে সেই নামের ভিত্তিতে ইন্টারভিও হয় ইন্টারভিওর পর এস. ডি. ও. দের দ্বারা তদন্ত করান হয়—নরেশ ঘোষ তদন্ত করেন না—সেই তদন্তের ভিত্তিতে প্যানেল হয়। এবং সেই প্যানেল থেকে ৭০ পার্সেন্ট অফার ছাড়া হয় সিনিয়রিটি বেসিসে এবং ৩০ পার্সেন্ট অফার ছাড়া হয় নিডি বেসিসে এবং তার মধ্যে শতকরা ২৯ জন পাবে সিডিউল্ড ট্রাইব শতকরা ১২ জন পাবে সিডিউল্ড কাষ্ট। তাছাড়া ব্যাকওয়ার্ড কিছু আছেন—এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছিলেন ব্যাকওয়ার্ডদের জন্য আমরা কিছু করতে পারি নাই। এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের জন্য একটা

কমিশন আছে তারা চিন্তা করছেন বেকওয়াড'দের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। মাননীয় সদস্যদের আমি বলিতে চাই যে ব্যাকওয়াড'ক্লাস-এরা সিডিউল্ড কাষ্ট ও নয় আবার সিডিউল্ড ট্রাইবও নয়। সিডিউল্ড ট্রাইব এবং সিডিউল্ড কাষ্টদের জন্য সংবিধানের মধ্যেই আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ব্যাকওয়াড'দের সাংবিধানিক কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের এই কথা বলতে চাই যে সাব্রুম থেকে অমরপুর সমস্ত সাবডিভিশানের জন্য কোটা রেখে দেওয়া হয়। শুধু আগরতলার ছেলেমেয়েরাই চাকরী পাবে আর অন্য সাবডিভিশানের ছেলে মেয়েরা চাকরী পাবে না এটা ঠিক নয়। এই রকম একটা নিয়োগ নীতি শুধু ত্রিপুরাতে নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আছে কিনা আমার জানা নাই। আমরা হাজার হাজার চাকরী দিয়েছি এর মধ্যে দুই একটা ভুল হতে পারে। এবং ভুল ধরা পড়লে আমরা অফার উইড্র করি। মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব যদি কোন জায়গায় এর কোন ব্যতিক্রম আপনাদের নজরে আসে তাহলে ফাইনেল এপয়েন্টমেণ্ট পাওয়ার আগে আমাদের কাছে জানালে আমরা অফার উইথড্র করতে পারি এপয়েন্টমেণ্ট পেয়ে গেলে আমাদের অসুবিধা হবে— এবং আমরা কিছ কিছু উইথড্র করেছি। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব চাকরীর ব্যাপারে এম. এল. এ. দের তদবীর করতে বলবেন না বা মুখ্য মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিব্রত করবেন না। আমাদের নিয়োগনীতি অনুসারে আমরা চাকরীর অফার দিয়ে থাকি। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে সব কাটমোশান এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং এই বাজেটকে তাঁরা অনুমোদন জানাবেন এবং এই হাউসের অন্যান্য মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker— Discussion is over. Now I am putting the Demands to vote one after another.

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 22, 13, 000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 37,000/-), be graned to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 1 (Major Head 211-Parliament, State/Union Territory Legislature, Rs. 20,13,000/- and Major Head 288-Sccial Security and Welfare Rs. 2,00,000/-) .

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs.5,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No 2. Major Head—213-council of Ministers.

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs.70,70,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 5,49,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year

ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214-Administration of Justice Rs. 64,88,000/-, Major Head 215-Election Rs.5,37,000, and Major Head 265-other Administrative Services Rs.45,000/-).

(It was put to voce vote and passed.)

Now the qustion before the House that a sum not exceeding Rs.13,68,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs.2,94,00,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No.7 (Major Head 254-Treasury and Accounts Administration Rs.13,68,000/-).

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs.75,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 9 (Major Head-252 Secretariat General Services, Rs.64,00,000/- Major Head 265-other Administrative Services -Vigilance, Inquiry commission Rs.5,09,000/-, Major Head 265-other Administrative Services, Guest House, Govt. Hostels etc. Rs.5,85,000/- and Major Head 295-other Social and Community Services, Celebration of Republic Day Rs.65,000/-) .

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—There is a cut motion on the Demand No.11 moved by Shri Negendra Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs 1,00,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-Failure to control and eliminate wasteful expenditure on District Police.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Spaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,35,21,000/- be granted to defray the charges which will come in curse of payment during the year ending on the 31st March, 1982. in respect of Demand No. 11 (Major Head 255 Police Rs. 5,78.76,000/-, Major Head 260—Fire Protection and Control Rs. 36,00,000/-, Major Head 265—Other Administrative Services (Civil Defence Rs. 2,95,000/-, Major Head 265-Other Administrative Services-Home Guards Rs. 79,50,000/- and Major Head 344—Other Transport and Communication Services—Wireless Planning & Co-ordination, Rs. 38,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,52,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 41, Major Head 500/- Investment in General Financial and

Trading Institutions Rs. 2,00,000/-, Major Head 505—Capital Outlay on Agriculture Rs 1 50,00 000/- and Major Head 705—Loans for Agriculture Rs. 50,000/).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that there is a Cut Motion on the Demand No. 16 moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that can be affected on the particular matter viz, Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Primary Education.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

There is another Cut Motion on the Demand No. 16 moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that need to set up a Tripura Cultural Institute.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on the Demand No, 16 moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that failure to control a d eliminate the wasteful expenditure on Primary Schools—Office expenses,

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the q estion before the House is that a sum not exceeding Rs. 15,39,16,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 60,000/-, Major Head 277—Education Rs. 13,91,73,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 9,83,000/-, Major Head 299—Special and Backward Areas N. E. C. Schemes Rs. 29,00,000/- and Major Head 309—Food Rs. 1,08,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the demand No. 17 to vote. The question before the House is demand No. 17 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 2.43.30,000/- be granted to defray the charges which will come course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect in of Demand No. 17 (Major Head 277- Education Rs. 1,12,70,000/-, Major Head 278- Art and Culture Rs. 11,05,000/- and Major Head 288- Social Security and Welfare (Social Welfare) Rs, 1,07,55,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the cut motion in respect of Demand No. 23. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Drao Kr. Reang, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- can be effected on the particular matter viz.-

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Tribal Research."

Then the cut motion was put to voice vote and lost.

Now I am putting the cut motion in respect of Demand No. 23. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Nagendra Jamatia "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 10/- to represent the Economy that can be effected on the particular matter viz -

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Tribal Autonomous District Council."

Then the cut motion was put to voice vote and lost

Now I am putting the demand No. 23 to vote. The question before the House is the demand No. 23 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,71,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 23 (Major Head 276 Secretariat and Community Services-Directorate of Tribal Research Rs. 2 19,000/-, Major Head 288-Social Security and Welfare. Welfare of St. and S. C. and other Backward Classes. Rs. 4,28,58,000/-, Major Head 309 Food & Nutrition-Special programme Rs. 40,88,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Now I am putting the demand No. 24 to vote. The question before the House is the demand No. 24 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 53,16,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 24 (Major Head 288-Social Security & Welfare-Civil Supply Rs. 5,00,000 and Major Head 309-Food and Nutrition-Food Section Rs. 48,16,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now I am putting the demand No. 4 to vote. The question before the House is the demand No. 4 moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 1,09,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 4 (Major Head 220-Collection of taxes on Income and Expenditutre Rs. 88,00,000/-, Major Hean 229 Land Revenue Rs. 92,83,000/-, Major Head 230-Stamps and Registration Rs. 9,27,000/-, and Major Head 240. Sales Tax Rs. 6,42,000/-).

Then the Demand was put to voice vote and passed.

মাননীয় সদস্যগণ, সময় শেষ হয়ে গেছে। অসমাপ্ত ডিমাণ্ডগুলি পাশ করার জন্য আগামী কাল ভোটে দেওয়া হবে। এই সভা আগামী ২৪ শে মার্চ ১৯৮১ ইং মঙ্গলবার বেলা ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 37

Name of the Member :—Shri Badal Choudhury, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

1. রাজ্যের কোন কোন দল বা প্রতিষ্ঠান কোন বিদেশী সংস্থা বা মিশনারীদের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন এমন কোন তথ্য রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ;
2. থাকিলে ঐ সকল দল বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং টাকার পরিমান ;
3. গত জুনের দাঙ্গার সময় কোন বিদেশী বা এ রাজ্যবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কি ;
4. রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে যে সমস্ত বিদেশী সংস্থা কাজ করছে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। ব্যাপটিষ্ট ক্রিশ্চান ইউনিয়ন। বৎসরে অনুমানিক ১৪ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

৩। কোন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এ রাজ্যবাসিন্দা নন একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে কোর্ট থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

৪। রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করা হইয়াছে এবং সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী কার্য্যকলাপের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION. 94

Name of member :—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Ministes in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে কত পরিমাণ খাদ্য শস্য (ধান ও গম) উৎপন্ন হয়েছে ?

২। ইহা রাজ্যের সামগ্রিক প্রয়োজনের কত অংশ ?

৩। খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে ধান ও গমের অনুমিত উৎপাদনের পরিমান এইরূপ :—

ধান—৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ শত মেট্রিক টন

গম— ৯ হাজার ,, ,,

সর্বমোট—৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০০ শত মেট্রিক টন

২। প্রায় ৮৯ শতাংশ।

৩। কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ক) উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত মানের পরীক্ষিত বীজ পরিবহণ ভর্তুকিতে কৃষকদের মধ্যে বিতরন।

(খ) বিনা মূল্যে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষা।

(গ) অধিক এবং সুষম জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ঘ) পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকি ছাড়াও ক্রয় মূল্যের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ভর্তুকীতে বিভিন্ন সার কৃষকদের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা।

(ঙ) শস্যের রোগ এবং পোকার আক্রমন প্রতিহত করিতে কৃষকদের নিকট শতকরা ৩৩ শতাংশ ভর্তুকীতে কীটনাশক ঔষধ এবং স্প্রে মেসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(চ) অধিক পরিমানে আবর্জ্জনা সারের উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ছ) যেখানে যেখানে সম্ভব সেই সব স্থানে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

(জ) কৃষকগনের মধ্যে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(ঝ) জমিচাষের জন্য কৃষকগনকে পাওয়ার টিলার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

(ঞ) টিলা জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ এবং এক ফসলের পরিবর্তে দুই ফসল চাষের কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ট) সেচযুক্ত এলাকায় স্বল্প মেয়াদী জাতের বিভিন্ন ফসল চাষ করে বছরে দুই কিংবা তিন ফসলের উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

(ঠ) অধিক পরিমানে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ, গম বীজ, তৈল বীজ, ইত্যাদির "মিনিকিট বিনা মূল্যে বিতরনের মাধ্যমে এইসব ফসলের অধিক চাষে কৃষকগণকে উৎসাহিত করা।

(ড) সরকারী খরচে কৃষকের জমিতে উচ্চফলনশীল ধান, গম, ডাল জাতীয় শস্য তৈল বীজ ইত্যাদি প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে কৃষকগনকে উন্নত চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

(ঢ) ভূমি ও জল সংরক্ষন প্রকল্পের আওতার ভর্তুকীতে চাষযোগ্য জমি উন্নয়ন এবং উন্নীত করা জমিতে প্রদর্শনী চাষের ব্যবস্থা।

(ন) নূতন নূতন কৃষি উদপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি কৃষি প্রশিক্ষন ও পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত কৃষকগণের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার এবং কৃষকদের উন্নত কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(ত) কৃষি তথ্য ও সরবরাহ সংস্থার প্রচার পত্রের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত করা।

(থ) ত্রিপুরার কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষনা চালানো এবং প্রত্যেক শস্যের উপযুক্ত জাত বাছাই করা এবং নতুন ফসলের চাষ প্রবর্ত্তন করা।

Admitted Starred Question No 100

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পে আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরায় কতগুলি স্কীম চালু করা হয়েছে, তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই স্কীমগুলি দ্রুত রূপায়িত না হওয়ার কারণ কি ;

৩। স্কীমগুলি দ্রুত রূপায়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ভূমি ও জল সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় ৬টি স্কীম এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকে মোট ১৩৪টি প্রকল্প চালু আছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

ব্লকের নাম	চালু প্রকল্পের সংখ্যা
১। পানিসাগর	১৫ টি
২। কাঞ্চনপুর	৪ টি
৩। ছামনু	৬ টি
৪। কুমারঘাট	৫ টি
৫। সালেমা	৮ টি
৬। তেলিয়ামুড়া	১০ টি
৭। খোয়াই	৫ টি
৮। মোহনপুর	৪ টি
৯। জিরানীয়া	৯ টি
১০। বিশালগড়	৭ টি
১১। মেলাঘর	১০ টি
১২। মাতারবাড়ী	১০ টি
১৩। অমরপুর	১০ টি
১৪। ডুম্বুর নগর	১ টি
১৫। বগাফা	৭ টি
১৬। রাজনগর	৮ টি
১৭। সাতচাঁন্দ	১৫ টি
মোট	১৩৪ টি

২। যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তাহা ঠিক মত রূপায়িত হইতেছে না ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 101.

By—Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। গত জুনের দাঙ্গায় বিভিন্ন অভিযোগে কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে ; (ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)

২। এদের মধ্যে কতজন জামিনে ছাড়া পেয়েছে ;

৩। এদের দ্রোত বিচারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

১। ২৩৫১ জন।

২। ১৯২৬ জনকে জামিনে ছাড়া হয়েছে এবং ৩৯৪ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

৩। দ্রুত বিচারের জন্য সরকার ২টি ট্রাইবুনেল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু হাইকোর্টের আদেশে ট্রাইবুনেলের কাজ এখন স্থগিত আছে। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ উঠিয়া গেলেই পুনরায় ট্রাইবুনেলের কাজ আরম্ভ হইবে।

Admitted Starred Question No. 109.

By—Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কোন কোন সরকারী কর্মচারী বিগত জুনের দাঙ্গায় অংশ গ্রহন করেছিলেন বলে অভিযোগ এসেছে :

২। যদি সত্য হয় তাহলে তাদের সংখ্যা কত ;

৩। তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে, যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী দাঙ্গার সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন তাহাদিগকে নাজেহাল করার জন্য আমলা চক্রের একাংশ চক্রান্ত করছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের ৬ জন কর্মচারী সহ ৩৭ জন সরকারী কর্মচারী।

৩। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৪। না মহাশয়।

Admitted Starred Question No. 111

By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be please to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রকল্পে সারা ত্রিপুরায় কতগুলি বাজারকে ঐ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ?

২। ঐ বাজারগুলিতে কৃষকের উৎপাদিত কাঁচামাল রাখার জন্য হিমঘর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় মোট ৪৩টি বাজারকে আনা হইয়াছে।

২। প্রস্তাবিত হিমঘরগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপরোক্ত কোন বাজারেই স্থাপিত হইতেছে না। আমাদের বাজারগুলি ছোট বিধায় এককভাবে কোন বাজারেই হিমঘর স্থাপন বাস্তবানুগ হইবে না। প্রত্যেক হিমঘরই পার্শ্ববর্তী এলাকায় উৎপাদিত এবং বাজারগুলিতে বিক্রিত শাক সব্জি বিশেষত আলু এবং ফল ইত্যাদি কাঁচামাল সংরক্ষনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

Admitted Starred Question No. 128

By—Shri Sumanta Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সরকার ঘোষিত অনুদান পেয়ে নূতন করে ঘরবাড়ী তৈরী করার পর দুষ্কৃতকারী দ্বারা পুনরায় ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে এইরূপ কোন আবেদন পত্র সরকারে নিকট জমা পড়েছে কিনা ?

২। যদি পড়ে থাকে তাহলে তার সংখ্যা কত ;

৩। তাহাদের আবেদনমূলে পুনরায় ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৪। যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১। না মহাশয়। পুলিশের নিকট এমন কোন অভিযোগ আসে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 150

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-chare of the Finance Department be pleased to sate—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক ও জীবন বীমা করপোরেশন তাদের জমাকৃত টাকার শতকরা কতভাগ ত্রিপুরাতে বিভিন্ন খাতে লগ্নী করেছে ; (বছর ভিত্তিঅ শতকরা হিসাব)।

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেলে ১৯৮০-৮১ সাল পর্য্যন্ত ঐ ব্যাংক ও জীবন বীমা কর্পোরেশান জমাকৃত টাকার শতকরা কতভাগ ত্রিপুরায় লগ্নী করেছে ?

(বছর ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহের বিনিযোগ ছিল ৩১।১২।৭৬ এ শতকরা ২৮.৬, ৩১।১২।৭৭এ শতকরা ৩৪·১ এবং ৩১।১২।৮০তে শতকরা ৫৭ ভাগ।

জীবন বীমা কর্পোরেশান তাদের মোট বিনিয়োগের ০·০৫ ভাগ ৩১।৩।৭৭ তারিখে ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করেছিল।

২। এক নং প্রশ্নের উত্তরে তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 167

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। কাঞ্চন পুর ব্লক এর তৈসামা-ও পানিসাগর সরকারী ফল বাগানে বর্তমানে কতজন কন্টিনজেন্ট শ্রমিক আছেন ;

২। উক্ত বাগানগুলিতে ইতি পূর্বে কতজন শ্রমিককে নিয়মিত করা হয়েছে ; এবং

৩। বর্তমানে কর্মরত অনিয়মিত শ্রমিকদের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়মিত করনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

Answer

১। বর্তমানে কোন কন্টিনজেন্ট শ্রমিক নাই।

২। দুই জন কন্টিনজেন্ট শ্রমিক কে

৩। হাঁ।

Admitted Starred Question No. 171.

by—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state—

Question

১। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক হইতে কৃষকদের কত টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা হইয়াছে ?

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে কতটি উক্ত ঋণের আবেদন উক্ত ব্যাংকের নিকট জমা পড়েছে ; এবং

৩। উক্ত আবেদন পত্রগুলির মধ্যে কতটি মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি ?

Answer

১। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা কোঃ অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাংক লিমিটের হইতে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে নিম্ন বর্নিত টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

আর্থিক বৎসর	(হিসাব লক্ষ টাকায়)
১৯৭৯-৮০	১১.৮৫
১৯৮০-৮১ (১৬ ই মার্চ ' ' ৮১ পর্যন্ত)	৪৩.২৪

২। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে মোট ১৮৮১ টি ঋণের আবেদন পত্র ব্যাংকে জমা পড়িয়াছে

৩। উক্ত আবেদন পত্রগুলির মধ্যে মোট ৮৭২ টি আবেদন পত্র মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

Admitted Starred Question No. 175

by—Shri S.K. Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। কৃষি দপ্তরের ট্রেনিং এণ্ড ভিজিট-এর খাতে কত টাকা বর্তমান আর্থিক বর্ষের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং তন্মধ্যে গত ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ;

২। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য রাজ্যান্তরে কত জন গিয়াছেন এবং এ বাবদ কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

Answer

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে এবং ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৬৯ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। কেউ যান নাই, কাজেই খরচের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 180

by—Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে নতুন কোন পুলিশ ব্যাটেলিয়ান খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে তবে ঐ কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে ?

Answer

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। ভারত সরকারের সহিত আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে পত্রালাপ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 184.

By— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্ট কবে নাগাদ প্রকাশ পেতে পারে বলে রাজ্য সরকার আশা করেন ;

২। পে কমিশন ইতিমধ্যে অন্তবর্ত্তীকালীন কোন রিপোর্ট পেশ করেছেন কি ?

ANSWER

১। দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ খুব শীগগীরই পাওয়া যাবে বলে আশাকরা যাচ্ছে। কোন সময় সীমা বাঁধা নেই।

২। বেতন কমিশন ইতিমধ্যে মহার্ঘভাতা ও বাড়ীভাড়া ভাতা সম্পর্কে দুইটি অন্তবর্ত্তীকালীন সুপারিশ পেশ করিয়াছেন।

ANNEXTURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 10 By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮০-৮১ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্যাঙ্ক কতজনকে এম, টি এবং এল, টি, ঋণ দিয়েছে, তার ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব,

২। এর মধ্যে ৫০০০, টাকার কম কতজন এবং ৫০০০,টাকার উদ্ধে' কতজন ঐ ঋণ পেয়েছেন তার সংখ্যা,

৩। কয়টি ক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য এবং কয়টি ক্ষেত্রে উৎপাদন উপযোগী কাজে ঋণ দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব,

ANSWER

১।
২। } তথ্যাদি সংগ্রাধীনআছে
৩।

Admitted Un-starred Question. 14. By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে ৬ মাসের অধিক সময় ধরে কয়টি মামলা ঝুলছে ?

উত্তর

১। জেলা জজ' ও নিম্ন আদালতগুলিতে ৮,৪৬৮ টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

হাইকোর্টে'র তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

প্রশ্ন

২। এরূপ বিলম্বিত হবার কারণ কি ?

উত্তর

২। মামলা রজুর সংখ্যা অনুপাতে বিচারকের সংখ্যার স্বল্পতা।

প্রশ্ন

৩। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

২। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উত্তর ও দক্ষিন জেলায় নতুন দুইটি জেলা জজের আদালত স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ছাডা সমগ্র রাজ্যে আর'ও দশটি আদালত স্থাপন করার প্রস্তুতি চলছে।

পরিপুরক:—৬ মাসের উর্দ্ধে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার সংখ্যার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। তবে হইকোর্টে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৩৬০ টি।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 24th March, 1981 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker—(The Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma) in the Chair. the Cheif Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members,

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে গুড়ের অভাব থাকায় অন্য কোন রাজ্য থেকে এখানে গুড় আমদানী করতে হয় কি,

২) যদি হ্যাঁ হয় তা হলে বৎসরে ঐ আমদানীকৃত গুড়ের পরিমাণ কত,

৩) রাজ্যে গুড়ের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) গুড়ের লাইসেন্স দেওয়া হয় না। সরকার থেকে এর হিসাব রাখার ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মতন বিভিন্ন এলাকা থেকে গুড় আনে বটে কিন্তু তার জন্য সরকারকে হিসাব দিতে হয় না। সঠিক কত পরিমাণ গুড় আমদানী হয় সেটা বলা কঠিন, তবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করার কথা আমরা ভাবছি।

৩) ক) ত্রিপুরার মাটির পক্ষে আঁখের উন্নত ফলন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক চেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

খ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কি উপায়ে আঁখ প্যাক করা যায় সেই জন্য গবেষণা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ) ভর্ত্তুকি দিয়া যাহাতে কৃষকদের নিকট উন্নত মানের ফলনশীল আঁখের চাষ করানো যায় তার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ঘ) আঁখ চাষীদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের ফলন বৃদ্ধি করা যায় সেই জন্য উৎসাহ দেওয়া হইতেছে।

ঙ) আঁখ উৎপাদনকারী কৃষকরা যাহাতে উন্নত উপায়ে আঁখ প্যাক করিতে পারে সেই জন্যও বিনামূল্যে কৃষকদের জমিতেই সেই পদ্ধতি দেখানো হয়।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক টিলা ভূমি আছে সেই টিলা ভূমিতে জুমিয়ারা জুম চাষ করে থাকেন। সেই জুম চাষীদেরকে জুমের সঙ্গে আঁখ চাষ করানোর জন্য উৎসাহ প্রদানের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, ধানের সঙ্গে আঁখ লাগানোর সিস্টেম ত্রিপুরায় এখনও চালু নেই। তবে কৃষি বিভাগ এ সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা আঁখের সঙ্গে ধান লাগালে ধান আর হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য শহরাঞ্চলের বাইরের মাধ্যমিক ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়গুলিতে কোন বিজ্ঞানের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ করার সাজ সরঞ্জাম নাই।

২) যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। তবে কোন কোন স্কুলে কিছু সাজ সরঞ্জামের অপ্রতুলতা থাকতে পারে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শহরাঞ্চলের বাইরে মাধ্যমিক ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রুমেন্ট না থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল করতে পারে না, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই সব স্কুলে কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বলতে হবে। তবে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য এ কথা বলতে পারি যে আগে যে সমস্ত স্কুল একাদশ পর্য্যায়ের ছিল, সেগুলির সবগুলিতেই বিজ্ঞানের সরঞ্জাম ছিল। কারণ, বিজ্ঞানের প্রেক্টিক্যাল পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দিতে হত। বর্ত্তমানে সে সব স্কুলগুলিকে ১২ ক্লাশে পরিণত করা হয়েছে। এই সমস্ত স্কুলগুলিতে কিছু জিনিষ শর্টেজ থাকতে পারে, কিন্তু একেবারে নাই এ কথা ঠিক নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রেক্টিক্যাল কোন ক্লাশ হয় না এবং প্রেক্টিক্যাল কোন পরীক্ষাও তাদের দিতে হয় না। সুতরাং মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেক্টিক্যাল ক্লাশের অসুবিধা হচ্ছে, এ কথা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৯১ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৯১ স্যার।

প্রশ্ন

১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোন বাৎসরিক ব্যবস্থা আছে কিনা,

২) যদি থাকে তবে ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮১ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে,

৩) যদি না থাকে তবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১) না।

২) যেহেতু এ ব্যবস্থাই নাই, সেই হেতু কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩) আপাততঃ নাই। তবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারছি না, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ মেডিক্যাল অফিসার দরকার হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার ও শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০৭ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে ১৯৮১ ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় চালু অবস্থায় আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) এই বিদ্যালয়গুলোতে কতজন ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে,

৩) এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করছেন,

৪) ইহা কি সত্য যে বহু বালোয়ারী বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক শিক্ষিকা নেই,

৫) সত্য হলে এই রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা কয়টি? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) সারা রাজ্যে সর্বমোট ১১৬৩টি বালোয়ারী কেন্দ্রের মধ্যে বর্ত্তমানে ৯৮৬ টি বালোয়ারী বিদ্যালয় চালু অবস্থায় আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা
১) ধর্মনগর	১০৪
২) কৈলাসহর	৮২
৩) কমলপুর	৮৬
৪) খোয়াই	৭৮
৫) সদর	২৯৩
৬) সোনামুড়া	৬৮
৭) উদয়পুর	৭৯
৮) বিলোনীয়া	১০১
৯) সাব্রুম	৫৯
১০) অমরপুর	৪০
মোট---	৯৮৬

২) ৫০, ১০৬ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে।

৩) ১,২১৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করছেন।

৪) হ্যাঁ, কিছু বালোয়ারী কেন্দ্রে শিক্ষক শিক্ষিকা নেই।

৫) এই রকম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৭ টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১) সদর---	৪৩
২) সোনামুড়া---	২
৩) তেলিয়ামুড়া---	২

৪)	খোয়াই—	৪
৫)	বিলোনীয়া—	২০
৬)	সাব্রুম—	১২
৭)	অমরপুর—	২২
৮)	উদয়পুর—	২৫
৯)	কমলপুর—	১০
১০)	ধর্মনগর—	১৮
১১)	কৈলাসহর—	১৯

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বালোয়ারী স্কুলের যে হিসাব এবং শিক্ষক শিক্ষিকার যে হিসাব দিয়েছেন এটা যদি সম বণ্টন হয় তাহলে পরে প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা দেওয়া যেতে পারে। কাজেই কোন স্কুলে শিক্ষক না থাকার তো কারণ নাই। এটা করা হচ্ছে না কেন? আমি জানি উদয়পুরে গকুলপুরের একটি স্কুলে ৭জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। এই উদয়পুরের ২৫টি বালোয়ারী বিদ্যালয়ে যেখানে ৫০।৬০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে সেখানে ১ জন করে শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, ব্যবস্থা তো আমরা নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও আর একটি ব্যবস্থা আছে। সেখানে যদি কেউ যেতে না চান তাহলে আমাদের এডভোকেটকে না জানিয়ে, আমাদের সরকারকে না জানিয়ে এক তরফা হয়ে গেছে এমন ঘটনাও আছে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের অন রেকর্ড থাকে তথাপি সরকারকে জানানো হয় না। এইগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ এই বালোয়ারী শিক্ষকদের মধ্যে একটা বড় অংশকে আমরা নির্ধারিত বেতনে ঠিক করেছি এবং তার ফলে ফিক্সড্ পে-তে কম বেতন পায় যারা, তারা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে যেতে চায় না তার জন্য এই সম বণ্টন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যদিও আমরা চেষ্টা করছি। এখন আমরা ১১২টি নিয়মিত পদ এবং ২০টি সমেত মোট ১৩২টি সমাজ শিক্ষা পদ পূরণের অপেক্ষায় আছি। কারণ কিছু লোক সমাজ শিক্ষা ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পাওয়ার পরও অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে গেছে তাতে ১৩২টি পদ এখন খালি আছে। ফিক্সড্ পে-তে যদি এই পদ পূরণ করা হয় তাহলে ১৩২টি বালোয়ারী কেন্দ্র আমরা চালু করতে পারি। আর ৪৫ জন সমাজ শিক্ষা কর্মীকে বদলী করে যেখানে অতিরিক্ত আছেন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা সেই ৪৫টি কেন্দ্র সম্ভবতঃ আমরা কিছু দিনের মধ্যেই চালু করতে পারবো। কারণ, আমাদের দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে বর্ত্তমানের অবস্থা। এই সঙ্গে আমি এই কথাও বলবো যে, আই, জি, পি, এস, এর জন্য অমরপুরে আমরা যে অঙ্গনাদি কর্মী নিযুক্ত করে ছিলাম তার মধ্যে একটি অংশ ছেড়ে চলে গেছেন এবং তারা আর আসবেন না গণ্ডাছড়াতে। এটার নিয়ম হচ্ছে অঙ্গনাদি এলাকা ছাড়া অন্যত্র ট্র্যান্সফার করা যাবে না এবং কিছু লোক রেজিগ-নেশানও দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ১৫।১৬ জনকে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাদের লিষ্ট চেয়েছি এবং লিষ্ট পেলে তাদের বালোয়ারী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করে সেগুলি চালু করার চেষ্টা করতে পারি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এস, ই, ডবলিউ হিসাবে নিযুক্ত হয়ে এমন কয়েকজন কর্মী আছেন যারা ১২।১৪ বছর ধরে অফিসে কাজ করছেন এবং তাদের ক্লার্ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের দিয়ে অফিসে কাজ করানো হচ্ছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অনুসন্ধান করে দেখা যাবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে বালোয়ারী স্কুল স্থাপন করেছেন, সেই বালোয়ারী স্কুলগুলির মধ্যে স্কুল মাদার নেই। ৯৮৬ টি স্কুলের মধ্যে কয়টি স্কুলে স্কুল মাদার নেই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পূর্বেই তার হিসাব দিয়েছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি কতগুলি স্কুলে স্থানীয় বেকাররা সেই সমস্ত বালোয়াড়ী স্কুল চালাচ্ছেন, কিন্তু দীর্ঘ দিন এটা তাদের পক্ষে চালানো সম্ভব নয়।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, যারা এই উদ্যোগ নিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন তাদের সেই উদ্যোগকে আমরা প্রশংসা করছি। তবে এই পদ্ধতি চালু করার জন্য সরকারের একটা স্কীম আছে যে, কোথায় কোথায় প্রথম চালু করবো। তাছাড়া গ্রামের লোকেরা যদি প্রতি আধা মাইলের মধ্যে একটি করে বালোয়ারী কেন্দ্র খুলেন তাহলে সবগুলি কেন্দ্রে শিক্ষক দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকার নিশ্চয়ই বালোয়ারী শিক্ষক নিযুক্ত করবেন। যারা নিজের থেকে বালোয়ারী স্কুল খুলতে পারবেন না তারা কোন দিন বালোয়ারী শিক্ষার সুযোগ পাবে না। কারণ, সরকার তার অর্থনৈতিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং তার পলিসির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বালোয়ারী কেন্দ্র খুলে থাকেন যেখানে টেক-আপ করার কোন অসুবিধা নেই। এই রকম কিছু আমরা দিয়েছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা, এখানে বালোয়ারী কেন্দ্রের যে হিসাব দিয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে লক্ষ্য এই গ্রাম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রসারিত করা সেই লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামস্তর পর্য্যন্ত এবং গাঁও সভা ভিত্তিক এই বালোয়ারী সেন্টারগুলি কাভার করবে কি না, যদি কাভার না করে তা হলে ভবিষ্যতে প্রতিটি গ্রাম এই বালোয়ারী শিক্ষা প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, কোন গাঁও সভায় নেই আমি ঠিক বলতে পারবো না। আমার মনে হয়, প্রতি গাঁও সভায় একটা না একটা বালোয়ারী কেন্দ্র আছে। যদি না থাকে তাহলে সে তথ্য জানালে আমরা নিশ্চয়ই সে জিনিষটা বিবেচনা করবো।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দক্ষিণ মহারাণী গাঁও সভায় কোন বালোয়ারী সেন্টার এখন পর্য্যন্ত চালু হয় নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, খবর নেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বালোয়ারী সেন্টার গুলির সঙ্গে ফিডিং সেন্টারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না এবং যারা স্কুল মাদার হায়ার সেকেণ্ডারী বা মাধ্যমিক পাশ করেছেন এবং এস, ই, ডবলিউতে যারা আছেন তাদের অনেকেই গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন সেই সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, এই সংখ্যাটা যেহেতু এই প্রশ্নের মধ্যে নেই সেই হেতু এই সংখ্যাটা বর্ত্তমানে আমার হাতে নেই। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বালোয়ারী কেন্দ্রের সঙ্গে ফিডিং সেন্টার এটাচ করা এই স্কীমটা আমাদের নেই। ফিডিং সেন্টার যেগুলি সেটা হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে নিউট্রেশ্যান প্রোগ্রাম হয় যে, ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার নিউ-ট্রেশ্যান প্রোগ্রামের সঙ্গে যে বালোয়ারী কেন্দ্রগুলি এটাচ সে সব জায়গাগুলি থেকে খাবার দেওয়া হয় এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরো একটা প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম এবং সেই প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশন গ্রহণ করেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১১৬৩ টির মধ্যে ৯৮৬টি চালু আছে এবং বাকীগুলির অবস্থা কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটু বর্ণনা করবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---স্যার, এটার জবাব দেওয়া হয়ে গেছে অল রেডি।

মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১১৭।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ১১৭।

প্রশ্ন

১। প্রাথমিক স্তরে টিফিনের ক্ষেত্রে স্কুল ভিত্তিক টিফিন কমিটি থাকা সত্বেও কোথাও কোথাও কন্ট্রাকটরী প্রথার অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রবনতা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি?

২। ইহা কি সত্য, উক্ত টিফিন কমিটিগুলো যথারীতি বসছেন না,

৩। এ সম্পর্কে সুষ্ঠু প্রসাসনিক তদারকির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ, এই রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে।

২। কোন কোন কমিটি যথারীতি বসিতে পারে না বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে তার রিপোর্ট আমাদের হাতে নাই। মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি এই রকম কোন তথ্য থাকে তাহলে পরে সেই সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

৩। মধ্যাহ্ন কালীন টিফিনের সুষ্ঠু তদারকির জন্য রাজ্যস্তরে স্কুল মিল অফিসার জেলাস্তরে প্রোগ্রাম অফিসার এবং ব্লক স্তরে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্লকস্তরে অডিটারের পদ সৃষ্টি করারও প্রস্তাব আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উক্ত কমিটিগুলি যথারীতি বসে কিনা তার সঠিক তথ্য নেই। আমি যতটুকু জানি এই কমিটিগুলি গঠন হবার পর কোন কোন স্কুলে কমিটিগুলি বসে না। টিফিন যেটা কমিটি-গুলির মাধ্যমে বাজার থেকে আনবার কথা সেখানে দেখা যায় সেই স্কুলের হেড মাষ্টার বা যারা তদারকি করেন তাদের কেউ কেউ কারো কারোকে সংগে নিয়ে বাজার থেকে জিনিষ আনেন। কমিটির লোকেরা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বাজার থেকে আনছেন না। যার ফলে যেখানে ৪০ পয়সা করে মাথা পিছু টিফিন পাওয়ার কথা সেই অনুপাতে টিফিন অনেক ছেলে মেয়েই পাচ্ছে না, কোন কোন স্কুলে। যদিও বেশীর ভাগ স্কুলে তদারকি চলছে। ব্লক ভিত্তিক যে টিফিন কমিটি করার কথা সেই টিফিন কমিটি চালু না হওয়াতে বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে টিফিন চালু করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য এবং নিউট্রেশানের যে প্রশ্ন সেটা ব্যাহত হচ্ছে। সেই নিউট্রেশান যথারীতি হচ্ছে না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এইরকম সঠিক তথ্য আমার হাতে নাই। তবে এটা সম্ভব হতে পারে। দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে মিল কমিটি আছে সেখানে হয়ত সবাই মিলে গিয়ে বাজারে কেনাকাটার অসুবিধা আছে। অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে জিনিষ পত্র কিনতে হয়। এই সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য নাই। না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে, এটা আমাদের অনুমান। তবে আমরা রাজ্যস্তরে যে কমিটি করার কথা সিদ্ধান্ত করেছি এটা হওয়ার পর আমরা নিম্নলিখিত পদগুলি সৃষ্টি করেছি। সেই পদগুলি এখনও পূরণ করা হয় নি। যেমন রাজ্যস্তরে স্কুল মিল অফিসার একজন থাকবে, কেরাণী ৩ জন, ষ্টেনোগ্রাফার ১ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২ জন থাকবে। আর জেলাস্তরে অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ভিত্তিক তিনজন থাকবে প্রোগ্রাম অফিসার, কেরাণী থাকবে ৩ জন। ব্লক স্তরে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ১৭টা ব্লকে ১৭ জন পরিদর্শক এবং ১৭ টা ব্লকে ১৭ জন

কেরাণী থাকবে। কাজেই এই কাজগুলি চালু করতে পারলে তখন আমরা বুঝব যে এই ব্যাপারে উন্নতি করা হয়েছে কি হয় নাই। যদিও আমরা যে পদ সৃষ্টি করেছি তার নিয়োগপত্র এখনো হয় নি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ত্তমানে প্রতিটি ইনস্পেকটরেট যে কমিটি আছে, সেই কমিটিগুলিতে অ্যাসিস্টেন্ট ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেকটর যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ' এরা তো প্রত্যেক স্কুলই দেখার কথা। এই ধরনের চেক আপ নিয়োগ না হওয়ার আগে পর্য্যন্ত সেটা দেখা হবে কি না, যেটা করা হচ্ছে এখন, এবং করা হয়ে থাকলে এই ধরনের কোন রিপোর্ট এসেছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? ইনস্পেকটরেটগুলির কাজকর্মের এবং দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে মিড্ডে মিলের ব্যাপারটাও সেখানে এসে যায়। এই মিড্ ডে মিলের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা আছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সেই মিড্ডে মিলের ব্যাপারে দেখার জন্য ইন্সপেকটর লেবেলে যে সব অফিসার আছে নিশ্চয় কিছু কিছু কাজ করে থাকেন। তা না হলে মিড্ ডে মিলের ব্যাপারটা এতদিন ধরে চলল কি করে। তবে এখানে আমাদের কতগুলি ডিফেক্ট আছে, সেই ডিফেক্টগুলি ইম্প্রোভ করা চাই। তবে একজন অফিসারের উপর ওভার বার্ডেন না হওয়ার জন্য একজন স্পেসিফিক অফিসার রাখার কথা এখানে বলা হয়েছে। কাজেই ডিফেক্ট যে নাই তা নয়। সে ডিফেক্টগুলি আমাদের সারাতে হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি যে সমস্ত স্কুলের মধ্যে এক-জন করে শিক্ষক আছেন এবং সেই একজনকেই পড়াশুনা এবং টিফিন এই দুটোই দেখতে হয়, যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলি সেই সমস্ত স্কুল থেকেই আসছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনারও ক্ষতি হচ্ছে। তাই যে সমস্ত স্কুলে একজন করে শিক্ষক আছেন সেই সমস্ত স্কুলে অন্ততঃ ২ জন করে যাতে শিক্ষক দেওয়া যায় তার কোন ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে নেওয়া হবে কি না তা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--মাননীয় সদস্যের নিশ্চয়ই মনে আছে, এর আগে আমি একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম যে শুধু মিড ডে মিলের চালু হবার জন্যই সমস্যা না, সমস্যা বড় জটিল সমস্যা। কারণ মিড্ডেমিল চালু হবার পর থেকে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলগুলিতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।তারা পড়াশুনা করানোর দিকে বেশী নজর দিতে পারছে না। কারণ, হিসাব লেখা, বিলি করা, ইত্যাদি লোক থাকা সত্বেও দেখাশুনা করতে হয় মাষ্টারকে। দ্বিতীয়তঃ যে সব জায়গাতে মিড ডে মিল চালু নাই বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলগুলিতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ অনেক বেড়ে গেছে। একক শিক্ষক দ্বারা সব কিছু চালু রাখা সম্ভব না। প্রতিটা স্কুলে যাতে করে একজন করে শিক্ষক দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং কক্বরক শিক্ষার জন্য আমরা ১ হাজার প্রাইমারী শিক্ষক প্রাইমারী স্কুল গুলিতে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারপরেও যদি সর্টেইজ দেখা যায় তাহলে পরে যেখানে বেশী শিক্ষক আছে সেখান থেকে ট্রান্সফার করে হলেও প্রতিটা স্কুলে ২ জন করে শিক্ষক দেওয়ার কথা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---কোন কোন স্কুলে কো ন কোন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিড্ ডে টিফিনের ব্যাপারে কারচুপি করছে, দুর্নীতি করছে, এইরকম কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---আপাততঃ নেই, যদি আসে তাহলে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---আমরা দেখেছি উদয়পুরে অনেক স্কুলে ২০ দিনের মত টিফিন দেওয়া হয় নি। তার কারণ হচ্ছে টাকা পয়সার সেংশান হওয়ার ব্যাপারে। নিয়মিত খাতে টাকা পয়সা সেংশান হয় এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে করে প্রতিদিন টিফিন পায় তার ব্যবস্থার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই রকম ঘটনা আমার জানা নেই। তবে অন্ততঃ পক্ষে প্রতিটি স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়মিত টিফিন পায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৭

প্রশ্ন

১। জুমিয়া পুনর্বাসনের ন্যায় তপশীলি জাতিভুক্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য যে ১৯১০ টাকার স্কীমটি চালু আছে তা বৃদ্ধি করে ৬৫১০ টাকা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ,

৩। তপশীলি জাতি উপজাতি বাদ দিয়ে সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব ভূমিহীন আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি না?

উত্তর

১। হরিজন উপদেষ্টা কমিটির ১৮-৪-৮০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পটির সংশোধন কৃষিবিভাগ ও পশু পালন বিভাগের সহিত পরামর্শ ক্রমে বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ভূমিহীন অ-উপজাতি এবং ভূমিহীন অ-তপশিলী জাতি ভুক্ত কৃষি শ্রমিক পরিবারদের জন্য রাজস্ব বিভাগ হতে পরিবার পিছু এক হাজার টাকার একটি পুনর্বাসন প্রকল্প ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত প্রকল্পটি সংশোধিত করে পরিবার পিছু ২৯০০ টাকা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নম্বার ১২৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে সর্বমোট বিভিন্ন স্তরের স্কুল কত, (সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের আলাদা হিসাব),

২। তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কতটি স্কুল ও কলেজ করেছেন, তার হিসাব?

উত্তর

১। বিভিন্ন স্তরের মোট সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ---

	সরকারী	বেসরকারী	মোট
প্রাথমিক---	১৫৭৯	২১	১৬০০
সিনিয়র বেসিক---	২৯৪	৬	৩০০
জুনিয়র হাই উচ্চ---	১০৪	১১	১১৫
উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বাদশ শ্রেণী-	৪৫	১৫	৬০

২। বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় ও কলেজ খোলা হইয়াছে তাহার হিসাব ঃ—

প্রাথমিক বিদ্যালয়--- ২৫২টি, আমরা খুলতে পেরেছি অর্ডার দেওয়া হয়েছে অনেক গুলি কিন্তু সবগুলি এখনও খোলা যায় নি, হাই স্কুল—৬৯টি এবং উচ্চতর মাধ্যমিক-বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী)---৩০টি ও কলেজ---৩টি।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যতনবাড়ীর স্কুলটাকে সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হবে কি না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এখন পর্য্যন্ত সরকারের এই রকম কোন স্কীম নেই, শুধু আপনারা জানেন যে বে-সরকারী কলেজগুলিকে সরকারী করার জন্য আমরা একটা আইন পাশ করেছি।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কংগ্রেস আমলে স্কুল, কলেজ যে সংখ্যা ছিল তার তুলনায় বামফ্রন্টের আমলে কত সংখ্যা স্কুল কলেজ তৈরী করা হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই হিসাবটা তো এখনই পড়ে শুনানো হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪২।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান ত্রিপুরা সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষাকে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি?

২। যদি করেন, তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজে হাত দেবেন?

উত্তর

১। না। ২। এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ইংরেজী ভাষা তুলে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু অপর দিকে ইংরেজী ভাষা মোছার জন্য আলকাতরা দিয়ে গ্রামে গ্রামে যে সাইনবোর্ড মোছা হইতেছে, তার প্রতিকার করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সেটাতো সরকারের দায়িত্ব নয়, এইটা তো সরকার দিচ্ছে না। কেউ কেউ ইংরাজীর বিরোধী তো থাকতে পারেন, তা ছাড়াও নানান উদ্দেশ্য নিয়ে এই সাইনবোর্ডগুলি তারা মুছতে পারে। যারা মুছে এইটা তাদের দায়িত্ব, কিন্তু সরকার এখনও ইংরাজী ভাষা তুলে দেওয়ার কথা সরকার ভাবছে না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---আনন্দমার্গী স্কুলগুলিতে ইংরাজী পড়ানো হয় কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—আনন্দমার্গী স্কুল সম্পর্কে সরকারের কাছে সঠিক কোন তথ্য নেই। তবে বে-সরকারী ভাবে আমরা জানি যে তারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুলেন, আবার সাইনবোর্ডও মুছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য নোটিফায়েড এরিয়াতে স্কুল স্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার (জমি খরিদ করা ও ঘর তৈরী বাবদ) সরকার বহন করেন,

২। ইহাও কি সত্য নোটিফায়েড এরিয়ার বাহিরে স্কুল স্থাপনের কোন ব্যয় ভার (জমি খরিদ ও ঘর তৈরী বাবদ) সরকার বহন করেন না,

৩। সত্য হইলে সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নোটিফায়েড এরিয়ার ন্যায় গ্রামাঞ্চলেও স্কুল স্থাপনের সমস্ত ব্যয় ভার সরকার বহন করিবেন কি?

উত্তর

১। এইরূপ কোন নির্ধারিত নিয়ম নাই।

২। না।

৩। এখন পর্য্যন্ত করিনি তবে আমাদের যে সর্ত্ত আছে তপশিলীভুক্ত সম্প্রদায়-এর সংখ্যা গরিষ্ট এলাকায় এবং সাব-প্লেন এলাকায় যে সর্ত্তগুলি আছে সেই সর্ত্তগুলি আমরা শিথিল করে নিয়েছি এবং এমন কি তপশিলীভুক্ত বা উপজাতি এলাকায়ও তা নেই। এমন ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় জমির খুব উচ্চ মূল্য, কমিটির পক্ষে সব সর্ত্ত পূরণ করা সম্ভব হয় নি সেই ক্ষেত্রেও সেই এলাকার শিক্ষার প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শর্ত্ত শিথিল করেছি।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুল তৈরী করতে সরকারের কতটুকু ব্যয়ভার বহন করার সর্ত্ত আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের বিদ্যালয়-এ এটা দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে, যে বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির কর্ত্তৃক ভূমি দান, সুবিধাজনক বিদ্যালয় গৃহ নির্মান, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের বিদ্যালয় সঠিক এবং ন্যায্য অধিকৃত ভূমি সহ ১০ কানি ভূমি দান এবং ৫, ফুট বারান্দা সহ ৩টি শ্রেণী কক্ষে বিভক্ত ৬০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট পাশ অতিরিক্ত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দিতে হয়। উচ্চ স্তরের বিদ্যালয় হাই স্কুলের জন্য সঠিক ও ন্যায্য অধিকৃত ভূমিসহ ৮৫ কানি ভূমি দান। ৫ ফুট বারান্দা সহ ৫টা শ্রেণী কক্ষে বিভক্ত ১০০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট পাশ অতিরিক্ত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করে দিতে হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ট্রাইবেল অঞ্চলগুলিতে সরকারী খরচে স্কুল ঘর তৈরী করার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তৈদুর সিনিয়ার বেসিক স্কুলটাকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে আজও হাই স্কুলের জন্য কোন ঘর তৈরী করা হয়েছে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—ঘর তৈরী এখনও হয় নি, তবে ৭ লক্ষ টাকা এডমেনিষ্ট্রেটিভ এপ্রোভেল দিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে এবং এটা পি, ডাবলিউ, ডির কাছে দেওয়া আছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা করতে দেরী হচ্ছে। কাজেই সেখানে তাদের নিজেদের খরচে ঘর তোলার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীরামকৃমার নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন স্কুল ঘরের জন্য যে খাস জমি দেওয়া হয়েছে সেই জমির উপর স্কুল ঘর তৈরী করার জন্য গাছ গাছালি কাটতে গেলে ফরেষ্ট বিভাগের লোকেরা এসে বাঁধা দেয়, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, এ রকম ক্ষেত্রে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে গাছ কাটার জন্য পারমিশান নিয়ে নিলেই চলবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনর্বাসনে কোন বিভাগে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে কোন বিভাগে কত টাকা ব্যয়ে কতটি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে?

২। জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত না হওয়ার কারণ কি?

৩। তপশিলী জাতিভুক্ত কত পরিবারকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসকের (ভূমিহীন ও গৃহ হীন হিসাবে) পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জুমিয়া পুনর্বাসনের মোট ১৪,৮৭,৮০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং মোট ৭৩৮ টি পরিবারকে পুনর্বাসন স্রমে ১৪,৮৭,৮০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হয় ঃ—

মহকুমার নাম	পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	মোট অর্থ মঞ্জুরীর হিসাব
১। ধর্মনগর	৭৬	১,৫২,০০০ টাকা
২। কৈলাসহর	২২৪	৪,৪৮,০০০ টাকা
৩। কমলপুর	৫৪	১,১৭,৮০০ টাকা
৪। খোয়াই	৩৬	৭৪,০০০ টাকা
৫। সদর	৪৭	৯৪,০০০ টাকা
৬। উদয়পুর	৫০	১,০০,০০০ টাকা
৭। সাব্রুম	১৫২	৩,০৪,০০০ টাকা
৮। বিলোনীয়া	৯৯	১,৯৮,০০০ টাকা
	৭৩৮	১৪,৮৭,৮০০ টাকা।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। তপশিলী জাতিভুক্ত ভূমিহীন কৃষি ও অকৃষিজীবি ৬৪৭ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দাঙ্গা দুর্গতদের ত্রান ও পুনর্বাসনের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে?

উত্তর

প্রায় ১৪,০০,০০,০০০ টাকা (চৌদ্দ কোটি)।

প্রশ্ন

২। কি কি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এই অর্থ ব্যয় হয়েছে?

উত্তর

উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প তৈরী, ক্যাম্পে থাকাকালীন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, কাপড়, কম্বল, চাদর, পলিথিন ক্রয় ও বিলির জন্য, পুনর্বাসনের সময় যে সমস্ত পরিবারের ঘর পোড়া গিয়াছে তাহাদের প্রতি পরিবার পিছু ২,০০০ টাকা করিয়া দেওয়া, অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইলে ২৫০ টাকা করিয়া দেওয়া, দোকানপাট পোড়া গেলে প্রতি দোকান পিছু ২০০ টাকা করিয়া দেওয়া কৃষিজীবিদিগকে ইম্পুট কার্ডের মাধ্যমে ২৫০ টাকার বীজ সার ইত্যাদি প্রদান, বলদ ভাড়ার জন্য ২৫ টাকা যে সমস্ত লোক মারা গিয়াছে তাহাদের পরিবার বর্গকে ৫০০০ টাকা করিয়া দেওয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাকের টাকা দেওয়া এবং পরিবহন, শ্রাদ্ধাদির জন্য ইত্যাদিতে উক্ত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে, মধুপুর (সদর) এলাকায় শরণার্থীদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এখনও দেওয়া হয় নি?

উত্তর

মধুপুর এলাকায় কৈয়াঢেপা মৌজায় ৫৪টি পরিবারের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এখনও দেওয়া হয় নি, তবে টাকা দেওয়ার তারিখ স্থির হইয়াছে।

প্রশ্ন

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

সাধারণতঃ প্রথম কিস্তির টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হইয়াছে কিনা দেখার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত টাকা দিতে বিলম্বিত হইতেছে।

প্রশ্ন

৫। এখনও যে সকল শরণার্থী স্বস্থানে ফিরিতে পারে নি তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর

যে অল্প সংখ্যক উদ্বাস্তু এখনও ক্যাম্পে রহিয়া গিয়াছেন তাহারা যাহাতে সঠিক ভাবে পুনর্বাসন পাইতে পারে এবং স্ব স্ব গ্রামে নিরাপদে গিয়া বসবাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা সরকার প্রত্যেক এলাকায় অবস্থাদি বিবেচনা ক্রমে গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইহা কি সত্য যে দাঙ্গার সময় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন তারা সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অনুদানের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবার জন্য তাদের নাকি পুনরায় দরখাস্ত করতে হয় এ সম্পর্কে মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—স্যার, আমার হাতে এ ধরনের কোন তথ্য নেই। যদি মাননীয় সদস্যের হাতে এ ধরনের কোন তথ্য থাকে তবে তিনি তা জানাতে পারেন—আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উদয়পুরে আমরা দেখেছি এক একটি পরিবারের আলাদা আলাদা ফেমিলি দেখিয়ে টাকা নিচ্ছে, এবং একবার টাকা নিয়ে আবার অন্য নামে দরখাস্ত করে টাকা নিচ্ছে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ করে দেখবেন কিনা।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—স্যার, স্পেসিফিক কোন কেস হাতে না পেলে তদন্ত করা সম্ভব হয় না। মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন কেস দিতে পারেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবার জন্য দিন স্থির হয়েছে। এই দিন স্থির করা কি এখন প্রশ্ন করার পর ঠিক হয়েছে না আগেই করা হয়েছে?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—স্যার, এটা আগেই করা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—স্যার, দেখা গেছে প্রথম কিস্তির টাকা ঠিকভাবে খরচ হয়েছে কি না তা দেখবার জন্য মধুপুর (সদর) অঞ্চলে একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই সুপারভাইজার দীর্ঘদিন যাবত এই অনুদানের টাকা নিয়ে তালবাহানা করছেন। এটা কি কোন খারাপ মতলবে করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাখন চক্রবর্ত্তীকে দিচ্ছি। উনি অনেকক্ষণ যাবত চেষ্টা করছেন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ লোককে ২৫০ করে টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি যতদূর জানি আমার খোয়াই বিভাগে ২৫০ টাকা করে দেওয়ার পর পরবর্ত্তী সময়ে নির্দ্দেশ এলো যে, প্রত্যেক গাঁও সভায় ক্ষতিগ্রস্থ যে লোক রয়েছে তাদের আবার টাকা দেওয়া হবে। তারপরে যারা যারা ক্ষতিগ্রস্থ তাদের নাম তদন্ত করে একটা লিষ্ট প্রত্যেক গাঁও সভা থেকে সরকারের কাছে পাঠান হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কোন উত্তর পাচ্ছি না যে এই টাকা দেওয়া হবে কিনা। এ সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় -ঃ—মাননীয়, স্পীকার স্যার, বিভিন্ন জায়গা থেকে আবেদন এসেছে। এখন এগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঠিক ঠিক ভাবে স্ক্রীনিং করে আমরা এগুলির ব্যবস্থা করব।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পরেও শরণার্থীরা তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যাচ্ছেন না। শরণার্থীরা ১ম এবং ২য় কিস্তি টাকা নিয়ে যাওয়ার পরে "আমরা বাঙালী"', কংগ্রেস (ই) ওখানে চক্রান্ত করছে যাতে ওরা ফিরে না যেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না, জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কিছু কিছু খবর আমাদের কাছে আছে। তবে আমরা জোর করে কাউকে বাড়ী ঘরে পাঠাতে পারি না। অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তবে আমরা তাদেরকে সেখানে পাঠাব।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে উত্তর মহারাণী গাঁও সভার ১৪৭টি পরিবার দাঙ্গার সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে বাড়ী-ঘর ছেড়ে ২ মাসের মত ক্যাম্পে থাকে, উদয়পুর থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর মহারাণী পুরে তাদের নিজ নিজ বাড়ী ঘরে চলে যায় কোন সরকারী ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা না করে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাদের রুজি রোজগারের কোন ব্যবস্থা না হওয়ার কারণ কি এবং তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যখন নির্দিষ্ট ভাবে বলছেন তখন আমরা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার বালোয়ারী শিশুদের সকালে টিফিন দেওয়ার কথা ভাবছেন?

২। যদি সত্য হয় তবে এ বিষয়ে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

৩। ইহা কি সত্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে দুপুরে টিফিন দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়েছে?

৪। যদি বেড়ে থাকে তবে শতকরা হিসাব কত বেড়েছে?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রায় ১৭ পার্সেন্ট।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

প্রশ্ন

১। উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য প্রত্যেক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ে বোডিং খোলার কথা বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার ভাবছেন কি?

২। যদি ভেবে থাকেন তবে এ বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাজ্যে অনেকগুলি স্কুল আছে সেখানে বোডিং আছে অথচ ঐ স্কুল গুলিতে যারা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয় না সিট থাকা সত্বেও। এ ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় বোডিং সমেত ৬২টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণীতে যারা পড়েন তাদের জন্য তৈরী হয়েছিল কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হয়েছে পরবর্ত্তী সময়ে। স্বাভাবিক ভাবে দ্বাদশ ক্লাশে যারা পড়ে তাদের পক্ষে সে সব স্কুলে স্থান পাওয়ার একটা অসুবিধা আছে কিন্তু একেবারে যে রাখা হয় না এটা ঠিক নয়। বিভিন্ন বোডিং-এ দ্বাদশ ক্লাশের ছেলেরা ও থাকছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অমরপুর স্কুলে একটি বোডিং-এ অনেকগুলি সিট খালি ছিল তথাপি সত্যরঞ্জন নামে একটি দ্বাদশ শ্রেণীর ছেলেকে ঐ বোডিং-এ একটি সিট দেওয়া হয় নি। তার জন্য তার পড়াশুনা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন কাজ হয় নি। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা শুধু অমরপুর বলে নয়, এরকম রিপোর্ট আমরা অনেক পাচ্ছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ত্তমানে বোর্ডিং-এ থাকার জন্য যে নিয়ম আছে সেটা হল বাড়ী থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে হাইস্কুল নেই সে সব ছেলে মেয়েরা বোর্ডিং-এ স্থান পাবে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে এখন প্রায় জায়গাতেই হাইস্কুল হয়ে গেছে, ৫ কিলোমিটারের মধ্যে হাইস্কুল নাই এরকম ছাত্র খুব কম। তার জন্য এই ধরণের ছাত্র ছাত্রীরা বোর্ডিং-এ ভর্তি হতে পারছে না। কাজেই এই সম্বন্ধে সরকার কোন বিচার বিবেচনা করছেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আসল প্রশ্ন হল যত হাইস্কুলের সংখ্যা বাড়ছে তাতে বাড়ী থেকে গিয়ে পড়াটাই ত সবচেয়ে ভাল। তাতে বোর্ডিং-এর সংখ্যাও কিছু কমে। আর যদি দেখা যায় যে বোর্ডিং-এ সিট এভেইলেবল এবং যদি খুব গরীব ছেলে হয় অথচ ৫ কিলোমিটারের মধ্যে তার বাড়ী সে ক্ষেত্রে শিথিল করার কথা ভাবা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত জুনের দাঙ্গার পরে অনেক ট্রাইবেল ছাত্র এখনও হোস্টেলে ফিরে আসে নি এরকম অনেক বোর্ডিং হাউস খালি আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এবং জানা থাকলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন বোর্ডিং একেবারেই খালি আছে এ রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। প্রায় সবাই ফিরে এসেছে। কিছু কিছু ছেলে নাও ফিরে আসতে পারে। কালকেও একজন প্রশ্ন করেছিল শান্তির বাজারে, যে উমাকান্ত একাডেমিতে বোর্ডিং আছে অথচ একটি ছাত্রও নেই। তাই আমি এবং মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলুম এবং দেখেছি হয়ত ২।৪ জন এখনও ফিরে আসে নি আর বাকীরা সবাই ফিরে এসেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চারিপাড়ার ছাত্ররা একবার নিরাপত্তার অভাবে ফিরে গেছে সেখানে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হওয়ায়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন এটা ঠিক নয়। সাময়িক ভাবে এখানে যে আর, এ, সি, ছিল ওরা অন্য খানে স্থানান্তরিত হওয়ায় ছেলেরা আতঙ্কিত হয়ে কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্মড পিকেটিং সেখানে বসান হয়েছিল এবং ছেলেরাও ফিরে এসেছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৯।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে খেলাধূলা বাবত প্রাইমারী, সিনিয়র বেসিক, হাইস্কুলগুলিতে সরকার কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন,

২। এই বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকৃত প্রয়োজনের তোলনায় যথেষ্ট কিনা;

৩। যদি কম হয়ে থাকে তবে খেলা ধূলা বাবত অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না?

উত্তর

১। বাৎসরিক খেলা ধূলা বাবত পৃথক ভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় না, ১৯৮০-৮১ সনের আর্থিক বৎসরের খেলাধূলা ও খেলাধূলার সামগ্রী বাবত প্রাইমারী, সিনিয়র বেসিক ও হাইস্কুলে মোট ৩,১২,০০০ টাকা নন-প্ল্যান বাজেটে ও ৩০,০০০ টাকা প্ল্যান বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ, বরাদ্দকৃত অর্থ স্কুলের প্রয়োজনানুপাতে যথেষ্ট নয়।

৩। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরে খেলাধুলা ও খেলাধুলার সামগ্রী বাবত প্ল্যান বাজেটে ৮৫,০০০ টাকা নন-প্ল্যান বাজেটে ৩৫০,০০০ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। খেলা-ধূলার ব্যাপারে সরকার সব সময়ই আগ্রহী প্রতি বৎসর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খেলা-ধূলা ও খেলাধূলার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন। খেলাকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিনিয়র বেসিক হইতে হায়ার সেকেণ্ডারী পর্য্যন্ত শরীর শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। বেসরকারী পর্য্যায়েও খেলার মানকে প্রসার করার জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস্ কাউন্সিলকে প্রতি বৎসরের ন্যায় ১৯৮০-৮১ সনে ৩,০০,০০০ বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক মানে খেলাধূলাকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও চীনা জিমনাষ্টিক টিমকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

মি স্পীকার ঃ---এখন প্রশ্ন আওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তর পত্র টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করছি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের তিনি উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"সম্প্রতি ধর্মনগরের ডেপাছড়াতে স্বাস্থ্য দপ্তরের ক্যাশিয়ার শ্রীমিলন কুমার সরকারের হাত থেকে ২৬ হাজার টাকা ছিনতাই সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৫-৩-৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃএ এ কাঞ্চনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ধর্মনগর হাসপাতালের ক্যাশিয়ার শ্রীমিলন কান্তি সরকারের নিকট হইতে পেচারথল আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত দারোগা কর্তৃক প্রেরিত লিখিত একটি অভিযোগ পান। ঐ অভিযোগ অনুসারে প্রকাশ যে গত ৫-৩-৮১ ইং তারিখ সকাল ৭-৩০ মিঃ-এ অভিযোগকারী শ্রীসরকার কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শ্রীনেপাল ভট্টাচার্য্য, জি, ডি, এ ও ধর্মনগর হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণী কমচারী শ্রীবিমল দে সহযোগে স্বাস্থ্য দপ্তরের জিপ নং এম, আর, বি, ৩৫৮ করিয়া কাঞ্চনপুর এলাকার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন দেওয়ার জন্য ২৬,০০০ টাকা নিয়া যাইতেছিলেন। জীপ গাড়ীর চালক ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ড্রাইভার শ্রীসীতারাম সিং। বেলা অনুমান ৯-১০ মিঃ-এ যখন তাহারা কাঞ্চনপুর রাস্তায় ডেপাছড়া পুলের নিকট আসেন তখন দেখেন যে পুলটি একটি কাঠ দ্বারা আটকানো এবং পুলের অপর দিকে একজন লোক একটি বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীটি দেখা মাত্র লোকটি গাড়ীর দিকে বন্দুক তাক করে এবং গাড়ীটিকে আগাইয়া আসিতে বলে। গাড়ীর আরোহীদের নির্দেশ মত গাড়ীর চালক গাড়ীটি পেছনের দিকে ব্যাক করিয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু গাড়ীটি পেছন দিকে একটি মোড়ে পেঁাছিলে বন্দুকধারী ও অপর ৫ ব্যক্তি গাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে এবং গাড়ী লক্ষ্য করিয়া এক রাউণ্ড গুলি ছুড়ে। ফলে গাড়ীটি অচল হইয়া বা দিকে কাত হইয়া যায়। দুবৃত্তদের দুই জনের হাতে বন্দুক ও অন্যান্যদের হাতে ডেগার ছিল। দুস্কৃতকারীগণ বন্দুক তাক করিয়া টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য বলে। ড্রাইভার সীতারাম সিং ভয়ে ক্যাশিয়ারকে টাকা দিয়া দেওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু তিনিও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গাড়ীতে বসে থাকেন। তখন একজন দুষ্কৃতকারী ক্যাশিয়ারের কোলের উপর রাখা টাকা সহ ব্যাগটি তুলিয়া নেয়। ডাকাতগণ ব্যাগ হইতে একটি ছোট টিনের বাক্সে রক্ষিত ২৬ হাজার টাকা নিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ৬ জন ডাকাতের মধ্যে দুই জনের মুখ কাল কাপড়ে ঢাকা ছিল এবং তাহারা কোন কথা বলে নাই। অন্য চার জন বাংলায় কথা বলিতেছিল এবং জীপের আরোহীদের বলে যে, বাঙ্গালী বলেই তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করে নাই। ডাকাতির সময় তাহারা ড্রাইভারকে ঘুষি ও লাথি মারে। ঘটনাটি কাঞ্চনপুরের ভারপ্রাপ্ত দারোগা

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২(৩)৮১ নথীভুক্ত করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। এবং ৫-৩-৮১ ইং তারিখেই ঘটনাস্থলে যান। ঘটনা-স্থলটির দেড় মাইলের মধ্যে কোন জন বসতি নাই।

ঘটনাটির তদন্তের ভার পরে গোয়েন্দা বিভাগ গ্রহণ করেন এবং গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ তাহা দেখাশুনা করিতেছেন।

গত ১৪-৩-৮১ ইং তারিখ কাঞ্চনপুর থানার অন্তর্গত লালজুরির মাকুছড়া নিবাসী শ্রীসুবোধ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতে সোপর্দ করে। ধৃত ব্যক্তি বর্ত্তমানে আদালতের আদেশে ধর্মনগর জেল হাজতে আছে।

শ্রীসুবোধ দেবনাথ লালজুরী এলাকার "আমরা বাঙ্গালীর" একজন স্বঘোষিত কমাণ্ডার।
ঘটনাটি তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন এতে দেখা যাচ্ছে যে তারা সকাল বেলা রওয়ানা হয়েছিল। অন্যান্য সময়ে সকাল বেলা না গিয়ে বেলা ১০ টার সময় রওয়ানা হত এবং ঐ দিন সকাল বেলা তারা রওয়ানা হয়েছিল। সুতরাং এর মধ্যে কোন যোগাযোগের দিকটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা যে দপ্তরের কারো কারোর সংগে যোগাযোগ হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার পুলিশ সব বিষয়টা তদন্ত করছে। তারা হয়ত আগেই খবর পেয়েছিলেন যে এই গাড়ীতে টাকা আছে। নতুবা তাক করার সঙ্গে সঙ্গে টাকা চাওয়া খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সাধারণত আমাদের নির্দেশ রয়েছে যে টাকা পয়সা নিয়ে গেলে এসকর্টের সাহায্য নিবে পুলিশের। এই ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ---সরকার মনে করেন কিনা যে এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এটা তো আমি বলছি যে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---গাড়ীটা সকাল বেলা টাকা নিয়ে রওয়ানা হল। এই টাকাটা সাধারণত অফিসে থাকে এবং অফিস থেকে টাকাটা ড্র করে নিয়ে তারপর গাড়ীতে নিয়ে যেতে হয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাতে এসকর্ট থাকে। তাহলে টাকাটা নিশ্চয়ই আগের দিন ড্র করা ছিল। তাহলে টাকাটা কার হাতে ছিল এবং এটা সরকারের নিয়ম অনুসারে আগের দিন অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং যদি তাই হয় তা হলে কোন্ ব্যক্তির কাছে ছিল? তারপর গাড়ীতে গুলি করা হয়েছে, সেই গাড়ীতে কোন গুলি লেগেছিল কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, গাড়ীতে গুলি লেগেছে এই রকম তথ্য আমার কাছে নাই। তাছাড়া টাকা কে তুলেছে তারও কোন তথ্য এখন আমি দিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজই একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নো-দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

"গত ১২ই মার্চ উদয়পুরের কিল্লা এলাকায় নাজলাডম্বুর পাড়ায় উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কর্মি বিন্দু জমাতিয়াকে সশস্ত্র দুবৃত্তদল কর্ত্তৃক আক্রমণ এবং বন্দুকের গুলি বিদ্ধ করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---গত ১২ই মার্চ উদয়পুরে কিল্লা এলাকায় নাজলাডম্বুর পাড়ায় উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কর্মি বিন্দু জমাতিয়াকে সশস্ত্র দুবৃত্তদল কর্ত্তৃক আক্রমণ এবং বন্দুকের গুলি বিদ্ধ করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১২-৩-৮১ ইং তারিখ প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ২ জন অপরিচিত উপজাতি কিল্লা থানার অধীন নাজলাডম্বুর বাড়ীর বাসিন্দা শ্রীবেহাকুমার জমাতিয়াকে (বিন্দু জমাতিয়া বলে বিশেষ ভাবে পরিচিত) তাহার বাড়ী হইতে ডাকিয়া নিয়া

সেই গ্রামের ব্রজমিলন জমাতিয়ার বাড়ীতে আটক করিয়া রাখে। তাহাকে ব্রজমিলন জমাতিয়া, প্রহলাদ জমাতিয়া, বিষ্ণু জমাতিয়া, দামোদর জমাতিয়া, গোহকুভানু জমাতিয়া ভক্ত জমাতিয়া ও আরও ৭।৮ জন অপরিচিত লোক কিল ঘুষি এবং লাথি মারে ও তাহাকে উপজাতি যুব সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য শাসায়। তারপর তাহাকে দেওয়ান খামার বাড়ী নিবাসী গোহকু ভানু জমাতিয়ার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দুষ্কৃতকারীগণ জোর করিয়া তাহার রক্ত রঞ্জিত আঙ্গুলের ছাপ সাদা কাগজে দেয়। শ্রীজমাতিয়া অত্যন্ত সুকৌশলে প্রায় ৩ ঘটিকার সময় সেখান হইতে পলাইয়া আসেন এবং সোজা উদয়পুর হাসপাতালে গিয়ে নিজেই সেখানে ভর্তি হন। এই ঘটনাটি বেহাকুমার জমাতিয়ার অভিযোগ ক্রমে উদয়পুর থানার ভার প্রাপ্ত দারোগা কর্ত্তৃক প্রেরিত কিল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২০ (বি)।৪৪৭।৩০৮।৩২৫।৫০৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২(৩) ৮১ নথিভুক্ত করা হয়।

কিল্লা থানার ভার প্রাপ্ত দারোগা ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১৬।৩।৮১ইং তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তদন্তকালে কিল্লা থানার অন্তর্গত নাজলাডম্বুর বাড়ীর (১) ব্রজমিলন জমাতিয়া পিত· মৃত যাদব চন্দ্র জমাতিয়া, (২) দেওয়ান খামার বাড়ীর গোহকু ভানু জমাতিয়া, পিতা শ্রীশম্ভু নাথ জমাতিয়া, (৩) ঐ একই গ্রামের জাকছারা জমাতিয়া পিতা পাছখানা জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা সকলেই আদালতের আদেশে বর্ত্তমানে পুলিশ হেপাজতে আছে।

আহত বেহাকুমার জমাতিয়া ১৪।৩।৮১ ইং তারিখে উদয়পুর হাসপাতালে ভর্তি হন এবং এখনও চিকিৎসাধীন আছেন।

আহত বেহাকুমার জমাতিয়া সি, পি, আই (এম) কর্মি এবং অভিযুক্তরা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। বেহাকুমার জমাতিয়া বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়ার সংবাদ পুলিশ তদন্তে সমর্থিত হয় নাই ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ব্রজমিলন জমাতিয়ার কথা বললেন সে এবং তার ভাই পুরুষানুক্রমে ঐখানে রয়েছেন এবং তারা গত দাঙ্গায় সময়ে দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এই রকম কোন তথ্য আপনার কাছে আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে সব ব্যাপারটার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই ব্রজ মিলন জমাতিয়ার গায়ে বন্দুকের গুলি লেগেছে কিনা, এই রকম কোন তথ্য আপনি অবগত আছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, আমি আমার ষ্টেটমেন্টে এই কথা বলেছি যে আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজই অন্য একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---

"গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগর বাজারে কং (ই) গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক সি, পি, আই (এম) কর্মি ও সমর্থকদের ১৭ জনকে আহত করা এবং এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়া বিভাগের রাধানগর বাজারে কং (ই) গুণ্ডা বাহিনী কর্ত্তৃক সি, পি, আই (এম) কর্মি ও সমর্থকদের ১৭ জণকে আহত করা এবং এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২২।২।৮১ ইং তারিখ সকাল ৯-৩০ মিঃ-এর সময় পি, আর, বাড়ী থানার ভার প্রাপ্ত দারোগা রাধানগরে পি, আর, বাড়ী থানায় নথিভুক্ত ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৭।৩২৪।৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(২)৮১ মামলাটির তদন্তের ব্যাপারে যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি রাধানগরের পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার দাসের নিকট হইতে এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ পান যে গত ২১।২।৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬-৩০ মি-এর সময় সর্বশ্রী গণেশ মল্লিক, সুধীর বিশ্বাস, নিখিল বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, দুলাল পাল এবং অন্যান্য কয়েক জন লাঠি দা,, রাম দা ইত্যাদি নিয়ে হঠাৎ করিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে রাধানগর বাজারে প্রবেশ করিলে বাজারের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া যায়। পঞ্চায়েতের একজন সদস্য হিসাবে শ্রীউপেন্দ্র কুমার দাস যখন ঘটনাটির অনুসন্ধানে যান তখন শ্রীনিখিল বিশ্বাস নামে একজন তাহার দিকে ইট ছুড়ে এবং তাহাতে তিনি হাঠুতে আঘাত পান। তখন তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করেন এবং পরে জানিতে পারেন যে শ্রীজয়দেব দেবনাথ ও শ্রীশ্রীদাম বিশ্বাস ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ঘটনাটি পি, আর, বাড়ী থানায় গত ২২।২।৮১ ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮।১৪৯। ৩২৫।৩২৩ ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৭(১) ৮১ নথিভুক্ত করা হয় এবং পি, আর, বাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনাটির অনুসন্ধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত সর্বশ্রী গণেশ মল্লিক পিতা মৃত বিনয় মল্লিক, দুলাল পাল পিতা মৃত আনন্দ পাল, সুধীর বিশ্বাস, নিখিল বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস পিতা মৃত সদানন্দ বিশ্বাস সবাই পি, আর, বাড়ী থানার অধীন রাধানগর নিবাসী, আদালতে আত্মসমর্পন করেন এবং আদালত হইতে জামিনে মুক্তিলাভ করেন। আহত শ্রীজয়দেব দেবনাথ সি, পি, আই (এম) সমর্থক নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ২২।২।৮১ ইং তারিখে ভতি হন এবং সেখান হইতে তাকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং এখনো তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। কুমারী শোভারাণী বর্মণ এবং সর্বশ্রী শ্রী শ্রীদাম বিশ্বাস, নিকুঞ্জ চৌধুরী, ভুবন শীল এবং লাল মোহন দে (সবাই সি, পি, আই (এম) সমর্থক সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিহারনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সদস্য (অভিযোগকারী শ্রী উপেন্দ্র কুমার দাস এবং আহত সবাই সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক এবং অভিযুক্ত দাঙ্গাকারী ব্যক্তিগণ সকলেই কংগ্রেস (আই)-এর সমর্থক। বিলোনীয়ার সি, আই-এর অধীন পি, আর, বাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনাটির তদন্ত করিতেছেন।

উপরি উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ করা যায় যে গত ২২।২।৮১ ইং তারিখ রাত্রি ১০-১৫ মিঃ-এর সময় রাধানগর নিবাসী শ্রীরঞ্জিত বিশ্বাস পিতা মৃত শিশু চন্দ্র বিশ্বাসের অভিযোগ ক্রমে পূর্বেই পি, আর, বাড়ী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪৪৮।৩২৩। ৫০৬ ধারামূলে আর একটি মোকদ্দমা নং ৬(২) ৮১ নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগের মূলে রাধানগর নিবাসী শ্রীসুধীর বিশ্বাস ও কুমারী শোভারাণী বর্মণ-এর মধ্যে প্রণয় সম্পকিত ব্যাপার নিয়া গত ২১।২।৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬।৬-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীসুধীর বিশ্বাস ও তাহার সমর্থক গণ সর্বশ্রী গণেশ মল্লিক, সিমাসা মগ এবং সুরেশ দেবনাথ (সকলেই কংগ্রেস আইর সমর্থক) এর সহিত ৫ জন সি পি, আই (এম) সমর্থকের একটি সংঘর্ষ হয়। পি, আর, বাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ঘটনাস্থলটি গত ২২।২।৮১ ইং তারিখে পরিদর্শন করেন এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। অভিযোগকারী শ্রীরঞ্জিত কুমার দাস কংগ্রেস (আই) এর একজন সমর্থক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক বলিয়া জানা যায়। পূর্বোক্ত ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনাটির সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া পুলিশের অনুমান।

দুইটি ঘটনাই তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ—স্যার, এ **পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। ২১ তাং যখন এই ঘটনাটি ঘটে তখন শোভা রাণী বর্মণ যেটা নাকি প্রনয় সম্পকিত ঘটনা সেখানে অতুল দেবনাথের ঘরে কথা কাটাকাটি হয় এবং ঐ সময়ে দেখা যায় যে অল্প সময়ের মধ্যে লাঠি**

বল্লম সমস্ত কিছু নিয়ে বাজারে এসে পড়ে যাদের নাম এখানে বলা হয়েছে, তারা এবং সেই সময়ে বাজারে অনেক লোক ছিল যারা বেচা-কেনায় ব্যস্ত ছিল, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে অর্থাৎ ঐ সময়ে সেখানে উপস্থিত সমস্ত মানুষের উপর আক্রমণ হানা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আপনি যা জানতে চান সেটা সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করুন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি, ব্যাপারটা পুলিশের তদন্তাধীন আছে, এই অবস্থায় কোন নূতন তথ্য দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গত ২১ তারিখ এই ঘটনা হয়েছে------

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনি বিবৃতি দিচ্ছেন।

শ্রীনকুল দাস ঃ---না স্যার ঃ--

মিঃ স্পীকার ঃ---আপনি বিবৃতি দিচ্ছেন---মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটীর উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---"এফ, সি, আই এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা গুটিয়ে নেওয়ার উদ্বেগজনক তৎপরতা ও উদ্যোগের ফলে রাজ্যের চাউল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এফ, সি, আই এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে তাদের কাজ গুটাইয়া নেওয়ার কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে নাই। স্থানীয় খাদ্য নিগম অফিসের যোগাযোগ ক্রমে জানা যায় যে তাহাদের কাছেও এ ধরনের কোন খবর নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাতে খাদ্য নিগমের কার্য্য কলাপ আদৌ সন্তোষজনক নয়, কারণ বিগত ১৯৭৭ সাল হইতেই তারা নিম্ন মানের চাল ত্রিপুরাতে আমদানী করিতেছে। রাজ্য সরকারের বিশেষ চাপে উক্ত চাউল ঝাড়াই বাছাই এবং পুনরায় ছাঁটাই এর পর (after remilling) সরবরাহ করে। ফলে কোন সময়ই ভারত সরকার কর্ত্তৃক বরাদ্দকৃত চাউলের সম্পূণ যোগান দিতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় খাদ্য নিগমের গুদামগুলিতে আনুমানিক ৯,০০০ মেঃ টন চাউল ও ১০০ মেঃ টন গম মজুত আছে। উপরন্তু মজুতের অধিকাংশ অংশই বর্ত্তমান অবস্থায় ন্যায্য মুল্যের দোকান মারফত বন্টনের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। খাদ্য নিগমের Quality Control Officer গত জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরায় মজুতকৃত চাউল পুনরায় ছাঁটাই ও ঝাড়াই বাছাইয়ের পর সরবরাহ করার পরামর্শ দেওয়ার পর খাদ্য নিগমের কেন্দ্রীয় অফিস দিল্লী হইতেও উপরোক্ত ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। এতৎ সত্বেও খাদ্য নিগমের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার কর্ত্তৃপক্ষের গড়িমসিতে উপরোক্ত নির্দেশ এখনও কায্যকর হয় নাই। ফলে ত্রিপুরাতে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমানে খাদ্য নিগমের গুদামে যা কিছু ভাল চাউল আছে তাহাও নিম্ন মানের চাউলের বস্তার সহিত একত্রে এমন ভাবে পিল (stock) দিয়া রাখা হইয়াছে যার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রতিটি পিলের প্রতিটি বস্তার চাউল পরীক্ষাক্রমে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। এর ফলে বর্ত্তমান মাসের বরাদ্দকৃত ৫,০০০ টন চাউলের মধ্যে ৭০০টন চাউল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকার কর্ত্তৃক

বরাদ্দকৃত চাউল স্থানীয় খাদ্য নিগম সম্পূর্ণ সরবরাহ করিতে পারে নাই। বরাদ্দকৃত চাউল ও গম এবং তাহা সরবরাহের পরিমাণ নীচে দেওয়া হইল ঃ---

মাসের নাম	সামগ্রীর নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	সরবরাহের পরিমাণ
১। ডিসেম্বর	চাউল	৮,০০০ টন	৮৭৩ টন
	গম	৫০০	৪২৭
২। জানুয়ারী	চাউল	৫,০০০	শূন্য
	গম	৫০০	৪৭০
৩। ফেব্রুয়ারী	চাউল	৫,০০০	১,৪২৫
	গম	৫০০	৩৮৮

কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাতে বর্ত্তমান বর্ষা মরশুম আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৫,০০০ চাউলের এক মজুত ভাণ্ডার গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগমের উপর নির্দেশ দিয়েছে এবং কিছু পরিমাণ চাউল ইতিমধ্যেই বুক করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় খাদ্য নিগম উপরোক্ত চাউল মজুত করার জন্য গুদামের অভাব ব্যক্ত করিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায় স্থানীয় খাদ্য নিগমের ত্রিপুরাতে ২০,০০০টন খাদ, শষ্য মজুত করার গুদাম ছিল। কিন্তু বিগত অক্টোবর, নভেম্বর মাসে স্থানীয় খাদ্য নিগম পূর্বাঞ্চলীয় কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ৬,০০০ মেঃ টন মজুত যোগ্য দুইটি গুদাম (একটি আগরতলায় ১,০০০ টন ও অপরটি পেচারথলে ৫,০০০ টন) ছাড়িয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমানে স্থানীয় খাদ্য নিগমের নিকট সরবরাহ যোগ্য গমের মজুত নাই। ফলে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত গম বণ্টন বিঘ্নিত হইতেছে তাছাড়া Roller Flower Mill এবং Chakki Mill গুলিকেও খাদ্য নিগম পুরোপুরি গম সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে রাজ্যের Roller Flower Mill এবং Chakki Mill গুলির কাজ কর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। খোলা বাজারে আটা, ময়দা, সুজির মূল্যও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রাজ্য সরকার চাউল ও গম সরবরাহের জটিলতা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসার জন্য এবং জরুরী ভিত্তিতে রাজ্যে চাউল ও গম সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য খাদ্য সচীব গত ২১ শে মার্চ দিল্লী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে চাউল, গম ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিয়া জরুরী তার বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন। বর্ষার পূর্বে মজুত ভাণ্ডার গড়ার জন্য ও অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎদ্বতীত মুখ্য সচীব ও খাদ্য সচীব একাধিক বার উদ্বেগজনক সরবরাহের অবস্থা উল্লেখ ক্রমে অবস্থার উন্নতি কল্পে বিশেষ গ্রহণের জন্য অফিসার পর্য্যায়ে একাধিক বার তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে খাদ্য নিগমের নিজস্ব শাখা ত্রিপুরাতে থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে যদি ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলীয় শাখা তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত চাউল ও গমের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত হইবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের খাদ্যের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজ্য সরকার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে জানানোর ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, নিশ্চয় জানান হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল ঃ---"কাঞ্চনপুর থানার ও, সি, শ্রীরবীন্দ্র সোম কর্তৃক গত ১৮ই মার্চ কাঞ্চনপুর ও মাছমারার মধ্যবর্তী স্থানে একজন ড্রাইভারকে মারধোর করা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৮-৩-৮১ ইং তারিখে সকাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় কাঞ্চনপুর থানার এ, এস, আই সত্যেন্দ্র নাথ বসু রায় চৌধুরী, কনণ্টবল আর ভগত, পন্দলাল সিং, নগেন্দ্র দেবনাথ এবং হোম গার্ড সুভাষ নাথ সহ কাঞ্চনপুর সাপ্তাহিক বাজারে কার্য্যরত ছিলেন। ইহা ছাড়াও মোটর ভেহিকেল আইনের ১১২।১২৩ (১) ধারা অনুযায়ী মামলা নং ২২৫।৮০ সম্পকিত একটি সমন কাঞ্চন পুরের জগদানন্দ শর্মার উপর জারির ভারও এ, এস, আই এর উপর ছিল। প্রায় ৮-১৫ মিঃ এ জগদানন্দ শর্মার বন্ধু কাঞ্চনপুর বাজারের একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার শ্রীচিত্ত দে কে এ, এস, আই দেখিতে পান এবং শ্রীশর্মার সম্বন্ধে তাহার নিকট জানিতে চান। শ্রীচিত্ত দে বলিতে থাকেন যে পুলিশ উদ্দেশ্য মূলক মামলা সৃষ্টি করিয়া মোটর কর্মী নেতাকে হয়রাণী করিতেছে। এই ব্যাপারে এ, এস, আই ও শ্রীচিত্ত দের মধ্যে কথা কাটা কাটি শুরু হয়। হঠাৎ চিত্ত দে এ, এস, আইকে শার্টের কলারে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেন এবং মারপিট করে। ফলে এ, এস, আই আহত হন। এ, এস, আই এর চীৎকারে তাহার সঙ্গীয় লোক জন ঘটনাস্থলে দৌড়িয়া আসে এবং উত্তেজিত হইয়া দেকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে। ফলে চিত্ত দে আঘাত পান। এই ঘটনার সংবাদ শুনিয়া কাঞ্চনপুরের ও, সি, শ্রী আর, এস, সোম ঘটনাস্থলে আসেন। তিনিও ড্রাইভার চিত্ত দেকে দুইটি চর চাপর মারেন বলিয়া অভিযোগ। স্থানীয় বাজারের লোকজন এই ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং বাজার কমিটি ইহার প্রতিবাদে দোকান বন্ধ রাখেন। মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মোটর কর্মী সমিতি ও স্থানীয় ছাত্ররাও এই বন্ধে যোগদান করেন। তাহারা শোভা যাত্রা বাহির করেন ও কাঞ্চনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা আর, এস সোমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন। কয়েকজন মোটর কর্মী পেচারথল যান এবং সেখানকার মোটর কর্মীরাও বন্ধে যোগদান করেন। আসাম-আগরতলা রাস্তার সমস্ত যান বাহন পেচারথল আটকাইয়া দেওয়া হয়। এ, এস, আই সত্যেন্দ্র নাথ বসু রায় চৌধুরী এবং ড্রাইভার চিত্ত দে উভয়ই কেই থানার প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাতেল চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। গোলযোগের খবর শুনিয়া ধর্মনগরের সি, আই পেচারথলে উপস্থিত হন। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ও মোটর কর্মীদের প্রতিনিধি সহ কাঞ্চনপুরে যান এবং উদ্ভূত অবস্থার মীমাংসা কল্পে আলাপ আলোচনা শুরু করেন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার কাঞ্চনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে কাঞ্চনপুর হইতে কৈলাশহর নিয়া আসেন। উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক যত দিন পর্য্যন্ত আহত ড্রাইভার সুস্থ না হন ততদিন পর্য্যন্ত দৈনিক ১০ টাকা হারে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং এককালীন অনুদান হিসাবে ১০০ টাকা মঞ্জুর করেন। কাঞ্চনপুর থানায় এ, এস, আই এর অভিযোগ মূলে কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৫৩।৩০২ ধারায় মোকদ্দ মা নং ৭(৩)৮১ নথিভুক্ত করা হয় এবং ড্রাইভার চিত্ত দের অভিযোগমূলে কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(৩)৮১ নথি ভুক্ত করা হয়। ২টি ঘটনারই তদন্তের ভার কাঞ্চনপুরের সি, আই কে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে কাঞ্চনপুর ও পেচারথলের অবস্থা স্বাভাবিক।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭০ সালে মেলাঘর যেখানে বেকার যুবকেরা কাজের দাবীতে আন্দোলন করেছিল এই ও, সি, তখন জনতার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়েন এবং সে দিন কাজল বর্মণ নিহত হন। আবার ১৯৭৩ সালে বিশালগড়ে যখন ভুখা জনতা, হাজার হাজার মানুষ সেখানে মিছিল করেছিলেন তখন এই রবীন্দ্র সোম এই জনতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। আজ যেখানে আমাদের কর্মীর উপর এভাবে আক্রমন করেছে সেটা আক্রোশ মূলক কি না এবং রবীন্দ্র সোম যেখানে জনতা বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে সেখানে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন।?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ক্ল্যারিফিকেশান আসবে কি না জানি না। তবে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন এবং তার জন্য প্রশাসনিক কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেটা নিশ্চয়ই সরকার চিন্তা করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---গত ২১শে মার্চ আগরতলা দক্ষিণ রামনগরে শ্রীরেণু মিঞা ও শ্রীহিরু মিঞার বাড়ীতে হামলা, ডাকাতি ও মারপিট, কৃষ্ণনগর আগরতলা শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে হামলা ও তার পুত্র শ্রীবিজয় দেববর্মাকে দুবৃত্তগণ কর্ত্তৃক অমানুষিক মারপিট এবং ঐ দিন গান্ধীঘাট (আগরতলা) শ্রীরাখাল দেবনাথের ছোট ভাই গোপাল দেবনাথকে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করে অমানুষিক মারপিট করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ গত ২১।৩।৮১ইং তারিখ বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় কালিকাপুর এবং আখাউড়া রোডের কতিপয় যুবক হোলি খেলার নামে জাহিরা বেগম নামে এক যুবতীর উপর আবির ছড়ায়। জাহিরা বেগম কাঠ কুড়াইতে ঐ এলাকায় আসিয়াছিল। জাহিরা বেগম এই আচরণের প্রতিবাদ করিলে উক্ত যুবকেরা তাহাকে তাড়া করে। জাহিরা বেগম তখন দক্ষিণ রামনগরে শ্রীরেণু মিঞার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। দুবৃত্তরা জাহিরাকে বলপ্রয়োগে ছিনাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলে শ্রীরেণু মিঞা দুবৃত্তদের বাধা দেন। দুবৃত্তরা তখন চলিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার দল ভারি হইয়া লাঠি, দাও প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীরেণু মিঞার বাড়ীতে চড়াও হয়। চীৎকার শুনিয়া শ্রীরেণু মিঞার বাড়ীর ভাড়াটে রামনগর টি, ও, পি-এর কনষ্টেবল শ্রীশেরু মিঞা দুবৃত্তদের বাধা দেন। দুবৃত্তরা শ্রীশেরু মিঞা, শ্রীরেণু মিঞার স্ত্রী শ্রীমতি সাকিয়া বেগমকে প্রহার করে, শ্রীশেরু মিঞা গুরুতর ভাবে আহত হন। দুবৃত্তরা তাহাদের বাড়ীঘর তছনছ করে এবং নগদ ৮০০ টাকা, একটি রেডিও, জামা কাপড় এবং মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়া কিছু স্বর্ণলঙ্কার নিয়া যায়। দুইটি সাইকেল নষ্ট করে। বাড়ীর দরজা জানালা ভাংচুর করে। শ্রীশেরু মিঞার স্ত্রী শ্রীমতি আক্কেনায়ারা বেগমের নিকট হইতে খবর পাইয়া আখাউড়া চেক পোষ্ট হইতে একদল বি, এস, এফ ঘটনাস্থলে আসে। বি, এস, এফ দলটি আসিতে দেখিয়া দুবৃত্তরা পলাইয়া যায়। আখাউড়া চেক পোষ্টের কাষ্টম অফিসারের নিকট হইতে টেলিফোনে খবর পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ২১।৩।৮১ ইং রাত্রে পুলিশ তল্লাসী চালাইয়া নিম্নোক্ত দুবৃত্তদের গ্রেপ্তার করে। আদালতের আদেশে তাহারা এখন হাজতে আছে।

১। শ্রীশ্যামলাল চৌহান
২। শ্রীঅরুন বীন
৩। শ্রীনারায়ণ দাস
৪। শ্রীনিরোদ সূত্রধর।

অন্যান্য দুবৃত্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহারা পলাতক আছে। শ্রীশেরু মিঞা বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এই প্রসঙ্গে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭।৩০৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬০(৩)৮১ নথি ভুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। গ্রেপ্তারী কৃত দুবৃত্তরা কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক বলিয়া তদন্তে প্রকাশ।

অপর একটি ঘটনার তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, আগরতলা কৃষ্ণনগরের প্রতাপ রায় রোডের শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মার পুত্র শ্রীবিজয় দেববর্মা গত ২১।৩।৮১ ইং তারিখে যখন তাহার বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে ছিলেন তখন বেলা প্রায় ৩-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীকৃষ্ণ দেববর্মা,

দিলীপ ঘোষ, অজিত চক্রবর্ত্তী, কান্তি ভট্টাচার্য্য, দুলাল চৌধুরী এবং হিমাদ্রী দেববর্মা তাহার বাড়ীতে আসে এবং সামান্য ব্যাপার নিয়া তাহার সঙ্গে বচসা শুরু করে। এই সময় কৃষ্ণ দেববর্মা শ্রীবিজয় দেববর্মাকে বাড়ীর বাহিরে নিয়ে গিয়ে শরীরের কয়েকটি স্থানে ছুরিকাঘাত করে। আহত শ্রী বিজয় দেববর্মাকে ভি, এম, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। খবর পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত দিলীপ ঘোষ পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মচারী এবং হিমাদ্রী দেববর্মা ও, এন, জি, সি, তে কাজ করে। তাহাদের পুলিশের হাতে সমর্পন করিবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ অফিস প্রধানদের নিকট পুলিশ রিকুইজিশন পাঠাইয়াছে। আসামীরা সবাই এখন পলাতক আছে। তদন্তে আরও প্রকাশ যে, অভিযুক্ত দিলীপ ঘোষ একজন স্বভাব মাতাল এবং শ্রী বিজয় দেববর্মা তাহার বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই দিলীপ ঘোষ আক্রোশ বশতঃ তাহার সহযোগীগণ সহ শ্রীবিজয় দেববর্মাকে আক্রমন করিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সবাই কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলিয়া তদন্তে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।৪৪৮,৩২৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬১(৩)৮১ নথিভুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।
গান্ধীঘাটের ঘটনা---

ঘটনার তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশ গত ২১।৩।৮১ ইং তারিখ বেলা প্রায় ৩-৩০ মিঃ এর সময় গান্ধীঘাটে বিবেকানন্দ ব্যামাগারের নিকটে গাঙ্গাইল রোডের শ্রীমিন্টু রায়, পল্টু সিং, কুটার চৌধুরী এবং নূপুর মদমত্ত অবস্থায় পথচারীদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া হোলী খেলিতেছিল। ইহাতে গাঙ্গাইল রোডের শ্রীরাখাল দেবনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপাল দেবনাথ প্রতিবাদ করেন। মিন্টু রায় ইহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগোপাল দেবনাথের মাথায় লোহার রড দিয়া আঘাত করে গুরুতর আহত করে। শ্রীদেবনাথকে চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং তদন্ত আরম্ভ করে। মিন্টু রায় এবং শুটরী চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। আদালতের আদেশে তাহারা হাজতে আছে। অভিযুক্তরা সবাই কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলিয়া তদন্তে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫৯(৩)৮১ নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ২১শে মার্চ দক্ষিণ রামনগরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা খুব উদ্বেগজনক। যেহেতু ঘটনাটি বর্ডার এলাকায় ঘটেছে এবং সংখ্যালঘুদের উপর। পুলিশ এখানে যাদেরকে টারগেট করেছে তারা মুসলমান মেয়েটিকে বলতকার করতে গিয়েছিল। বি, এস, এফ আসার সঙ্গে সঙ্গে বি, ডি, আর পজিশন নিয়েছে। माननीয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই রকভমাবেই চক্রান্ত করা হচ্ছে ত্রিপুরায় যাতে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা যেতে পারে। আর যে সব ছেলেদের এখানে গ্রেপ্তারের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবই কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক। তারা রেণু মিত্রার বাড়ীতে ঢুকেছে, লুটপাট করেছে, জিনিষপত্র তছনছ করেছে এবং বলাৎকার করার জন্য মেয়েটিকে জোর করেছে। দ্বিতীয়তঃ এই সব কংগ্রেস (আই) এর কর্মীদের আরো কেস থানায় লিপিবদ্ধ আছে তা সঠিক কিনা, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি বলেছি, এটা খুবই দুঃখজনক। এই সম্পর্কে সরকার একটা প্রেসনোট দিয়েছেন। কংগ্রেস (আই) সমর্থক কিছু সমাজ বিরোধী আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। এই মাত্র খবর পেয়েছি, এম, বি, বি কলেজে আজকে একটি সংঘর্ষ হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, কংগ্রেস (আই) কিছু ছাত্র পরীক্ষা ভণ্ডুল করার জন্য এই সব করেছে,। এই সমস্ত ঘটনাগুলি এবং আশে পাশে যা ঘটেছে এই সম্পর্কে কংগ্রেস (আই) নেতাদের অনুরোধ করব তা বন্ধ করার জন্য কিংবা তাহাদের বলতে বলব, আপনারা বলুন এই সব সমাজ বিরোধী ছেলেগুলি

আপনার দলের নয়, এই কথা ঘোষণা করুন। এর আগেও আমি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষন করে কয়েকটি চিঠিতে জানিয়েছি, কংগ্রেস (আই) এর লোকেরা এখানে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করার জন্য।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে সমাজবিরোধীরা মা-বোনদের বলাৎকার করার চেষ্টা করেছে, এই সব লোকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য এলাকার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষরা শান্তি কমিটির মাধ্যমে অনুরোধ করবেন এ রকম কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, একথা ঠিক সংখ্যালঘু লোকদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সরকার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বসিয়েছেন। একটি শান্তি সভাও হয়েছে। সংখ্যালঘু লোক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই একত্র হয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন উস্কানি মূলক কাজ না হয় সে দিকে নজর রাখবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায় খুব ছোট একটি সম্প্রদায়। আমাদের সরকার তাদের সব সময় রক্ষার ব্যবস্থা করছেন এবং করবেন। সে দিক থেকে সরকারী যা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার তা করছেন এ আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যদের দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"গত ২১ শে মার্চ আগরতলা শহরের নিকটবর্ত্তী আনন্দনগরে ত্রিপুরা মৎস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী শ্রীশীতল চন্দ্র দাসকে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অমানুষিক মারপিট করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২১শে মার্চ আগরতলা শহরের নিকটবর্ত্তী আনন্দনগরে ত্রিপুরা মৎস্যজীবি ইউনিয়নের কর্মী শ্রীশীতল চন্দ্র দাসকে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অমানুষিক মারপিট করা সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২১।৩।৮১ ইং তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৭।৭-৩০ মিঃ এর সময় আগরতলা পূর্ব থানার অন্তর্গত আনন্দনগর নিবাসী শ্রীশীতল চন্দ্র দাস যখন আনন্দনগর আশ্রমের নিকট দোকানে যাইতেছিলেন তখন আনন্দনগর নিবাসী সর্বশ্রী রতন দাস,অধীর দাস, গৌরাঙ্গ দাস, স্বপন দাস, নকুল দাস এবং অগ্নী দাস লাঠি নিয়া তাহাকে আক্রমণ করে আহত করে। এই ঘটনার পর দুস্কৃতকারীগণ পলাইয়া যায়। শ্রীশীতল চন্দ্র দাসকে আনন্দ নগরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়া যাওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি গত ২২।৩।৮১ ইং তারিখ প্রায় ১০-১৫ মিঃ এ শ্রী শীতল দাসের স্ত্রীর অভিযোগ মূলে আগরতলার পূর্ব থানার ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭।১৪৮।৩২৫ ৫০৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ৫৪(৩)৮১ নথি ভুক্ত করা হয়। পূর্ব থানার এস, আই আর, ভট্টাচার্য্য গত ২২।৩।৮১ ইং তারিখ প্রায় ১১-৩০ মিঃ এ ঘটনাস্থলে যান এবং উপরোক্ত দুস্কৃতিকারীগণের বাড়ী তল্লাসী চালান। কিন্তু তাহারা পলাতক বিধায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ থাকে যে, দুষ্কৃতিকারীগণ ঘটনার পর শ্রীমতি দাসের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিল যাহার জন্য তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই।

ঘটনাটির তদন্ত উচ্চ পদস্থ একজন পুলিশ অফিসার দেখাশুনা করিতেছেন। শ্রীশীতল দাস সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক এবং দুষ্কৃতিকারীগণ কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলিয়া তদন্তে প্রকাশ। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই ঘটনার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পূর্ব থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৭৯।৩২৩।৩৪১ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৪(২)৮১ এই আরও দুইটি মামলা পুলিশ দায়ের করিয়াছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আগরতলা

পূর্ব থানার পুলিশ এলাকার শান্তি রক্ষার জন্য ফৌজদারীর কার্য্যবিধির ১০৭।১১৩ ধারায় এস, ডি, এম এর নিকট উপরোক্ত দুবৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশান রিপোর্ট ৩ (নং ১৭।৮১) দাখিল করিয়াছিল। উহা এখনও বিচারাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, একজন আমাকে বলেছেন যে জনৈক শিক্ষক, শ্রীমাখন সরকার, তিনিই এই গুণ্ডামীর নেতৃত্ব করেছেন। এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কি না এবং এ সম্পর্কে থানাতে জানানোর পরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, আমি আগেই তথ্য দিয়েছি যে এই সব দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে এবং ১০৭, ১১৩ ধারা অনুযায়ী এস, ডি, এম এর কাছে তাদের প্রসিকিউট করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, হেমন্ত দাস এবং শ্রী মাখন সরকার এই দুই জনের নাম আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, মাননীয় সদস্য যে সব অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে করেছেন পুলিশ সে গুলি তদন্ত করে দেখবে।

PRESENTATION OF THE COMMITTEE REPORT

প্রেজেন্টেশান অব দি থার্টি সেকেণ্ড রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক এ্যাকাউন্টস।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো---"পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির দ্বাত্রিংশতিতম প্রতিবেদন উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির দ্বাত্রিংশতিতম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি উনারা যেন নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেন।

প্রেজেন্টেশান অব দি ফিফথ রিপোর্ট,অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডার টেকিংস।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলোঃ--পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির পঞ্চমতম প্রতিবেদন উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির পঞ্চমতম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি, উনারা যেন নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, গতকাল (২৩।৩।৮১) যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হয়েছিল, সে ডিমাণ্ডগুলির সবগুলি ভোটে দেওয়া হয় নি। কিছু ডিমাণ্ড অবশিষ্ট আছে। আমি এখন অবশিষ্ট ডিমাণ্ডগুলি একের পর এক ভোটে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 2,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 5 (Major Head 239—State excise Rs. 2,93,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 80,35,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 3,80,000/-) be granted to defray the

charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 10 (Major Head 253—District Administration—Rs. 80,35,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker ;:—There is a cut motion on Demand No. 15 moved by Shri Rati mohan Jamatia. Now I am putting the Cut Motion first to vote. The Cut Motion is—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to set up a Tribal Market at Agartala."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 1,22,73,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 15 (Major Head 259—Collection of Housing & Buildings Statistics Rs. 51,000/-, Major Head 284—Urban Development Rs. 1,01,81,000/- Major Head 287—Labour and Employment Rs. 20,01,000/- and Major Head 388—Road & Water Transport Service Rs. 40,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on Demand No. 26 moved by Shri Rati Mohan Jamatia. Now I am putting the Cut Motion first to vote. The Cut Motion is—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that –

Need for compensation for the Gharia faces and other materials looted during June Carnage."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that a sum not exceeding Rs. 76,10,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 26 (Major Head 289—Relief on account of Natural Calamities Rs. 18,00,000/-, Major Head 295—Other Social Community Services-up-keep of Shrines, Temples etc. Rs. 2,60,000/- and Major Head 304—Other General Economic Services—Land Ceeiling and Land Revenue Rs. 55,50,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P.M. to-day.

AFTER RECESS AT 2 P.M.

Mr. Deputy Speaker :— There are three Cut Motions on Demand No.14 moved by Shri Ratimohan Jamatia and Drao Kr. Reang. Now I am putting the Cut Motion one by the to vote. The first Cut Motion was Moved by Shri Ratimohan Jamatia.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to construct Noabari High School and Boarding House".

The second Cut Motion was moved by Shri Drao Kr. Reang.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to construct Aloychara High School and Boarding House".

The third Cut Motion was Moved by Shri Drao Kr. Reang.

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlaying the Demand Viz.

Disapproval of Govt. policy regarding Veterinary services and Animal Health".

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 8,24,80,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 1,50,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 14 (Major Head 259—Public Works Rs. 7,80,37,000/-, Major Head 277—Education Rs. 3,60,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 1,00,000/-. Major Head 280—Medical Rs. 5,55,000/-, Major Head 281—Family Welfare Rs. 64,000/-, Major Head 282—Public Health, Sanitation & Water Supply Rs. 15,00,000/-, Major Head 287—Labour & Employment Rs. 60,000/-, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 5,000/-, Major Head 299—Special and Backward Areas N.E.C. Schemes Rs. 7,24,000/- and Major Head 310--Animal Husbandry Rs. 5,20,000/-, Major Head 311—Dairy Development Rs. 45,000/-, Major Head 312 Fisheries Rs. 10,000/- and Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 5,00,000/-)

(The demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :—There is a Cut Motion on Demand No. 20 moved by Shri Drao Kr. Reang. Now I am putting the Cut Motion first to vote. The Cut Motion is—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10/- to represent the economy that particular matter viz—

Failure to Control and eliminate the wasteful expenditure on maintenance of Roads and Bridges".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 2,31,43,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 20 (Major Head 283—Housing—Govt. Residential Buliding Rs. 35,55,000/-, Major Head 284—Urban Development—Town & Regional Planning Rs. 3,23,000/- and Major Head 337—Road & Bridges Rs. 1,92,65,000/-.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 3,48,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 36 (Major Head 459 Capital Outlay on Public Works Rs. 57,64,000Major Head 477—Capital Outlay on Public Works Rs. 57,64,000/-, Major Head 477—Capita. Outlay on Education, Art and Culture Rs. 21,70,000/-, Major Head 480—Capital outlay on Medical Rs. 34,00,000/-, Major Head 481—Capital outlay on Family Welfare Rs. 9,00,000/-, Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and water Supply Rs. 1,60,90,000/-, Major Head 488—Capital outlay on Social Security and Welfare Rs. 25,000/-, Major Head 499—Capital outlay on Special and Backward Areas (N.E.C. Scheme) Rs. 30,00,000/-, Major Head 510—Capital outlay on Animal Husbandry Rs. 7,30,000/-, Major Head 511—

Capital outlay on Dairy Development Rs. 2,55,000/-, Major Head 512—Capital outlay on Fisheries Rs. 50,000/-, Major Head 521—Capital outlay on Village and Small Industries Rs. 24,35,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 1,87,24,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 35 M(ajor Head 245—Other Taxes and Duties on Commodities and services Rs. 2,90,000/-, Major Head 306—Minor Irrigation Rs. 30,00,000/-. Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 32,93,000/- and Major Head 334—Power Projects Rs. 1,21,31,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 8,68,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 39 (Major Head 483—Capital outlay on HousingR s. 1,01,00,000/-,Major Head 499—Capital outlay on Special and Back-Ward Areas N.E.C. Schemes Rs. 1,00,50,000/- and Major Head 537—Capital outlay on Roads and Bridges Rs. 6,67,00,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Public Works Minister that a sum not exceeding Rs. 5,05,000/- be granted to defray the charges which will come [in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on Vehicles Rs. 2,75,000/- and Major Head 344 Other Transport and Communication Services Rs. 2,30,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble P.W.D. Minister that a sum not exceeding Rs. 11,94, 35,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 43 (Major Head 506—Capital outlay on Minor Irrigation soil conservation and Areas Development Rs. 2,25,35,000/-, Major Head 533 Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects Rs. 3,95,00,000/- and Major Head 534—Capital outlay on Power Projects Rs. 5,74,00,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— There is a Cut Motion on Demand No. 21 moved by Shri Nagendra Jamatia.

Now I am putting the Cut Motion first to vote. The Cut Motion is :—

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.—

Disapproval of policy on Government Advertisement."

(The Cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 49,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during

the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 21 (Major Head 285—Information and publicity Rs. 45,00,000/- and Major Head 339—Tourism Rs. 4,85,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 2,52,56,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 34 (Major Head 299—Special and Backward Areas—N.E.C. Schemes Rs. 20,54,000/-, Major head 320—Industries Rs. 27,70,000/- and Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 2,04,32,000/-.)

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 16,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 38 (Major Head 433—Capital outlay on Housing—Subsided Housing Scheme Rs. 7,00,000/-, and Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institutions—Industries Rs. 9,00,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 60,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 44 (Major Head 526—Capital outlay on Consumer Industries—Jute Mill, Paper Mill, Tea Industries Rs. 50,05,000/- and Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institution Rs. 10,00,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 23,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 47 (Major Head 498—Capital outlay on Co-operation Rs. 6,00,000/-, Major Head 698—Loans to Co-operative Societies (Ind.) Rs. 4,00,000/- and Major Head 721—Loans for village & Small Industries Rs. 13,60,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 3,84,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 32 (Major Head 314—Community Development Rs. 3,84,60,000/-)

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 2,35, 80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 33 (Major Head 314—Community Development—Water Supply and Sanitation Rs. 2,35,80,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 13,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand 45 (Major Head 683—Loan for Housing Rs. 13,75,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question efore the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding be Rs. 2,30,27,000/- be granted to defray the charges which will come in cours. of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of No Demand No. 30 (Major Head 299—Special and Backward Areas—N.E.C. Scheme Rs. 23,92,000/-, Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 1,59,75,000/- and Major Head 311—Dairy Development Rs. 46,60,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Forest Minister that a sum not exceeding Rs. 3,84,60,000/-be granted to defray the charges with will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 31 (Major Head 299—Special and Backward Areas N.E.C Scheme) Rs. 9,24,000/-Major Head 307—Soil and Water conserxgation Rs. 88,50,000 and Major Head 313—Forest 2,86,86,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় মুখমন্ত্রীকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সকালের অধিবেশনে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে,, এম, বি, বি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয়েছে। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই হাউসকে জানাচ্ছি, যে এম, বি, বি কলেজের সায়েন্স ক্লাবের বিল্ডিং এর সামনে, জনার্দ্দন বিশ্বাস নামে একজন ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র কিছু দুবৃত্ত ছাত্রের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। এটা সত্যি সত্যি খুব দুঃখ জনক ঘটনা। আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এবং এই হাউসের পক্ষ থেকে শ্রীবিশ্বাসের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে, এই ধরনের হিংসাত্ম ক কাজ যারা করছেন তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। এই ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আততায়ীদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে খুঁজে বাহির করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। আমি আশা করব যে সব অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এই ধরনের প্ররোচনা সত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙখলা বজায় রাখবেন। আমরা আজকে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, মাত্র কিছু দিন আগে জুনের দাঙ্গা হয়ে গেল। সেই দাঙ্গার পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যখন আমরা চেষ্টা করছি ঠিক তখনই এই ধরনের একটা ঘটনা ষড়যন্ত্রকারীকে সাহায্য করবে। তাই আমরা আশা করব এই হাউসে সব অংশের সব দলের যারা সদস্য রয়েছেন তারা সরকারকে রাজ্যের শান্তি রক্ষার কাজে সাহায্য করবেন এবং আমি আশা করব যে ত্রিপুরায় এবং আগরতলাতে আমরা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার কাজে সাধারণ জনগণের সহযোগিতা পাব।

DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR, 1981-82.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"১৯৮১-৮২ ইং আ থক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ"। আজকের কার্য্য সূচীতে মোট ২৫টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এ ছাড়া গতকল্য ডিমাণ্ড নং ২৮ মেজর হেড ৩০৪, ডিমাণ্ড নং ৩৭ মেজর হেড ৪৮২, ডিমাণ্ড নং ৩৭ মেজর হেড ৫০০ এই তিনটি ডিমাণ্ডের উপর মোশান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ মুভ করেছিলেন কিন্তু আলোচনা হয় নি। আজকে এই তিনটি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করা হবে। আজকেই ডিমাণ্ডগুলোর আলোচনা এবং আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ শেষ করতে হবে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,70,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 22 (Major Head 288—Social Security and Welfare—Rajya Sainik Board, Freedom Fighters Rs. 2,70,000/-).

Shri Nripen Chakraborty -:—Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg ot move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 25 (Major Head 268—Miscellaneous General Services—Allowances to families and dependents of ex-rulers Rs. 2,50,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development—State Planning Machinery Rs. 5,03,000/-.

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,49,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 29 (Major Head 299—Special and Backward Areas—N.E.C. Scheme Rs. 23,70,000/- Major Head 305—Agriculture Rs. 3,79,50,000/-, Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 95,85,000/-, Major Head 314—Community Development Rs. 50,00,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,40,00,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 8,12,00,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 48 (Major Head 766—Loans to Government Servants Rs. 2,40,00,000/-).

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,07,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of demand No. 13 (Major Head 247—Other Fiscal Services—Promotion of Small Savings Rs. 1,26,000/-, Major Head 265—Other Administrative services—Addl. D.A., etc. Rs. Rs. 1,52,40,000/-, Major Head 265—Other Administrative Services—State Lottery Rs. [illegible]0,000/-, Major Head 265—Other Administrative Services—Sub-Sub-vention to A.F.C. Rs. 1,40,000/-, Major Head 266—Pension and other

Retirement Bonefit Rs. 94,00,000/-, Major Head 268—Misc. General Services State Lottery—Payment to Agents, etc. Rs. 58,60,000/- Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 3,000/- and Major Head 295—Other Social and Community Services Rs. 1,000/-).

মি: ডিপুটি স্পীকার—আমি এখন নাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,73,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services : Vital Statistics Rs. 1,80,000/-) (Major Head 280—Medical—Rs. 3,50,97,000/-) (Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 1,19,39,000/-) (Major Head 295—Other Social & Community Services—2,000/-) and (Major head 299—Special and Backward areas : N.E.C. Scheme Rs. 1,00,000/-).

Mr. Dy. Speaker Sir,

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 27,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1982, in respect of Demand No. 19 (Major Head 281—Family Welfare Rs. 27,18,000/-).

Mr. Dy. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 85,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 80,00,000/-) (Major Head 499—Capital outlay on Special & Backward Areas : N.E.C. Schemes—Rs. 5,00.000/-).

Mr. Dy. Speaker :— Now I request the Hon'ble Minister-in-charge on Jail to move his Demand.

Shri Jogesh Chakraborti :— Mr. Dy. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 23,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1982 in respect of Demand No. 12 (Major Head 256—Jail).

Mr. Dy. Speaker :— Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of Statistics to move his Demands.

Shri Braja Gopal Roy :— Mr. Dy. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 22,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1981, in respect of Demand No. 12 (Major Head 296— Secretariat Ecomomics Services Evaluation Organisation Rs. 21,40,000/- and Major Head 304—Other General Economic Services—Economic and Statics Rs. 19,80,000/-).

2. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 62,56,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationery & Printing Rs. 62,65,000/-).

3. Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,34,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1982 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security and Welfare Relief and Rehabilitation of Displaced persons Rs. 1,34,87,000/-).

Mr. Dy. Speaker :—Now I request the Hon'ble Revenue Minister to move his Demand(s).

Shri Biren Datta — Mr. Dy. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,55,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand 22 (Major Head 288—Social Security and Welfare-Wakf Board Rs. 55,000/- and Major Head 288—Social Security and Welfare Resettlement Agri. Labourers Rs. 6,00,000/-).

2. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,98,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 304—Other General Economic Services Regulation of Weights and Measures Rs. 6,98,000/-).

3. On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 428—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply—L.S.G. Rs. 32,27,000/-).

Mr. Dy. Speaker :— Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of Industry to move his Demand(s).

Shri Anil Sarkar :—Mr. Dy. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 28 Major Head 287— Labour and Employment—Training of Craftsman Rs. 11,25,000/-).

Mr. Dy. Speaker :— Now I request the Hon'ble Minister-in-charge of Co-operative to move his Demand(s).

Shri Abhiram Debbarma :— Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 87,21,000/- be granted to the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1982, in respect of Demand No. 29 (Major Head. 312—Fisheries Rs. 87,21,000/-).

2. Sir On ther recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 89,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 27 (Major Head—298—Co-operation Rs. 89,33,000/-).

3. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 511—Capital Outlay on Diary Development Rs. 5,00,000/-).

Shri Abhiram Deb Barma :—Mr. Deputy Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 59,28,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year encing on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 40 (Major Head 498—Capital outlay on Co-operation Rs. 32,95,000/- and Major Head 698—Loans to Co-operative Societies Rs. 26,33,000/-).

Mr. Deputy Speaker—আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী মহোদয়কে ওনার ডিমাণ্ড-গুলি মোভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—Shri Dinesh Deb Barma :—Mr. Deputy Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 22 (Major Head 283—Housing—House side minimum needs programme Rs. 25,00,000/-).

Mr. Depputy Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,47,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development—Panchyat Rs. 1,47,50,000/-).

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আমাদের হাতে সময় অনেক কম তাই বিভাগীয় মন্ত্রীদের মোশনগুলি মোভড্ বলে গণ্য করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে অন্যান্য যে ডিমাণ্ড-গুলি রয়েছে সে সবগুলি মোভড্ বলে গণ্য করা হউক। সেহেতু অন্যান্য যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে সেগুলিকে মোভড্ বলে গণ্য করা হল।

মাননীয় সদস্যরা যারা কাট মোশন এনেছেন (বিরোধী গ্রুপের) তারা কাট মোশনের উপর যদি আলোচনা করতে চান তাহলে আলোচনা করতে পারেন। আমাদের হাতে সময় খুব কম তাই ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের প্রত্যেকে আলোচনা শেষ করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে সেহেতু প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য বাজেট বরাদ্দের উপরে অনেক আলোচনা হয়েছে তদুপরি সময় খুব কম।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনাদের বলতে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, ওনারা যদি বলতে চান ত বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলতে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধীরা যারা কাট মোশান এনেছেন তারা তাদের বক্তব্য রাখতে পারেন, রাখুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—হ্যাঁ, ওনারা বক্তব্য রাখতে পারেন কিন্তু সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখতে পারেন। কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সব মন্ত্রীদের ডিমাণ্ডগুলি আছে সেগুলি কি টেকেন এজ মোভড্ বলে গণ্য করা হবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—হ্যাঁ, টেকেন এজ মোভড্।

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশনের ডিমাণ্ড "নাম্বার ১৮, মেজর হেড ২৮২, Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on National Malaria Eradication Programme".

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমরা বারবার দেখে আসছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গম অঞ্চলে এমন কতগুলি গ্রাম রয়েছে যেগুলিতে এখনও ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা পেঁৗছে নাই। আমাদের বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চলে, বিশেষ করে কিল্লা বেল্টে প্রচুর ট্রাইবেল পরিবার রয়েছে যেখানে শিশু, যুবক, ছেলে-মেয়ে মরে গেছে। পার্সোনেলি আমি গভর্ণরকে চিঠি দিয়েছি এবং গভর্ণরের সেক্রেটারী থেকে একটি চিঠি পেয়েছি তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে অমি আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এমন কি ডি, ডি, টি স্প্রে পর্যন্ত করা হয় নি। ম্যালেরিয়ায় ঐ সমস্ত অঞ্চল গ্রাস করে ফেলেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আমি আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম যে ওখানে সিরিয়াস আকার দেখা দিয়েছে, প্রতিদিন ৩।৪ জন করে মারা যাচ্ছে। আমি আরও বলেছিলাম যে একজন এম, বি, বি, এস ডাক্তারকে ফর দা টাইম বিং নিয়োগ করা হউক। কিন্তু দেখা গেল সেখানে কোন ডাক্তার যান নি। ডি, ডি, টি, স্প্রের জন্য যখন বললাম তখন বলা হল যে নিরাপত্তার অভাব। তাই ঐ গ্রাম থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছে এবং জানিয়েছে যে ডি, ডি, টি কর্মিদের যদি কোন নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানকার ছেলেরা, বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির ছেলেরা যতদিন তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে ততদিন তারা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় নি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা একটা ভাওতা। তাছাড়া আরও আমরা শুনি যে ডি, ডি, টি স্প্রে যারা করে তাদের দুর্গম অঞ্চলে যাওবার জন্য কোন টাকা দেওয়া হয় না। আর গেলেও তাদেরকে যথা সময়ে টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। তাই, তারা যেতে চায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সে সব গ্রামগুলিতে কোন ব্যবস্থা করছেন না, কারণ সে গ্রামগুলিতে তাদের কোন সি, পি, এম কর্মি নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যদি বাঁচাতে হয়, এই ম্যালেরিয়া রোগ যাতনা থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে পরে ঐ দুর্গম অঞ্চলে কর্মি নিয়োগ করা দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই এই ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশনের জন্য যে ৩৮,৬৩,০০০ টাকা ধরা হয়েছে তাতে আমি মনে করি, সে তুলনায় পারফরমেন্সটা খুব কমই হয়। বামফ্রন্ট সরকার বারবার বলেছেন যে ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়েছে আমাদের রাজ্য ইত্যাদি। কিন্তু দেখা গেল যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিধান সভাতে এই সকল বিবৃতিতে বহু লোক প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। ম্যালেরিয়াতে গ্রাস হচ্ছে ঐ সকল অঞ্চল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিসপেনসারির ব্যাপারেও আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আসে। ওখানে ন্যূনতম ঔষধপত্র পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ডিসপেনসারিতে অনেক সময় জল মিশিয়ে ভাওতা দেওয়া হয়। সাধারণ লোক ত তা বুঝতে পারে না। তাদের মধ্যে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে যে, কিভাবে ওখানকার কর্মচারীরা জল মিশিয়েঔষধ দিচ্ছে তদুপরি ঔষধ পাচারের ঘটনাও কিছু কিছু শোনা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাধারণ মানুষের কাছে জি, বি, হসপিটাল একটা বিরাট ব্যাপার। ঐ গোবিন্দবাড়ী, ছামনু আনন্দবাজার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জি, বি, আসা ৫।৬ দিনের ব্যাপার। তাছাড়া বহু গরীবের পক্ষে তা সম্ভবও হয় না। তাদের কাছে ঐ ডিসপেনসারিগুলিই সম্বল। তাদের কাছে একমাত্র ভরসা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার।, আমরা দেখেছি বিগত জুনের দাঙ্গার সময়েতে কি অব্যবস্থা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছিল ঐ ডিসপেনসারিগুলিতে। ঔষধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, উপযুক্ত ডাক্তার পর্য্যন্ত সেখানে ছিল না। তাই, আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত এলাকাগুলি এফেকটিভ সে গুলিতে এবং নোয়াবাড়ীতে ফর দা টাইম বিং একজন ডাক্তার নিয়োগ করার জন্য। কিন্তু করা হয় নি। আজ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সীমাহীন পর্য্যায়ে গিয়ে পেঁৗছেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আরেকটি কাট মোশান ছিল সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশান-এর উপর। ধলাছড়া এবং জালেমাতে যে সমস্ত জমাতিয়া গ্রাম ছিল গত ১০ বছর আগে, আজ সেখানে চর পড়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গ্রামগুলি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে ঐ গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আর ধলাছড়ার অপর পাড়ে যে বাঙ্গালী গ্রামগুলি আছে আজ সেগুলি ভরতে শুরু করছে। আমার মনে হয়

আর ২ বছরপরে আমরা আর সেই গ্রামগুলি দেখতে পাব না। এরকম একটা বিস্তীর্ণ মাঠ আজ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে এরকম বহু মাঠ আছে যেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু মানুষ। ধলাছড়ার অবস্থা আমি এষ্টিমেট কমিটিকে জানিয়েছিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন এষ্টিমেট করা হয় নি। কোন রকম সার্ভেও অদ্যাবধি করা হয় নি। আমার মনে হয় সয়েল এণ্ড কনজারভেশনের কাজ এখনও সীমাবদ্ধ। তার কারণ এটাকে এখনও পূর্ণাঙ্গ দপ্তর করা হয় নি। আমি মনে করি এটাকে যদি পূর্ণাঙ্গ দপ্তর করে দেওয়া যায় এবং প্রতিটি রেভিনিউ ভিলেইজে না হলেও একজন করে কর্মি নিয়োগ করা যায়, যদি সার্ভে করা সম্ভব হয় তাহলে পরে সাধারণ মানুষরা ঐ ক্ষতি থেকে, দুরবস্থা থেকে রেহাই পাবে। আর যে সকল গ্রাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে রক্ষা করা যাবে। তারজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে এই দপ্তরকে একটি স্বাধীন ও আলাদা দপ্তর হিসাবে রি-অর্গেনাইজ করা হউক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জালেমাতে আরও দুরবস্থা, সেখানে প্রতি বছর টেষ্ট রিলিফের এবং ফুড-ফর-ওয়ার্কে কাজ করান হয় কিন্তু বর্ষার সময়েতে আবার বালির-চর পড়ে যায় এবং পাড় ভেঙ্গে যায়। পুনরায় মেরামত করা হয় কিন্তু বর্ষা এলে মুহূর্ত্তের মধ্যে উড়ে যায়। আবার একই অবস্থা হয়। ফসলের জমি রাশি রাশি বালির স্তুপে ঢাকা পড়ে যায়। এ রকম অবস্থা গত ১৫।২০ বছর যাবত চলছে অতএব এটার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার এবং স্থায়ীভাবে এই জমি-গুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমি এগ্রিকালচারের একজন উচ্চ পর্য্যায়ের অফিসারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম এবং উনি আমাকে বলেছিলেন যে এগুলিকে সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশনের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব।

ঐ এলাকাটাকে একটা প্ল্যানের আওতায় নিয়ে আসা উচিত এবং শুধু তাই নয়, এই স্কীমটাকে সারা ত্রিপুরায় এখুনি ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বর্ষা আসছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে স্যুইটেবল সময়। কাজেই যে সমস্ত এলাকা আজকে বড় ধরনের বন্যায় অ্যাফেকটেড হয় না, শুধু সেইগুলিই নয়, ছোট ছোট ছড়াতেও কম ফসল নষ্ট হয় না, সেখানে এই সয়েল কনজারভেশনের ব্যাপারটা একটা পারমানেন্ট পথ। এটাকে আরও ব্যাপক করা দরকার।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে লেবার এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট, ট্রেনিং অব ক্র্যাফটস্ ম্যান। আমার ভাল করেই জানা আছে, আমার এখানে বহু তথ্য আছে যে এখানে বহু টেকনি-ক্যালপাশ করা ছেলেরা দীর্ঘ দিন ধরে বেকার রয়েছে। তাদের কোন স্বনির্ভর কর্মসূচীর মধ্যেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় না এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও এদের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। আমরা শুনেছি, টেকনিক্যাল কাজের জন্য টেকনিক্যাল লোকদের প্রেফারেন্স দেওয়া হবে। সেই দিক থেকে জুট মিলের ক্ষেত্রে এদের না নিয়ে অন্যদের নেওয়া হচ্ছে। এদের ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদি আই, টি, আই চালু রেখে, সেখান থেকে পাশ করা ছেলেদের আমরা চাকুরীর সুযোগ না দিই তাহলে এটা চালু রাখার কোন মানে হয় না। আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার একটা সার্কুলার পেয়েছিলাম যে এদের পিলিটেকনিক এর সমতুল গণ্য করা হবে। সেই দিক থেকে এরা বঞ্চিত। কাজেই এই ছেলেদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। কাজেই এদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় জেইল মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি একটা ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করছি। উনার নিশ্চয়ই মনে আছে, উনি যখন জেলখানায় যান তখন তাঁর দৃষ্টি আমি একটি ছেলের প্রতি আকর্ষণ করেছিলাম। সেই ছেলেটির একটা অঙ্গ অত্যা-চার করে মারাত্মক ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। জেলখানা হাসপাতালে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় তাকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। আমি যখন জি, বি, গিয়ে-ছিলাম তখন সে আমাকে বলে যে তাকে যে ঔষধ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তাকে খেতে দেওয়া হয় নি। পুলিশ নাকি সেগুলি ফেলে দিয়েছে। সুপারিনটেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে-ছিলাম, পারি নি। মাননীয় জেল মন্ত্রী যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন আমি তাঁকে বলেছি এবং তিনিও দেখেছেন যে কি মর্মান্তিক অবস্থা এবং তিনি যদি সুচিকিৎসার

ব্যবস্থা না করতেন তা হলে মৃত্যু হয়ত দুই জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। আরও একজন বাড়ত। তা হলে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মানবিকতা জেল থেকে চলে গেছে।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশন সমর্থন করে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—আমি একটা কাট মোশান এনেছিলাম ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড ২৫৬ তে। এবার যদি আমাদের জেলে যেতে না হত তাহলে জেলের অবস্থা অনুধাবন করা অত্যন্ত শক্ত হত। একবার অবশ্য বিলোনীয়াতে ছিলাম। কিন্তু ভেবেছিলাম যে সেন্ট্রাল জেলের অবস্থা কিছুটা উন্নত হবে। কিন্তু দেখলাম এখানেও কলোনিয়াল রাজত্ব চলছে। এখানকার সান্ত্রীরা যেন এক একজন মহারাজা। এরা মানুষের সঙ্গে যে সমস্ত ব্যবহার করছে সেটা কলোনিয়া লিস্টদেরও হার মানায়। এরা রাতের অন্ধকারে লোকদের বের করে মারধোর করছে। শুধু দখলাম যে পাহাড়ীদের বের করে মারছে। এবং সটা যেন জেলার জানেন না, সুপারিনটেণ্ডেন্ট জানেন না, জেল মন্ত্রী জানেন না এমন কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও জানেন না। সেখানকার একজন সান্ত্রী, যার টাইটেল হচ্ছে ছেত্রী, সে হচ্ছে এই নারকীয় অবস্থার নায়ক। আমরা আশা করি এই কলোনিয়াল দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে উপজাতিদের প্রতি যে মারধোর হচ্ছে এই অবস্থা বন্ধ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুলিশের অত্যাচার তো হয়েছেই, জেলখানায় এনেও তাদের মারধোর করা হয়েছে। লোহার রড দিয়ে মারা হয়েছে, পাথর ছোড়া হয়েছে। কত বেত যে ভেঙ্গেছে তার সংখ্যা নেই। আমি জানি না, মাননীয় মন্ত্রীরা তার খবর পান কি না।

আর একটা অত্যন্ত মজার কথা। আমরা জনপ্রতিনিধি---এম, এল, এ। আমাদের জন্য ফাস্ট ক্লাশ দেওয়ার কথা ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমরা দরখাস্ত করার ৬ দিন পরে তা দেওয়া হয়। এই চলছে জেলখানার অবস্থা। অথচ এই জেলখানার এইরূপ অবস্থা ছিল না। সুতরাং এই যে জেলখানার ভিতর অত্যাচার চলছে সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার সচেষ্ট হবেন বলে আশা করি।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা এখানে দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফলাও করে প্রচার করেছেন যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের সাহায্যে তারা ত্রিপুরাতে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে বাম ফ্রন্ট সরকার না জানার ভান করে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মেহনতী মানুষকে ভাওতা দিচ্ছেন। কারণ, আমরা জানি যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং জনতা সরকারের আমলে কেন্দ্র এই কর্মসূচীটা নিয়েছেন আর এই কর্মসূচীকে রূপ দেওয়ার জন্য কেন্দ্র প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সেই নির্দেশেই এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পালন কর-ছেন মাত্র। তাই আমি বলব যে, তাদের এটা জানা উচিত ছিল যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সহায়তায় ভারত এবং ভারতের বাইরে আরও ৯০টি দেশে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পটি চালু আছে। তাহলে আমাদেরকে কি বলতে হবে যে ম্যাকনামারা অথবা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অর্থ জনতা, কংগ্রেস, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেউ গ্রহণ করছেন না? আসলে জনতা সরকারই বলুন, ইন্দিরা সরকারই বলুন এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারই বলুন, সবাই এই কর্মসূচীর সুযোগটা নিচ্ছেন। আর এই প্রকল্পের মাধ্যমে যাদের কাজ করানো হবে, তাদের দৈনিক আড়াই কে, জি, চাউল এবং নগদে ১'২৫ পয়সা হিসাবে মোট ৬ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার নিম্নতম মজুরীর হার ৭ টাকা ঘোষণা করেছেন। অন্য দিকে আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে যারা কাজ করছেন, তাদের দৈনিক আড়াই কে, জি, করে চাউল দিলেও নগদ ১'২৫ টাঃ দেওয়ার

কথা, সেটা মজুরদের দিচ্ছেন না, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মেহনতি মানুষ আজকে দুর্ভোগ সহ্য করছেন। আমরা আরও দেখেছি যেসব এলাকাতে বাম মার্গী এবং সমন্বয় পন্থী যারা আছে, তাদের এলাকাতে এই কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু রয়েছে, আর অন্য জায়গাতে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যারা আছে, তারা গ্রামাঞ্চলে কোন কাজ পাচ্ছে না। কাজেই সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান বামফ্রন্ট সরকার নীতিগত ভাবে কার্য্যকরী করবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না, বরং তারা সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা ক্ষমতায় আসলে পরে তাদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করবে। এখন বামফ্রন্ট সরকার সেই আশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছেন। তাই, আমরা বলব যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের গর্ব করা উচিত নয়। কেন না, এটা একটা কেন্দ্রীয় কর্মসূচী এবং রাজ্য সরকার সেই কেন্দ্রীয় কর্মসূচীকে রূপ দিচ্ছেন মাত্র। অর্থাৎ বর্ত্তমানে ইন্দিরা গান্ধী যে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই নির্দেশ ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার পালন করছেন মাত্র। সেজন্যই আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তার সারে তিন বছরের রাজত্বকালে কতবার দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন, তার কোন হিসাব নেই। অথচ তারাই এখানে বলে বেড়াচ্ছেন যে উপজাতি যুব সমিতি নাকি ইন্দিরা গান্ধীর লেজুর। সে জন্য আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ মেজর হেড ২৮৮ উপর যে কাটমোশনটা এনেছেন রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন টু ডিসপ্লেস্ড পার্সন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে, গত জুনের দাঙ্গায় যারা বাস্তুহারা হয়েছে, তাদেরকে এখন পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। কারণ আমি জানি উদয়পুর বিভাগের পর ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভায় যে ১০।১২টি পরিবার দাঙ্গার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা দরখাস্ত করা সত্বেও এবং ক্যাম্পে থাকা সত্বেও প্রথম কিস্তির পুনর্বাসনের সাহায্য পান নি। অন্যদিকে মাতারবাড়ী গাঁও সভার আমরা যেখানে দেখেছি যে কোন রকম দাঙ্গা হয় নি, কারো বাড়ী ঘর পোড়া যায় নি, অথচ বাম মার্গী এবং সমন্বয় পন্থী বলে তাদের নামে পুনর্বাসনের টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে। কাজেই মাননীয় ভারপ্রপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে মাতার বাড়ী গাঁও সভায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া সত্বেও যে ভাবে টাকাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির যেন তদন্ত করেন। আর পূর্ব ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভায় এবং রাইয়াবাড়ী গাঁও-সভায় এমন দুইটি পরিবার ছিল, দাঙ্গার সময় তাদের ঘর বাড়ী পুড়ে গিয়েছে এবং তারা ক্যাম্পে ছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তারা প্রথম কিস্তির টাকা পান নি। শুধু তাই নয়, ঐখানকার রাজনগরে ৪০টি জমাতিয়া পরিবার ছিল, তারা দাঙ্গার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ক্যাম্পে ছিল, অথচ তারাও এখন পর্য্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পায় নি। আর জিরানীয়া ক্যাম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর যারা ছিল, দাঙ্গার শেষে তারা নিজেরা বাড়ী ঘরে যাবে বলে নূতন করে ঘর বাড়ী তৈরী করে ছিল, কিন্তু ঐখানকার অ-উপজাতিরা এবং দুষ্কৃতিকারীরা তাদের সেই বাড়ীঘর-গুলি পুড়িয়ে দিয়েছে অথবা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কাজেই ঐ ৪০টি পরিবার, আবার ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে বামফ্রন্ট সরকার বহু দিনের উপেক্ষিত উপজাতিদের যেভাবে অবহেলা করে আসছেন এবং এমন একটা ভয়াবহ দাঙ্গার পরেও তারা যখন নিজেদের চেস্টায় নূতন করে বাড়ী ঘর তৈরী করে বাড়ী ফিরে আসতে চাইছেন, তখন তারা পুলিশের সহায়তা চেয়েও কোন সহায়তা পাচ্ছেন না। থানা ওয়ালারা তাদেরকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য কোন রকম সাহায্য করছেন না।

তাতে আমরা ধরে নিতে পারি, যেহেতু সে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক সে জন্য তার উপর এই পুলিশি নির্যাতন চলছে। তাহলে আমরা এই কথাই ধরে নিতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশের উপর নির্ভর করে এই রাজ্যের পুলিশি শাসনই কায়েম করতে চাইছে। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন জেলে ছিলাম যখন আমাদের সেন্ট্রাল জেল থেকে উদয়পুর জেলে নেওয়া হয় তখন ওরা আমাকে বলে যে মহারাণীর প্রধান

এবং কিল্লার প্রধান, তাদের উপর এবং আরও অনেকের উপর প্রচণ্ড ভাবে পুলিশি নির্যাতন করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নাম দিতে পারি---আমি নামগুলি পড়ছি, শ্রীভুবন হরি জমাতিয়া (প্রধান) তাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারা হয়, এর ফলে সে সাত ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে থাকে। এই ভাবে শ্রীপবিত্র মোহন জমাতিয়া (প্রধান), শ্রীদ্বিজেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীরমেশ জমাতিয়া, শ্রীডুম্বুর কিশোর জমাতিয়া, শ্রীরবিকুমার জমাতিয়া, শ্রীদয়াল হরি জমাতিয়া, তাদের উপর জেলের ভিতর যেভাবে অত্যাচার করা হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই সম্পর্কে মাননীয় বন মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্য গোপাল দাস যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে এই সব ঘটনা বর্ণনা করা হয় কিন্তু উনারা কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেন নাই। এই ভাবে এই বামফ্রন্ট সরকার জেলের বাইরে এবং ভিতরে পুলিশের শাসন কায়েম করতে চাইছে। এই ভাবে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে তাদের উপর পুলিশি নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাজেই, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের যে কাট মোশনগুলি আনা হয়েছে সেগুলি কে সমর্থন জানিয়ে এবং এখানে যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে যে কাটমোশানগুলি উপস্থিত করেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। শ্রীজমাতিয়া ম্যালেরিয়ার উপর কিছু বক্তব্য রেখেছেন এবং তার উপর ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী আগেই তার জবাব দিয়েছেন, আমি তার বক্তব্যকে শক্তিশালী করছি। শ্রীজমাতিয়া কালাঝারি এবং জলাইয়ার সয়েল কনজার্ভেশনের কাজ ভাল হয় নাই বলেছেন। এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজমাতিয়া আরও বলেছেন যে এই দপ্তরটিকে একটা আলাদা দপ্তর করার জন্য। আমরা এই দপ্তরটিকে একটা আলাদা দপ্তর না করলেও একে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই দপ্তরের কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাননীয় শ্রী জমাতিয়া বলেছেন যে আমাদের জুট মিলে ত্রিপুরায় আই, টি, আই থেকে পাশ করা ছেলেদের নেওয়া হচ্ছে না। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়াকে জানাতে চাই বিভিন্ন দপ্তরে আমরা আই, টি, আই, থেকে পাশ করা ছেলেদের আমরা নিয়েছি জুট মিল সমেত পি, ডবলিউতে নিয়েছি। তিনি সেটা জানেন কি না আমি জানি না। আই, টি, আই,তে এমন অনেকগুলি ট্রেড আছে সেই সব ট্রেডের পাশ করা ছেলেদের আমাদের ত্রিপুরাতে নেওয়া সম্ভব হয় না, আবার এমন কতকগুলি ট্রেড আছে যেগুলি থেকে উপযুক্ত সংখ্যক ছেলে আমরা পাচ্ছি না। যেমন জরিপ,---জরিপের কাজ জানা ছেলের সংখ্যা খুব কম। আমরা চেষ্টা করছি আরও কিছু পদ সৃষ্টি করে তাদের যাতে নেওয়া যায়। মাননীয় সদস্য শ্রী রিয়াং এবং জমাতিয়া---সবাই জেলের ব্যাপারে জেলের ভিতরে জেলের কর্মচারীরা বিচারাধীন কয়েদীদের উপর নির্যাতনের যে সব অভিযোগ করছেন আমি সেই ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি এই ব্যাপারে তথ্যের সঙ্গে কোন মিল নাই। আমি এর আগেই খোঁজ নিয়েছি সেন্ট্রাল জেলের সান্ত্রীদের বিরোদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করেন নাই যে, জেলের ভিতর সান্ত্রীরা তাদের উপর মারপিট করেছে। তেমনি আমি প্রতিটি বিচারাধীন কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এটা মিথ্যা কথা, আপনি হাউসে দাঁড়িয়ে এই ভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখব এবং এই বক্তব্য ঠিক। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ফুড-ফর-ওয়ার্কের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আর খাদ্যের পরিমাণ ৫ ভাগের এক ভাগ যারা করে দিয়েছে তাদের সাহায্য করার জন্য ফুড-ফর-ওয়ার্কের বিরোদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন--এটা খুব দুঃখজনক। কারণ এখানে লক্ষ লক্ষ লোক এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ করছে এবং তার মধ্যে উপজাতির লোকেরাও আছে। সেখানে উপজাতি দরদী বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন তারা এটার বিরোধীতা করছেন, এটা দুঃখজনক। মাননীয় স্পীকার স্যার, রিলিফের কাজ সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা বলেছেন ১০।১৫টি পরিবার একটি জায়গার---এবং রাজনগরে ৪০টি ঘর

পুড়ে গেছে। তারা নাকি পুনর্বাসন পায় নাই। আমি দুঃখিত, তাদের ঘর করে দেওয়া হবে। তবে মাননীয় সদস্যদের এটা জানা থাকা দরকার, ৩ লক্ষ ১৫ হাজার লোকের যেখানে পুনর্বাসন হয়েছে সেখানে ১০।১৫টি পরিবারের পুনর্বাসনও নিশ্চয় সরকার ব্যবস্থা করবেন। আমি মানীয় সদস্যদের বলব, যেখানে যেখানে এই ধরনের ঘটনা চোখে পড়বে সরকারের দৃষ্টিতে আনবেন, সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে পারি যে উপজাতি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এই সরকারের হাতেই একমাত্র নিরাপদ। ভারতবর্ষের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের হাতেই সংখ্যালঘুরা নিরাপদে আছে। আসাম থেকে সুরু করে গুজরাট পর্য্যন্ত সবখানে বামফ্রন্ট সরকারের হাতেই সংখ্যালঘু এবং উপজাতিরা নিরাপদ। আমি বেশী সময় নেব না, আমাদের সময় খুব কম মাননীয় সদস্য যারা এখানে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এবং ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য হাউসকে অনুরোধ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— Discussion is over. Now I am putting the Demands to vote one after another.

Now the question before the house that a sum not exceeding Rs. 3,07,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 13 (Major Head 247—Other Fiscal Services—Promotion of Small Savings Rs. 1,26,000/-, Major Head 265—Other Administrative Services State Lottery Rs. 80,000/-, Major Head 265--Other Administrative Services—Subventaion to A.F.C. Rs. 1,40,000/-, Major Head 266—Pension and other Retirement Benefit Rs. 94,00,000/- Major Head 268--Misc. General Services—State Lottery—Payment to Agent etc. Rs. 58,60,000/-, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 3,000/- and Major Head 295—Other Social and Community Services Rs. 1,000/-.

(It was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,70.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 22 (Major Head 288—Special Security and Welfare—Rajya Sainik Board, Freedom Fighters Rs. 2,70,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 25 (Major Head 268—Miscellaneous General Services—Allowances to families and dependents of ex-rulers Rs. 2,50,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development—State Planning Machinery Rs. 5,03,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— There is a cut motion on the Demand No. 29 moved by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that —need to soil and water conservation at Dhalachara, Amarpur and Jalama, Udaipur.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,49,05,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 29 (Major Head 299—special and Backward Areas—N.E.C. Scheme Rs. 23,70,000/- Major Head 305—Agriculture Rs. 3,79,50,000/- Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 95,85,000/-, Major Head 314—Community Development Rs. 50,00,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,40,00,000/- (exclusive of charged expenditure of Rs. 8,12,00,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment duging the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 48 (Major Head 766—Loans to Government Servants Rs. 2,40,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 40 (Major Head 377—Loans & Education, Art and Culture Rs. 19,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,55,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 22 (Major Head 288—Social Security and Welfare—Wakf Board Rs. 55,000/- and Major Head 288—Social Security and Welfare—Resettlement, Agri. Labourers Rs. 6,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister in -charge of the Welfare of the Sacheduled Tribes & Scheduled castes etc. Departments that a sum not exceeding Rs. 14,11,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 42 (Major Head—509— Capital outlay on Food & Nutrition Rs. 14,11,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Deputy Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 32,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 482— Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply—L.S.G. Rs. 32,27,000/-).

(Then the Demand was put to vioce vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,98,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 304—Other General Economic Services—Regulation of Weights and Measures Rs. 6,98,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 64,60,000/- be granted to defray the charges which will come

in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 42 (Major Head 538—Capital outlay on Roads and Water Ttransport Services, Rs. 64,60,000/-),.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 11,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 28 (Major Head 287—Labour and Employment—trading of Craftsman Rs. 11,25,000/-.

(Then the Demand was 'put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— There is a Cut Motion on Demand No. 12 moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Demand be reduced by Rs. 2,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on Jails.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 23,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 12 (Major Head 256—Jails).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 25,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1892, in respect of Demand No. 22 (Major Head 283--Housing---House site minimum need programme Rs. 25,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Co-operative Department that a sum not exceeding Rs. 89,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation Rs. 89,33,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. The question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 511—Capital outlay on Dairy Development Rs. 5,;00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now I am putting the Cut Motion in respect of Demand No. 27-314. Now the question before the House is that the cut motion raised by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on assistance to Panchayat Raj Institution.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department that a sum not exceeding of Rs. 1,47,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development—Panchayat Rs. 1,47,50,000/-.)

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department that a sum not exceeding Rs. 87,21,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 29 (Major Head 312—Fisheries Rs. 87,21,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker : — Now , I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the House is the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department that a sum not exceeding Rs. 59,28,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 40. (Major Head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 32,95,000/- and Major Head 698—Loans to Co-operative Societies Rs. 26,33,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. The question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 500—Investment in General Financial and Trading Institution (Forest) Rs. 5,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Cut Motion in respect of Demand No. 18-282. Now the question before the House is that the cut motion raisecd by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand be reducd by Rs. 10/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on National Malaria Eradicateion Programme.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the cut Motion in respect of Demand No. 27-280. Now, the question before the House is that the Cut Motion raised by Shri Nagendra Jamatia that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure on other charges on (Dispensaries).

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Deputy Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 18 to vote. The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Minister in -charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 4,73,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of

Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services : Vital Statistics—Rs. 1,80,000/-, Major Head 28—Medical—Rs. 3,50,97,000/-, Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply—Rs. 1,19,39,000/-, Major Head 295—Other Social & Community Services Rs. 2,000/- and Major Head 299—Special and Backward Areas : N.E.C. Scheme Rs. 1,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 27,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 19 (Major Head 281—Family Welfare Rs. 27,18,000/)-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed,.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. The question before the House is the Demand No. 237 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 85,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 37 (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitaion and Water Supply Rs. 80,00,000/-., Major Head 499—Capital outlay on Special & Backward Areas 'N.E.C. Scheme Rs. 5,00,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 12 to vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Department that a sum not exceeding Rs. 22,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 12 (Major Head 296—Secretariat Economics Services—Evalution Organisation Rs. 21,40,000/- and Major Head 304—Other General Economic Services—Economic advice and Statistics Rs. 19,80,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 13 to vote. The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department that a sum not exceeding Rs. 62,56,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during te year ending on the 31st March, 1982, in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationery & Pringting Rs. 62,56,000/-).

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Cut Motion in respect of Demand No. 25-288. Now, the question before the House is that the cut motion raised by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.—

Disapproval of policy regarding Govt. Policy on Relief and Rehabilitation of displaced persons".

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Deputy Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 25 to vote. The question beforfe the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister in charged of the Relief & Rehabilitation Department that a sum not exceeding Rs. 1,87,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st NMarch, 1982, in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security and Welfare—Relief and Rehabilitation of Displaced persons Rs. 1,34,87,000/-).

(Then the Demand was put to vioce vote and passed.)

GOVERNMENT BILLS.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981).

উৎথাপন।" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce—"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ---"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)".

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে উৎথাপিত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো---"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)". এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that—"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)—be taken into consideration."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো--- "The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)". বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতি ক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি, "বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত ধারাগুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত অনুসূচীটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো---"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো---"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move theat—" The Tripura Appropriation Bill, 1981 ((Tripura Bill No. 1 of 1981)" be passed."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---"The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981)". পাশ করা হউক।"

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রভেম বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো--The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981) উৎথাপন। "আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981".

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো---"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981). এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো---" The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981)". এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that— "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981)" be taken into consideration."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981)". বিবেচনা করা হউক।'"

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি, "বিলের অন্তর্গত ১নং ২নং এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের ধারাগুলি ভোটে দেওয়া সহয় এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের অনু সূচীটি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(অনুসূচীটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে উক্ত অনুসূচীটি বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো---"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো--- "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন।" আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that— "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981)" be passed."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---"The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 2 of 1981) be passed ".

. (বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতি ক্রমে সভা কর্ত্তৃক বিলটি গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981)" উৎথাপন।"

এখানে উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakrabotty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce—

"The Tripura Appropriation (No. 3)Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981)".

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার ঃ---এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো ঃ— "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981)" উৎথাপনের জন্য অনু মতি দেওয়া হউক।"

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতি ক্রমে বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়)।

মিঃ ডেপটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সচী হলো ঃ---"The Tripura Appropriation No. 3) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981".

বিবেচনার হুজন্য প্রক্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker sir, I beg to move "Theat the Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981) be taken into consideration.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো---"The Tripura (No. 3) Bill 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981)". বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হলো)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১ নং ২ নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো---"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক," আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো --- ("The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981)". পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরুধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move "That the Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981). be passed."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981). পাশ করা হউক।"

(বিলটি সভা কর্ত্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---সভার গরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment Bill, 1981) (Tripura Bill No. 4 of 1981)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—Mr. Deputy Speaker sir, I beg to move "That the Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981) be taken into consideration".

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ—

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981). বিবেচনা করা হউক "

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং ধারা হইতে ১০নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার – সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ —

"The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981)".

পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta : Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move "The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981) be passed".

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- "The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981) পাশ করা হউক"।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---একটি প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে। প্রস্তাবটি হলো ---

"That the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980) as referred to the Committee on 29-12-1980 be extends upto the next Section of the Assembly."

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move "That the time for presentation of the Committee on the Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980 as referred to the Committee on 29-12-1980 be extended upto the next Session of this Assembly.

ANNOUNCEMENT REGARDING FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি, ১৯৮১-৮২ইং সালের জন্য পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি, পাবলিক এষ্টিমেটস কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিংস্ কমিটি এবং কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অফ সিডিউলড্ কাষ্টস অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ১৯শে মার্চ আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৯টি করে মনোনয়ন পত্র যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলো মনোনয়পত্রই বৈধ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নাই। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন। মনোনয়নপত্রও পাওয়া গেছে ৯টি করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নাই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো ঃ--

১। পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি

১। শ্রীখগেন দাস, চেয়ারম্যান
২। শ্রীঅখিল দেবনাথ মেম্বার
৩। শ্রীবিমল সিন্হা ,,
৪। বাদল চৌধুরী ,,
৫। শ্রীজীতেন সরকার ,,
৬। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ,,
৭। শ্রীরসিরাম দেববর্মা ,,
৮। শ্রীগোপাল দাস ,,
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ,,

ত্রিপুরা বিধান সভার কার্য্য-পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

২। অ্যাষ্টিমেটস কমিটি

১। শ্রীসমর চৌধুরী, চেয়ারম্যান
২। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া, মেম্বার
৩। শ্রীসুনীল চৌধুরী ,,
৪। শ্রীফৈজুর রহমান ,,
৫। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ,,
৬। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা ,,
৭। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ,,
৮। শ্রী শ্যামল সাহা ,,
৯। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ,,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য-পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

৩। পাবলিক আন্ডারটেকিংস্ কমিটি

১। শ্রীকেশব মজুমদার, চেয়ারম্যান
২। শ্রীপূর্নমোহন ত্রিপুরা মেম্বার
৩। শ্রীসুবল রুদ্র ,,

৪। সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ কমিটি।

১। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা, চেয়ারম্যান
২। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস মেম্বার
৩। শ্রীমতহরি চৌধুরী ,,

৪। শ্রীহরিচরন সরকার ,,
৫। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ,,
৬। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ,,
৭। শ্রীমতিলাল সরকার ,,
৮। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ,,
৯। শ্রীমন্দিদা রিয়াং ,,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য-পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

৪। শ্রীমোহন লাল চাক্‌মা ,,
৫। শ্রীবিধুভুষণ মালাকার ,,
৬। শ্রীহরিচরণ সরকার ,,
৭। শ্রীনকুল দাস ,,
৮। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ,,
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ,,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য-পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব এস, সি, অ্যাণ্ড এস, টির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি

আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০০ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৮১-১৯৮২ সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐ সব কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা।

১। কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেসান

১। শ্রীতপন চক্রবর্তী চেয়ারম্যান
২। শ্রীযাদব মজুমদার মেম্বার
৩। শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ,,
৪। শ্রীরসিরাম দেববর্মা ,,
৫। শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ,,
৬। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাশ ,,
৭। শ্রীমোহন লাল চাক্‌মা ,,
৮। শ্রীনরেশ ঘোষ ,,
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ,,

কমিটি অন গভর্ণমেন্ট অ্যাসুরেন্সেস

১। শ্রীনরেশ ঘোষ চেয়ারম্যান
২। শ্রীরামকুমার নাথ মেম্বার
৩। শ্রীকামিনী দেদবর্মা ,,
৪। শ্রীরাধারমন দেবনাথ ,,
৫। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ,,
৬। শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা ,,
৭। শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার ,,
৮। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ,,
৯। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ,,

রুলস কমিটি

১। শ্রীসুধন্য দেববর্মা, স্পীকার — এক্স অফিসিও অফিসার
২। শ্রীজ্যোতির্ময় দাস, ডেপুটি স্পীকার — এক্স অফিসও অফিসার
৩। শ্রীসুবোধ দাস, — মেম্বার
৪। শ্রীরামকুমার নাথ — ঐ
৫। শ্রীমতিহরি চৌধুরী — ঐ
৬। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য, — ঐ
৭। শ্রীরাধারমণ দেবনাথ — ঐ
৮। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা — ঐ
৯। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং — ঐ

হাউস কমিটি

১। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা — চেয়ারম্যান
২। শ্রীরাধারমণ দেবনাথ — মেম্বার
৩। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী — ঐ
৪। শ্রীযাদব মজুমদার — ঐ
৫। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ — ঐ
৬। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস — ঐ
৭। শ্রীমন্দিরা রিয়াং — ঐ
৮। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য — ঐ
৯। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া — ঐ

কমিটি অন পিটিশানস্

১। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস — চেয়ারম্যান
২। শ্রীকামিনী দেববর্মা — মেম্বার
৩। শ্রীফৈজুর রহমান — ঐ
৪। শ্রীমতিহরি চৌধুরী — ঐ
৫। শ্রীসুমন্ত কুমার দাস — ঐ
৬। শ্রীমোহন লাল চাকমা — ঐ
৭। শ্রীসুবোধ দাস — ঐ
৮। শ্রীরশিরাম দেববর্মা — ঐ
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — ঐ

কমিটি অন অ্যাবসেন্স অফ মেম্বারস ফর দি সিটিংস অফ দি হাউস।

১। শ্রীজীতেন্দ্র চন্দ্র সরকার — চেয়ারম্যান
২। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং — মেম্বার
৩। শ্রীতরণী মোহন সিন্হা — ঐ
৪। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা — ঐ
৫। শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী — ঐ
৬। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা — ঐ
৭। শ্রীরামকুমার নাথ — ঐ
৮। শ্রীহরিচরণ সরকার — ঐ
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — ঐ

কমিটি অন প্রিভিলেজেস্

১। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা — চেয়ারম্যান
২। শ্রীমতিলাল সরকার — মেম্বার
৩। শ্রীশ্যামল সাহা — ঐ
৪। শ্রীনরেশ ঘোষ — ঐ

৫।	শ্রীসুনীল চৌধুরী	ঐ
৬।	শ্রীবিদ্যা দেববর্মা	ঐ
৭।	শ্রীমন্দিরা রিয়াং	ঐ
৮।	শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস	ঐ
৯।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া	ঐ

লাইব্রেরী কমিটি

১।	শ্রীসুবল রুদ্র	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীকামিনী দেববর্মা	মেম্বার
৩।	শ্রীফৈজুর রহমান	ঐ
৪।	শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা	ঐ
৫।	শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ	ঐ
৬।	শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া	ঐ
৭।	শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার	ঐ
৮।	শ্রীযাদব মজুমদার	ঐ
৯।	শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং	ঐ

বিজনেস অ্যাডভাইসরী কমিটি

১।	শ্রীসুধন্য দেববর্মা, স্পীকার	এক্স অফিসিও অফিসার
২।	শ্রীজ্যোতির্ময় দাশ, ডেপুটি স্পীকার	এক্স অফিসিও অফিসার
৩।	শ্রীঅনিল সরকার, মিনিষ্টার	
৪।	শ্রীসমর চৌধুরী	মেম্বার
৫।	শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা	ঐ
৬।	শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী	ঐ
৭।	শ্রীমতিলাল সরকার	ঐ
৮।	শ্রীগোপাল দাশ	ঐ
৯।	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া	ঐ

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ---

"সর্ট ডিশকাশন অন্ মেটারস্ অফ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ---এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো---

'সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস অব আর্জেন্ট ইমপর্টেন্স।" আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্য সূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়। বিষয় বস্তু হলো---

"আকাশবাণী আগরতলা ষ্টেশান থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে।" আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে একটা আলোচনা এখানে এনেছি। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাবে অপপ্রচার এবং উস্কানী মূলক সংবাদ আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে এক টানা প্রচারিত হচ্ছে তাতে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাই আমি এখানে আলোচনাটা এনেছি। স্যার, আমরা জানি, আমাদের সমাজ একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ এবং এখানে ভারতের বুর্জোয়া, জমিদার শ্রেণীর লোক যারা আছে তারাই শাষণ চালাচ্ছে। একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে শ্রেণী শাসন ক্ষমতায় থাকে স্বভাবতই শাসন যন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গকে শাসক শ্রেণী তাদের শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। যদিও আমরা জানি যে, আকাশবাণী আগরতলা বা আকাশবাণী থেকে অর্থাৎ অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে যে সব খবর প্রকাশিত এবং যে সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে তা মূলতঃ ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের, শোষক শ্রেণীকে আরও মজবুত করার জন্যই এই খবর প্রচারিত হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে আগরতলা কেন্দ্র থেকে উদ্দেশ্যমূলক-

ভাবে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তাতে খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের যাতে ক্ষোভ বাড়ানো যায় তার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস তাদের মধ্যে রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম লগ্ন থেকেই এটা আমরা দেখে এসেছি। ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতা দিবসের দিন আমাদের মাননীয় মুখমন্ত্রীর বক্তব্যের যে বয়ান, সেই বয়ানকে গ্রহণ করতে তারা রাজি হন নি, তা নিয়ে আকাশবাণীর কর্মকর্তারা কলকাতা থেকে দিল্লী খুব দৌড় ঝাপ করেছেন। শেষ পর্য্যন্ত মুখ্য মন্ত্রীর ভাষণ আকাশবাণীতে প্রচারিত হয় নি। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত যে সরকার, যে সরকার সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের জন্য কাজ করছে এই সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য তারা উঠে পরে লেগেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের উপর এইভাবে হস্তক্ষেপ করা গণতন্ত্রের পক্ষে সুখবর নয়। আমরা দেখেছি ১৯৭৯ সালে একটা সাম্প্রদায়িক সংগঠন "আমরা বাঙ্গালী" তাদের একটা ব্যর্থ বন্ধকে সম্পূর্ণ সফল বলে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। সে দিন মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং উনি নিশ্চয় বিস্মিত হয়ে থাকবেন, যেখানে সমস্ত দোকানপাট খোলা, সব কিছু যেখানে চলছে সেই জায়গায় আকাশবাণী প্রচার করছে যে বন্ধ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। পরে এই নিয়ে যখন প্রতিবাদ করা হয়েছে তখন নাকি উত্তর এসেছে তারা এখান থেকে কোন খবর পান নি, তারা কলকাতা ইনফরমেশান সেন্টার থেকে খবর পেয়েছেন এবং তারা তা প্রচার করেছেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন আকাশবাণী আগরতলা কি ধরনের সংবাদ পরিবেশন করছেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দাঙ্গার সময়ে যখন ত্রিপুরার মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে, যখন এখানকার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ চেষ্টা করছে শান্তি ও সম্প্রীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য, উপজাতি ও বাঙ্গালীর মধ্যে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তখন সেখান থেকে মানুষকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের মনের মধ্যে সাহস ও বল ফিরিয়ে দেওয়াই যখন ছিল কাজ, এবং আকাশবাণী এই কাজকে ত্বান্বিত করবে এইটাই যখন ছিল স্বাভাবিক, যখন জনগণের মধ্যে একটা বিপদ সংকুল অবস্থা, তখন সমস্ত দিক থেকে সাম্প্রদায়িক উস্কানীমুলক সমস্ত বক্তব্যকে দূরে রেখে সাধারন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যখন আকাশবাণীর একটা বিশেষ ভূমিকা হওয়া স্বাভাবিক, তখন সেই জায়গায় আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আকাশবাণীর আগরতলা সেন্টার থেকে একটা অনুষ্ঠান প্রচার করা হলো আর সেই অনুষ্ঠানটা ছিল কি ধরনের? সেটা ছিল এই ধরনের যে, উপজাতিরা সমস্ত বাঙ্গালীকে কেটে ফেলেছে। এইটা দিয়ে কি এইটা প্রমানিত হয় না যে যাতে সাম্প্রদায়িকতা আরও বাড়ে, মারামারি আরও বাড়ে এবং দাঙ্গা যাতে ত্রিপুরাতে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে তার জন্য আকাশ বাণী এই ভূমিকা নিয়েছে? মানে আকাশবাণীর স্বাভাবিক যে ভূমিকাটা হওয়া উচিত ছিল, এইটা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দাঙ্গার সময় যখন দাঙ্গার আগুন ত্রিপুরার তিন ভাগের এক ভাগকে গ্রাস করেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনায়, তখন আকাশবাণী থেকে আমরা শুনতে পেলাম যে, তারা বলছে এই মাত্র খবর পাওয়া গেল যে রেডিও সেন্টারের কাছে নলগরিয়াতে আগুন লেগে গেছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হলো। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে যখন ত্রিপুরার মানুষ সম্প্রীতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে তখন তাদের মনোবলকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের মনে বিভেদের বীজ সৃষ্টি করার জন্য আকাশবাণী এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছিল। এর চাইতে আর বড় নজির কি হতে পারে? দাঙ্গায় ঠিক প্রাথমিক অবস্থায় যখন খবর ছড়িয়ে পড়েছে আগরতলা শহরে, তখন ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি আগরতলাতে একটা কর্মী সম্মেলন ডেকে ছিলেন আগরতলাতে যাতে করে জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতিকে ধরে রাখা যায় এবং দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করা যায়। কর্মী সম্মেলন থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি যে ডাক দিয়েছিল সে খবরটা আকাশবাণীতে প্রকাশ করতে চায় নি। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির পক্ষ থেকে বার বার চিঠি দিয়ে এবং ফোন করা সত্বেও তারা এইটা প্রকাশ করতে অনিহা প্রকাশ করেছেন। তারপর যদিও চাপাচাপিতে প্রকাশ করেছিলেন, সেটা যনাম মাত্র প্রকাশ করেছিলেন, কোন গুরুত্ব দিয়ে নয়। কাজে কাজেই

সাম্প্রদায়িকতার পথকে যাতে প্রশস্ত করা যায় তার জন্য আকাশবাণীর ভূমিকা এবং কাজ সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আকাশবাণীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটিই নয়, ত্রিপুরার এমন অনেক সংগঠন আছে, যারা বাম গণতান্ত্রিক সংগঠন, যারা জাতীয় সংহতির জন্য লড়াই করছেন এবং ত্রিপুরার শহরের ও গ্রামের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করছেন, গ্রামাঞ্চলে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যারা সংগ্রাম করছেন, তাদের কথাও আকাশবাণী কখনও প্রকাশ করতে চায় না। সেই সব সংগঠনগুলির মধ্যে আছেঃ— সি, আই, টি, ইউ, এস, এফ, আই, ডি, ওয়াই, এফ, আই, টি, ওয়াই, এফ, কৃষক সভা, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, মৎস্যজীবি ইউনিয়ন, ফরওয়ার্ড ব্লক আর, এস, পি, ইত্যাদি। এই সমস্ত সংগঠনগুলির কোন বক্তব্যকে আকাশবাণীতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয় না। এই সব সংগঠনগুলির কোন স্টেটমেন্টকে আকাশবাণীতে প্রকাশ করতে হলে, আকাশবাণীর কাছে বার বার ফোন করতে হয় এবং চিঠি দিতে হয়। তার পরেও নামমাত্র শুধু একটু প্রকাশ করা হয়। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি থেকেও একই অভিযোগ আসে সমন্বয়ের কর্মকর্ত্তাদের কাছ থেকে খবর আসে যে, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এবং রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য পাহাড়ী-বাঙ্গালী মিলিত ভাবে সংগ্রাম করার কথাটা আকাশবাণীতে বলার জন্য বলা হলে আকাশবাণী তা বলে না। অথচ দেখুন অপর দিকে, তেলিয়ামুড়াতে "আমরা বাঙ্গালী" দলের এক নেতা সেদিন অল্প কয়েক জন লোক নিয়ে এক পথ সভা করেন, আর আকাশবাণীতে তা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। তাই আমরা আকাশবাণীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই যে "আমরা বাঙ্গালী"-এরা কাদের লোক? কেন তাদের প্রতি আকাশবাণীর এত দরদ? এমন অবস্থাও আমরা দেখেছি যে, প্রায় এক বছর আগে বিশালগড়ে যারা বিধায়ক গৌতম দত্তের হত্যাকারী, যারা বর্ত্তমানে পলাতক এবং বাংলা দেশে আছে বলে শোনা যায়, তাদের দল ঐ কংগ্রেস (আই)র লোকেরা যখন একটা ছোটখাট মিছিল করল বিশালগড়ে, তখন একটা বিশাল মিছিল করেছে বলে আকাশবাণীতে প্রকাশ করা হয়েছে আর ঠিক তার পাশেই ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির ডাকে যখন বিশালগড়ে একটা বিশাল মিছিল সংগঠিত হলো, তখন কিন্তু আকাশবাণীতে কোন কথাই প্রকাশ করা হলো না।

তারপর ফেডারেশনের কিছু লোক আছে যাদের বক্তব্যকে প্রায়ই আকাশবাণীতে বলতে শোনা যায়। যাদের সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীর কোন যোগাযোগ নেই, যাদের প্রতি কোন জনসমর্থন নেই, তাদের কথাই আকাশবাণী বারবার জনগণের সামনে তুলে ধরছেন। এই হচ্ছে আকাশবাণীর অবস্থা। কাজেই এইবার ভেবে দেখুন যে, এই আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র কাদের স্বার্থে কাজ করছে।

কাজেই আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র কাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে তা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। এবং এটা বুঝেই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। এই যদি একটা সংবাদ প্রচার প্রতিষ্ঠানের চরিত্র হয় তা হলে সত্যি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এবং জিনিষটি নিশ্চয়ই আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচরে আনা প্রয়োজন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ধর্মনগরে পীয়ারীছড়া চা বাগানে একটি বিরোধের মিমাংসার জন্য ত্রিপক্ষীয় একটি মিটিং হয়, তাতে মুখ্য ভূমিকা নেন সি, আর, পি। কিন্তু আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে তা প্রচার করা হয়েছে যে, ঐ মিটিং-এ নাকি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আই, এন, টি, ইউ, সি। সুতরাং এখানে শ্রেণী চরিত্র পরিষ্কার। কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের জন্য কাজ করছে এই আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র। এখানে আমাদের দেখতে হবে কাদের স্বার্থে কাজ করছেন আকাশবাণী, আগরতলা। তারা উপজাতিদের রক্ষা-কবচ হিসাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এই বিগত ত্রিশ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে সামান্য একটি রক্ষা-কবচ হিসাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছেন, আর তারা তার বিরোধীতা করেছেন। আকাশবাণী, আগরতলা কাদের হয়ে কাজ করছেন?

যারা ঐ ২রা অক্টোবর কমিটি, ত্রিপুরা কর্মচারী ফেডারেশন, এই সকল কর্মচারী নেতাদের বিবৃতি, যারা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর জন্য বিবৃতি দিয়েছেন, তাদের বিবৃতি প্রচার করা হচ্ছে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। এটা একটি আশ্চর্য ব্যাপার, একটা কর্মচারী সংগঠন একটা নির্বাচিত সরকারকে খারিজ করে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর জন্য বিবৃতি দেন, আর আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র সেই বিবৃতি প্রচার করে তাদের কেন্দ্র থেকে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কর্মী তৈরী করার কেন্দ্র। সেখানে একজন কর্মচারী আছেন তার নাম হল, নরেন্দ্র দেববর্মা। তিনি উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে গোপনে গোপনে মিটিং করেন। এই উপজাতি যুব সমিতির বিচ্ছিন্নতাবাদী ধ্যান-ধারনা উনারা আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার করে। এই জিনিষটি আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের জানা আছে কি না, জানি না। যদি জানা থাকে তবে যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কাজেই একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান যে এইরূপ কায়েমী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিবৃতিকে প্রচার করবে, এটা আমরা কখনই সমর্থন করতে পারি না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স বা ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির নামে আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে বিকৃত ভাবে অপপ্রচার করা হচ্ছে। আমি এখানে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির একটি চিঠি এই হাউসে রাখছি। এই চিঠিটি লেখা হয়েছে আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রের স্টেশান ডাইরেকটারের কাছে। চিঠিটি লিখেছেন ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সভাপতি শ্রীবিধু ভূষণ রায়। এবং উহা লিখেছেন ২২-৩-৮১ ইং তারিখে।

চিঠিটি হচ্ছে ঃ---

টু
দ্যা স্টেশান ডাইরেক্টার,
আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র,
মহাশয়,

আমরা গত কিছু দিন যাবত লক্ষ্য করিতেছি যে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতিকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের বাহক হিসাবে আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজ্যের মোটর শ্রমিকরা যখন গণতান্ত্রিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করেছে তখন সেই ঐক্যকে ভাঙ্গার জন্য ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির নাম ব্যবহার করে নিজেকে সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পরিচিতি দিয়ে শ্রীদীপক কুমার রায় শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী মূলক বক্তব্য সংগঠনের বক্তব্য বলে বিভিন্ন বিবৃতি দিচ্ছে। সেই সমস্ত বিবৃতির সাথে ও বক্তব্যের সাথে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি একমত নন। শ্রী রায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক নন। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য জানিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছি তাহা আপনার সংবাদ প্রচার বিভাগ প্রচার করবেন না বলে আমাদেরকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্য্যকরী কমিটি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত। সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী রায় গত জুলাই ১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পদত্যাগ করিলে পর তাহার স্থলাভিষিক্ত হন শ্রীঅমূল্য চরণ দে মহাশয়। বর্ত্তমানে শ্রীঅমূল্য চরণ দে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ পরিচালনা করছেন। সুতরাং শ্রী দীপক কুমার রায়-এর সম্পাদক হিসাবে নিজেকে পরিচিতি দেওয়ার ও বক্তব্য রাখার কোন অধিকার নেই। অথচ আমরা এই বক্তব্য আপনাদেরকে টেলিফোনে ও বিবৃতির মাধ্যমে জানানো সত্বেও বার বার শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আপনারা শ্রী রায়-এর বক্তব্যকে সমিতির বক্তব্য হিসাবে আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচার করছেন।

আমরা আপনার সংবাদ প্রচার বিভাগের শ্রমিক ঐক্যতে ফাটল ধরানোর চেষ্টার প্রতিবাদ করিতেছি। তৎসঙ্গে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য পরিবেশন করার বাহক হিসাবে আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রকে ব্যবহার করায় নিন্দা প্রকাশ করিতেছি। এই ব্যাপারে আপনার যদি কিছু জ্ঞাত হতে হয়, তবে আশা করি রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের নিকট গিয়া বা কোন মাধ্যমে জানতে পারবেন।

ইতি---তাং ২২-৩-৮১ ইং,
ধন্যবাদান্তে,
এস ডি---শ্রীবিধু ভূষণ রায়,
১৪-৩-৮১

সভাপতি,
ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি,
মোটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা,
ত্রিপুরা (পশ্চিম)।

তার অনুলিপি দেওয়া হয়েছে, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার জ্ঞাতার্থে দেওয়া হল। মাননীয় সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ পত্রিকা, আগরতলা, সম্পাদক, দেশের কথা প্রচারার্থে দেওয়া হল। মৌটর কর্মী সমিতির সভাপতি এটার একটা কপি ষ্টেশান ডাইরেক্টারকেও দিয়েছেন। ছেন। মোটর কর্মী সমিতি একটা রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা সরকারের রেজিষ্টার্ড নাম্বার ১২৬ এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। মোটর কর্মী সমিতির সম্পাদককে, কে হবেন তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব হচ্ছে মোটর কর্মী সমিতির, কিন্তু সে দায়িত্ত আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র নিতে গেলেন কেন? ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সম্পাদক কে হবেন, সভাপতি কে হবেন সেটা শ্রমিকরা বলতে পারেন, সে সমিতি বলতে পারেন। বার বার প্রতিবাদ করা সত্বেও বলা হয়েছে যে, না সম্পাদক হিসাবে অমূতল্য চরণ দে কে তারা গ্রহণ করবেন না। এটা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের মর্জির ব্যাপার নাকি? এর অর্থ মোটর র্মী সমিতি যেহেতু ঐক্যবদ্ধ, যেহেতু তারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ছে, তাই এই সমিতিকে ভাঙ্গার জন্য আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে কে সম্পাদক হবেন, কে সভাপতি হবেন তা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র তার মর্জি মাফিক স্থির করে নিতে পারেন না। এর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য, ভাঙ্গন ধরানোর জন্য ঐ টি, আর, টি, সি কর্মিদের বিভ্রান্তিকর আন্দোলনে মদত দেওয়ার জন্য আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র এই উদ্যোগ নিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনা শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার-এর বিবৃতি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছে। তিনি নাকি বলেছেন যে, ওনার দপ্তরের টাকা খরচ করতে পারছেন না। কোথায় আমরা ত শুনিনি? আমরা ত হাউসের মধ্যেই ছিলাম। সে দিন মাননীয় বিধায়ক উমেশ চন্দ্র নাথের নাম আকাশবাণী থেকে ভুল প্রচার করা হয়েছে। বলা হয়েছে উমেশ চন্দ্র রায়, কিন্তু তার জন্য কি কোন দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে? এই রকম অনেক তথ্য আমার কাছে আছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ষ্টেটমেন্ট যখন বিভিন্ন পত্রিকাতে বেরিয়ে যায়, তখনও আমরা আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে শুনতে পাই না। ইচ্ছা করে দেরী করা হয়, আবার অনেক সময় প্রচারই করা হয় না। আবার যখন করা হয় তখন নাম মাত্র প্রচার করা হয়। আমরা জানি যে মাঠের মধ্যে মাটির উর্বরতা আছে, সে মাঠে শুধু ভাল ফসলই জমায় না, আগাছাও জন্মায়। তেমনি ত্রিপুরার মাটি গণতন্ত্রের পক্ষে উর্বর, তাই এখানে যতই বাম গণতন্ত্রকে সংগঠিত করা হচ্ছে মানুষের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে বাম গণতন্ত্রকে আরও যত বেশী প্রসারিত করা হচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষের ভূমিকা যতই বাড়ছে, ততই তার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে, এখানে কিছু আগাছা জন্মাচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মত প্রতিদিন সংগঠন গড়ে উঠছে। আমরা তাদের

পরিচয় পাই মানুষের মধ্যে নয়, আমরা তাদের পরিচয় পাই আকাশবাণীর মাধ্যমে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, বিরোধী দল হিসাবে তাদের বক্তব্য আকাশবাণীতে স্থান পায়, তা স্বাভাবিক কিন্তু "আমরা বাঙ্গালী", ইন্দিরা কংগ্রেস প্রভৃতির কথা আকাশবাণীতে কত মিনিট সময় বলা হয়? তা আপনারা জানেন। তা পুনরায় বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই রাজ্যে যারা সরকার চালান তাদের এবং এই বামফ্রন্ট সরকারের যে বিভিন্ন সংগঠন তাদের বক্তব্য কয় মিনিট প্রচার করা হয়? তার কোন তথ্য আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে দিতে পারবেন কি? এমন কি তাদের বক্তব্য সঠিকভাবে প্রচারও করা হয় না, কিন্তু কোথাও বামফ্রন্ট বিরোধী যদি সামান্য একটা কথা পাওয়া যায়, সেটাকে টেনে আনা হয় আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্রে। রাষ্ট্রপতির শাসনের দাবিতে, বামফ্রন্ট বিরোধী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেখানে যখন বক্তব্য পাচ্ছে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র কুড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের কোন সংবাদের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে যে কাজ হচ্ছে, ব্লকগুলিতে যে কাজ হচ্ছে, পঞ্চায়েতগুলিতে যে কাজ কর্ম বামফ্রন্ট সরকার করছেন এবং প্রতিটি অংশের মানুষের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে একটা যে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি, বামফ্রন্টের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা এবং বামফ্রন্টকে শক্তিশালী করার জন্য যে তাদের ভূমিকা, সেই জিনিষ আকাশবাণীর মধ্যে বলতে শুনা যায় না। সদরের যে ব্লকগুলিতে আছে তাতে কাজ হচ্ছে এবং প্রতিটি গ্রামের মধ্যে শত শত জমায়েতের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিক অর্থের বরাদ্দের জন্য এবং রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য যে দাবী সেগুলি আকাশবাণীর সংবাদ প্রকাশ পায় না। গ্রামের বি, ডি, সি,-এর মিটিং এর বিবরণও সেখানে স্থান পায় না। আমি দেখেছি, গ্রামের প্রধানরা সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন যে, আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের কোন স্বীকৃতি নেই। কারণ গ্রামের কাজ হচ্ছে সাধারণ গরীব মানুষের স্বার্থে। আজকে গ্রামে ভুখা মিছিল নেই। টিউব-ওয়েল, রিংওয়েল হচ্ছে, উপজাতিদের মধ্যে প্রচুর কাজ হচ্ছে। কিন্তু এই খবর আকাশবাণী থেকে দেওয়ার কোন সময় থাকে না। তাহলে তো কংগ্রেস (আই) এর জন্য সময় থাকবে না, যাদের কাজ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয় দেওয়া। তাদের সময় দিতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের জন্য সময় দেওয়া অসম্ভব। সে জন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, যাতে নরেন্দ্র দেববর্মার মতো লোক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য একটা স্টেট অ্যাডভাইসরি কমিটি করা হোক এবং আজকের আলোচনার সমস্ত প্রসিডিংস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এখানে যে বিষয়টা আলোচনার জন্য এনেছেন আমি সেই বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমি এই প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব দেই। কিন্তু আমি সমর্থন করতে পারি না যে, আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের জনমত গঠনের জন্য সংবাদ প্রচারের দাবী করা হবে এবং আমি এটা মানতেও পারি না যে, এই আগরতলা কেন্দ্র থেকে টি, ইউ, জে, এস, এর জন্য কোন সংবাদ প্রচার করতে পারবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি তিনি নিশ্চয়ই বলবেন। এই আকাশবাণী কেন্দ্রের যারা অথরিটি এবং ইউনিয়ন ব্রডকাস্টিং মিনিস্টারের কাছেও আমরা বলেছিলাম যে, আগরতলায় ৯ ঘন্টার যে প্রোগ্রাম সেখানে ত্রিপুরী প্রোগ্রাম ১ ঘন্টাও সময় পায় না। অথচ লোক সংখ্যার দিক থেকে এক তৃতীয়াংশ ত্রিপুরী। সুতরাং ৯ ঘন্টার মধ্যে তিন ঘন্টা সময় দেওয়া উচিত ত্রিপুরী প্রোগ্রামের জন্য। আমি ভেবেছিলাম মাননীয় সদস্য এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে, নরেন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে। এই রকম অফিসারদের বিভিন্ন

ভাষায় দিল্লীতে ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হয়। তিনি যখন এখানে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বহু পাহাড়ী গান কালেকশান করলেন এবং এক ঘেয়েমী যে ত্রিপুরী প্রোগ্রাম ছিল সেটাকে যখন চিত্তাকর্ষক করে তুললেন, তখনি এই বাম ফ্রন্ট সরকার, আমি জানি না তাঁদের উদ্দেশ্য কি, তাঁরা ইউনিয়ন মিনিষ্টারের কাছে অনবরত অভিযোগ পাঠাতে সুরু করলেন এই নরেন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে। এমন কি দুই জন ইনভেষ্টিগেশান অফিসার, এখানকার দুই জন পুলিশ আই বি, এর লোকদের দিয়ে গান যেগুলি আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হতো সেগুলি সীজ করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নরেন্দ্র দেববর্মার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করতে ইউনিয়ন মিনিষ্টারের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার নরেন্দ্র দেববর্মাকে বামফ্রন্টের পক্ষে যেতে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা তাকে খেলার পুতুল হিসাবে ব্যবহার করতে পারলেন না, তখন তারা ইউনিয়ন মিনিষ্টারকে বহু অভিযোগ জানিয়েছেন এবং ইউনিয়ন মিনিষ্টার অলসো অ্যাজ বীন মিসগাইডেড বাই দি লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট। এটা বুঝা উচিত ছিল যে, একটা নিষ্পেষিত জাতি, যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে এখনো তারা নীচুস্তরে রয়েছে তাদের মধ্যে আকাশবাণীই হচ্ছে একটা মাধ্যম। কাজেই যদি এটাকে সংকোচিত করা হয় তাহলে এই জাতির সর্বনাশ করে দেওয়া হবে। কাজেই এইগুলি করার আগে ইউনিয়ন মিনিষ্টারের উচিত ছিল সেটাকে তদন্ত করে দেখা। এই যে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা দিল্লীতে দৌড়ঝাপ করছে তার কারণ যাতে ট্রাইবেল প্রোগ্রাম আরও সংকোচিত হয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আবার তারাই বলছেন যে, আমরা সংখ্যালঘু উপ জাতিদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশ চাই। কিন্তু একই সঙ্গে তারা অন্য পথে চলছেন। এখানকার পাবলিক রিলেশান মিনিষ্টার বলছেন যে, মনিপুরী ভাষায় কেন ব্রডকাষ্ট করব? শিলচর থেকেই ব্রডকাষ্ট করা হচ্ছে। (নয়েজ) সেটা আপনারা সমর্থন করেছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ক্ষেত্রে আমরাও বলতে পারি যে, পশ্চিম বাংলা থেকে তো বাংলা প্রচার হচ্ছে, দিল্লী থেকেও প্রচার হচ্ছে। তাহলে পরে কেন দিল্লীর খবর এখানে রিলে করে শোনান হয় এবং সেগুলি তারা সমর্থন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে তো তারা বলেন না যে, এটা উচিত নয়। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার তো এটা উল্লেখ করেন নি, বরং নরেন্দ্র দেববর্মার মত যারা আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরীদের সংস্কৃতি প্রচারের চেষ্টা করছেন সেটা বন্ধ করা হোক বলেই তিনি দাবীক রছেন এবং তিনি দাবী করছেন, যেন আকাশবানীর এই আগরতলা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরী ভাষায়, ত্রিপুরী সংস্কৃতির যে প্রচার, তাকে অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। আর সেই নরেন্দ্র দেববর্মার যে প্রচেষ্টা, ত্রিপুরী ভাষার গান, ত্রিপুরী সংস্কৃতিকে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচার করার তার যে প্রচেষ্টা, সেটাকে যেন ব্যর্থ করা হয় এবং এখানকার অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির যে মতামত, সেগুলি উপেক্ষা করে শুধু মাত্র বামফ্রন্টের যে মতামত তাকে প্রচার করার জন্যই যে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র সব সময়ে ব্যস্ত থাকে। কাজেই তাদের এই যে দাবী, এটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার আমার প্রস্তাব হলো, হাউসের সময় আরও ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, আমি এই হাউসের সেন্স নিয়ে হাউসের সময় আরও ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দিলাম।

শ্রীনকুল দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয়, আজকে এখানে যে ডিসকাশনটা এনেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি তাঁর সঙ্গে এক মত। আর সেই কারণেই আমি এর সঙ্গে আরও যোগ করতে চাই, বিশেষ করে মণিপুরী ভাষা এবং তার সংস্কৃতিকে আকাশবাণী এই আগরতলা কেন্দ্র থেকে যাতে নিয়মিত ভাবে প্রচার করা হয়, সেজন্য আমরা এই হাউস থেকে সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে একটা প্রস্তাব নিয়েছিলাম এবং সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকারের

কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় এই মণিপুরী ভাষার প্রচার তো দূরের কথা, তার জন্য কোন রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনই মনে করলেন না। এছাড়া ত্রিপুরী ভাষায় যে প্রোগ্রামটা হয়, সেটাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য আমরা দাবী জানিয়েছিলাম এবং এখনও আমাদের সেই দাবী আছে। তবে আকাশবাণীতে ত্রিপুরী প্রোগ্রামটা যারা প্রচার করেন, তাদের সম্পর্কে আমার একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের একটা মৈত্রী বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং এই মৈত্রী শুধু নিছক মৈত্রী নয়, এর মধ্যে জাতি-উপজাতি পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের মৈত্রীও রয়েছে। কারণ উপজাতি ছেলেরা যে স্কুলে পড়াশুনা করছে, বাঙ্গালী ছেলেরাও সেই স্কুলেই পড়াশুনা করছে। কাজেই প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে কি ভাষাগত, কি আচার ব্যবহারগত সব দিক থেকেই একটা ভাবের বিনিময় হচ্ছে। যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতিদের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনটা ক্রমশঃ গভীর থেকে আরও গভীর হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরী ভাষার মধ্যে প্রয়োজনে যদি কিছু বাংলা ভাষার শব্দ গ্রহণ করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে নিশ্চয় ত্রিপুরী ভাষা তার নিজস্ব মর্য্যাদা হারাবে না, বরং সেই ভাষা আরও সমৃদ্ধি লাভ করবে। প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যে যে সমস্ত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আছে, প্রয়োজনে সে একে অন্যের শব্দ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করেছে। আর এভাবে বিভিন্ন ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কাজেই ত্রিপুরী ভাষাকে সমৃদ্ধি লাভ করতে হলে বাংলা ভাষার কিছু প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করে, সেটাকে ব্যবহার করলে, ত্রিপুরী ভাষা আরও সমৃদ্ধি হয়ে উঠবে। আমাদের আরও দাবী যে, বিলোনীয়া এবং কৈলাশহরে যদি আরও দুইটি রেডিও সেন্টার খোলা হয়, তাহলে ত্রিপুরার দুই প্রান্তের মানুষ আকাশবাণীর বিভিন্ন ভাষার গান, বাজনা, এবং সাংস্কৃতিক আলোচনা সহজে শুনতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য আমরা বরাবর কেন্দ্রের কাছে যেটা দাবী করে আসছি, সেটাতে না গিয়ে, আমাদের বক্তব্যকে বিকৃত করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। কারণ এই হাউসে যারা বিরোধী পক্ষে আছেন, তাদের কাজই হল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে তারা সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে চান। আর মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে, আমরা যারা এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি জনগণের প্রতিনিধি হয়ে, জনগণের কথা বলার জন্য, তার মধ্যে নিশ্চয় কিছু সততা থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সেটা করছেন না, বরং নানা ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। কাজেই তারা যে বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্য রেখেছেন, তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় যে ডিসকাশনটা এনেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার তাঁর আলোচনার পক্ষে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। আমরা সরকারে আসার পর থেকে আকাশবাণী যে একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেটা আমরা বহুদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সরকার থেকে এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে আসছি যে, আকাশবাণী, আগরতলা কেন্দ্র থেকে যে তথ্য প্রচার করা হউক না কেন, সেটা যেন তথ্য ভিত্তিক হয় এবং এখানে যে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এই রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য এই সরকার যে কাজগুলি করে বা করতে চায়, সেগুলি যেন যথাযথ ভাবে প্রচার করা হয়। আমরা কিন্তু এই সমস্ত প্রচার যন্ত্রের কাছে এমন কিছু চাই নি যে আমাদের হয়ে তোমরা কিছু প্রচার কর। আমরা এটুকু চাই যে, অন্ততঃ পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে এই সরকার যা করছেন বা করবেন, সেগুলি যেন নির্ভুল ভাবে আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার করা হয় এবং এটাই আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করি, এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে, ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যই আকাশবাণী প্রচার করছে, অন্য কারোর বক্তব্য আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার হয় না। ভারতে বিরোধী দলগুলিরও যে বক্তব্য থাকতে পারে, আকাশবাণী সেটা মানতে রাজি নয়। তাই দেখছি, আমাদের এই রাজ্যে বাম ফ্রন্ট সরকারের কাজ কর্মের যে এত তথ্য আছে, সেগুলি তার মাধ্যমে প্রচার হয় না। অথচ

বামফ্রন্ট বিরোধী যে সব দল আছে, তাঁদের যে মতামত আছে, সেগুলিকে আকাশবাণী ফলাউ করে প্রচার করছে। অন্য দিকে কক-বরক অথবা ত্রিপুরী ভাষায় যে প্রোগ্রামটা প্রচার করা হয় এবং সেই প্রোগ্রামটা প্রচার করার জন্য যে ভূমিকা নেওয়া হয়, তা যে কত সিরিয়াস, কারণ, এই কেন্দ্র সুপরিকল্পিত ভাবে এমন সব লোকদের নিয়োগ করা হচ্ছে যারা এখানকার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে সমর্থ। অর্থাৎ এই রাজ্যের ২০ লক্ষ লোকের স্বার্থের বিরোদ্ধে যা করা প্রয়োজন, তা করার জন্যই আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র দায়িত্ব নিয়েছেন। এখানে মাননীয় সদস্য, নগেন্দ্র জমাতিয়া অভিযোগ করেছেন, কক-বরক ভাষায় যে প্রোগ্রামটা আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়, সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা নাকি দিল্লীর কাছে ধর্ণা দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবে তার এই কথাটা ঠিক নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি, উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরী ভাষায় আকাশবাণীর মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করার দীর্ঘ দিনের যে দাবী, সেই দাবীর সঙ্গে আমরাও এক মত। আমাদেরও দাবী ছিল যে, ত্রিপুরার উপজাতিদের নিজস্ব ভাষার কোন ডায়লগ নাই, তারা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সব দিক দিয়ে অনগ্রসর, কাজেই তাদের ভাষার বিকাশের জন্য ত্রিপুরী ভাষায় যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অত্যন্ত সুকৌশলে বাস্তবকে এরিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের যে মৈত্রী, তাকে বিষময় করে তুলতে নানা রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। কাজেই সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে, আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র তাদের হয়ে এই ভূমিকাটা নিতে চাইছেন। আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র যে ভাবে সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করছেন, তা শুনে আমরা এটুকু বলতে পারি যে জার্মানিতে হিটলারের জন্য গোয়েব্লসের দরকার ছিল এবং কিভাবে জার্মানির নিকৃষ্টতম লোকটাকে হিটলার তার প্রয়োজনে কত বড় করে তুলেছিলেন এবং তাকে দিয়েই হিটলার জার্মানির আকাশবাণীর কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, সেটা সবারই জানা আছে, কারণ তখন জার্মানির গণতান্ত্রিক মানুষগুলি তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইতিহাস তো তাকেও ডাষ্টবীনে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। কাজেই সেই গেসট্রোপুরের বংশধর গোয়েলল্বসের কন্ঠস্বর যারা জিয়িয়ে রাখতে চান, তারা এখানেও আছেন এবং আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র সেই ভূমিকাটা গ্রহণ করছেন। তাই মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে অভিযোগগুলি এখানে করেছেন, সেগুলি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কছে রাখব। এছাড়া এর আগে কেন্দ্রীয় ব্রডকাষ্টিং মিনিষ্টার যখন আগরতলায় এসেছিলেন, তখনও আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কক-বরক ভাষার বিকাশের জন্য কক-বরক ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যথেষ্ঠ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং কক-বরক ভাষার প্রোগ্রামটাকে আরও এ্যাক্সটেনশান করার জন্য আবেদন করেছিলাম। শুধু কি তাই? মণিপুরী ভাষায় যাতে আকাশবাণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে পারে, তার জন্য এই বিধানসভায় আমরা রিজলিউশান নিয়েছিলাম কারণ আমরা চাই যে, মাইনরিটি লিংগুইষ্টিক যারা আছে, তাদের ভাষায় আকাশ বাণীর অনুষ্ঠান প্রচার করা হউক। কেন্দ্র জবাব দিয়েছে যে না, ত্রিপুরাতে কিছু করা যাবে না, কারণ শিলচরে থেকে সেটা শুনা যায় আর সেটা নাকি আমরা বলেছি এবং সেটাই গলাবাজী করে গেলেন। এবং তিনি বলেছেন আকাশবাণী ইন্দিরার বাণী, তার বিরোদ্ধে---কতগুলি ঘটনার বিরোদ্ধে প্রতিবাদ করছি। এবং তারা এই একটা স্ট্রেটেজী বেছে নিয়েছেন যেখানে ইন্দিরার বিরোদ্ধে বলা হবে, যেখানে ইন্দিরার উইংসের বিরোদ্ধে বলা হবে---এই সব আগাছা পরগাছা তাদের পক্ষেই যেতে হবে। কারণ এরা সব মিলে, আমরা সব মামাত জেঠাত ভাই শতকরা ৪।৫ জন আছি, তারা দায়িত্ব নিয়েছেন এই ত্রিপুরায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং জনগণের কাছে তাদের কি অবস্থা তা তারা জানেন। এখন এই বিধান সভায় উপজাতি যুব সমিতির ৪ বন্ধু আর বাইরে গেলে সংবাদ পত্র জগতে "দৈনিক সংবাদ" এবং প্রচারের জন্য আকাশবাণী আছে। এই তিন যন্ত্র মিলে তারা দায়িত্ব নিয়েছেন যে, ত্রিপুরায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে, তার চরদের, তার বংশধরদের আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার বলেছেন তার বিরোধীতা করতেই হবে। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার

যা বলেছেন সেটি আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভাকে জানাব এবং আমরা বার বার এই সব ঘটনার প্রতিবাদ করছি, কিন্তু লেজ ওদের সোজা হবে না। কাজেই এর জন্য ত্রিপুরার গণ-তান্ত্রিক মানুষকেই এর জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের এই ভূমিকায় ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের খুব একটা উপকার হবে না, কিন্তু তাদের এই নিকৃষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে ঘৃণা এবং নিন্দা প্রকাশ করার ভাষা খোজে পাচ্ছি না। এই বলে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপটি স্পীকার ঃ—এই বিধান সভার কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 158
Name of M.L.A. Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Deptt. be pleased to state—

Questions

১) কাঞ্চনপুর ব্লকের জয়শ্রী এস, বি, স্কুল (লালজুরী) নবীনছড়া এস, বি, স্কুল, খেদা-ছড়া এস, বি, স্কুল এবং গাছিরাম পাড়া এস, বি, স্কুলে কতটি শ্রেণীতে বর্ত্তমানে পঠন পাঠন চলছে;

২) ঐ স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে বর্ত্তমানে কতজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছেন;

৩) এবং উক্ত স্কুলগুলির মধ্যে কোনগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষক শরীর শিক্ষক নেই?

Answer

১)---৩- প্রশ্নগুলির মধ্যে একাধিক স্কুলের উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্নানুসারে প্রত্যেকটি স্কুলের সঠিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য সময়ের প্রয়োজন। বিশদ তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 169.

By—Shri Subodh Ch Das ,M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে কি পরিমাণ সিমেন্ট রাজ্যের বেসরকারী কাজে ব্যব-হারের জন্য বন্টন করা হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। উক্ত বন্টন ব্যবস্থা কি নীতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে?

ANSWER

১। মোট ২৯,০৯৮ ব্যাগ সিমেন্ট বন্টন করা হয়েছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

সদর—	২৪,৫২৪ ব্যাগ
সোনামুড়া—	৬০১ ,,
খোয়াই—	৯৪৫ ,,
ধর্মনগর—	৬৫০ ,,
কৈলাসহর—	১৫০০ ,,
কমলপুর—	৮৭৮ ,,
উদয়পুর—	বন্টন করা হয় নাই।
বিলোনীয়া—	বন্টন করা হয় নাই।
অমরপুর	বন্টন করা হয় নাই।
সাব্রুম	বন্টন করা হয় নাই।

২। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য প্রাপ্ত সিমেন্ট যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় সেই জন্য এম, এল, এ, সরকারী কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও সরকার মনোনীত ৩টি সিমেন্ট আমদানীকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে ত্রিপুরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিস করপোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

মহকুমাগুলিতে মহকুমা সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটির (সাব ডিভিশনেল সাপ্লাই এডভাইসরী কমিটি) পরামর্শানুক্রমে মহকুমা শাসক সিমেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 170
Name of M.L.A.—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াই এর সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলির নির্মাণ কার্য্য কি আরম্ভ হয়েছে?

২। যদি আরম্ভ করা হয়ে থাকে তবে কবে পর্যান্ত উক্ত মহাবিদ্যালয়গুলির নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করেন?

ANSWER

১। ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উদয়পুর ও খোয়াই সরকারী মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

২। ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অন্য ধরণের কোন বড় রকমের বাঁধার সম্মুখীন না হলে বাৎসরাধিক কালের মধ্যে একাংশ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE—"B"

Admitted unstarred question No. 12
Name of Member :—Sri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in chargé of the Apptt. & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আসাম থেকে কোন উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে কিনা?

উত্তর

১। না।

প্রশ্ন

২। যদি এসে থাকেন তবে তারা কোথায় আছেন?

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৩। উদ্বাস্তু না হয়েও কতজন আসাম ছেড়ে ত্রিপুরাতে বসবাসের জন্য চলে এসেছেন?

উত্তর

৩। এ তথ্য আমাদের জানা নাই।

প্রশ্ন

৪। এরা কোথায় বসতি স্থাপন করেছেন।

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৫। এদের জন্য রাজ্য সরকারের কোন খরচ হয়েছে কি না?

উত্তর

৫। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৬। খরচ হয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত?

উত্তর

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred question No. 13

Name of M.L.A.—Shri Keshab Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ ইং আথিক বর্ষে যুব কল্যাণের অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত ছিল,

২। এই বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কি কি কাজে ব্যয়িত হইয়াছে তার বিবরণ;

৩। যুবকদের কল্যানার্থে সরকার কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং;

৪। উক্ত কর্ম সূচীর সার্থক রূপায়ণে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ ইং আথিক বর্ষে যুব কল্যাণের জন্য মোট—৬৬,১০০,০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২। বরাদ্দকৃত অর্থের যে পরিমাণ '৮১ সনের মার্চ পর্য্যন্ত ব্যয় হইবে তার হিসাব—

১। ছাত্রদের স্পোর্টস ষ্টাইপেণ্ড বাবত এবং ক্রীড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ষ্টাইপেণ্ড বাবত	৫৫,০৮০,০০
২। বিভিন্ন খেলাধূলা বাবত—	১,৫৫,০০০,০০
৩। শারীরীক ক্ষমতা অভিযান—	৫,০২৮,০০
৪। ব্রতচারী ও মহিলা উৎসব—	১১,০০০,০০
৫। স্কাউটিং এর গাইডিং—	৪৪,০০০,০০
৬। সাইকেল প্রতিযোগীতা—	৫,০০০,০০
৭। খেলাধূলার সাজ-সরঞ্জাম—	৩৩,০০০,০০
৮। ক্রীড়া পর্ষদ এর গ্রেন্ট-ইন-এইড—	৩,০০,০০০,০০
৯। জাতীয় সেবা প্রকল্প—	৩০,০০০,০০
মোট—	৬,৩৮,১০৮,০০

৩। যুবকদের কল্যানার্থে যে যে কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে তার মধ্যে উপরি উক্ত নয়টি প্রোগ্রাম ছাড়া উল্লেখ যোগ্য হল আগরতলা বাধারঘাটে, কৈলাসহর এবং উদয়পুরে ১টি করে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সরকারী অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী ব্যয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সুইমিং পুল নির্মাণের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নুতন একটি হোষ্টেল তৈরী ও মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়েছে।

৪। উক্ত তিনটি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সরকারী অনুমোদন দেওয়া গেছে। সরকারী ব্যয়ে পানিসাগরে একটি শরীর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে ইহা ছাড়া স্কুলের মাঠ নির্মাণ এবং যুবকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের জন্য ও অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred question No. 15

Name of M.L.A.—Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনও শরীর শিক্ষক এবং জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের অভাব রয়েছে,

২) ইহা কি সত্য কোন কোন বিদ্যালয়ে বিগত দু বছর ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা ২০ জন ছাত্রও কৃতকার্য্য হতে পারে নি,

৩) ঐ সব বিদ্যালয়ে ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণগুলো পর্য্যালোচনা করা হয়েছে কি না, এবং

৪) যদি করা হয়ে থাকে তবে এ সব কারণ দূর করার জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন?

উত্তর

১)—৪) প্রশ্নগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু স্কুল জড়িত রয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুল হইতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। বিশদ তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।